ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস
ও
হজরত আবুবকর সিদ্দীকী (রহঃ)
এর
বিস্তারিত জীবনী

হজরত আল্লামা মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস

ও

হজরত আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)-এর বিস্তারিত জীবনী

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ
মুছান্নিফ ও ফকিহ্ আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট 'নবনূর প্রেস'' হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(পঞ্চম মুদ্রণ ইং ২০০৫ বাং ১৪১১)

মুদ্রণ মূল্য—১০০ টাকা

সূচীপত্র

ALLAMA RUHAL AMIN SMRITI JAMAT
Vill—Gopmahal
P.O—Sitra Kuhpa
P.S—Basirhat
Dist—(N) 24

ভূমিকা

সংসার অনিত্য—মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃতির উদ্দাম ঝড়ো হাওয়ায় কখন কাহাকে কোন মুহূর্তে বৃন্তচ্যুত হইতে হয়, তাহা একমাত্র বিশ্ব-নিয়ন্তা আল্লাহো রব্বিল আলামিনই জানেন। দুনিয়ার এই চিরন্তন নিয়মের ফলে আমরা মাঝে মাঝে এমন সব মহামানব—এমনসব প্রিয়জনকে হারাই, যাঁহাদের দুর্নিবার শোক-স্মৃতির কূলে দাঁড়াইয়া আমরা অধীর মনে ভাবি—

—"মোহর্‌রমের চাঁদ এল বুঝি—
—কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়।"

গত তরা চৈত্রের এক কুহেলি-প্রভাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর এক মহামানবকে আমরা হারাইয়াছি, ফুরফুরার ভাগ্যবান মৃত্তিকা তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে চিরতরে ছিনাইয়া লইয়া বুকে ধারণ করিয়াছে। শ্যামল-কাননিকার ছায়ায় হয়তো তিনি রণক্লান্ত সৈনিকের ন্যায় পরম শান্তিতে ঘুমাইতেছেন, কিন্তু এদিকে তাঁহার অযুত ভক্ত-অনুরক্তের প্রাণে যে দুর্ব্বার বিয়োগ-ব্যাথা দিনের পর দিন ধরিয়া অতি তীব্রতররূপ বাজিতেছে; জানিনা কত দিনে তাহার উপশম হইবে। এত বড় ভয়াবহ শোক-পাথারে বোধ হয় কোন দিন মোছলেম বাংলাকে ভাসিতে হয় নাই।

হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন—"মৃত্যু একটি সেতু সদৃশ। ইহা বন্ধুকে বন্ধুর সহিত মিলন করিয়া দেয়।" ফুরফুরার হজরত পীর ছাহেব কেবলা ঠিক এমনিভাবে তাঁহার হাবিবের সহিত মিশিয়াছেন। এই গৌরব-রেহলাতে আমরা তাঁহার জন্য শোক করি কেন? এই কথাটির সম্যক পরিচয় দিবার জন্য তাঁহার জীবন-আলেখ্য লইয়া সমুপস্থিত। লেখনীর সীমাবদ্ধ শক্তি,

যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মানবের আলেখ্য রচনা করিতে কতখানি 'ক্যামিয়াব' হইয়াছি—জানি না।

প্রায় পৌনে এক শতাব্দী ধরিয়া যে মহাপুরুষের যশোকীর্ত্তি আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হইয়াছে, সামান্য কয়েক পৃষ্ঠা পুস্তকে তাহার পরিচয় দিতে যাওয়া কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী লইয়া যতই আমরা দফ্‌তরের পর দফতর রচনা করি না কেন, ইহা "গোষ্পদে বিম্বিত যথা অনন্ত আকাশ"-এর তুল্যই বিবেচিত হইবে।

পীর ছাহেব—কোটি কোটি মোছলমানের বড় আদরের পীর ছাহেব চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের বাহ্য-দৃষ্টির বাহিরে এক অজানা দেশের 'মোকিম' আজ তিনি, কিন্তু তিনি পশ্চাতে যে বিপুল আদর্শ—দীর্ঘ জীবনের গৌরব-ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন, যুগের মানুষ তাহা কোন দিন ভুলিতে পারিবে না। একটি কথায় বলে, 'দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না।' ফুরফুরার মাটি দিয়া খালেকুল-মখ্‌লুক যে কি অনবদ্য রত্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমরা হয়তো পূর্ব্বে তাহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। এখন তাঁর শূন্যস্থানের দিকে যখনই আমাদের দৃষ্টি পড়ে—কল্পনা ছুটিয়া যায় দায়রা শরীফের নিকটস্থ ঐ তরু-ঘেরা ছায়া-কুঞ্জে, তখনই কি এক অব্যক্ত ব্যাথা। অপরিমেয় রিক্ততা আমাদের বাহ্যিক চেতনাকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। ইহার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি আমরা কোন্ শ্রেণীর প্রিয়জনকে হারাইয়াছি।

সংসারের কর্ম্ম-কোলাহল আধ্যাত্মিক পথে প্রতিকূল আব-হাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারে না, পীর সাহেব দীর্ঘ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। একাধিক বিবি, পুত্র, পৌত্র, কন্যা প্রভৃতিতে ভরপুর সংসারে থাকিয়া তিনি আধ্যাত্মিকতার যে কত উচ্চ গিরি-শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ লোকের

পক্ষে তাহা ধারণার বহির্ভূত। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন আদর্শ ধর্ম্মবীর, অন্যদিকে সেইরূপ অপরাজেয় কর্ম্মনীতির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। জীবনের শেষ সায়াহ্নেও দেশের ও দশের কার্য্যে তাঁহার অফুরন্ত উদ্যম-উদ্দীপনায় আদৌ দুর্ব্বলতা আসে নাই। গত নির্ব্বাচনের সময়ে তিনি যুব-শক্তি লইয়া বাংলার কেন্দ্রে কেন্দ্রে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য তাঁহার অদম্য প্রচেষ্টায় এবং আন্তরিক দোওয়ার বরকতে 'লীগপার্টী' এবং 'জমিয়াতে ওলামা'র মনোনীত সদস্যগণ অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচন সংগ্রামে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মরহুম হজরত পীর সাহেব শুধু 'ফকিরী' লইয়া কাল কাটাইলে অখন্ড বাংলায় কীর্ত্তির গৌরব স্তম্ভ রাখিয়া যাইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের যে কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, পীর সাহেবের সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপী সাধনা হইতে আমরা তাহার পরিচয় পাই। ফলতঃ এইরূপ সর্ব্বতোমুখীন প্রতিভা এবং সর্ব্বগুণের একত্র সমাবেশ এই যুগে অতি বিরল।

ধরণীর দ্বারে ধূলার মানব আমরা, বোজর্গানের ীনের আদর্শ পথ আমাদের গন্তব্য, তাঁহাদের অমর শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের যাত্রা পথের সম্বল। পীর সাহেব কেবলার অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপী সাধনা, শিক্ষা, আদর্শ বঙ্গীয় মুছলিমের ঘরে ঘরে—প্রাণে প্রাণে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের স্বর্গীয় প্রেরণা জাগাইয়া রাখুক, তাঁহার জীবনী আমাদের আদর্শ হউক—কাজিওল-হাজাতের দরগাহে ইহাই আমাদের কামনা।

পীর-আওলিয়ার জীবনীতে অনেক অলীক কিচ্ছা-কাহিনী, এবং বাস্তবতাশূন্য বানাওট্ কারামত জুড়িয়া দিয়া তাঁহাদের মাহাত্ম্য এবং গৌরবজ্জ্বল আদর্শ অনেক ক্ষেত্রে 'খাটো' করা হয়। জীবনী সঙ্কলনে আমরা সেই চিরাচরিত প্রথার মোটেই অনুসরণ

করি নাই, দীর্ঘদিন তাঁহার পবিত্র চরণ-প্রান্তে থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং বিশ্বস্ত সূত্রে যাহা অবগত হওয়া গিয়াছে, ইহাতে তাহাই সন্নিবেসিত হইয়াছে। পুস্তকের প্রত্যেকটি বিষয় পীর সাহেব কেবলার সুযোগ্য সাহেবজাদাগণের অনুমতি ও অনুমোদন লইয়া প্রকাশিত। এতদ্ব্যতীত পীর সাহেব কেবলার জীবদ্দশায় প্রকাশিত মাওলানা আবদুল মাবুদ মরহুম কৃত 'ছওয়ানেহে উমরী' পুস্তকের যথেষ্ট সাহায্য আমরা লাভ করিয়াছি। আমাদের এই পুস্তকের একটি বড় বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কোরআন, হাদিছ দ্বারা বিরুদ্ধ মতবাদের তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ করা হইয়াছে। দিন ধার্য্য করিয়া ঈসালে সওয়াবের বার্ষিক অনুষ্ঠান এক শ্রেণীর দেওবন্দী আলেম নাজায়েজ মনে করেন, তাছাড়া পীর সাহেব কেবলার লিখিত শেজরার কলেমার বিরুদ্ধে একদল অজ্ঞ আলেম আপত্তি দর্শাইয়া থাকেন, এই জীবনী গ্রন্থে দলীল প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদের ভিত্তিহীন যুক্তি এবং বিদ্বেষ প্রসূত উক্তির খন্ডন করিয়া এলমে জাহের ও এলমে বাতেনের অফুরন্ত 'খাজিনা' পীর সাহেব কেবলার অভ্রান্ত মত ও পথের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহার দ্বারা পুস্তকের কলেবর কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য, কিন্তু দামের দিক দিয়া তত বৃদ্ধি করা হয় নাই।

এই পুস্তক প্রণয়নে যাঁহারা আমাকে মাল-মসলা ইত্যাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ইতি—

বশিরহাট (২৪ পরগণা)
১৫ই ফাল্গুন, ১৩৪৬ সাল

বিনীত—
মোহাম্মদ রুহুল আমিন

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين

ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস

হুগলী জেলার অন্তর্গত ফুরফুরা শরীফ একটী অতি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ স্থান।

যখন ফুরফুরার পীর সাহেব কেবলার পূর্ব্বপুরুষ হজরত মাওলানা মনছুর বাগদাদী (রঃ) সেনাপতি হজরত শাহ হোসেন বোখারী (রঃ) সহ বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন ফুরফুরা শরীফ এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি 'বালিয়া-বাসন্তী' নামে অভিহিত হইত এবং ইহা একজন হিন্দু বাগদী রাজার অধীনে ছিল। যেস্থানে উক্ত বাগদী রাজার বাস ছিল, উহা 'বাগ্দী রাজার গড়' নামে অভিহিত হইত। এখন উহা 'চারি শহীদের গড়' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৭৯৬ হিজরীতে যখন সোলতান গিয়াস-উদ্দীন ভাগীরথী নদীতীরবর্ত্তীস্থান সমূহ হস্তগত করিবার অভিলাষ করেন, তখন বাঙ্গালার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীদিগকে দমন করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন, এতৎসহ বড় বড় অলিগণও প্রেরিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে হজরত শাহ ছুফি সোলতান (রঃ) কে একদল পরাক্রমশালী সৈন্য সমভিব্যাহারে বঙ্গ দেশাভিমুখে প্রেরণ করা হইল। হজরত

শাহ ছুফি সোলতান সাহেব সৈন্যদলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, তিনি স্বয়ং একদল সৈন্যসহ পান্ডুয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। অন্য দলকে সেনাপতি হজরত শাহ হোছেন বোখারির নেতৃত্বে 'বালিয়া-বাসন্তী' অভিমুখে প্রেরণ করেন। এই দলের সঙ্গে ফুরফুরার পীর সাহেবের পূর্ব্বপুরুষ হজরত মাওলানা মনছুর বাগদাদী ও আরও চারিজন 'অলি' ছিলেন, ইহারা চারি সহোদর ছিলেন।

(১) এই চারি সহোদরের নাম হজরত শাহ সৈয়দ খয়রোর রহমান, (২) হজরত শাহ সৈয়দ তবিবোর রহমান, (৩) হজরত শাহ সৈয়দ আবেদোর রহমান, (৪) হজরত শাহ সৈয়দ ফয়জুর রহমান, (রঃ)। কেহ কেহ (১) সৈয়দ মোহম্মদ শাহ, (২) সৈয়দ মোহম্মদ শরিফ, (৩) সৈয়দ মোহম্মদ ফরিদ, এবং (৪) শেখ খারওয়া (রঃ) এই চারিটী নামও উল্লেখ করিয়াছেন। সেনাপতি হজরত শাহ হোছেন বোখারি (রাঃ) বাগদী রাজার বাড়ীর সন্নিকটে শিবির স্থাপন করেন। একদিন প্রাতঃকালে মোছলমান সৈন্যগণ উক্ত রাজার অধীনস্থ গ্রামগুলি আক্রমণ করেন। রাজাও বহু সৈন্যসহ তাঁহাদের সম্মুখীন হয়। সমস্ত দিনব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধ হওয়ার পর রাজার বহু সৈন্য হতাহত হইল। পরদিবস যুদ্ধকালে রাজার সৈন্য সংখ্যা মুছলমান সৈন্যসংখ্যার দ্বিগুণ দেখিয়া মুছলমান সেনাপতি চিন্তাযুক্ত হইলেন। ভীষণ যুদ্ধ হওয়ার পরে মুছলমান সৈন্যগণের মধ্যে শাহ ছোলায়মান ও অন্যান্য বহু বোজর্গ শহীদ হইয়া গেলেন। সেনাপতি দোয়া ও মোনাজাত পরে নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নে দেখিলেন, কেহ তাঁহাকে বলিতেছেন, বাগদী-রাজার বাটীতে 'জিয়াতকুন্ড' নামে একটী পুষ্করিণী আছে, তথায় দুষ্ট জেনেরা বাস করে। আহত সৈন্যগণকে উহাতে নিক্ষেপ করিলে, উহাদের চেষ্টাতে সুস্থ হইয়া উঠে। এই হেতু তাহাদের সৈন্য সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে না। যদি কোন উপায়ে উহাতে একখন্ড গরুর গোশত নিক্ষেপ করা যায়, তবে উক্ত দুষ্ট জ্বেনেরা পলায়ন করিবে এবং

ইহাদের সমস্ত শক্তি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সেনাপতি অতি কৌশলে একখন্ড গরুর গোশত উহাতে নিক্ষেপ করায় ভয়াবহ শব্দ উত্থিত হইল। ইহাতে রাজবাটীর লোকেরা অচৈতন্য হইয়া পড়িল, দুষ্ট জ্বেনেরা পলায়ন করিল। পরদিনের যুদ্ধেও উভয় পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইল। রাজার আহত সৈন্যদিগকে 'জিয়াত-কুন্ডে' নিক্ষেপ করা হইলে, কেহই সুস্থ হইল না, বরং পানিতে নিমজ্জিত হইয়া মরিয়া গেল। অতঃপর মুছলমান সৈন্যগণ সহজেই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। বে-গতিক দেখিয়া বাগ্দী রাজা অবশিষ্ট সৈন্যসহ বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর রাজার দেশের দিকে পলায়ন করিল।

উক্ত চারিজন মুছলমান সৈন্য পলায়নপর রাজ সৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন, এবং 'কাগমারি' মাঠে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইয়া গেলেন। সেনাপতি এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের মৃতদেহ আনাইয়া বালিয়া-বাসন্তিতে দফন করতঃ তদুপরি স্মৃতি সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তাঁহাদের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল বলিয়া উহা 'কাগমারি মাঠেই' সমাহিত করা হইয়াছে। শত শত লোকে এখনও চারি শহীদের মজারে জিয়ারত করিয়া থাকে। বালিয়া-বাসন্তিতে মোছলেম গৌরব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইলে, তথাকার নাম হজরতে-ফুরফুরা শরীফ রাখা হয়।

ফুরফুরা নাম হইবার কারণ

মাওলানা শামছুল-ওলামা গোলাম ছালমানি (রঃ) বলেন, ফুরফুরা এই শব্দ پُر فَراح হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার অর্থ পূর্ণ আনন্দ। মুছলমানগণ এই অঞ্চল দখল করিয়া পূর্ণ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার মূল ছিল فر فراح ফার্রে-ফারাহ, উহার অর্থ জাঁকজমকময় আনন্দ।

আবার কেহ কেহ বলেন, "ফরফরা" হইতে এই নাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ দ্রুত, এই অঞ্চল মুছলমানদের দ্রুত

অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্ব কথিত শহীদ মোছলেম সৈন্যগণকে যেস্থানে গোর দেওয়া হইয়াছিল, তাহা "গঞ্জে শোহদো" বলিয়া আখ্যাত। সেই সময় তথাকার বহু হিন্দু এছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। দিল্লীর তদানিন্তন বাদশাহ এই সংবাদ অবগত হইয়া বঙ্গদেশের নবাব সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে আদেশ দিলেন যে, যেন তথাকার লোকদিগকে 'জায়গীর' প্রদান করা হয়। নবাব সাহেব তাঁহাদিগকে জায়গীর, নিষ্কর জমি ও সামান্য কর বিশিষ্ট বহু জমি দিলেন। উক্ত নিষ্কর জমি 'আয়মা' এবং উহার মালিক আয়মাদার নামে অভিহিত। বর্ত্তমানে 'হজরতে ফুরফুরা শরীফ', বেলপাড়া মহাল্লা, রামপাড়া, আকুনি, বাদপুর, কোতবপুর, সীতাপুর, গাজীপুর, সুফিজঙ্গল প্রভৃতি বহুস্থানে 'আয়মাদারগণ' বসতি স্থাপন করিয়া দীর্ঘ দিন হইতে অবস্থান করিতেছেন। হজরত শাহ সৈয়দ হোছেন বোখারী (রঃ) প্রথমতঃ সৈন্যসহ সুফিজঙ্গলে অবস্থান করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর উক্ত স্থানে বহু 'আবেদ' ও 'ছুফি' সৈন্য বাস করিয়াছিলেন বলিয়া ঐস্থান ছুফি-জঙ্গল নামে অভিহিত। বর্ত্তমানে হজরত শাহ সৈয়দ হোসেন বোখারির মাজার ফুরফুরা শরীফের পশ্চিম প্রান্তে বেলপাড়া মহাল্লায় প্রাচীর-বেষ্টিত অবস্থায় আছে। এতদ্ব্যতীত ফুরফুরা শরীফে বহু অলি, গওছ, কোতব, আবদাল, মাওলানা, মৌলবী ও মুনশীর মাজার আছে। মাওলানা মনছুর বাগদাদী সাহেবের মাজার শরীফ হুগলী জেলার অন্তর্গত 'কৃষ্ণনগর মোল্লা পাড়ায়' অবস্থিত।

আমিরোশ-শরিয়ত, মোজাদ্দেদে-জামান, হাদিয়ে মিল্লাতে অদ্দীন হজরত শাহ ছুফি মাওলানা পীর মোহম্মদ আবুবকর ছিদ্দিকী সাহেবের বংশ পরিচয়—

বংশ পরিচয়

মরহুম হজরত পীর সাহেব হজরত নবি (ছাঃ)এর প্রথম

হজরত পীর ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী

খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ)র বংশধর,- এইহেতু তিনি ছিদ্দিকী উপাধিতে ভূষিত হইয়া থাকেন। (১) তাঁহার নাম আবুবকর, হজরত নবি (ছাঃ) স্বপ্ন যোগে তাঁহার নাম আবদুল্লাহ রাখিয়াছিলেন, ইহার বিবরণ যথাস্থানে পাইবেন। (২) তাঁহার ওয়ালেদ হাজি মৌলবী মখদুম আবদুল-মোক্তাদের, (কাঃ) ইনি একজন কারামত বিশিষ্ট ওলী ছিলেন।

৩। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম মো'তাছেম বিল্লাহ।

৪। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম মাওলানা গোলাম ছামদানি।

৫। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম মোহাম্মদ মোনাক্কা।

৬। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম অজিহোদ্দীন মোজতবা।

৭। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম কোতবোল-আকতাব হাজী মোস্তফা মদনী।

৮। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম মোহাম্মদ খেজের।

৯। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম দাউদ।

১০। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম এছমাইল বাগদাদী।

১১। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম শাহ কালুমিঞা।

১২। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম আশরাফ।

১৩। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম গিয়াছদ্দিন বাগদাদী।

১৪। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম মোহাম্মদ।

১৫। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম মনছুর বাগদাদী।

১৬। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম জিয়াউদ্দিন জাহেদ।

১৭। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম মোহাম্মদ রোস্তম খোরাছানি।

১৮। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম নূর মোহাম্মদ।

১৯। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম খাজা নছীরদ্দিন।

২০। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম শাহ জাহান।

২১। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম খাজা মোহম্মদীন।

২২। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম শাহ জাহেদ।

২৩। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম শাহ আরেফ বিল্লাহ।

২৪। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম শাহ আছগার।

২৫। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম শেখ আমজাদ

২৬। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম শেখ আহমদ মোহাদ্দেছ।

২৭। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম খাজা আবদুর রহিম।

২৮। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম খাজা হজরত আবদুর রহমান।

২৯। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম কাছেম।

৩০। তাঁহার ওয়ালেদ মখদুম মোহাম্মদ।

৩১। আমিরোল-মোমেনিন হজরত আবুবকর ছিদ্দিক নবি (ছাঃ)এর প্রথম খলিফা।

মাওলানা হাজী মোস্তফা মাদানি (রঃ)

ইনি ফুরফুরার হজরত পীর সাহেবের পূর্ব্বপুরুষগণের ৬ষ্ঠ পুরুষ, ফুরফুরা শরিফের মিঞা সাহেব মহাল্লাতে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি একজন জবরদস্ত অলী ও বিদ্যার সাগর ছিলেন। তাঁহার পিতা হজরত মাওলানা খেজের (কোঃ) এন্তেকাল করিলে, তাঁহার চাচাত ভই হজরত মাওলানা আবদুল্লাহ আবদাল (কোঃ) কে সঙ্গে ইনি লইয়া বিদ্যাশিক্ষার্থে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময়ে তাঁহাদের বয়স প্রায় ১৭ বৎসর। তাঁহারা যমুনা নদী তটে উপস্থিত হইলে, হজরত 'খেজের' (আঃ)এর সাক্ষাৎলাভ করেন। ঘটনাক্রমে উক্ত সময়ে হজরত মোজাদ্দেদ আলফে ছানি হজরত আহমদ ছারহান্দী (রঃ)র পুত্র হজরত মাওলানা মাছুম (রঃ) দিল্লীর জামে'মছজেদে অবস্থান করিতেছিলেন এবং তথায় দিল্লীর বাদশাহ আলমগীর (সম্রাট আওরঙ্গজেব) তাঁহার নিকট মুরিদ হওয়ার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হজরত মা'ছুম রাব্বানি (রঃ) বাদশাহকে বলিলেন, আমি এখন আপনাকে মুরিদ

করিতে পারিব না, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। কারণ বাঙ্গালা দেশ হইতে দুইটী বাঘ আসিতেছেন। উপস্থিত জনগণ তাঁহাদের উপস্থিতির জন্য মছজেদের বাহিরে গিয়া পথের দিকে ব্যগ্রভাবে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে তাঁহারা দুইজন অবসন্ন দেহে তথায় উপস্থিত হইলেন। হজরত মা'ছুম (রঃ) তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করার পরে উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বা-আদব উত্তর করিলেন, আমরা এলম শিক্ষা উদ্দেশ্যে এবং আপনার নিকট মুরিদ হওয়ার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হইয়াছি।

তিনি হজরত আবদুল্লাহ আবদালকে বলিলেন, বাবা, তোমার মনোবাঞ্ছা 'ফেলেওয়ারি' শরিফে পূর্ণ হইবে। অতঃপর তিনি হজরত মোস্তফা মাদানি ও আলমগীর বাদশাহকে মুরিদ করিলেন। হজরত মা'ছুদ (রঃ) হজরত আবদুল্লাহ আবদালকে একরাত্রে শাহি কোতব খানার কেতাবগুলি দর্শন করাইয়া পাঠ করিতে বলেন, ঐ সমস্ত কেতাব পাঠ করিয়া অত্যল্প সময়ে তিনি 'এলম' শিক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। ইহা করামত, এইরূপ কারামতের নজির প্রাচীন পীরগণের জীবনীতে পাওয়া যায়। অনন্তর তিনি পত্রসহ তাঁহাকে ফেলেওয়ার শরিফের 'হজরতের' নিকট প্রেরণ করিলেন। হজরত মোস্তফা সাহেবকে নিজের খেদমতে স্থান দিলেন এবং জাহেরি ও বাতেনি উভয় এলম শিক্ষা দিয়া নিজের সঙ্গে হজ্জে লইয়া যান। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পরে 'মদনী' উপাধি প্রদান করতঃ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার 'কোতব' নির্দ্দেশ করিয়া বিদায় দেন। ইনি স্বদেশের উন্নতি কল্পে ও এশায়াতে-এছলামে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। ইনি ফুরফুরা শরিফে উপস্থিত হইয়া প্রথম দিনে জানিতে পারেন যে, চারি শহীদের আস্তানাতে 'কাওয়ালী ও বাদ্যাদির' মজলিশ হইয়া থাকে। ইহাতে তাঁহার প্রাণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। পর দিবস সমবেত জনমণ্ডলী-কাওয়ালী ও বাদ্য প্রভৃতি আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই বাদ্য যন্ত্রটী

বিদীর্ণ হইয়া গেল, পরে আরও দুইটী বাদ্যযন্ত্র আনয়ন করা হইলে, উহাও নষ্ট হইয়া যাওয়ায় বাদ্য বন্ধ হইয়া যায়। সেই রাত্রের আস্তানার খাদেমকে কে যেন বলিতেছেন, রে নির্ব্বোধ। তোরা কি জানিসনে, কাওয়ালী ও বাদ্যাদি বাজান হারাম। বাদ্যযন্ত্র বিদীর্ণ হইয়াছে, ইহা হাজী মাওলানা শাহ মোস্তফা মদনী (রঃ) সাহেবের কারামত। সেই হইতে তথায় কাওয়ালী বাদ্যাদি বন্ধ হইয়া যায়। যখন তিনি বঙ্গদেশ হেদাএত করিতেছিলেন, তখন দিল্লীর বাদশাহ আলমগীর তাঁহাকে সমগ্র বঙ্গদেশ প্রদান করিতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু তিনি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। ইনি সৈন্যদিগকে ও অন্যান্য লোকদিগকে হেদাএত করা উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য প্রয়োজন অনুসারে মেদিনীপুরের কেল্লায় অবস্থান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, বাদশাহ তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করেন। তিনি উক্ত কেল্লাতে অবস্থান পূর্বক যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার হোজরা শরিফ উক্ত কেল্লার মধ্যেই ছিল, এন্তেকাল করিবার পর তথায় তাঁহাকে সমাহিত করা হয়, এখনও সেখানে মাজার শরিফ ও গৃহাদি বিরাজমান আছে। তাঁহার নামানুসারে উক্ত স্থানের নাম মাদিনীপুর হইয়াছে কিন্তু হিন্দুগণ বর্ত্তমানে ইহাকে মেদিনীপুরে রূপান্তরিত করিয়াছে। বাদশাহ আলমগীর তাঁহাকে প্রায় সাড়ে পাঁচশত বিঘা নিষ্কর জমি প্রদান করিয়াছিলেন, আলমগীর বাদশাহ মাওলানা মোস্তফা মদনির পীর ভাই ছিলেন। ফুরফুরা শরীফের মিঞা সাহেব মহাল্লার সন্নিকটে তাঁহার পূর্ব্ব বসত বাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

হজরত মা'ছুম সাহেব তাঁহার নিকট দুইখানা পত্র লিখিয়াছিলেন যাহা তাঁহার মকতুবাত শরিফের মধ্যে ৫২/৬২ মকতুবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উল্লিখিত পত্রদ্বয়ের দ্বারা হজরত মাওলানা মোস্তফা মদানীর উচ্চ দরজার কথা বুঝা যায়। উক্ত পত্রদ্বয় মাওলানা আবদুল মা'বুদ মরহুম সাহেব লিখিত 'ছাওয়ানেহে

ওমরি' কেতাবে লিখিত আছে। রওজাকইউমিয়া কেতাবে তাঁহাকে মা'ছুম সাহেবের খলিফা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ফুরফুরার হজরত কোতবোল-আলম

আমিরোস শরিয়ত পীর সাহেবের

বাল্য জীবন

মাওলানা আবদুল মা'বুদ সাহেবকৃত উক্ত ছওয়ানেহে-ওমরিতে আছে, হজরত মৌলানা মোস্তফা মাদানী-কাশফ দ্বারা অবগত হইয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, আমার বংশধর গণের মধ্যে ৬ষ্ঠ পুরুষে আমার তুল্য এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহার দ্বারা বঙ্গ দেশের শেরক, কোফর ও বেদয়াত দূরীভূত হইয়া যাইবে, বরং হিন্দুস্থান ও আরবে তাঁহার ফয়েজ জারি হইবে। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার খাঁটী মুরিদ হইবে। হজরত মৌলানা মোস্তফা মাদানী সাহেব ইহাতে ফুরফুরার হজরত পীর কেবলা সাহেবের কোতবোজ্জামান ও মোজাদ্দেদে জামান হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কোন কোন লোক ইহাতে গায়েব জানার দাবি বলিয়া হৈ চৈ আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহা গায়েব জানার দাবি নহে। আল্লাহতায়ালা কোন কথা অলী দরবেশদিগাকে এলহাম কিম্বা কাশ্‌ফ কর্ত্তৃক অবগত করাইয়া দিয়া থাকেন, ইহা গায়েব নহে, ইহাকে কাশফ বলা হয়।

শরহে-ফেকহে আকবর, ১৮৫ পৃষ্ঠা ঃ—

بالجملة فالعلم بالغيب امر تفرد به سبحانه و لا سبيل اليه للعباد الا باعلام منه و الهام بطريق المعجزة او الكرامة *

মূল কথা গায়েবের এলম আল্লাহ-পাকের বিশিষ্ট বিষয় বান্দাগণের তৎসম্বন্ধে কোন অধিকার নাই, কিন্তু মোজেজা কিম্বা

কারামত স্বরূপ ইহা খোদা কর্ত্তৃক অবগত হইয়া এবং এলহাম প্রাপ্ত হইয়া জানা সম্ভব হয়।

ছওয়ানেহে-ওমরিতে আছে ঃ—

হজরত পীর সাহেব ১২৬৩ হিজরীতে হুগলী জেলার অধীন ফুরফুরা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ওয়ালেদ সাহেবের নাম জনাব মাওলানা হাজী আবদুল মোক্তাদের সাহেব। তাঁহার মাতার নাম মোছাম্মাৎ মহব্বতুন্নেচ্ছা খাতুন। হজরত পীর সাহেবের বয়স ৯ মাস হইলে, তাঁহার ওয়ালেদ আমজাদ এন্তেকাল করেন। তিনি স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। সেই সময় রাজভাষা ইংরাজির মর্য্যাদা অধিক ছিল। আরও হজরত পীর সাহেব তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি সম্পন্ন ছিলেন, এই হেতু লোকেরা তাঁহাকে ইংরাজি শিক্ষা করিতে উৎসাহিত করেন। হজরত পীর সাহেব প্রথমতঃ ইংরাজি শিক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্য অন্য প্রকার ছিল। আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে রোজ আজল হইতে যে বিশিষ্ট কার্য্যের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহার বিপরীত পথে তিনি কি করিয়া চলিবেন? এইহেতু স্বপ্নযোগে ইংরাজি পড়া তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ হইল।

হজরত পীর কেবলা সাহেবের ওয়ালেদা মাজেদা সাহেব রেওয়াএত করিয়াছেন, আমি এক রাত্রে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম হজরত কোতবোল এরশাদ হাজী মাওলানা মোস্তফা মাদানী সাহেব একখানা ছুরি লইয়া আমার কলিজার টুকরা আবুবকরের উদর ফাড়িয়া ফেলিতেছেন, আমি রোদন করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম আব্বাজান, আমার পুত্রের কি দোষ হইল যে, আপনি তাহার সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, সে বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিতেছে, এই হেতু আমি উহা বাহির করিয়া ফেলিতেছি।

আরও একটী রেওয়াএতে আছে, একদিবস হজরত পীর

সাহেব স্বপ্নযোগে দেখিতেছিলেন যে, একটী জানাজা উপস্থিত হইয়াছে; বড় বড় অলিউল্লাহ তথায় সমবেত হইয়াছেন, স্বয়ং নবি (ছাঃ) তথায় শুভাগমন করিয়াছেন। হজরত পীর সাহেব যখন উক্ত জামায়াতে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন হজরত নবি (ছাঃ) বলিলেন, যদি তুমি এই জামায়াতে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা পর, তবে বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা পরিত্যাগ করিতে হইবে।" সেই হইতে তিনি উহা ত্যাগ করেন।

লেখক বলেন 'ছওয়ানেহে ওমরি' লিখিত উক্ত রেওয়াএতদ্বয়ের অর্থ ইহা নহে যে, ইংরাজি শিক্ষা করা নাজায়েজ, ইহার উদ্দেশ্য এই যে পরিণামে যিনি জামানার মোজাদ্দেদ হইবেন, তাঁহার পক্ষে আরবি, কোরআন, হাদিছ, তফছির ও ফেকহ ইত্যাদি শিক্ষা ত্যাগ করতঃ কেবল ইংরাজি শিক্ষা করা সঙ্গত হইবে না।

কোরআন শরিফে আছে ঃ—

و من آياتـــه اختلاف السنتكم و الوانكـــم *

"আল্লাহতায়ালার নিদর্শনাবলীর মধ্যে তোমাদের ভাষা ও তোমাদের রং বিভিন্ন হওয়া।"

ইহাতে বুঝা যায় ইংরাজি ইত্যাদি সমস্ত ভাষা আল্লাহ-তায়ালায় সৃজিত, মেশকাতের ৩৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত নবি (ছাঃ) হজরত জয়েদ-বেনে ছাবেত নামক ছাহাবাকে য়িহুদীদিগের ভাষা শিক্ষা করিতে আদেশ করিয়া ছিলেন।

মোল্লা আলি কারি উহার টীকা মেরকাতে লিখিয়াছেন ঃ—

لا يعرف فى الشرع تحريم لغة من اللغات سريانية او عبرانية هندية او تركية او فارسية نعم يعد من اللغو و مما لا يعنى و هو مذموم عند ارباب الكمال الا اذا ترتب عليه فائدة فح - يستحب كما يستفاد من الحديث *

"শরিয়তে ছূরইয়ানি, এবরানি, হিন্দী, তুর্কি কিম্বা ফার্সি কোন ভাষা শিক্ষা করা হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় নাই; অবশ্য উহা অতিরিক্ত ও অনাবশ্যকীয় বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা কামেল লোকদিগের নিকট দোষনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও যদি উহাতে কোন প্রকার লাভের সম্ভাবনা থাকে, তবে মোস্তাহাব হইবে, যেরূপ হাদিছ হইতে বুঝা যাঁইতেছে।"

মূল কথা যদিও একজন জামানার মোজাদ্দেদের পক্ষে কেবল ইংরাজি শিক্ষা করা শোভনীয় নহে, কিন্তু তাই বলিয়া উহা শিক্ষা করা যে মোবাহ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হজরত পীর সাহেব এই জন্য চিরদিন নিউস্কীম মাদ্রাছার সমর্থন করিতেন।

হজরত পীর সাহেবের পাঠ্য জীবন

অতঃপর হজরত পীর সাহেব ইংরাজি পড়া ত্যাগ করিয়া আরবী ফারসী প্রভৃতি দীনি এলেম শিক্ষা করিতে থাকেন, তিনি প্রথমে সিতাপুর মাদ্রাছা এবং পরে হুগলী মোহছেনিয়া মাদ্রাছাতে আরবী ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন, উক্ত মাদ্রাছাতে জামায়াতে-উলা অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া কলিকাতা সিন্দুরিয়া পট্টি মছজেদে মাওলানা-হাফেজ জামালদ্দিন সাহেবের নিকট হাদিছ ও তফছিরের দওরা খতম করেন। হাফেজ জামালুদ্দিন সাহেব মোজাদ্দেদ হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলী (রঃ)র খাস খলিফা ও প্রধান মোজাহেদ ছিলেন।

তৎপরে হজরত পীর সাহেব নাখোদা মছজেদে বেলাএতি

মাওলানার নিকট মন্তেক, হেকমত ইত্যাদি এলম সমাপন করেন। খোদার ফজল ও করমে তিনি ২৩ কিম্বা ২৪ বৎসর বয়সে সমস্ত প্রকার এলম আয়ত্ত করিয়া বিদ্যার সাগর হইয়া পড়িলেন। তৎপরে তিনি মক্কা শরিফ ও মদিনা শরিফে কিছুদিন পড়িয়া চল্লিশটি হাদিছের কেতাবের ছনদ লাভ করেন।

ইহার পরে তিনি বহু দুর্লভ কেতাব সংগ্রহ করিয়া ধারাবাহিক ১৮ বৎসর অধ্যয়ন করেন।

হজরত নবি (ছাঃ)এর মজার শরিফের মোজাবের হজরত সৈয়দ মাওলানা শায়খোদ্দালাএল আমিন রেজওয়ান কর্ত্তৃক হজরত পীর সাহেব কেবলা নিম্নোক্ত চল্লিশখানি হাদিছের কেতাবের ছনদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ঃ—

(১) ছহিহ বোখারি, (২) ছহিহ মোছলেম, (৩) ছোনানে আবুদাউদ, (৪) ছোনানে তেরমেজি, (৫) ছোনানে নাছায়ি, (৬) ছোনানে এবনো-মাজা, (৭) মোয়াত্তায়ে-এমাম মালেক, (৮) মোছনাদে এমাম আবুহানিফা, (৯) মোছনাদে এমাম শাফেয়ি, (১০) মোছনাদে এমাম আহমদ, (১১) মোছনাদে দারমি, (১২) মোছনাদে আবুদাউদ তায়ালাছি, (১৩) মোছনাদে আব্দ বেনে হোমাএদ, (১৪) মোছনাদে হারেছ বেনে ওছামা, (১৫) মোছনাদে বাজ্জাজ, (১৬) মোছনাদে আবু ইয়ালি মুছেলি, (১৭) ছহিহ এবনে হাব্বান, (১৮) ছহিহ এবনে-খোজায়মা, (১৯) মোছান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, (২০) মেশকাতোল-আনওয়ার লিশ-শায়খেল আকবর, (২১) ছোনানে আবু মোছলেমেল কাশি, (২২) মোছনাদে ছইদ বেনে মনছুর, (২৩) মোছন্নাফে এবনো আবি-শায়বা, (২৪) ছোনানে বয়হকিয়ে-কোবরা, (২৫) তারিখে এবনো আছাকের, (২৬) তারিখে এহইয়া বেনে মঈন, (২৭) শেফায়ে কাজী এয়াজ, (২৮) শারহোছ-ছুন্নাহ লেল-বাগাবি, (২৯) আজ-জোহদো অদ্দকায়েক লে-এবনে মোবারক, (৩০) নওয়াদেরোল-ওছুল লেল-

হাকিমেত্তেরমেজি, (৩১) কেতাবোদ্দোয়া লেত্তেবরাণি, (৩২) আকছাল-এলমে অল-আমালে লেল-খতিব। (৩৩) মোস্তাখ্রেজে এছমাইল আলাছহিহেল-বোখারি, (৩৪) মোস্তাদরেক লেল-হাকেম, (৩৫) আলফারাজো বা'দাশ্ শেদ্দাহ্ লে-এবনে আবিদ্দুনইয়া, (৩৬) মোস্তাখ্রেজেআবিওয়ানা আলা-ছহিহে-মোছলেম, (৩৭) হুলইয়া লে-আবি নইম, (৩৮) জিয়াদোল-মোছাল-ছালাতে লে-জালালদ্দিন ছিউতি, (৩৯) আজ-জোর্রিয়াতোত্তাহেরা, (৪০) আমালোল ইয়াওমে-অল্লায়লাতে লে-আবিছছুন্নি।

এই এল্মে-জাহিরী ব্যতীত খোদা তাঁহাকে এল্মে-লাদুন্নিও প্রদান করিয়াছিলেন। এক দিবস হজরত পীর সাহেব স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন, আর তিনি তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে চলিতে নানাবিধ মছলা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এইহেতু আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে ফেকহের খনি বানাইয়াছিলেন। বড় বড় আলেমগণ তাঁহার নিকট মছলা জিজ্ঞাসা করিতেন, আর তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া ও কেতাব না দেখিয়া জওয়াব দিতেন।

যখন তিনি হুগলী মাদ্রাছা বোর্ডিংয়ে অবস্থান করিতেন, তখন সেই পাঠ্য অবস্থাতে অধিকাংশ রাত্রে চারি তরিকার নেছবত (ফয়েজ) আপনা আপনি তাঁহার অন্তরে নিক্ষিপ্ত হইত, এবং উক্ত ফয়েজ তাঁহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিত। যখন যে তরিকার নেছবত তাঁহার অন্তরে নিক্ষিপ্ত হইত, তখন তিনি অধীর হইয়া সেই তরিকার জেক্র করিতেন। হজরত পীর সাহেব বলিয়াছেন, আমি অনেক সময় রাত্রে হুগলী বোডিং হইতে বাহির হইয়া জেকর করিতে করিতে সমস্ত গলি-কুচা ভ্রমণ করিতাম। সেই সময় একটী নূর আমার মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া লইত এবং উহার মধ্যে আমার আত্মা বিস্মৃতি ঘটিত। অনেক সময় আমার 'জজবা' হইত (জজ্বার অর্থ উর্দ্ধ

জগতের দিকে রুহের আকর্ষণ হওয়া)। হজরত পীর সাহেব রাত্রে অনেক বোজর্গের গোর জিয়ারত করিয়া বেড়াইতেন। অনেক সময় রাত্রে ময়দানে জেকরে জলি করিতে করিতে সারা রাত্রি কাটাইয়া দিতেন। তিনি ফুরফুরা শরিফের পশ্চিমদিকস্থ ধোনপোতা নামক স্থানে অনেক সময় রাত্রিতে বসিয়া জলি জেকর করিতেন। তাঁহার সেই জেকর করা স্থানে লোকেরা একটী ঈদগাহ্ বানাইয়া লইয়াছেন।

হজরত পীর সাহেব কেবলার

তরিকতের বয়য়ত লাভ ও খেলাফত

লাভের বিবরণ

হজরত পীর সাহেব, হজরত আলি (রাঃ), হজরত ফাতেমা (রাঃ), নবি (ছাঃ) ও হজরত জিবরাইল (আঃ)এর নিকট হইতে বাতিনি বয়য়ত লাভ করিয়াছিলেন। হজরত পীর সাহেব বলিয়াছেন, "স্বপ্নযোগে হজরত আলি (রাঃ) আমাকে তওবা করাইয়াছিলেন। আরও আমি স্বপ্নযোগে দেখিয়াছিলাম যে, একটী জঙ্গলে একটী গোলাকার পরিচ্ছন্ন স্থান আছে, তথায় হজরত ফাতেমা (রাঃ) বসিয়া আছেন, তিনি আমাকে বলিলেন, বাবা, তুমি তওবা কর সেই সময় তওবার ফয়েজ আমার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

ফুরফুরা শরিফের অধীন গোপাল নগর মহাল্লার ঈদগাহে হজরত পীর সাহেব কাশ্‌ফ ভাবে দেখিয়াছিলেন যে, তথায় হজরত নবি (ছাঃ) হজরত জিবরাইল (আঃ) সহ অবস্থান করিতেছেন, হজরত জিবরাইল (আঃ) অনিমেষ নেত্রে তাঁহার দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। সেই সময় তাঁহার মধ্যে খাস ফয়েজ প্রকাশিত হইয়াছিল।

কেহ কেহ হজরত ফাতেমা (রাঃ) হইতে তওবার ফয়েজ লাভ ও হজরত জিবরাইল (আঃ)এর জিয়ারত লাভ সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া থাকেন, ইহার উত্তর এই যে, হজরত মোজাদ্দেদ

সৈয়দ আহমদ বেরেলবি (কোঃ)এর মলফুজাত 'ছেরাতোল-মোস্তাকিম' কেতাবের ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "একদিবস উক্ত মোজাদ্দেদ সাহেব হজরত আলি (রাঃ) ও হজরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ)কে স্বপ্নে দেখিলেন যে, হজরত আলি যেন তাঁহাকে নিজের মোবারক হাতে গোছল দিতেন এবং তাঁহার শরীরকে ভালরূপে ধোয়াইয়া দিতেছেন, যেরূপ পিতা পুত্রকে ধোয়াইয়া থাকে। আর হজরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ) নিজ মোবারক হাতে একখানা অতি মূল্যবান কাপড় তাঁহাকে পরিধান করাইয়া দিলেন। এই জন্য তাঁহার উপর কামালাতে নবুয়তের ফয়েজ প্রকাশ হইয়াছিল।"

মাওলানা কারামত আলি সাহেব 'মোকাশাফ্‌াতে-রহমত' কেতাবের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ "হজরত সৈয়দ সাহেব এক রাত্রে হজরত আলি (রাঃ) ও হজরত ফাতেমা (রাঃ)কে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহারা উভয়ে উক্ত সৈয়দ ছাহেবকে স্বপ্নে গোছল দিয়াছিলেন।"

যখন হজরত মোজাদ্দেদ সাহেব হজরত ফাতেমা (রাঃ)কে দেখিয়াছিলেন, তখন ফুরফুরার হজরত তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বা অসম্ভব হইবে কেন?

আরও ছেরাতোল-মোস্তাকিম, ১৫০ পৃষ্ঠা ঃ—

"হজরত সৈয়দ সাহেব খোদাতায়ালার নিকট হইতে বাতেনি বয়য়ত হাছেল করিয়াছিলেন।"

এক্ষেত্রে ফুরফুরার হজরতের পক্ষে হজরত জিবরাইল (আঃ)এর নিকট হইতে বাতেনি বয়য়ত হাছেল করা অসম্ভব হইবে কেন?

তফছিরে-রুহোল মায়ানি, ৭/৬৪/৬৫ পৃষ্ঠা ঃ—

"এমাম গাজ্জালী 'মোনকেজ মেনাদ্দালাল' কেতাবে উপরোক্ত পীরগণের প্রশংসা উপলক্ষে বলিয়াছেন, পীর ওলিগণ

চৈতন্য অবস্থাতে ফেরেশতা ও নবীগণের রুহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আওয়াজ শুনিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক ফায়েদা (ফলোদায়ক বিষয়) লাভ করিয়া থাকেন তাঁহাদের আকৃতি ও রুহানি ছুরত দেখার পরে ইহাদের দরজা এত উন্নত হয় যে, যাহা বর্ণনা করা দুরূহ।"

তঁহার শিষ্য কাজি আবুবকর আরাবি মালিকি কানুনোত্তাবিল কেতাবে লিখিয়াছেন, ছুফিগণের মত এই যে, যখন মনুষ্যের নফছ ও দেল পাক হইয়া যায়, এলম ও আমল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বদা খোদাতায়ালার ধেয়ানে উন্মত্ত হয়, দুনইয়ার সর্ব্ব সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখন তাঁহার দেল খুলিয়া যায়, এই অবস্থায় সে ফেরেশতাগণকে দেখিতে পায়, তাহাদের কথা শুনিতে পায়।

লোকের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, (হজরত) (ছাঃ) এর এন্তেকালের পরে হজরত জিবরাইল (আঃ) জমিতে নাজিল হইবেন না, এই দাবির কোন দলীল নাই। তেবরাণীর একটি হাদিছ উক্ত মতটি রদ্ করিয়া দেয়।

হাদিছটি এই ঃ—"হজরত বলিয়াছেন, আমি পছন্দ করি না যে, কোন নাপাক ব্যক্তি ওজু না করিয়া শুইয়া যায়, কেননা আমি আশঙ্কা করি যে, সে ব্যক্তি (বে-ওজু) মরিয়া যাইবে এবং (হজরত) জিবরাইল (আঃ) তাহার নিকট উপস্থিত হইবেন না।" এই হাদিছে বুঝা যায় যে, হজরত জিবরাইল (আঃ) জমিতে নাজিল হন এবং প্রত্যেক ইমানদারদের মৃত্যুকালে উপস্থিত হইয়া থাকেন—যাহাকে আল্লাহতায়ালা পাক (ওজু) অবস্থাতে মারিয়া ফেলেন।

ছেরাতোল-মোস্তাকিমের ১০৬ পৃষ্ঠায় ও হজরত মা'ছুম রাব্বানি (কোঃ)র 'ছবয়েআছরার' কেতাবের ২২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, শোগলে-দওরার মোরাকাবা কালে ও ছায়রে আফাকিতে

দাএরায়-এমকানের নিম্ন অর্দ্ধ দায়েরাতে ফেরেশতাগণের ও নবিগণের জিয়ারত লাভ হইয়া থাকে।

জাহেরি-নেছবত লাভের জন্য জাহেরি বয়য়ত লাভ করা জরুরি, এই হেতু হজরত পীর সাহেব কোতবোল এরশাদ হজরত মাওলানা সৈয়দ শাহ ছুফি ফতেহ আলি সাহেবের নিকট বয়য়ত করিয়া কাদরিয়া চিশতিয়া নক্শবন্দীয়া, মোজাদ্দেদিয়া ও মোহম্মদীয়া এই তরিকাগুলি সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করতঃ খেলাফত লাভ করিয়াছিলেন। হজরত ছুফি ফতেহ আলি সাহেব হজরত শায়খোল মাশায়েখ ছুফি নুর মোহম্মদ নেজামপুরী সাহেবের খাস খলিফা ছিলেন। তিনি হজরত সৈয়দ আহমদ মোজাদ্দেদে বেরেলীর খাস খলিফা ছিলেন। তিনি হজরত শাহ মাওলানা আবদুল আজিজ মোহাদ্দেছ দেহলবীর খলিফা ছিলেন। তিনি হজরত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবীর খলিফা ছিলেন। তিনি হজরত শাহ আবদুর রহিম দেহলবী সাহেবের খলিফা ছিলেন। এইরূপ এই ছেলছেলা পুরুষ পরম্পরায় হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। এই ছেলছেলার বিবরণ ছেজরা শরিফ বর্ণনা কালে জানিতে পরিবেন।

হজরত সৈয়দ আহমদ সাহেবের পূর্ণ জীবনী কারামতে আহমদীয়াতে লিখিত হইয়াছে।

হজরত কোতবোল-আকতাব

ছুফি নুর মোহম্মদ ছাহেবের

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইনি চট্টগ্রামের নেজামপুরের মলিইয়াশ গ্রামের বাসিন্দা, ইনি ঢাকা দাএরা শরিফের ছুফি দাএম সাহেবের নিকট কাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরিকা শিক্ষা সমাপন করতঃ কামেল হইয়াছিলেন পরপর তিনি তিন রাত্রে স্বপ্নে দেখেন যে, হজরত নবি (ছাঃ)

তাঁহাকে বলিতেছেন, হে নুর মোহম্মদ, আমার পুত্র সৈয়দ আহমদ বেরেলবী কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, তুমি তাঁহার নিকট গিয়া শিক্ষা লাভ কর। ইহাতে তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া হজরত মোজাদ্দেদ সাহেবের খেদমতে থাকিয়া অবশিষ্ট তরিকাগুলিতে কামেল-মোকাম্মেল হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার সঙ্গে জেহাদে যোগদান করতঃ 'গাজী হইয়াছিলেন। নেজাম পুরের মাওলানা আবদুল জাব্বার সাহেব বলিয়াছেন, কিছমত জফরা'বাদের মুনশী আবদুল মজিদের মুখে শুনিয়াছি, একসময়ে ছুফি নুর মোহম্মদ সাহেবকে শায়ির খালীর আবদুল আজিজ ভুঁইয়া দাওত করিয়াছিলেন, মালিইয়াশ হইতে উহা ১১ মাইল দূরে। ভাদ্রমাসে ঐ সময়ে অতিরিক্ত বর্ষা, ঝড় ও বন্যা ছিল। ভুঁইয়া ছাহেবের পালকী আসিতে দেরী হইতে লাগিল, ছুফি সাহেব সঙ্গীদিগকে বলিলেন, আমার যাওয়া হয় কিনা সন্দেহ আছে। তোমরা তথায় চলিয়া যাও। তাঁহারা ডিস্টিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়া অনেক বিলম্বে ভুইয়া সাহেবের বাটীতে পৌঁছিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন। ইহাতে বাড়ীর লোকেরা বলিল, তিনি ছুফি সাহেবকে ৮টার সময় খাওয়াইয়া শয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ছুফি সাহেব কোথায় আছেন? লোকেরা বলিল, তিনি দহলিজে নিদ্রিত আছেন। সহচরেরা ইহা দেখিয়া আশ্বার্য্যান্বিত হইলেন। ইছাখালী নিবাসী মৌলবী একরাম আলী সাহেব বলিয়াছেন, ছুফি সাহেবের একজন মুরীদ রুটীর ঝুড়ী মস্তকে লইয়া পাহাড়ের পূর্ব্বধার দিয়া যাইতেছিল এমতাবস্থায় একটী বাঘ তাহার সম্মুখে প্রায় ২০ হাত দূরে উপস্থিত হয়। সে ব্যক্তি বলিল, খোদা! ছুফি ছাহেবের বরকতে আমাকে উদ্ধার কর। অমনি একটি বদনা উহার গলদেশে পতিত হইল, বাঘটি চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল। লোকটি ছুফি সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইল যে, তিনি আছরের প্রথম

ওয়াক্ত ওজু করিতে করিতে বদনা ফেলিয়া মারিয়াছিলেন।

হজরত ছুফি সাহেব প্রথমে কলিকাতায় মিসরিগঞ্জে মৌলবী তৈয়ব ছাহেবের মছজেদের মধ্যস্থিত একটি হোজরাতে থাকিতেন।

সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হাজী খোদাবখশ ছাহেব বলিয়াছেন, একদিন একটি দাড়ী শ্মশ্রুহীন সুন্দর যুবক রেশমী কাপড় পরিধান করতঃ উক্ত মছজেদে ছুফি ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে ছুফি সাহেব আস্তে আস্তে তাহার সহিত কথা বলিতে থাকেন সে তথা হইতে চলিয়া গেলে আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় ছুফি সাহেব বলিলেন, "এই যুবক জ্বেন বাদশার পুত্র, বাদশাহ আমার মুরিদ, এই ছেলেটির বিবাহ্ কল্য হইবে। এই হেতু আমাকে দাওত করিতে আসিয়াছে। তুমি কল্য জ্বেনের দেশে আমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করিলে, ফজরে এই মছজেদে উপস্থিত হইবে।" আমি ফজরে তথায় উপস্থিত হইলে ছুফি সাহেব আমাকে চক্ষু বন্ধ করিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকার পরে তিনি চক্ষু খুলিতে বলেন, আমি চক্ষু খুলিয়া দেখি যে, আমরা উভয়ে জ্বেনের দেশে উপস্থিত হইয়াছি। ছুফি সাহেব উক্ত যুবকের বিবাহ্ পড়াইয়া দিলেন, অতঃপর তিনি আমাকে পুনরায় চক্ষু বন্ধ করিতে বলেন, কিছুক্ষণ পরে চক্ষু খুলিয়া দেখি, আমি মৌলবী তৈয়ব ছাহেবের মছজেদে বসিয়া আছি।

অনেক বিশ্বাসী লোকের নিকট শুনা গিয়াছে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় পুলিশ প্রহরীরা ছুফি সাহেবের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু তিনি সেই রাত্রেই অদৃশ্য ভাবে চট্টগ্রাম কিম্বা সিল্‌হেটে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার অন্যান্য কারামতের কথা বঙ্গ আসামের পীর আওলিয়া কাহিনী ও 'মাওলানার জীবনী' পুস্তকে জানিতে পারিবেন। তাঁহার প্রধান খলিফা মাওলানা ছুফি ফতেহ আলি সাহেব, দ্বিতীয় খলিফা নেজামপুরের মাওলানা আক্‌রম আলি

ছাহেব।

হজরত কোতবোল ইরশাদ

মাওলানা হজরত কোতবোল ইরশাদ শাহ ছুফি ফতেহ আলী সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী

হজরত মাওলানা ছুফি ফতেহ আলি সাহেব চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন, তিনি একবার নিজের ওয়ালেদা মাজেদাকে সঙ্গে লইয়া হজ্জে রওনা হন, কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার ওয়ালেদা মাজেদার এন্তেকাল হইয়া যায়, এই হেতু তিনি হজ্জে যাইতে পারিলেন না। তিনি মাওলানা মোহাম্মদ রাশেদ মরহুম সহ ফুরফুরা শরিফে পড়িতে থাকেন, তৎপরে তাঁহারা উভয়ে হুগলী জেলার ঢশা গ্রামে পড়িতে থাকেন। তৎপরে উভয়ে কলিকাতার নিকট দমদম গোরা বাজারে চাকুরি করিতে থাকেন। উক্ত ছুফি সাহেব মাওলানা মোহাম্মদ রাশেদ মরহুম, ফুরফুরারপীর কেবলা সাহেবের ওয়ালেদা মাজেদ সাহেব ও উক্ত মাওলানা সাহেবের এক মামাতো ভাই উপরোক্ত দমদমা মকামে ছিলেন। একদিবস একজন অল্প বয়স্ক সুন্দর যুবক তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমাদের এখানে যে একটি অল্প বয়স্ক ছেলে আছে তাহাকে আমার নিকট আনয়ন কর। তাঁহারা প্রথমে উল্লিখিত মাওলানা সাহেবের মামাতো ভাইকে উপস্থিত করিলেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি ইহাকে দেখিতে চাহি না। এই ছেলেটি অতি সত্বর বেহেশতে চলিয়া যাইবে। সেই ছেলেটি ৭ দিবসের পরে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে উক্ত ছুফি ফতেহ আলি সাহেবকে আনা হইল। তদ্দর্শনে তিনি বলিলেন, তুমি 'কিমিয়া' চর্চ্চা করিতেছ কেন? তোমার জাতই (অস্তিত্বই) 'কিমিয়া'। হজরত ছুফি সাহেব বাল্য জীবনে 'কিমিয়া' চেষ্টা করিতেন। তৎপরে তিনি মাওলানা মোহাম্মদ রাশেদ মরহুম সাহেবকে বলিলেন, তুমি সত্বরই দমদম হইতে হুগলী মাদ্রাসায় বদলি হইয়া যাইবে এবং তোমার শরীরে খ্রীষ্ট্রানের দুর্গন্ধ পাওয়া

যাইতেছে, তুমি পৃথক পৃথক দুই ছেট পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবে। যে ছেট দ্বারা উর্দ্ধতন খ্রীষ্টান কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে, চকুরীর সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে সেই ছেটটী খুলিয়া রাখিয়া অন্য ছেট ব্যবহার করিবে। পরে তিনি ফুরফুরার পীর সাহেবের ওয়ালেদা সাহেবকে বলিলেন, তুমি এমামত করিবে। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আল্লাহো-আকবর বলিলেই আমি অচৈতন্য হইয়া যাই, এই হেতু এমামত করিতে পারি না। কোন গতিকে নিজের নামাজ পড়িয়া লইয়া থাকি। তখন তিনি তাঁহার শরীরে হাত বুলাইয়া বলিলেন, আর তোমার এইরূপ অবস্থা হইবে না।

আরও তিনি বলিলেন, তোমার ওয়ালেদা একটা কোরবাণী মানসা করিয়াছিলেন, উহা আদায় করা হয় নাই, তিনি যেন উহা আদায় করেন। তৎপরে তিনি বলিলেন, আমার মামাত ভগ্নীর উপর জ্বেনের আছর আছে, তিনি মৃত্তিকার উপর বৃদ্ধা অঙ্গুলী চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, সেই জ্বেন দফা করিয়া দিলাম। সেই হইতে জ্বেন দফা হইয়া গিয়াছিল। তিনি আরও বলিলেন, আমি গায়েব জানার দাবি করিতেছি না। আমি যাহা দেখিতেছি, তাহাই বলিতেছি। এই অপরিচিত আগন্তুক ছিলেন, হজরত খেজের (আঃ)

হজরত শাহ ছুফি ফতেহ আলি সাহেব মুরিদগণকে নিমিষের মধ্যে হজরত নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত লাভ করাইয়া দিতে পারিতেন। আমি আমার শিক্ষক ছুফি আবদুশ শাফী সাহেবের মুখে শুনিয়াছি যে, হজরত ছুফি সাহেব মুরিদগণকে নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত করাইয়া দিতেন, এজন্য তিনি কয়েকবার তাঁহার বাসস্থানে মুরিদ হওয়ার উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই।

আমি আমাদের চাচা পীর ও মেহেরবান ওস্তাদ ছুফি সাহেবের খলিফা হজরত মাওলানা গোলাম ছালমানি সাহেবের মুখে শুনিয়াছি, এক দিবস কলিকাতা মাদ্রাসার মোদার্রেছ মাওলানা

ছায়াদত হোছেন সাহেব হজরত ছুফি সাহেবের নিকট বসিয়াছিলেন হজরত ছুফি সাহেব একটি হাদিস সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, তখন মাওলানা ছায়াদত হোছেন সাহেব বলিলেন, হুজুর! এই হাদিছটি ছহিহ নহে। হজরত ছুফি সাহেব বলিলেন, না মাওলানা সাহেব, ইহা ছহিহ হাদিছ। মাওলানা সাহেব ইহা অস্বীকার করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় হঠাৎ তিনি অচৈতন্য হইয়া গেলেন। হজরত ছুফি সাহেব মাওলানা গোলাম ছালমানি সাহেবকে বলিলেন, বাবা, তুমি মাওলানার মস্তকে পানি ঢালিয়া দাও। পানি ঢালিবার পর মাওলানা সাহেব চৈতন্য লাভ করিয়া বলিলেন, হাঁ ছুফি সাহেব, হাদিছটি নিশ্চয় ছহিহ। মাওলানা সাহেব চলিয়া গেলে, ইনি হজরত ছুফি সাহেবকে এই ব্যাপার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে হজরত ছফি সাহেব বলিলেন, ইনি একটি হাদিছের ছহিহ হওয়া অস্বীকার করিতেছিলেন, এই হেতু আমি তাঁহার উপর এস্তেগরাকের ফয়েজ নিক্ষেপ করতঃ হজরত নবি (ছাঃ) বলিলেন, হে ছায়াদত হোছেন! ইহা আমার ছহিহ হাদিছ।

ইহা শুনিয়া মাওলানা সাহেব উক্ত হাদিছের ছহিহ হওয়া স্বীকার করিয়া লইলেন।

আমি আমার চাচা পীর হজরত মাওলানা শাহ একরামোল হক মোর্শেদাবাদী সাহেবের মুখে শুনিয়াছি, পাঞ্জাবের নকশবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরিকার গদ্দী-নশিন পীর এক সময় কলিকাতার কড়েয়ার আহমদ কশাইর মছজেদে হজরত ছুফি সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন, ইহাতে ইনি তাঁহাকে কলিকাতায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে তিনি বলেন, আমি আমার শাগেরদ দুই মাওলানার নিকট আপনার একটি কথা শুনিয়া কয়েক বৎসর হইতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করার আকুল আকাঙ্খা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম, কিন্তু দরিদ্রতা হেতু আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে এত দেরী হইয়াছে। হজরত ছুফি সাহেব

বলিলেন সে কি কথা? খোরাছানের পীর সাহেব বলিলেন। আমার দুই শাগেরদ মাওলানা একসময় আপনার খেদমতে এই মছজেদে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, আপনি মুরিদগণকে নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত করাইয়া দিয়া থাকেন।

আমার শাগেরদদ্বয় আপনাকে বলেন, আপনি না কি মুরিদগণকে নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত করাইয়া দিয়া থাকেন? তদুত্তরে আপনি বলেন, হ্যাঁ, আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমার অছিলা ধরিয়া নিয়ত করিয়া বসুন। কিছুক্ষণ পরে আপনি তাঁহাদের উভয়কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনরা কি নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত লাভ করিতে পারিয়াছেন? তাঁহারা বলিলেন, না। তখন আপনি সজোরে বলিয়া ছিলেন, কি হৃদয় কাঠিন্য! অমনি উভয়ে হজরত নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত লাভ করেন। আমি তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অতিশয় আগ্রহশীল ছিলাম। খোদার অনুগ্রহে আমার দীর্ঘ দিনের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে আমাকে বয়য়ত করুন। হজরত ছুফি সাহেব বলিলেন, আমি আপনাদের দরবারের একটি নগন্য গোলাম, ইহা আমি বে-আদবী ধারণা করি। তিনি ১৬ দিবস পরে একদিন খাওয়ার সময় বিনীত ভাবে বলিলেন, আমি যে উদ্দেশ্যে আসিয়া ছিলাম, তাহা কি পূর্ণ হইবে না? তখন হজরত ছুফি সাহেব ঝুটা হাত তাহার পৃষ্ঠের উপর দিয়া বলিলেন, আচ্ছা আমি আপনাকে আমার ছেলছেলায় দাখিল করিয়া লইলাম। তিনি বলিলেন আমি দরিদ্র মানুষ হয়ত আপনার খেদমতে আর আমার আসার সুযোগ নাও হতে পারে। কি করিয়া আপনার জিয়ারত লাভ করিব? হজরত ছুফি সাহেব বলিলেন, আপনি যখনই ইচ্ছা করিবেন, তখনই আমার সাক্ষাৎ পাইবেন।

এই হেতু তিনি 'রাছুল-নোমা' পীর নামে অভিহিত হইতেন। পীরগণের জীবনী পাঠে জানা যায় যে, অন্যান্য কতক পীর

এইরূপ 'রাছুল-নোমা' ছিলেন।

হজরত ছুফি সাহেব ফুরফুরার পীর সাহেবকে সমধিক কাশফ শক্তি সম্পন ধারণা করিতেন। এক দিবস তিনি ফুরফুরার হজরতকে বলিলেন, বাবা, তুমি আমার অছিলা দিয়া হজরত নবি (ছাঃ) এর জিয়ারতের নিয়তে বসিয়া থাক এবং তাহার সহিত জিয়ারত হইলে, অমুক বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিও। ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব হজরত নবী (ছাঃ) এর জিয়ারত লাভ করিয়া সেই বিষয়টির উত্তর জানিয়া লইলেন। কলিকাতার শেখ খোদাবখশ দোকানদার সাহেবের মুখে শুনিয়াছি, হজরত ছুফি সাহেবের জনৈক মুরিদ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন আমি এত পরিশ্রম করি, কিন্তু আমার কলব, জারী হইতেছে না। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি কি কোন সুদখোরের জিয়াফত খাইয়া থাক? সে ব্যক্তি বলিল, হাঁ, আমার জামাতা সুদখোর তাহার জিয়াফত খাইয়া থাকি। ইহাতে তিনি বলিলেন, এই হেতু তোমার কলব জারি হইতেছে না। তৎপরে হজরত ছুফি সাহেব বলিলেন, তুমি এই বিছানার দিকে লক্ষ্য কর। তাহার তাওয়াজ্জোহ্ দানে সেই বিছানাটি বিকম্পিত হইতেছিল।

ছুফি সাহেব বলিলেন, বিছানা আল্লাহতায়ালার নামের ফয়েজে বিকম্পিত হইতেছে। কিন্তু হারাম ভক্ষণে তোমার হৃদয় এরূপ কলুষিত যে, উহা কম্পিত হইল না।

এক সময় একজন লোক বিবি ছালেটের মছজেদে হজরত ছুফি সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হুজুর! আমি দরুদ শরীফ পড়িয়া থাকি, হজরত নবি (ছাঃ) এর ছায়া দেখিতে পাই কিন্তু তাহার আকৃতি দেখিতে পাই না, ইহার কারণ কি? তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, তুমি দরূদ শরিফ কিরূপে পড়িয়া থাক? লোকটি উত্তর দিলেন, আমি 'আল্লাহুম্মা ছাল্লেআলা মোহাম্মদেন' পড়িয়া থাকি। হজরত ছুফি সাহেব বলিলেন,

'ছাল্লেআলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেন' বলিয়া আমার অছিলা ধরিয়া চক্ষু বন্ধ করতঃ দরুদ পড়। তিনি তাহাই করা মাত্র হজরত নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত তাহার নছিবে ঘটিয়া গেল।

এক দিবস হজরত ছুফি সাহেব পাল্কীতে যাইতেছিলেন। এই অবস্থায় পাল্কীর এক বিহারাকে সর্পে দংশন করিল, তিনি বলিলেন কোন ভয় নাই, তোমরা চলিতে থাক। ছূফী সাহেব কুওয়াতের ফয়েজ দ্বারা বিষ আকর্ষণ করিয়া জমিতে দফন করিয়া দিলেন, অমনি সেই বিহারা সুস্থ হইয়া গেল।

এক তারিখে ফুরফুরার হজরত স্বপ্নযোগে দেখেন যে, তিনি যেন তাহার মামাত ভাই মোহাম্মদ ও অন্যান্য কয়েকজন লোকের সঙ্গে হজরত মাওলানা ছূফী ফতেহ আলী ছাহেবের দরজা সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিতে ছিলেন, অবশেষে সকলের মতে স্থিরীকৃত হইল যে, তিনি 'কোৎবোল-ইরশাদ' ছিলেন।

খুলনা জেলার শোলপুর যুগিহাটী গ্রামের মরহুম মৌলবী ছাএম সাহেব বলিয়াছেন, এক দিবস মগরেবের নামাজের পরে আমরা এক মছজেদে জনাব ছূফি সাহেবের নিকট মোরাকাবা শিক্ষা করিতেছিলাম, মছজেদে প্রদীপ জালান হইয়াছিল না। এই অন্ধকারের মধ্যে একজন তালেবকে কেহ যেন চপেটাঘাত করিল! পার্শ্বের লোকটি তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছে, এই মনে করিয়া সে মোরাকাবার পর হজরত ছুফি সাহেবের নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিল; কিন্তু যাহার উপর এই দোষারোপ করা হইতেছিল, সেই ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিতেছিল। হজরত ছূফি সাহেব বলিলেন, একটি জ্বেন আমার নিকট তাওয়াজ্জোহ লইতেছিল, আর তুমি তাহার শরীরের উপর পা রাখিয়াছিলে, এই হেতু সেই জ্বেনটি রাগিয়া তোমাকে চপেটাঘাত করিয়াছে।

হজরত ছূফি সাহেবের বহু সহস্র জ্বেন মুরিদ ছিল।

কেহ জ্বেনগ্রস্থ রোগীর জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিতেন, আমার ছালাম তাহাকে বলিয়া দাও, ইহাতে জ্বেন একেবারে চলিয়া যাইত।

তাঁহার ব্যায়রাম ছলব করার অত্যন্ত শক্তি ছিল, তিনি অঙ্গুলির ইশারা করিলে, লোকেরই পীড়া আরোগ্য হইয়া যাইত। তাঁহার শ্বাশুড়ির পায়ে বেদনা ছিল, বহু চিকিৎসাতে উহার উপশম হয় না, হজরত ছুফি সাহেব একদিন বেদনাস্থল ধরিয়া বলিলেন, বেদনা'ত নাই! অমনি বেদনা সুস্থ হইয়া গেল।

আরবী ও ফারসী ভাষায় ছুফি সাহেবের পান্ডিত্য অসীম ছিল, তিনি দিওয়ানে-ওয়ছি নামক যে কেতাব খানা ফার্সি ভাষাতে লিখিয়াছেন উহা হইতে তাঁহার আরবি ও ফার্সিতে মহা যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উহার প্রত্যেক ছত্রে যেরূপ প্রেম মহব্বত ও ফয়েজ পাওয়া যায়, উহাতেই তাঁহার খোদা ও রাছুলের মস্ত প্রেমিক হওয়া বুঝা যায়।

হিন্দুস্থানে এই 'দিওয়ান-ওয়ছি'কে দিওয়ানে-বাঙ্গালা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে, নবাব ছিদ্দিক হোছেন ভূপালি ছাহেব শাময়ে-আঞ্জমন নামক কেতাবে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে গণনা (গণ্য) করিয়াছেন।

হজরত ছুফি সাহেব নবী (ছাঃ) এর রুহ হইতে নেছবত হাছেল করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত চারি তরিকার নেছবত উক্ত তরিকার মূল চারি হজরতের রুহ হইতে হাছেল করিয়াছিলেন। এই হেতু তিনি 'ওয়াএছিয়া' তরিকার পীর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। জাহেরি ভাবে চারি তরিকার ফয়েজ হজরত ছুফি নুর মোহাম্মদ সাহেব কর্ত্তৃক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

হজরত ছুফি সাহেবের খলিফা মাওলানা আবদুল হক এক পত্রে লিখিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট হইতে হজরত

ছুফি সাহেবের উচ্চ সম্মান ও নেছবতে-ওয়ায়ছিয়া লাভ হইয়াছিল।

কোন কোন বোজর্গ হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট আরজ করিয়াছিলেন যে, আমি ছুফি সাহেবকে রুহানি ভাবে শিক্ষা প্রদান করিব। ইহাতে হজরত (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, আমি উহার ভার লইব। আরও তিনি লিখিয়াছেন যে, এক দিবস আমি দেখিতে পাইলাম যে, আমার কলব লতিফা একটি নূরানি মছজেদে পরিণত হইয়া যেন উর্দ্ধগামী হইতেছে, উহাতে একটি গম্বুজ ছিল। উহার মধ্যে একটি মিম্বর স্থাপন করা হইয়াছে। উক্ত মিম্বরের পাদদেশে হজরত নবি (ছাঃ) দন্ডায়মান আছেন, তাঁহার চারিদিকে বাঁকি চারি জন উলোল-আজম নবি ছিলেন। হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ ও এমাম-রব্বানি মোজাদ্দেদে আলফেছানি (রঃ) নবি (ছাঃ) এর সম্মুখে আছেন। আর হজরত ছুফি ফতেহ আলি সাহেব তাঁহাদের পশ্চাতে আছেন। এই অবস্থাতে তাঁহারা ২৪ দাএরা পর্য্যন্ত উন্নীত হইলেন। আমার লতিফাগুলিও তাঁহাদের সঙ্গে উন্নীত হইল। তৎপরে হজরত নবি (ছাঃ) শরবত পূর্ণ ছোরাহি হইতে আমার মুখে শরবত ঢালিয়া দিয়া বলিলেন—আরও পান করিবে কি? আমি বলিলাম হাঁ, ইয়া রাছুলে খোদা। তৎপরে হজরত (ছাঃ) ছোরাহটি উক্ত তিন পীরের হস্তে দিয়া বলিলেন—ইহাকে উহা পান করাও।

আরও উক্ত খলিফা সাহেব লিখিয়াছেন যে, এক দিবস হজরত ছুফি সাহেব আমাকে বলিলেন, তুমি লওহো-মাহফুজের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ দুইটি বিষয়ের অবস্থা তদন্ত কর। প্রথম সুলতানের জয় হইবে কিনা? দ্বিতীয়, নিজের ওয়ালেদ মাজেদের নেছবতের অবস্থা। তাঁহার হুকুমে আমি লওহো-মাহফুজে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম যে, সুলতানের জয় হইবে। দ্বিতীয় ওয়ালেদ-মাজেদের নাম হজরত আবুবকর ছিদ্দিকের বংশধরগণের মধ্যে দেখিতে পাইলাম। হজরত গাওছোছ-ছাকালাএন বড় পীর সাহেবের

নেছবত তাঁহার ছিনা মোবারকে সঞ্চালিত হইতেছে এবং অন্য একজন কামেল হইতে দ্বিতীয় নেছবত তাঁহার বক্ষে নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

ইহা হইতে হজরত ছুফি সাহেবের দরজা অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

হজরত ছুফি সাহেব মোর্শেদাবাদের পুনাছি গ্রামে অবস্থিতি করিতেন, তাঁহার একপুত্র মৌলবি মোস্তফা আলি সাহেব তথায় এন্তেকাল করেন, বর্ত্তমানে তাঁহার দুইটী পুত্র আছে।

হজরত ছুফি সাহেবের এক কন্যার নাম হজরত জোহরা বিবি, ইনি একজন মস্ত বড় ওলী, এখনও তিনি জীবিত আছেন, তাঁহার সাকিন ও পোষ্ট শাহপুর, জেলা মোর্শেদাবাদ। হজরত পীর সাহেব তাঁহাকে বংলার "রাবেয়া বাছারি" বলিয়া অভিহিত করিতেন।

এক সময় হজরত ছুফি সাহেব ও তাঁহার কন্যা হজরত জোহরা খাতুন পৃথক পৃথক পাল্কীতে যাইতেছিলেন, একস্থানে উভয় পাল্কী নামান হইল। হজরত জোহরা খাতুনের পাল্কী হজরত ছুফি সাহেবের পাল্কী হইতে একটু দুরে নামান হইয়াছিল। তিনি পাল্কীতে হাত মারিয়া হজরত ছুফি সাহেবকে ডাকিয়া বলিলেন, আব্বা, এই স্থানে গাঁজার দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না, এই স্থান হইতে পাল্কী সরাইতে বলুন। ছুফি সাহেব তথা হইতে পাল্কী সরাইতে আদেশ দিয়া এই বিষয়টি তদন্ত করিতে লাগিলেন। লোকেরা বলিল, বহু বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে একজন গাঁজা-খোর লোক থাকিত।

যাঁহারা আহলোল্লাহ হন, তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি এইরূপ প্রবল হইয়া থাকে। ইহাকে কাশফ বলা হয়।

এই ছেলছেলাভুক্ত শাহ তালেবুল্লাহ সাহেব খুলনা শোলপুরে উপস্থিত হইলে তথাকার বড় মিঞা ইউছোপ আলি সাহেব

নিজের মৃত পিতার গোরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন। শাহ সাহেব কাশফ করিয়া বলেন, আপনার বৃদ্ধ পিতাকে দেখিতেছি যে, তিনি এই নদীর ধারে বসিয়া ওজু করিতে দাড়ী খেলাল করিতেছেন। বড় মিঞা বলিলেন, আমার পিতা ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মরিয়া গিয়েছেন। তিনি ওয়াক্তিয়া নামাজ মছজেদে পড়িতেন ও প্রত্যেক ওয়াক্তে নদীর ধারে বসিয়া ওজু করিতেন, তাহাই শাহ সাহেব জানিতে পারিয়াছিলেন। শোলপুরের মৌলবী ছাএম সাহেব বলিয়াছেন, ফুরফুরার অন্ধ মাওলানা শাহ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব আমাদের গ্রামে আসিয়াছিলেন, একটি লোক তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, হুজুর, আমি এক স্থানে বাড়ী করিয়াছি, সেই বাড়ীতে বাসকরা কাল হইতে বিপদ আপদ লাগিয়া আছে, আপনি একটু তদন্ত করিা দেখুনত" শাহ সাহেব কাশফ্ করিয়া দেখেন যে, সেই বাড়ীর উপর দিয়া একটি সরু খাল প্রবাহিত হইতেছে, আর একটি উলঙ্গিনী পরী উপুড় হইয়া উহা হইতে পানি পান করিতেছে। সেই গ্রামের বৃদ্ধ লোকদিগকে ডাকিয়া খালের অবস্থা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, আমরা পুরুষ পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি, এই স্থানে একটি খাল ছিল। শাহ সাহেব বলিলেন, ঐ খাল হইতে পুর্ব্বে জ্বেন ও পরীরা পানি পান করিত। তাহাদের রীতি এই যে তাহারা নিজেদের বিচরণ স্থলে সময় সময় আসিয়া থাকে, তাঁহাদের দৈহিক অগ্নির তাছিরে লোকের উপর বিপদ আসিয়া থাকে। এই দুইটি ঘটনা হজরত ছুফি সাহেবের কন্যার কাশফের তুল্য।

হজরত ছুফি সাহেবের প্রধান প্রধান খলিফাগণের নাম

(১) মাওলানা আবদুল হক, মাইজ গ্রাম, মোর্শেদাবাদ।

(২) মাওলানা গোলাম ছালমানি, ফুরফুরা হুগলী।

(৩) মাওলানা মোজাদ্দেদে-জামান আমিরোশ শরিয়তে বাঙ্গালা হজরত মাওলানা শাহ আবুবকর সিদ্দিকী সাহেব।

(৪) মৌলনা শাহ্ ছুফি একরামোল হক সাহেব পুনাছি, মোর্শেদাবাদ, ইনি এখনও জীবিত আছেন।

(৫) হজরত জোহরা খাতুন, শাহপুর মোর্শেদাবাদ ইনি এখনও জীবিত আছেন।

(৬) মৌলবী এয়াজদ্দিন আহমদ, আলিপুর।

(৭) ছুফি নিয়াজ আহমদ, কাৎড়াপোতা, বৰ্দ্ধমান।

(৮) মৌলবী মতিয়র রহমান, চট্টগ্রাম।

(৯) হাফেজ মোহাঃ এবরাহিম, ঐ।

(১০) মৌলবী আবদুল আজিজ, চন্দ্র জাহানাবাদ হুগলী।

(১১) মৌলবী আকবর আলি, সিলহেটে।

(১২) মৌলবী আমজাদ আলি, ঢাকা।

(১৩) মৌলবী আহমদ আলি, ফরিদপুর।

(১৪) শাহ দিদার বখ্শ, পদ্মপুকুর, হাওড়া

(১৫) শাহ বাকাউল্লাহ, কানপুর, হুগলী

(১৬) মৌলবী গনিমতুল্লাহ, ফুরফুরা, হুগলী।

(১৭) মুঃ ছাদাকাতুল্লাহ ফুরফুরা, হুগলী।

(১৮) মুঃ শারাফতুল্লাহ খাতুন, হুগলী।

(১৯) শেখ কোরবান আলি, বনিয়াতালাব, কলিকাতা।

(২০) শামছুল-ওলামা মৌলবী আশরফ আলি, কলিকাতা।

(২১) সৈয়দ ওয়াজেদ আলি, মেহদীবাগ, কলিকাতা।

(২২) মৌলবী গোল হোছাএন, খোরাছান।

(২৩) মৌলবী আতাওর রহমান, ২৪ পরগণা।

(২৪) মৌলবী মবিনুল্লাহ, রামপাড়া, হুগলী।

(২৫) মৌলবী সৈয়দ জোলফেকার আলি, টীটাগড়, ২৪ পরগণা।

(২৬) মৌলবী আতায় এলাহি, মোগলকোর্ট বৰ্দ্ধমান।

(২৭) মুঃ ছোলায়মান, বারাশাত ২৪ পরগণা।

(২৮) মৌলবী মনিরুদ্দিন, নদীয়া।

(২৯) মৌলবী আবদুল কাদের, ফরিদপুর।

(৩০) মৌলবী কাজী খোদা নেওয়াজ, হুগলী।

(৩১) মৌলবী আবদুল কাদের, বৈদ্যপাটী, হুগলী।

(৩২) কাজি ফাছাতুল্লাহ, ২৪ পরগণা।

(৩৩) শেখ লালমোহাম্মদ, চুচুড়া, হুগলী।

(৩৪) মৌলবী সৈয়দ আজম হোসেন, মোহাজেরে মদিনা শরিফ।

(৩৫) মৌলবী ওবায়দুল্লাহ, শান্তিপুর, নদীয়া।

(৩৬) হাফেজ মোহাম্মদ এবরাহিম, ফুরফুরা হুগলী।

(৩৭) মৌলবী আবদুর রহমান, সৈদপুর, ২৪ পরগণা।

(৩৮) শাহ তালেবুল্লাহ, বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩৯) মুঃ গোলাম আবেদ মোল্লা, শিমলা শরিফ হুগলী।

ফুরফুরার হজরত সাহেব

হজরত পীর সাহেবের পীর ভাই মাওলানা একরামোল হক সাহেব মোর্শেদাবাদী বলিয়াছেন, একদিন ছুফি সাহেব ফুরফুরার হজরত পীর সাহেবকে ডাকিয়া বলিলেন, বাবা আবুবকর, তুমি 'মোহইয়োছ-ছুন্নাহ' ও 'আমিরোশ শরিয়ত' হইবে। আর আমাকে বলিয়াছিলেন, বাবা একরামোল হক, তুমি কচ্ছপের ন্যায় ধীর গতিতে পাহাড় পর্ব্বত হেদাএত করিবে।

হজরত ছুফি সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছে, ফুরফুরার হজরত শরিয়ত ও ছুন্নত যেরূপ ভাবে জারি করিয়াছেন, তাহার তুলনা এই জামানার কাহারও সহিত করা যায় না।

মোর্শদাবাদের হুজুর রংপুর, দিনাজপুর জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আসাম এমনকি সুদুর ভোটান পর্য্যন্ত যেরূপ হেদাএত করিয়াছেন, তাহাও অতুলনীয়।

ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব নকশবন্দীয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকা বঙ্গ, আসাম, হিন্দুস্তান এমন কি আরব পর্য্যন্ত যেরূপ প্রচার করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই বলিলেও চলে, ঐরূপ কাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরিকা দ্বারা বহু সহস্র লোকের হৃদয় উদ্ভাসিত করিয়াছেন। তিনি যে তরিকাগুলি প্রচার করিয়াছেন, তাহা বিলুপ্ত হইতে পারে না; কারণ তিনি শত সহস্র যোগ্য খলিফাকে তরিকত; মারেফাত শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন; আরও তাঁহার খলিফাগণের দ্বারা উহার নিয়ম কানুন লিপিবদ্ধ করাইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন; তরিকত দর্পণ বা তাছাওয়ফ তত্ত্ব কেতাব খানা হজরত পীর সাহেবের উপদেশ রাশি হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। তিনি তিনবার এই কেতাব খানা শুনিয়াছেন। ভুল ভ্রান্তি যাহা ছিল তাহা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। মাওলানা নেছার আহমদ সাহেব তরিকত সম্বন্ধে তালিমে-মারেফাত নামক একখানা কেতাব লিখিয়াছেন। হজরতের খলিফা ছুফি ছদরুদ্দিন সাহেব এলমে তাছাওয়াফ নামক তিন খণ্ড কেতাব লিখিয়াছেন। তাঁহার খলিফা ছুফি মৌলবী ইয়াছিন সাহেব এলমে-বাতেন নামক একখানা উপাদেয় কেতাব লিখিয়াছেন।

তাঁহার খলিফা মাওলানা ফয়েজর রহমান সাহেব এরশাদে-মোর্শেদ নামক একখানা সুন্দর কেতাব লিখিয়াছেন।

বঙ্গ, আসাম, হিন্দুস্তান প্রভৃতি স্থানে কাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরিকার কতক পীর পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু হজরত ছুফি ফতেহ আলি সাহেবের ছেলছেলা ব্যতীত নক্‌শহবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকার পীর পরিলক্ষিত হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই তারিকা বিশুদ্ধ পানাহার ও পূর্ণভাবে ছুন্নতের পয়রবির উপর নির্ভর করে, আর এইরূপ পীর অতি দুর্লভ হইয়াছে, কাজেই এইরূপ তরিকা অন্যান্য স্থলে দুষ্পাপ্য। যশোহর জেলায় কেশবপুর থানার অধীন বড়েঙ্গা গ্রামের খান মোহম্মদ নওয়াব

আলি সাহেব বলিয়াছেন, আমি ফুরফুরার হজরত পীর কেবলা সাহেবের নিকট প্রকাশ্যভাবে মুরিদ হইলেও তাঁহার উপর আমার সেইরূপ ভক্তি ছিল না। এক সময়ে পীর সাহেব আমাদের দেশে আগমন করেন। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, যদি আমার বাটীতে তাঁহার আনিবার চেষ্টা না করি, তবে তিনি মনে মনে আমার উপর অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। কাজেই তাঁহাকে দাওয়াত দিয়া আমার বাটীতে আনিলাম। মগরেবের নামাজ অন্তে মুরদিগণ তাঁহার পশ্চাতে বসিয়া চক্ষু বন্ধ করতঃ অবনত মস্তকে মোরাকাবা করিতেছিলেন। সত্য বলিতে কি, আমি এই সমস্ত কার্য্য ভন্ডামী বলিয়া ধারণা করিতাম। তাড়াতাড়ি একটি খাসী জবহ্ করতঃ উহা পাকিজা করার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমিও ভান করিয়া তাহাদের পাছে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া রহিলাম, একটু পরে দেখিতে পাইলাম যে, হজরত পীর সাহেবের সমস্ত শরীর পূর্ণিমার চন্দ্রের তুল্য হইয়া গিয়াছে। আমি ইহা দেখিয়া বলিলাম, হুজুর আমি আপনার নামে মাত্র মুরিদ ছিলাম, এখন আমি আপনার নিকট খাঁটি মুরিদ হইব। তখন হুজুর আমাকে দ্বিতীয়বার মুরিদ করিলেন।

বর্ত্তমানে তিনি তরিকতে কামেল হইয়া হজরতের খলিফা হইয়াছেন।

ছাওয়ানেহে-ওমরি ৪৭/৪৯ পৃষ্ঠা ঃ—

এক সময় হজরত পীর সাহেব পাবনার ভারেঙ্গা গ্রামে মৌলবী ময়ছের উদ্দীন সাহেবের বাড়ীতে ছিলেন। মাওলানা আবদুল মা'বুদ মেদিনীপুরী সাহেব তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। চিশতিয়া তীরকার দুইব্যক্তি তরিকতের কিছু কিছু বিপরীত কার্য্য করিত। হজরত পীর সাহেব বলিলেন, বাবা, আবদুল মাবুদ তুমি উভয়ের তরিকতের নেছবতকে (ফয়জকে) ছলব করিয়া (কাড়িয়া লইয়া) কিছু দিবসের জন্য হজরত খাজা মঈনদ্দীন চিশতী সাহেবের

খেদমতে গচ্ছিত রাখ। তিনি বলিলেন হুজুর, আমাকে মা'ফ করুন। হুজুর বলিলেন, তুমি বসিয়া যাও, হতাশ হইও না। হজরতের আদেশে তাঁহার সাহস বৃদ্ধি হইয়া গেল। তিনি মোরাকাবাতে বসিয়া গেলেন। আত্ম-বিস্মৃতি অবস্থাতে তিনি দেখিতে পাইলেন, যেন তিনি সুলতানোল হেন্দ গরীব নওয়াজ হজরত মঈনদ্দীন চিশতী (কঃ)র দরবারে উপস্থিত আছেন, আর সেই দুইটি লোককে তাহার সম্মুখে দন্ডায়মান অবস্থাতে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, হুজুর এই দুষ্টদ্বয়ের নেছবত' ছলব করিয়া লউন নচেৎ আমি নিজ পীরের হুকুম তামিল করিতে অবাধ্য হইতে পারিব না। হুজুর গরীব নওয়াজ (কোঃ) বলিলেন, তোমার কষ্ট করার দরকার নাই। যখনই খাজা আবদুল্লাহ ছিদ্দিকী (ফুরফুরার পীর) সাহেবের মুখ হইতে উহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তখনই তাহাদের উক্ত নেছবত ছলব হইয়া গিয়াছে। তিনি কাইউমিএতের দরজার প্রতিবিম্ব স্বরূপ (কোতবোল আকতাব), তাঁহার মুখ হইতে বাহির হওয়াই যথেষ্ট। বর্ত্তমানে তাঁহার অবাধ্যতা খোদা ও রাছুলের অবাধ্যতা হইবে। আর তাহার আদেশ পালনে খোদা ও রাছুলের আদেশ পালন হইবে।

হজরত পীর সাহেবকে আমি এই সংবাদ দিলে, তিনি বলিলেন, বাবা তুমি দ্বিতীয়বার মোরাকাবাতে বসিয়া যাও। তিনি বসিয়া গেলেন, হঠাৎ এই অবস্থায় তিনি দেখিতে পাইলেন, তিনি যেন এক ময়দানে উপস্থিত হইয়াছেন, উহার পশ্চিম দিকে একটি উচ্চস্তূপের উপর কাইউমে আউওল হজরত মোজাদ্দেদে আলফে ছানি সাহেব ও তাঁহার সাহেবজাদা কাইয়ুমে ছানি হজরত মা'ছুমে রাব্বানি দাঁড়াইয়া আছেন। আর ফুরফুরার হজরত সাহেব পূর্ব্বদিকে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আছেন। উক্ত বোজর্গদ্বয়ের চেহারা মোবারকের নুর সূর্য্যের কিরণের তুল্য, উহা হজরত পীর সাহেবের আপদ মস্তক জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিতেছে, এইরূপ অনুমিত হইতেছে

যে, যেন উক্ত নুর তাঁহার গোশত ও চামড়ার মধ্যে প্রবিষ্ট ও সঞ্চালিত হইতেছে। হজরত পীর সাহেবের মোবারক শরীর হইতে যে নুর প্রকাশিত হইতেছে তাহা জামানার অলিউল্লাহদিগের অন্তরকে দুগ্ধ পোষ্য শিশুর তুল্য প্রতিপালন করিতেছে, ইহা কেহ জানুক, আর নাই জানুক তিনি কোতবে-মোদার হউন, আর আবদাল হউন, আর আওতাদ হউন। এমতাবস্থাতে হজরত কাইউমে আউওল মোজাদ্দেদে আলফে ছানি (রঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি (ফুরফুরার পীর সাহেব) আমার সন্তান, হজরত মা'ছুম সাহেব বলিলেন, ইনি হাজী মোস্তফার সন্তান মোস্তফা মাদানি আমার প্রতিবিম্ব, ইনি উক্ত পৈত্রিক প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ছওয়ানেহে-ওমরি, ৪৯/৫১ পৃষ্ঠা ঃ—

মাওলানা আবদুল মা'বুদ মেদেনিপুরী (কোঃ) লিখিয়াছেন, আমি পীর সাহেবের নিকট মুরিদ হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার উপর আমার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল না।

কিন্তু জামানার আবদাল হাফেজ মাওলানা শাহ আবদুর রহমান মোরাদাবাদী ও মেদেনীপুরী সাহেবের আদেশে তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছিলাম, উভয় হজরত আমাকে ছারহান্দে গমন করার আদেশ করিলেন। আমি ছারহান্দে উপস্থিত হইলাম বটে, কিন্তু এরূপ কোন ঘটনা ঘটিল যে, তথায় একদিবসের অধিক থাকার সুযোগ ঘটিল না। যতক্ষণ তথায় ছিলাম, কেবল হজরত মোজাদ্দেদ-আলফে-ছানি আহমদ ছারহান্দি (কোঃ)র মাজার শরিফে উপস্থিত ছিলাম, অন্যান্য বোজর্গগণের মজার জিয়ারত করার সুযোগ ঘটিয়াছিল না। দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রথম রাত্রে দেখিলাম; হজরত পীর সাহেব আমার বাটিতে শুভাগমন করিয়া আমাকে বলিতেছেন, তুমি ছারহান্দে গিয়াছিলে, কিন্তু হজরত মা'ছুম রাব্বানির জিয়ারত করিলে না কেন? আমি আরজ করিলাম, সময় ও সুযোগ করিয়া উঠিতে পারি নাই। হুজুর বলিলেন,

আমার সঙ্গে আইস। আমি ছারহান্দ শরীফে যাইতেছি। আমি বাটী হইতে বাহির হইয়া হজরত আলি (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিলাম, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পীর সাহেবের পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইলাম। যখন ছারহান্দ শরিফে উপস্থিত হইলাম, তখন পীর সাহেব আমাকে হজরত কোতবে-রাব্বানি মা'ছুম (রঃ)র মজার শরিফে কোব্বার মধ্যে লইয়া গেলেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, রওজা শরিফের পাদ দেশের দিক হইতে একটি নদী প্রবাহিত হইয়াছে। আমি উহাতে ওজু করার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ওজু করিলে, হুজুর বলিলেন, তুমি মোরাকাবাতে বসিয়া যাও। আমি কয়েক নিমেষ মোরাকাবাতে বসিলাম, পরে হুজুরের সঙ্গে আমি উক্ত নদীর ধার দিয়া রওয়ানা হইলাম। উক্ত নদী দক্ষিণ দিকে কিছু দূর গিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল, একটি পশ্চিমের দিকে, অপরটি পূর্ব্ব দিকে, হুজুর পূর্ব্ব দিকে ঝরণার ধার দিয়া রওয়ানা হইলেন আমিও সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছিলাম। হঠাৎ একটি বর্ণনাতীত বিচিত্র জনশূন্য সেতুর উপর উপস্থিত হইলাম, সেতুটি ঝরণাটির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, উহার উপর একখানা চাকচিক্যময় সুবর্ণের কুরছি ছিল, হুজুর উহার উপর উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন বাবা, তুমি চলিয়া যাও, আমি এই স্থলে থাকিব, ইহাই আমার স্থান। এমতাবস্থায় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। দেখিতে পাইলাম, উক্ত সেতুর জ্যোতিতে সমস্ত গৃহ আলোকিত হইয়া আছে।

কয়েক সেকেন্ড পরে উক্ত জ্যোতিঃ অদৃশ্য হইয়া গেল। আমার কলিজা ধড়ফড় করিতেছিল। প্রভাতে ফুরফুরা শরিফের দিকে ধাবিত হইলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, হুজুর খানকা মোবারকে একদল লোক পরিবেষ্টিত অবস্থাতে বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, কি বাবা, তুমি হজরত মা'ছুম সাহেবের সঙ্গে জিয়ারত করিয়াছ'ত। আমি আরজ করিলাম,

হুজুরের অছিলাতে ইহা সম্ভব হইয়াছে। হুজুর বলিলেন, উক্ত সেতুটি কাইউমিএতের দরজা, উক্ত ঝরণা আমাদের তরিকা, যে ব্যক্তি এই দরজা প্রাপ্ত হয়, সেই ধন্য। তখন আমি কান মলিয়া তওবা করিলাম। খোদার ফজলে উক্ত অভক্তির পীড়াটি ধূমের তুল্য নিজের অন্তর হইতে বাহির হইতে এবং অন্তরকে বিশ্বাসের জ্যোতিতে আলোকিত হইতে দেখিলাম।

ছওয়ানেহে-ওমরি, ৪১ ঃ—

হজরত পীর সাহেবের ৪০ বৎসর বয়সে কাইউমিএতের প্রতিবিম্ব (কোতবিএতের দরজা) লাভের সময় উপস্থিত হইলে, মক্কা ও মদিনা শরিফের জিয়ারতের আকাঙ্খা প্রবল হইয়া উঠিল। হজরত পীর সাহেব বলিয়াছেন, একরাত্রে আমি স্বপ্নযোগে দেখিলাম যে, হজরত নবি (ছাঃ) একটি উচ্চ প্রস্তর স্তূপের উপর দণ্ডায়মান আছেন এবং আমাকে ডাহিন হস্তের ইশারায় ডাকিতেছেন। এই স্বপ্ন দেখার পরে প্রাণের আকাঙ্খা ও আগ্রহ অধিক হইতে অধিকতর হইতে লাগিল। কা'বা গৃহ জিয়ারতের জন্য প্রস্তুত হইয়া বাড়ী হইতে রওনা হইলাম। অতঃপর কা'বা শরিফে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন হজ্জের কয়েক দিন ছিল। ইত্যবসরে মদিনা শরিফে রওজা মোবারকের জেয়ারতের আগ্রহ বলবৎ হইয়া উঠিল, কিন্তু স্বপ্ন যোগে আদেশ হইল যে, হজ্জ করার পরে রওজা জেয়ারত করিতে হইবে। মোয়াল্লেম সাহেব হজ্জের পূর্ব্বেই কাফেলা লইয়া মদিনাভিমুখে রওয়ানা হইলেন, কিন্তু ওয়াদিয়েফাতেমাতে ভীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন, হজ্জের পরে রওজা শরিফের জিয়ারত লাভ করিলাম। জিয়ারত অন্তে জাহাজে আরোহণ করতঃ দেশের দিকে রওয়ানা হইলাম। জাহাজ জিদ্দা ও খেরাম্বুর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে, পীর সাহেব স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) নিজের গৃহের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন,

তাঁহার সম্মুখে একটি আঞ্জির বৃক্ষ আছে! পীর সাহেব উক্ত বৃক্ষে আরোহণ করতঃ হজরত নবি (ছাঃ) এর ইশারাতে শুষ্ক শাখা গুলি ভাঙ্গিয়া নিম্নদেশে নিক্ষেপ করিতেছেন, ইহাও তিনি দেখিতে পাইলেন যে, হজরতের পাক বিবিগণ পর্দ্দার মধ্যে আছেন। পীর সাহেব নবি (ছাঃ)এর চেহারা মোবারকের সৌন্দর্য্যে এরূপ বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি অতিরিক্ত মহব্বতে ইহা কলিয়া ফেলিলেন যে, হে বাদশাহ, আমার নাম আবদুর রাছুল রাখুন। হজরত (ছাঃ) মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন না, তোমার নাম আবদুল্লাহ রাখিলাম।

মাওলানা মেদেনীপুরী সাহেব এই স্বপ্নের তা'বিরে লিখিয়াছেন আঞ্জির বৃক্ষের অর্থ ইমানের কলেমা, হজরত পীর সাহেব তরিকতের পথে আলম-আরওয়াহতে কামালাতে-নবুয়ত ও রেছালাতের ফএজ লাভ করতঃ মুহবিএতের দরজা অতিক্রম পূর্ব্বক কামালাতের অত্যুচ্চ দরজাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, পূর্ণ ফানার দরজা লাভ করিয়াছিলেন। হজরত নবি (ছাঃ)এর অছিলাতে এই দরজা লাভ করিয়া ছিলেন, শুষ্ক শাখাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলার অর্থ এই যে, তরিকত ও ছলুকের মধ্যে যে সমস্ত বেদায়ত ও অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি তৎসমুদয় দূর করিয়া দিবেন, সেই সময় লোকে কেবল অজিফা পড়াকে, সঙ্গীত বাদ্য কাওয়ালীকে, পানাহার ত্যাগ করাকে যোগী সন্ন্যাসীর তুল্য উলঙ্গ থাকাকে দরবেশী ধারণা করিত, হজরত পীর সাহেবের দ্বারা এই সমস্ত ধারণার আমুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

পীর সাহেব ফানাফির রাছুলের দরজাতে উপস্থিত হইয়া নিজের নাম আবদুর-রাছুল রাখিতে বলিয়াছিলেন, এই আবদুর রাছুলের অর্থ রাছুলের দাস ও অনুগত, ইহার অর্থ রাছুলের বান্দা নহে।

শারহে-ফেকহে-আকবর, ২৩৮ পৃষ্ঠা ;—

واما ما اشتهر من ان التسمية بعبد النبي فظاهر كفر الا ان اراد بالعبد المملوك *

আবদুন্নবি শব্দের অর্থ নবির বান্দা লইলে, কোফর হইবে, কিন্তু উহার অর্থ নবির দাস ও তাবেদার লইলে শেরেক হয় না। দ্বিতীয় ইহা স্বপ্নের ঘটনা জাহেরি ঘটনা নহে, কাজেই ইহার উপর ফৎওয়া প্রযোজ্য হইবে না। প্রফেছার মৌলবি আবদুল খালেক সাহেব ও গয়ার শাহ মির মোহম্মদ সাহেব বলিয়াছেন, একজন কান্দাহারি মাওলানা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, তিনি যেন পূর্ব্বদিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িতেছিলেন, ইহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি যে কামেল পীরের অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহার বাসস্থান পূর্ব্বদেশে হইবে। তৎপরে তিনি সন্ধান করিতে করিতে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, তিনি ঠিক পশ্চিম দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িতেছেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার বাঞ্ছিত পীর কলিকাতায় আছেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে টীকা-টুলি মছজেদে ফুরফুরার হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট বয়য়ত করার পরে তিন মাস পর্যন্ত জেকর মোরাকাবা শিক্ষা করিয়া দাএরায় এমকান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তিনি ফুরফুরা শরিফে এন্তেকাল করেন। তাঁহাকে দাএরা শরিফের সম্মুখে গোছল দেওয়া হয়। তাঁহার লাশ গোছল দেওয়া কালে তিনি ৩ বার হাসিয়াছিলেন।

ইহা কারামত, ইহার নজীর পীরদিগের জীবনীতে পাওয়া যায়।

প্রফেছার মৌলবী আবদুল খালেক ছাহেব বলেন, মাওলানা মোহাম্মদ ওমরে বোখারি, মাওলানা হোছামদ্দিন বোখারির মুরিদ ছিলেন, তিনি একজন বড়দরের ফকীহ ও মোহাদ্দেছ ছিলেন। তাঁহার পীর এন্তেকাল করিলে, তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, এই মোজাদ্দেদিয়া নক্‌শ-বন্দীয়া তরিকা কোথায় পাইব? হঠাৎ এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, একজন লোক তাঁহাকে বলিতেছেন,

তুমি বঙ্গদেশে গমন কর, তথায় এই তরিকা পাইবা। ইহাতে উক্ত মাওলানা সাহেব বলেন, আপনি কোন হজরত? তদুত্তরে তিনি বলেন যে, আমি আদম বেন্নাওরি। তৎপরে তিনি কলিকাতায় হজরত পীর সাহেবের খেদমতে হাজির হন এবং কয়েক মাস তরিকত শিক্ষা সমাপন করেন। অতঃপর তাঁহার খলিফা নিযুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ছাওয়ানেহে-ওমরি, ৫৩ পৃষ্ঠা ;—

"মাওলানা আবদুল মা'বুদ মেদেনীপুরী সাহেব বলেন, এক দিবস আমি স্বপ্নে দেখিতেছি; লোকেরা দলেদলে চলিয়া যাইতেছে তাহাদের মধ্যে একজন শুভ্রবস্ত্র পরিহিত জ্যোতির্ম্ময় চেহারাধারী দীর্ঘাকৃতি ক্ষীণকায় দুর্ব্বল মানুষ দাঁড়াইয়া বলিতেছেন; তোমরা কি বড় জামায়াতের মজলিসে গমন করিবে না? আমি আরজ করিলাম; আপনি কোন ব্যক্তি? তিনি মৃদু হাস্য করতঃ বলিলেন; আমি আবদুল খালেক গেজদেওয়ানি। আমি কদমবুছি করিলাম; এমতাবস্থায় দেখিতে পাইলাম; আমার মখদুম জাদা হজরত (মাওলানা পীর) আবুনছর আবদুল হাই সাহেব। (মাওলানা পীর) আবুজাফর সাহেব, হজরত (মৌলবী) আবুন্নজম নাজমোছ-ছায়াদাত সাহেব এই তিন জন তাঁহার কদমবুছি করিলেন। তিনি সকলকে দোয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু নাজমোছ-ছায়াদতকে বুকে ধরিয়া বলিলেন, ইনি আজন্ম অলী। আমি তাঁহার সঙ্গে চলিতে চলিতে দেখিলাম, যেস্থানে ঈছালে ছওয়াবের মহফেলে পাক খানকার পশ্চিম দিকে মিম্বর স্থাপন করা হয়, তথায় নবি (ছাঃ) এর তক্ত স্থাপন করা হইয়াছে। ছাহাবাগণ চারিদিকে চক্রাকারে তশরিফ রাখিয়াছেন। এমতাবস্থায় হজরত রাছুলে খোদা (ছাঃ) দন্ডায়মান হইয়া এরশাদ করিলেন, বড় জামায়াতের নেতাকে আমার সম্মুখে আনয়ন কর। হজরত দাদা পীর কেবলা ফুরফুরার পীর ছাহেবকে হুজুরের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন হুজুর হজরত

পীর সাহেবের মস্তকে সবুজ রংয়ের পাগড়ী বাঁধিয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, বড় জামায়াতের নেতৃত্ব মোবারক হউক, মোবারক হউক। তৎপরে হুজুরের সঙ্গে অলিগণ ও ছাহাবাগণ হাত উঠাইয়া দোওয়া করিতে লাগিলেন এবং মোবারক বাদ দিয়া সকলেই চলিয়া গেলেন। ফুরফুরার হজরতের মুরিদগণের সংখ্যা বঙ্গদেশে ৭০—৮০ লক্ষ হইবে যাহাদের মধ্যে লক্ষ আলেম বর্ত্তমান আছেন। সুতরাং ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, উপরোক্ত স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছে।

হজরত পীর সাহেবের মোজাদ্দেদ হওয়ার প্রমাণ

হজরত নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় মহিমান্বিত আল্লাহ প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এইরূপ লোক প্রেরণ করিবেন যে, তিনি বা তাঁহারা উক্ত উম্মতের জন্য উক্ত দীনের সংস্কার করিবেন।"

আরও হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, "প্রত্যেক পরবর্ত্তী সম্প্রদায় হইতে তাহাদের বিশ্বাস ভাজন লোকেরা এই এল্‌ম গ্রহণ করিবেন তাহারা বেদয়াতি মতাবলম্বিগণের শরিয়ত পরিবর্ত্তন, বাতীল মতধারিগণের মিথ্যাদাবি ও অজ্ঞলোকদিগের কোরআন ও হাদিছের অর্থ পরিবর্ত্তন রদ করিয়া দিবেন।"

এই হাদিছ অনুসারে প্রত্যেক শতাব্দীতে দীন ইছলামের মোজাদ্দেদ (সংস্কারক) পয়দা হইয়া থাকেন।

মোল্লা আলি কারি মেরকাতের ১/২৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

মোজাদ্দেদ হওয়া ফকিহগণের পক্ষে বৈশিষ্ট্য নহে, কেননা তাঁহাদের দ্বারা এই উম্মতের উপকার সাধিত হইলেও খলিফাগণ, মোহাদ্দেছগণ, কারিগণ, ওয়ায়েজগণ ও পীর-দরবেশগণ কর্ত্তৃক

তাহাদের বিস্তর উপকার সাধিত হইয়া থাকে; কেননা দীনের রক্ষণাবেক্ষণ, রাজ্য শাসনের নিয়ম পদ্ধতি ও সুবিচার খলিফাগণেরই কার্য্য, এইরূপ কারী ও মোহাদ্দেছগণ যে কোরআন ও হাদিছ শরিয়তের মূল ও দলীল, তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া (উম্মতের) উপকার সাধন করিয়া থাকেন। ওয়ায়েজগণ উপদেশ প্রদান করিয়া ও পরহেজগারি লাজেম করিয়া লওয়ার জন্য উৎসাহিত করিয়া সাধারণের উপাকার সাধন করিয়া থাকেন। আমার নিকট সমধিক প্রকাশ্য মত এই যে, মোজাদ্দেদ এক ব্যক্তি হইবেন না, বরং একদল হইবেন—যাঁহাদের প্রত্যেকে কোন এক শহরে শরিয়তের এলমগুলি এক বিষয়ে কিম্বা কয়েক বিষয়ে কিম্বা কয়েক বিষয়ে বক্তৃতা সংক্রান্ত বিষয়ের অথবা লিখিত বিষয়ের মধ্য হইতে যাহা কিছু তাঁহার পক্ষে সহজ হয়, তদ্বিষয়ের সংস্কার সাধন করেন।"

মজমুয়া-ফাতাওয়া-লাখনবি, ২/১৫২ পৃষ্ঠা ঃ—

"এবনোল-আছির বলিয়াছেন, কতক বিদ্বান এইমত ধারণ করিয়াছেন যে, হাদিছের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করা উত্তম; কেননা من يجدد لها دينها নবি (ছাঃ)-এর এই কথায় সপ্রমাণ হয় না যে, শতাব্দীর শিরোভাগে প্রেরিত এক ব্যক্তি হইবেন, বরং কখন মোজাদ্দেদ একজন হইবেন, কখন একাধিক ব্যক্তি হইবেন, কেননা ফকিহ কর্ত্তৃক দীন সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে উম্মতদিগের সর্ব্বব্যাপি উপকার সাধিত হইলেও তাঁহাদের ব্যতীত বাদশাহগণ, মোহাদ্দেছগণ, কেরাত তত্ত্ববিদগণ, উপদেষ্টাগণ ও পীর অলিগণের ন্যায় ব্যক্তিদের দ্বারা উম্মতগণের বহু উপকার সাধিত হইয়া থাকে, ইহাদের এক শ্রেণী এক বিষয়ে যে উপকার করিয়া থাকেন, অন্য শ্রেণী তাহা করিতে পারেন না; কেননা দীন রক্ষা করিতে রাজ্য শাসনের নিয়ম পদ্ধতির রক্ষা করা, ন্যায় বিচার প্রচলন করা ও রেওয়াএতগুলি আয়ত্ত্বাধীন করা আসল

বিষয়। পীর দরবেশগণ ওয়াজ নছিহত করিয়া পরহেজগারি ও বৈরাগ্য লাজেম করিয়া লওয়ার প্রতি উৎসাহিত করিয়া উপকার সাধন করিয়া থাকেন; কাজেই উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ মত এই যে উক্ত হাদিছে প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে একদল প্রসিদ্ধ বোজর্গের পয়দা হওয়ার ইশারা আছে—যাঁহারা লোকদের জন্য তাহাদের দীনের সংস্কার করিবেন এবং পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে তাহাদের উপর উক্ত দীনের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, কিন্তু ইহা জরুরি যে, শতাব্দীর শিরোভাগে প্রেরিত মোজাদ্দেদ ব্যক্তি এই বিষয়গুলির মধ্যে কোন এক বিষয়ে প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত ও লোকদের ইঙ্গিতস্থল হয়েন।

মাওলানা আবদুল হক দেহলবী 'আশেয়াতোল্লাময়াত' এর ১/১৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

উক্ত মোজাদ্দেদ এক ব্যক্তি হইতে পারেন, কিম্বা একদলও হইতে পারেন, কেননা আরবি من শব্দ এক ব্যক্তির উপর এবং একাধিক ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। যে সমস্ত শ্রেণী কর্তৃক দীনের শক্তি, পূর্ণতা ও প্রচার প্রকাশিত হয়, তাঁহারা উক্ত মোজাদ্দেদ শ্রেণীভুক্ত হইবেন। এক জামানার এক শহরে একজন তাঁহার দল সমেত এইরূপ গুণে-গুণান্বিত হয়েন, ইহাও হইতে পারে।

আওনোল-মা'বুদ, ১৮০ পৃষ্ঠা ;—

ولايعلم ذلك المجدد الا بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء

"সমসাময়িক বিদ্বানগণের প্রবল ধারণা দ্বারা মোজাদ্দেদ নির্ণয় করা হইবে।"

হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (কঃ) বঙ্গ হিন্দুস্থানের মোজাদ্দেদ ছিলেন, হজরত মাওলানা কারামত আলি সাহেব তাঁহার মোজাদ্দেদ হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

হজরত পীর ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী

হজরত সৈয়দ সাহেদ ১২০১ হিজরী বাংলা ১১৯১ সনে পয়দা হন, ১২৪৬ সনে গায়েব হইয়া যান অথবা শহীদ হইয়া যান।

তিনি গত শত বৎসরের অধিক কাল এন্তেকাল করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বঙ্গ ও আসামে কি মোজাদ্দেদ পয়দা হন নাই? না হওয়া স্বীকার করিলে, হজরতের হাদিছ বাতীল হইয়া যায়। কাজেই এখন দেখিতে হইবে, কে কে এই জামানায় বঙ্গ ও আসামের বিস্তৃত ভূ-খন্ডের মোজাদ্দেদ হওয়ার যোগ্য পাত্র।

এস্থলে একটি কথা স্মারণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কোন মোজাদ্দেদের খলিফাগণ কর্ত্তৃক, যে এছলামি খেদমত ও কারামত প্রকাশিত হয়, তৎসমস্ত প্রকৃতপক্ষে মোজাদ্দে সাহেবের খেদমত ও কারামত বলিয়া ধরিতে হইবে।

ছাওয়ানেহে-ওমরি, ৫১/৫২ পৃষ্ঠা ঃ—

"জামানার আবদাল মাওলানা হাফেজ আবদুর রহমান সাহেব, ইনি আমার শিক্ষক ও আমার ওয়ালেদ মাওলানা শাহ আবদুল বাছেত ফারুকি নক্শবন্দী মোজাদ্দেদী চিশ্তী সাহেবের পীর ছিলেন, আমি নিজে কয়েকবার দেখিয়াছি যে, তিনি লেপের মধ্য হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইতেন। আবার কিছুক্ষণ করে প্রকাশ হইয়া পড়িতেন। লোকেরা তাঁহাকে একই সময় দুই তিন স্থানে দেখিতে পাইত। আমি তাঁহার খেদমতে ধারাবাহিক ১১ বৎসর এবং অতঃপর মধ্যে মধ্যে আরও ৭ বৎসর ছিলাম, তিনি এন্তেকালের ৩ মাস পূর্ব্বে নিজের মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। তখন আমি তাঁহার কদম মোবারক ধরিয়া আরজ করিয়া বলিলাম, "আপনি আমাকে মুরিদ করাইয়া লউন।" তদুত্তরে তিনি বলেন, তোমার বয়য়ত অন্য স্থানে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। আমি বহুক্ষণ রোদন করিতে থাকিলে, তিনি বলিলেন, তুমি চিন্তা

করিও না। খোদার উপর ভরসা কর, আমি তোমার পীরের সন্ধান প্রদান করিতেছি, তুমি তাঁহার নিকট ছলুক সমাপ্ত করিবে। সেই সময় তিনি ফুরফুরার হজরতের নাম উল্লেখ করেন। প্রথম হইতে তাঁহার উপর আমার তাদৃশ্য ভক্তি ছিল না, কাজেই ইহাতে আগ্রহ কম হওয়ার কথা, কিন্তু তিনি বলিলেন, মিঞা তুমি বুঝ না, ফুরফুররার পীর সাহেব এই শতাব্দীর মোজাদ্দেদ। আমি বাল্যকাল হইতে তাঁহার মধ্যে মোজাদ্দেদ হওয়ার লক্ষণ দেখিতেছি। হজরত মাওলানা এয়াজউদ্দিন সাহেব অনেক সময় বলিতেন, ফুরফুরার হজরত জামানার মোজাদ্দেদ। প্রেসিডেন্সী কলেজের আরবী ভাষার প্রফেসর মৌলবী আবদুল খালেক সাহেব বলিয়াছেন, একজন সৈয়দ সাহেবের বাটী পাঞ্জাব ও পেশোওয়ারের মধ্যস্থলে ছিল, তিনি হায়দারাবাদে থাকিতেন, তাঁহার একপুত্র মদিনা শরিফে থাকিতেন। হজরত নবি (ছাঃ) স্বপ্নযোগে তাহাকে বলেন, তোমার পিতাকে বলিয়া দাও, তিনি যেন জামানার মোজাদ্দেদ ফুরফুরার পীর সাহেবের নিকট গমন করেন এবং আমার ছালাম জানাইয়া দেন।

উক্ত প্রোফেসর মৌলবী আবদুল খালেক সাহেব আরও বলিয়াছেন, একজন সীমান্ত প্রদেশের গাজী মাওলানা স্বপ্নযোগে হজরত মোজাদ্দেদ আলফে ছানি (রঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, যদি তুমি এই জামানার মোজাদ্দেদকে দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে ছারহান্দে চলিয়া আইস। তিনি ছারহান্দে উপস্থিত হইয়া কিছু কাল তথায় থাকেন। পুনরায় তিনি মোজাদ্দেদ সাহেবকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, সেই মোজাদ্দেদ সাহেব কোন্ ব্যক্তি? তিনি বলেন, তুমি আরও কিছুকাল অপেক্ষা কর। তিনি এস্থলে আগমন করিলে, তোমাকে অবগত করান হইবে। তিন মাস পরে ফুরফুরার হজরত ছারহান্দ শরিফে আগমন করিলে, মোজাদ্দেদ আলফে ছানি (রঃ) স্বপ্নযোগে তাঁহাকে বলেন

যে, এখন তিনি এইস্থলে আগমন করিয়াছেন। ফরিদপুরের অন্তর্গত রাজধরপুরের মাওলানা আফছার উদ্দীন সাহেবের মুখে শুনিয়াছি, যে সময় ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব রংপুর সদরের অধীনে প্রোফেছার মৌলবী মোহাম্মদ হোছেন সাহেবের রাধানগর গ্রামস্থ মাদ্রাছাতে শুভাগমন করেন, সেই সময় মৌলানা মনিরুজ্জামান ইছলামাবাদী সাহেব তাঁহার নিকট মৃত পীর বোজর্গদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা উদ্দেশ্যে 'কাশফোল-কবুর' এর মোরাকাবার এজাজাত লাভ করেন। তিনি মালদহের শাদুল্লাপুরে চিশতিয়া তরিকার প্রসিদ্ধ পীর হজরত আখি ছেরাজ (কোঃ)র মাজার শরিফে 'কাশফোল-কবুর'এর মোরাকাবা কালে তিনি তিন বার উক্ত হজরতের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করেন, কিন্তু প্রত্যেক বারেই তিনি ফুরফুরার হজরতের আকৃতি ধরিয়া দেখা দেন। মাওলানা সাহেব এইরূপ আকৃতি ধারণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, ইহাতে তিনি বলেন, ফুরফুরার পীর সাহেব এই জামানার মোজাদ্দেদ, এই হেতু আমি তাঁহার আকৃতি ধরিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি এলমে শরিয়তের রক্ষণাবেক্ষণ করতঃ নবীর দীন সঞ্জীবিত করিয়াছেন। মৌলবী আবুনছর অহিদ সাহেব যে সময় ওল্ডস্কীম মাদ্রাছাগুলি উঠাইয়া দিতে এবং তৎপরিবর্ত্তে নিউস্কীম মাদ্রাছা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন কি কলিকাতা মাদ্রাছাকে নিউস্কীমে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় হজরত পীর সাহেব উহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়া উহার গতিরোধ করিয়াছিলেন, কাজেই কলিকাতা মাদ্রাছা ওল্ডস্কীম বজায় থাকিয়া গেল। অধিকন্তু তাঁহার চেষ্টায় বা তাঁহার উৎসাহ ও দোয়াতে এবং তাঁহার সুযোগ্য খলিফাগণের চেষ্টাতে বঙ্গ ও আসামের নানাস্থানে বহু ওল্ডস্কীম জুনিয়র ও সিনিয়র মাদ্রাছা স্থাপিত হইয়াছে। তিনি রংপুর নীলফামারির অধীন সৈয়দপুর বাঙ্গালী পাড়াতে ওল্ডস্কীম দারোল-উলুম মাদ্রাছার ভিত্তি স্থাপন

করেন, তিনি নিজে উহাতে ২৫.০০ টাকা চাঁদা দেন, নগদ ও প্রতিশ্রুতি ধরিয়া সাত সহস্র টাকা আদায় করার ব্যবস্থা করিয়া আসেন।

(২) তিনি নওয়াখালী এছলামিয়া মাদ্রাছায় শুভাগমন করতঃ নগদ ১৩২৬।।০ চাঁদা তুলিয়া দেন। পীর সাহেবের নানাবিধ সাহায্য সহানুভুতি পাইয়া উক্ত মাদ্রাসার ভিত্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছে। বর্ত্তমানে উহা বঙ্গদেশে আদর্শস্থানীয় ওল্ডস্কীম মাদ্রাছা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

(৩) পীর সাহেব কর্ত্তৃক বগুড়ার ওল্ডস্কীম মোস্তাফাবিয়া মাদ্রাছার ভিত্তি স্থাপিত হয়। উহা একটি উচ্চাঙ্গের মাদ্রাছায় পরিণত হইয়াছে।

(৪) বরিশালের শর্ষিনার মাওলানা নেছার আহমদ সাহেবের বাটীতে ওল্ডস্কীম সিনিয়র মাদ্রাছার ভিত্তি পীর সাহেব কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।

(৫) ফুরফুরা শরিফের ওল্ডস্কীম সিনিয়র মাদ্রাছা ও হাদিছ শরিফের দওরা পীর সাহেব কেবলার এক অক্ষয় কীর্ত্তি, ইহাতে শত শত বিদেশী ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, নিকটবর্ত্তী স্বজাতি বৎসল সমাজ হিতৈষী দানশীল ভাইগণ ছাত্রদিগের জায়গীর দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ধন্যবাদর্হ হইয়াছেন।

(৬) তিনি চট্টগ্রাম ওল্ডস্কীম দারোল-উলুম মাদ্রাছার ভিত্তি স্থাপন করিয়া আসেন। এইরূপ বরিশাল সৈয়দপুরের সিনিয়র মাদ্রাছা, চরপদ্দার মাদ্রাছা, মির্জাকালুর (জমাতে ছুওম পর্য্যন্ত) সিনিয়র মাদ্রাছা, তেলিখালির মাদ্রাছা, চরকাউয়ার মাদ্রাছা, মেহেরগঞ্জের সিনিয়র মাদ্রাছা, বগুড়ার বড় মেহার ও বামুজার মাদ্রাছা, দিনাজপুর চন্দন বাড়ী ও বড়গাঁও মাদ্রাছা, রংপুরের মাঠের বাজার, তবকপুর, কান্দিরহাট মাদ্রাছা, নওয়াখালীর মির আহমদপুরের মাদ্রাছা, তথাকার পাঁচবেড়িয়ার এতিমখানা মাদ্রাছা,

ফেনী সিনিয়র মাদ্রাছা, বগুড়ার মূরাইল, জোড়া ও দামগড়া মাদ্রাছা, পাবনার তারাবেড়িয়া, উলট, হাদোল, শিবপুর, পুষ্পপাড়া ও ধুলাউড়ি মাদ্রাছা, নদীয়া আমবেড়িয়া মাদ্রাছা, খুলনা ঘাটগুম্বজ মাদ্রাছা, হুগলী পাঁচলার সিনিয়র মাদ্রাছা, ইত্যাদি শত শত ওল্ডস্কীম, জুনিয়র ও সিনিয়র মাদ্রাছা তাঁহা কর্ত্তৃক কিম্বা তাঁহার খলিফাগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

দ্বিতীয়বার মো'মেন কমিটি' ওল্ডস্কীম মাদ্রাছাগুলি ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিলে ফুরফুরার হজরত পীর সাহেবের ঘোর প্রতিবাদে উক্ত কমিটির মনের কল্পনা মনেই রহিয়া গেল, তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। যদি হজরত পীর সাহেব দীন ইসলাম রক্ষা কল্পে পুরাতন নেছাবের মাদ্রাছাগুলির স্থায়িত্ব কল্পে সাধ্য-সাধনা না করিতেন, তবে মোসলেম বঙ্গ ও আসাম ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইত।

হজরত বলিয়াছেন ঃ—

ان من الشرا ٤ اساعة ان يقل العلم و يكثر الجهل

"এলম হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া ও নিরক্ষরতা অধিক হওয়া কেয়ামতের লক্ষণগুলির মধ্যে অন্যতম। হজরতের এই হাদিছে বুঝা যায় যে, পুরাতন নেছাবের মাদ্রাছাগুলি নষ্ট করিয়া নূতন নেছাবের মাদ্রাছাগুলি স্থাপন করা অমার্জ্জনীয় মহা গোনাহ্।

মুছলমানদিগের দীন-ইসলাম শরা-শরিয়ত, ধর্ম্ম-কর্ম্ম যাহা কিছু বাকি আছে, তাহা এই পুরাতন নেছাবের মাদ্রাছাগুলির কল্যাণে বাকী আছে।

খ্রীষ্টান, শিয়া, অহাবী, কাদিয়ানী ও বেদয়াতি ফেরকাগুলির আক্রমণ হইতে ছুন্নত-অল-জামায়াতকে রক্ষা করা কেবল এই নেছাবের আলেমগণের কল্যাণে সম্ভব হইতেছে।

হিন্দুদিগের সংস্কৃত পড়ার টোলে গবর্ণমেন্টের পুরাদস্তুর আর্থিক সাহায্য রহিয়াছে, কিন্তু মুছলমানদিগের খাস দীন রক্ষার

অবলম্বন স্বরূপ মাদ্রাছাগুলিতে কোন সাহায্য দেওয়া হয় না? যদিও কতিপয় মাদ্রাছায় ডিঃ বোর্ডের কিছু কিছু সাহায্য আছে তাহাও অতি সামান্য। গবর্ণমেন্টের সাহায্য একেবারে হয় না। এইরূপ একতরফা নীতি দূর করিবার জন্য হজরত পীর সাহেব এসম্বন্ধে দীর্ঘদিন ধরিয়া নানাভাবে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে সুফল ফলে নাই। বর্ত্তমান হক মিনিষ্ট্রীর কল্যাণে নাকি কোন কোন ওল্ডস্কীম মাদ্রাছায় কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়, কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ সিডিউল ক্লাসের (অনুন্নত সমাজের) শিক্ষার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা গবর্ণমেন্ট মঞ্জুর করিয়াছেন, আর বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মুছলমানদিগের ইসলামী শিক্ষার জন্য মাত্র ৭০ সহস্র টাকা মঞ্জুর হইল, তাহাও হয়ত উভয় স্কীমের জন্য, এই সামান্য দানে কি মুছলমান সমাজ রাজি হইতে পারেন? কখনও না।

যদি এসম্বলির মেম্বরগণ আগামী নির্ব্বাচনকালে জমিয়াতোল ওলামার সহায়তা কামনা করেন, তবে যেন ওল্ডস্কীম মাদ্রাছাগুলির উপর তাঁহাদের সুদৃষ্টি থাকে।

যদিও হজরত পীর সাহেব পুরাতন নেছাবের মাদ্রাছাগুলির প্রতি চিরদিন সহানুভুতিশীল এবং ইহার উন্নতির জন্য সচেষ্টিত ছিলেন, তথাপি নিউস্কীম মাদ্রাছাগুলির সহায়তা করিতে ত্রুটী করেন নাই। সাধারণ স্কুল লাইনে ছেলেদিগকে ইংরাজী পড়াইলে, তাহাদের দীন ও ইমানের সহিত বড় বেশী সম্পর্ক থাকে না। কর্ত্তৃপক্ষ উহার সঙ্গে সেকেন্ড ভাষা ফার্সি কিম্বা আরবি পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, কিন্তু উহাতে কেবল আরবী বা পার্সী সাহিত্য কিছু পড়ান হয়, দীন, ইমান ও ইছলামি আকায়েদের বড় কিছু থাকে না। এই হেতু নিউস্কীম মাদ্রাছাগুলির প্রবর্ত্তন করতঃ ইংরাজির সঙ্গে কিছু বেশী আরবী উর্দ্দু সংযোগ করিয়া দিলেন, এক হিসাবে এই স্কীমে জেনারেল লাইন অপেক্ষা দীন ইমানের

কিছু বেশী অংশ জানার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইল, অথচ সুদক্ষ আলেম, ইছলাম প্রচারক ও মুফতি হওয়ার সুযোগ উহাতে নাই। তাছাড়া নিউ স্কীম হইতে ফার্সি বাদ দেওয়ায় দীন ইছলামের অনেক কেতাব জানার উপায় উহাতে নাই। সে যাহা হউক, মুছলমান ছাত্রেরা এই স্কীমে পড়িলে, একেবারে নাস্তিক হয় না এবং সরকারি চাকুরিরও কিছু আশা করা যায়, এই হিসাবে কতক লোকের এইরূপ স্কীমের উপর বীতশ্রদ্ধ থাকা সত্ত্বেও হজরত পীর সাহেব উহার সমর্থন করিয়াছেন তাঁহার বাটীতে নিউস্কীমের একটি সিনিয়র মাদ্রাসা আছে, তাঁহার ও তাঁহার খলিফাগণের চেষ্টাতে বাংলার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য নিউস্কীম মাদ্রাছা স্থাপিত হইয়াছে, বলা বাহুল্য হজরত পীর সাহেবের সমর্থন না থাকিলে নিউস্কীম মাদ্রাসাগুলির ভিত্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে পারিত না।

আঞ্জমানে-ওয়াএজিন

হজরত পীর সাহেব আঞ্জমানে-ওয়াএজিন গঠন করতঃ বঙ্গ আসামের আলেম সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেন, বহু আলেমকে প্রচার কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া সমাজের স্তরে স্তরে খাঁটী ইছলামের রীতিনীতি ও সরাশরিয়ত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন, বহুটাকা চাঁদা সংগ্রহ করতঃ কয়েকজন বেতন ভোগী প্রচারক নিয়োগ পূর্ব্বক বাংলার কেন্দ্রে কেন্দ্রে পল্লীতে পল্লীতে প্রেরণ করিয়া শেরক্ বেদয়াত, কুসংস্কার রাশি দূরীভূত করার অশেষ চেষ্টা করেন। নামাজ রোজা শরাশরিয়ত জন-সমাজে প্রচলন করিতে সাধ্য সাধনা করেন। প্রচারকগণ পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া মক্তব, মাদ্রাছা, সালিসি বিচারের বোর্ড গঠন, হাফেজিয়া ফোরকানিয়া ও কেরাতিয়া মক্তব এবং নৈশ-বিদ্যালয়

স্থাপন, সংবাদ পত্র প্রচার, শত শত অমুছলমানকে মুছলমান করা সামাজিক দ্বন্দ্ব কলহ মীমাংসা, মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি, বয়তুল-মাল ফন্ড স্থাপন যুবক সমিতি গঠন ইত্যাদি অসংখ্য জনহিতকর কার্য্য করিতে লোকদিগকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন।

তৎকালীন এই আঞ্জমনে ওয়াএজিনের কতকগুলি প্রসিদ্ধ প্রচারকের নাম এস্থলে লিখিত হইল ঃ—

কবুরহাট পোড়াদহের মাওলানা ফজলোর রহমান, ফরিদপুরের মৌলবী হবিবর রহমান, ২৪ পরগণা মাৎলার মাওলানা ইয়াদ আলী, নদীয়া হাতিয়ার মুনশী এবরাহিম, হরিপুর ঝিনাইদহার মৌলবী আবদুল আজিজ, বগুড়া আটাপাড়ার মৌলবী আবদুল মজিদ, ২৪ পরগণা শশিপুরের মৌলবী আবদুল জব্বার, ভান্ডারপুর রাজশাহীর মাওলানা মকবুল হোসেন আক্কেলপুরী, চট্টগ্রামের মাওলানা ফজলোর রহমান নেজামি, যশোহর ঝিনাইদহার হাজি মুনশী জহিরদ্দিন মরহুম, মাহিগঞ্জ রংপুরের মাওলানা অজিহদ্দীন কপুরহাটের মৌলবী মোজাফ্ফর হোসেন প্রমুখ ১২/১৩ জন বেতনভুক্ত প্রচারক ছিলেন। অনারারী প্রচারকগণের সংখ্যা নাম প্রকাশ করা কঠিন।

জমিয়তে ওলামা

হজরত পীর সাহেব জমিয়তে-ওলামা স্থাপন করতঃ বঙ্গ আসামের সহস্র সহস্র আলেমকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করেন, যেহেতু আলেমগণ এখনও বঙ্গ আসামের জনসমাজের একমাত্র প্রকৃত নেতা, তাঁহাদের উপদেশ মতে সমাজ উঠিয়া বসিয়া থাকে হজরত পীর সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল আলেম সমাজও সঙ্ঘবদ্ধ

হইলে, জনসমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হইবে, আলেমগণের মতভেদ ঘটিত মছলাগুলির সুমীমাংসা হইবে, অন্ততঃ তাহাদের মধ্যস্থিত কলহ ফাছাদ দূরীভূত হইবে। সেই জন্য তিনি "জমিয়তে-ওলামা" নামক এই বিরাট প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। কয়েকবার এই জমিয়াতোল-ওলামার বিরাট অধিবেশন ত্রিপুরা, চাঁদপুর, নওয়াখালীর চৌমহানি, ফুরফুরা শরিফ ও হাজিগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে হইয়াছে; তথায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল, হাজিগঞ্জে দিল্লীর মাওলানা আহম্মদ ছইদ সাহেব ও চৌমহানিতে মাওলানা হোছেন আহমদ মদনি প্রমুখ বিশিষ্ট আলেম যোগদান করিয়াছিলেন। হজরত পীর সাহেব আজীবন এই জমিয়াতোল-ওলামার স্থায়ী সভাপতি থাকিয়া আলেম সমাজের ও সাধারণ সমাজের বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, সামাজিক ও রাজনীতিক ব্যাপারে বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

যখন মিষ্টার গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ও মুছলমানদিগের খেলাফত আন্দোলনে দেশের হিন্দু মুছলমানগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন, মিষ্টার গান্ধী, মিষ্টার সি. আর. দাস, মাওলানা মোহাম্মদ আলী প্রমুখ নেতাগণ গভর্ণমেন্টের স্কুল কলেজ, মাদ্রাছা কিম্বা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় বর্জ্জন করিতে আদেশ প্রচার করেন, সরকারী আইন অমান্য করিতে লোকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন, কোন কোন মুছলমান পত্রিকা লবণ প্রস্তুত করিতে, বৈদেশিক গভর্ণমেন্টকে এদেশ হইতে তাড়াইতে পরামর্শ দিতেছিল, সেই সময় হজরত পীর সাহেব তাঁহার 'হানাফি পত্রিকা মা'রেফাতে জমিয়াতোল-ওলামার মত প্রচার করেন যে, রাজ আইন মান্য করিতে হইবে, তবে জাতীয় স্কুল, কলেজ, মক্তব মাদ্রাছা স্থাপন না করা পর্য্যন্ত স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদ্রাছা বয়কট অনুচিত হইবে।

সেই সময় মিষ্টার গান্ধী, মাওলানা মোহম্মদ আলী, মাওঃ

আজাদ ছোবহানী, ডাক্তার কিলচু, মাওলানা শওকত আলী প্রমুখ কতিপয় হিন্দু মুছলমান নেতা পীর সাহেবের দরবারে টিকাটুলি মছজিদে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কংগ্রেসে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন, ইহাতে তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়া ছিলেন, আমি কোরআন ও হাদিছের পক্ষপাতি, কংগ্রেস যদি ভারতে মোছলমানের স্বাতন্ত্র্য ইসলামের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, তাহা হইলে কংগ্রেসে যোগ দিতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু যে মুহূর্তে কংগ্রেস উভয়ের কোন একটির বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তখনই কংগ্রেস আমার সহায়তা পাইবে না। মাওলানা মোহাম্মদ আলীকে হজরত পীর সাহেব মিষ্টার গান্ধীর অসাক্ষাতে বলিয়া দেন, আমি কংগ্রেসের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না, ইহাদের চেহারা দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে, আপনি স্মরণ রাখিবেন, প্রত্যেক ব্যাপারে প্রথমে দীন, পরে দেশ। দীন ছাড়িয়া দিয়া দেশ উদ্ধার আমাদের অভিপ্রেত নহে। মাওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেব জীবনের শেষ পর্য্যন্ত পীর সাহেবের এই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

গত এসেম্বলী নির্ব্বাচন কালে হজরত পীর সাহেব জমিয়াতোল-ওলামার প্রস্তাব মতে যে সমস্ত লোককে সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, যখন প্রজাপাটি ও লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন হজরত পীর তথা জমিয়াতোল-ওলামা লীগ বোর্ডকে সহায়তা করেন, এই হেতু লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের বেশী সংখ্যক নির্ব্বাচন সংগ্রামে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাছাড়া এই নির্ব্বাচনের পর এই দুইটি বিরোধী দলকে একত্র করিয়া যে, "কোয়ালেশনী" দল গঠিত হইয়াছে, ইহাতেও পীর সাহেবের যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন ছিল।

হজরত পীর সাহেব ১৩৩০ সালে দ্বিতীয়বার হজ্জে গমন

করেন, তিনি বোম্বাইয়ে ২৪ দিবস ছিলেন। মোছাফের খানাতে হজ্জ যাত্রীদের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, তাহারা নানা স্থানে পড়িয়া থাকিতেন, যাত্রীদের সঙ্গে দস্যু তস্করের দল খাদেমরূপে মিলিত হইত এবং সুযোগ বুঝিয়া গাঁট কাটিয়া টাকা কড়ি লইয়া চম্পট দিত, কখন পানি, শরবত কিম্বা খাদ্য সামগ্রীর সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া যাত্রীকে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিত। দীর্ঘ সময় বোম্বাইয়ে অবস্থান করাতে হজ্জ যাত্রীদের দুই-তিন চারিগুণ পর্য্যন্ত মূল্য দিয়া খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য জরুরী জিনিষ ক্রয় করিতে বহু টাকা বেশী ব্যয় হইয়া যাইত। কাবুলি, পেশাওয়ারি, বোখারি ও হিন্দুস্থানিরা জাহাজের ভাল স্থানগুলি প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পূর্ব্ব হইতে দখল করিয়া লইত। বাঙ্গালিরা তাহাদের নিকট পরাস্ত হইয়া কদর্য্য স্থানগুলি লইতে বাধ্য হইত। কাষ্ঠ ও পানি লওয়া কালে উক্ত দলের লোকেরা বাঙ্গালীদের উপর ভীষণ অত্যাচার করিত। পীর সাহেব এই সমস্ত অসুবিধা ও অত্যাচার দেখিয়া হজ্জে থাকা কালে সংবাদ পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। হজ্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই সম্বন্ধে তুমূল আন্দোলন উপস্থিত করেন, গবর্ণর বাহাদুরের নিকট কয়েকবার টেলিগ্রাম করেন, জমিয়াতোল-ওলামা হইতে প্রস্তাব পাশ করিয়া গবর্ণর বাহাদুরের নিকট পাঠান, পীর সাহেবের পক্ষীয় লোকদিগকে এসম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তলব করা হয়, তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করেন, তৎপরে কলিকাতা হইতে হজ্জ যাত্রীদের যাতায়াতের জাহাজ মঞ্জুর করা হয় এবং যাত্রীদের সুবিধার জন্য হজ্জ কমিটি স্থাপিত হয়, ইহাতে বাংলার মুছলমানদিগের দুঃখ দুর্দশা চিরকালের জন্য দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। এজন্য বাংলার মুছলমান সমাজ হজরত পীর সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বাকীর করিতে বাধ্য।

বাংলার হজ্জ যাত্রীদের নিকট পীর সাহেবের অন্তিম আদেশ

এই যে, তাঁহারা যেন কলিকাতা হইতে জাহাজে রওনা হন, নচেৎ তাঁহাদিগকে বিবিধ প্রকারে বিপদ ভোগ করিতে হইবে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সারদা আইন লইয়া দেশময় এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, মেয়ের ১৪ বৎসর ও ছেলের বয়স ১৮ বৎসর না হইলে, বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার আইন কেন্দ্রীয় পরিষদে পাশ হইয়া যায়। ইহা মুছলমাদিগের কোরআন ও হাদিছের বিপরীত মত। কোরআন শরিফের ছুরা নেছার ১/১৮ রুকুতে এতিমদিগের বিবাহ জায়েজ হওয়ার কথা লিখিত আছে। নাবালেগা ছেলে মেয়েকে এতিম বলা হইয়া থাকে। স্বয়ং নবি (ছাঃ) নাবালেগা হজরত আএশাকে বিবাহ করিয়াছিলেন! হজরত পীর সাহেব জমিয়াতোল-ওলামা হইতে উহার প্রতিবাদ মূলক প্রস্তাব পাশ করাইয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন এবং মাঠে মনুমেন্টের নীচে বিরাট সভায় উহার প্রতিবাদে বলেন যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এই সারদা বিলে উহা ভঙ্গ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে আমাদের উপর দুইটি কর্ত্তব্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। হয় সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া, না হয়, হেজরত করা। কোরআন শরিফ আমার সম্মুখে, হাদিছ শরিফ ডাহিন পার্শ্বে, ব্রিটিশ আইন বাম পার্শ্বে, যদি ব্রিটিশ আইন আমাদের কোরআন ও হাদিছের বিপরীত না হয়, তবে আমরা উহা সমর্থন করিতে বাধ্য, আর উহার বিপরীত হইলে, আমি রাজদ্রোহিতা হইলেও উহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য।

১৩৪০ সালে বঙ্গীয় অক্‌ফ বিল পাশ হয়। সরকার অক্‌ফ সম্পত্তির আয় হইতে কিয়দংশ হইয়া বোর্ডের কর্ম্মচারীদিগের বেতন প্রদান এবং উহার আয়ের উপর রোডসেস্ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, ইহা শরিয়তে নাজায়েজ। অক্‌ফকারি যেরূপ শর্ত্ত নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছে, ঠিক সেই শর্ত্তানুসারে উহার ব্যয় করিতে

হইবে, উহার ব্যতিক্রম করা শরিয়তের খেলাফ। হজরত পীর সাহেব এজন্য জমিয়াতোল-ওলামার পক্ষ হইতে দৃঢ় ভাবে উহার প্রতিবাদ করেন এবং একখানা ফৎওয়া লিখিয়া কেন্দ্রীয় কমিটিতে পেশ করিবার জন্য স্যার আবদুল হালীম গজনবী সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন।

আইন পরিষদে জনৈক সদস্য এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে গ্রামোফোনের রেকর্ডে কোরআন শরিফ ও মিলাদ শরিফ পাঠ আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক, ইহাতে স্বরাষ্ট্র সচীব মাননীয় স্যার নাজেমুদ্দিন বলেন যে, ইহাতে কোন দোষ আছে বলিয়া জানিনা, কাজেই এসম্বন্ধে কোন আইন করা ঠিক হইবে না।

হজরত পীর সাহেব ফুরফুরা শরিফের জমিয়াতোল-ওলামা সভাতে ইহার তীব্র প্রতিবাদমূলক প্রস্তাব পাশ করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন এবং হিন্দুস্তানের মুফতিগণের ফৎওয়া সংগ্রহ করিয়া 'ছুন্নত অল জামায়াত' মাসিক পত্রিকাতে ছাপাইতে আদেশ দেন।

বর্ত্তমান এসেম্বলীতে আবগারি বিভাগ স্থায়ী রাখা সম্বন্ধে প্রস্তাব আনা হয়, হজরত পীর সাহেব উহার পক্ষে ভোট দিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন, ফুরফুরা জমিয়াতোল-ওলামার গত অধিবেশনে যাহারা ইহার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, কিম্বা নিরপেক্ষ ছিলেন, তাহাদের এই কার্য্যের নিন্দাবাদ করা হয়।

পীর সাহেবের হজ্জ যাত্রা

১৩৩০ সনে তিনি দ্বিতীয়বার হজ্জ যাত্রা করার ঘোষণা করিয়া বলেন যে, "যাহারা আমার সঙ্গে হজ্জব্রত পালনের ইচ্ছা

করেন, তাহারা যেন রমজানে কলিকাতা উপস্থিত হন। রেলওয়ে কোম্পানী ২৪ হাজার টাকায় কলিকাতা হইতে নাগপুর হইয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত একখানা স্পেশাল ট্রেন দেন, এই ট্রেনে অনুমান ৭২২ জন লোক গমন করিয়াছিল। প্রত্যেক বড় বড় ষ্টেশনে কোম্পানী যাত্রীদের জন্য পানির সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাত্রীগণ পানি লওয়া শেষ করিলে, পীর সাহেবের অনুমতি লইয়া গার্ড ট্রেন ছাড়িবার আদেশ দিতেন। একস্থানে কোন যাত্রীর একটা ক্যাম্বিশের ব্যাগ পড়িয়া গিয়াছিল উহাতে তাহার যাবতীয় টাকা কড়ি ছিল। শিকল টানিয়া গাড়ী থামান হইল, ট্রেনখানি প্রায় মাইল খানি হটাইয়া লওয়া হয়, ভাগ্যক্রমে দুর্গম পথে লোকের যাতায়াত ছিল না বলিয়া ব্যাগটি পাওয়া যায়।

সেই বৎসরে এত বহু সহস্র যাত্রী হজরতের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন যে, ইতি পূর্ব্বে কখনও এইরূপ অধিক সংখ্যক লোক হজ্জে গমন করেন নাই।

আলেম সম্প্রদায় লোকদিগকে হজ্জ ফরজ হওয়ার উপদেশ দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিতেন, হজ্জে গমন করা তাহাদের ভাগ্যে অতি কম ঘটিত, কিন্তু সেইবার হজরত পীর সাহেবের সঙ্গে বহু শত আলেম হজ্জে গমন করেন, এমন কি বহু দরিদ্র লোকও সেবার হজ্জে যাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। কেহ কেহ মাত্র দশ আনা কিম্বা বার আনা পয়সা লইয়া হজ্জ করিতে গিয়াছিল। হজরত পীর সাহেব এইরূপ অনেক লোকের খাওয়ার এবং আবশ্যকীয় খরচ পত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, প্রয়োজন হইলে কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দিতেন। সঙ্গীদের মধ্যে সকলের অভাব অভিযোগের তত্ত্বানুসন্ধান করতঃ তাহাদের সহায়তা করিতেন। এত অধিক পরিমাণ দরিদ্র কোন সময় হজ্জ করিতে সক্ষম হয় নাই। যশোহর বল্লাটোপের মাওলানা আবদুর রহমান সাহেবের ৮০ টাকা একজন ডাকাত কাড়িয়া লইয়াছিল, হজরত

পীর সাহেবের কারামতে ডাকাত উক্ত টাকাগুলি ফেরত দিয়া যায়। হজরত পীর সাহেবের নিকট মিশর, শাম, ত্রিপলী, ইয়মান, মক্কা ও মদিনার বড় বড় আলেম উপস্থিত হইয়া ফয়েজ লাভ করিতেন, শায়খোদ্দালাএল মাওলানা আবদুল হক দেহ্‌লবী সাহেবের প্রধান খলিফা মাওলানা বদরদ্দিন সাহেব তাঁহার হালকাতে বসিয়া মোরাকাবা শিক্ষা করিতেন।

মক্কাশরিফে ছওলাতিয়া মাদ্রাছাতে হজরত পীর সাহেব কেবলার ওয়াজের দাওয়াত হয়, তিনি সেই সময় আমাশা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তিনি কিছুক্ষণ ওয়াজ করিয়া এই খাদেমকে আরবিতে হাদিছ বর্ণনা করিতে আদেশ করেন, তাঁহার ফয়েজে হাদিছের ওয়াজ আরবি আলেমদিগের মনঃপুত হইয়াছিল। তিনি আমাকে হজরত খাদিজাতোল কোবরা (রাঃ)-র মজার শরিফ জিয়ারত করিতে আদেশ দেন, আমি তথায় চক্ষু বন্ধ করিয়া দাঁড়াইলেই দেখিতে পাই যে, যেন একটি পূর্ণিমার চন্দ্র উদয় হইতেছে। হজরত পীর সাহেব বলেন, ইহা 'উম্মোল-মো'মেনিন হজরত খাদিজা (রাঃ) এর বেলাএতের নুর। মক্কা শরীফে অবস্থান কালে হজরত পীর সাহেব ও তাঁহার সঙ্গীদের জন্য তদানীন্তন শাসন-কর্ত্তা শরিফ হোসেন তাঁহার একটি খাস কামরা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। হজরত পীর সাহেব মদিনা শরীফ জিয়ারত করিতে যান, তাঁহার সঙ্গে বহু যাত্রী পদব্রজে যান, এস্থলেও তিনি চাঁদা তুলিয়া বহু দরিদ্রের সহায়তা করিয়াছিলেন। হজরত আমির হামজা (রাঃ) ও ওহোদের শহিদগণের জিয়ারত করেন। মাওলানা আবদুল হাই লাখ্‌নবি সাহেবের খালাত ভাই মাওলানা আবদুল বাকী মোহাজেরে-মদানি সাহেবের সহিত হজরত পীর সাহেবের ও এই খাদেমের সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, মজমুয়া-ফাতাওয়ায় লাখ্‌নবিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কয়েকটি ফৎওয়া আছে, আবার হানাফী মজহাবের বিপরীত দুই চারটি

ফৎওয়া উহাতে পরিলক্ষিত হয়, ইহার কারণ কি? তদুত্তরে তিনি বলেন, আমার ভাই সাহেবের দফতরে যে সমস্ত ফৎওয়া সংগৃহীত হইয়াছিল, তিনি নিজের জীবদ্দশায় উহা সঙ্কলিত ও মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুঅন্তে তাঁহার ওয়ারেছগণ বিনা বাদ বিচারে সমস্ত ফৎওয়া মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, এই হেতু উহাতে কিছু কিছু ভ্রম বা-অহাবিদের মত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুর, এমাম বোখারি তারিখে ছগিরে লিখিয়াছেন, "যখন ছুফ্ইয়ান ছওরির নিকট এমাম আবু হানিফা (রঃ)র মৃত্যু সংবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, আলহামদো লিল্লাহ, ইছলামে এইরূপ 'মনহুছ' (হতভাগ্য) ছেলে পয়দা হয় নাই।" তিনি এত বড় মোহাদ্দেছ হইয়া এইরূপ একটি বাতীল কথা লিখিয়াছেন কেন? তদুত্তরে মাওলানা আবদুল বাকী সাহেব বলিলেন, এমাম বোখারি (রঃ) বিদ্বেষ বশতঃ ইহা লিখিয়াছেন।

আমি বলিলাম, ইহার অন্য প্রকার জওয়াব দেওয়া বোধ হয় ভাল হইবে।

মাওলানা সাহেব বলিলেন, বাচ্চা! তুমি কি জওয়াব ভাল বিবেচনা করিতেছ? আমি বলিলাম, এই হাদিছের একজন রাবীর নাম নঈম বেনে হাম্মাদ, এই লোকটি জালছাজ ছিল, এমাম এবনো-হাজার আস্কালানী তহজিবোত্তহজিব কেতাবে লিখিয়াছেন, উক্ত ব্যক্তি এমাম আবু হানিফার সম্বন্ধে মিথ্যা দুর্ণাম রচনা করিত।

এমাম জাহাবী মিজানোল এ'তেদালে লিখিয়াছেন, নঈম বেনে হাম্মাদ এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন, নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন আমি খোদাতায়ালাকে দাড়ীহীন যুবকের আকৃতিতে দেখিয়াছিলাম ইহা জাল কথা। খোদা সাকার নহেন।

মূল কথা, নঈম বেনে-হাম্মাদ জাল করিয়া এমাম আবু

হানিফা সম্বন্ধে ছুফইয়ান ছওরির নামে এমন একটি অমূলক গল্প রচনা করিয়াছেন। খুব সম্ভব এমাম বোখারি অজ্ঞাতসারে উক্ত গল্পটি সত্য ধারণায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, এজন্য তিনি নির্দ্দোষ।

মাওলানা বলিলেন, সাবাশ বাচ্চা, তোমার জওয়াব সমধিক উৎকৃষ্ট।

মছজেদে-নাবাবীর মধ্যে বিদেশী লোকদের পক্ষে রাত্রি যাপন নিষিদ্ধ, কিন্তু তথাকার কর্ত্তৃপক্ষ হজরত পীর সাহেবকে তাঁহার কতিপয় সহচর সহ উহার মধ্যে রাত্রিযাপন করিতে আদেশ দেন, তাঁহারা তথায় সমস্ত রাত্রি জেকর, মোরাকাবাতে অতিবাহিত করেন, বড় পীর জাদা পীর মাওলানা আবদুল হাই সাহেব, হুগলী কোন্নগরের হাজি আবদুল মতিন, হাজি আবদুল মইন এবং নোওয়াখালী শ্রীনদীর মাওলানা হাতেম সাহেব তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এই খাদেমও হজরত পীর সাহেবের সঙ্গে তথায় রাত্রি যাপন করিয়াছিল।

হজরত পীর সাহেবের ঈছালে ছওয়াব

হজরত পীর সাহেবের বাড়ীতে প্রতি বৎসর প্রায় ৫০/৫৫ বৎসর হইতে ফাল্গুন মাসের ২১/২২/২৩ তারিখে বিরাট মজলিস হইয়া থাকে, ইহাতে বাংলা, আসাম ও হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থানের প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই সভা খাঁটী এছলামী সভা।

এত বড় বিরাট সভাতে কেহ চুরুট, সিগারেট ও তামাক পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকে না, লক্ষাধিক লোকের লেবাছ পোষাক এই ধরণের ছুন্নত অনুযায়ী কি সুন্দর দৃশ্য, সমাগত লোকদের প্রাণের আবেগ, আদব, কাএদা, পীরের মহব্বত, পীর

ভাইদের মধ্যে প্রগাঢ় প্রেম ভালবাসা, চলন চরিত্র দেখিলে, যেন বেহেশ্‌তের নমুনা বলিয়া বোধ হয়। হজরত পীর সাহেব স্বদেশী বিদেশী সমাগত লোকদের যত্ন ও খাতেরদারি ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিতেন, হজরত পীর সাহেব ঈছালে-ছওয়াবের বিরাট মাঠে প্রত্যেক স্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলের অসুবিধা দূর করিতেন, সমস্ত বিষয়ের তদন্ত করিতেন, সমস্ত দিবস ও অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া সমাগত লোকদিগকে খাওয়াইয়া শেষে কিছু ভক্ষণ করিতেন। সময়ে সময়ে হজরত পীর সাহেবকে কাষ্ঠ হাতে লইয়া আসিতে দেখিয়াছি, তদ্দর্শনে শত শত মাওলানা মৌলবী দরবেশ কাষ্ঠ-স্কন্ধে লইয়া তাঁহার পাছে ছুটিতে দেখিয়াছি। ইহা হজরত নবি (ছাঃ)এর ছুন্নত। বহু নামজাদা আলেম নিজেদের সম্ভ্রম ও মর্য্যাদার কথা ভুলিয়া গিয়া সমাগত লোকদিগের খাওয়ান দাওয়ানোর ব্যবস্থার জন্য খেদমতগাররূপে রাত্র দিবা দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকেন।

এই ঈছালে ছাওয়াবের মজলিশে সময় সময় বৃষ্টিপাত হওয়াতে আগন্তুকদিগের বিশেষ কষ্ট হইত, এই হেতু তিনি তাঁহার খলিফাগণের অনুরোধে সুবৃহৎ টিনের প্যাণ্ডেল প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং কয়েক সহস্র টাকা প্রদান করেন এবং তাঁহার খলিফাগণ ও মুরিদ ভক্তগণ অনেক টাকা উহাতে চাঁদা প্রদান করেন।

এই সভাতে বঙ্গ আসামের বড় বড় সহস্রাধিক নামজাদা ওয়াএজ বক্তা আলেমগণ শুভাগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ৪/৫ দিবস অনবরত কোরআন হাদিছ তফছির, মছলা, মাছায়েল ও বোজর্গাণে-দীনের জীবনী বর্ণনা করিয়া থাকেন, জরুরী বহু মছলা মাছায়েলের আলোচনা করিয়া থাকেন, এত অধিক সংখ্যক ওলামা সম্প্রদায়ের সমাবেশ বঙ্গ আসাম বরং হিন্দুস্তানের কোন স্থানে হইয়া থাকে বলিয়া আমি জানি না।

বঙ্গ আসামের বহু লোক তথায় জটিল জটিল মছলা মাছায়েলের মীমাংসা হজরত পীর সাহেব ও তাঁহার খলিফাগণ কর্ত্তৃক করিয়া লইয়া থাকেন।

তথায় কেহ বাজে কেচ্ছা কাহিনী বর্ণনা করিতে এবং রাগ রাগিনীসহ গজল পাঠ করিতে পারেন না।

তথায় ছারহান্দ শরিফের গদ্দীনশীন পীর সাহেব ও তাঁহার একজন সহচর এবং বাবা শেখ ফরিদ গঞ্জেশকর (রঃ)র গদ্দীনশীন পীর ও আজমীর শরীফের মাননীয় খাদেম সাহেব, বরং হিন্দুস্তান ও আজমের বড় বড় বোজর্গ ও আলেম তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মক্কা মদিনা শরিফের অনেক আলেম ও মোয়াল্লেম তথায় উপস্থিত থাকেন।

ছারহান্দ শরীফের গদ্দীনশীন পীর সাহেব খানকাহ শরীফের এক কোণে দাঁড়াইয়া ওয়াজ করিয়া বলেন যে, আমি তন্ন তন্ন করিয়া ফুরফুরা শরিফের ঈছালে-ছওয়াবের মহফেল দেখিলাম অবিকল এইরূপ ঈছালে-ছওয়াব ছারহান্দ শরিফে হইয়া থাকে একতিল বিন্দু কম বেশী হইয়া থাকে না। হজরত পীর সাহেব এইরূপ সম্ভ্রান্ত মেহমানদিগের যাতায়াতের ব্যয় বহন করিতেন ও তদ্ব্যতীত শতাধিক টাকা তাহাদের নজর দিতেন।

আলেমগণ যে কেবল ওয়াজ নছিহত করিয়া ক্ষান্ত হয়েন, তাহা নহে, তাঁহার সাহেবজাদাগণ ও খলিফাগণ বহু দীন কেতাব তথায় প্রচার করিয়া থাকেন, আগন্তুকেরা যে যে সমস্ত কেতাবের আবশ্যক বুঝিয়া থাকেন, তাহারা উহা খরিদ করিয়া লইয়া থাকেন ইহাতে স্থায়ী হেদাএত হইয়া থাকে। হজরত পীর সাহেব কখন কখন লোকদিগকে উক্ত কেতাবগুলি ক্রয় করিয়া লইতে সমাগত লোকদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

হজরত পীর সাহেব প্রত্যেক ফজর অন্তে লোকদিগকে জরুরী মছলা মাছায়েল তাক্‌ওয়া, পরহেজগারি, লেবাছ পোষাক

চাল চলন, এখতেলাফি বিষয়গুলি সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। শেষ রাত্রে সমস্ত রাত্রিব্যাপী ওয়াজ নছিহত হইয়া থাকে। দোয়া মোনাজাতের পূর্ব্বে তিনি লোকদিগকে শেষ নছিহত শুনাইয়া দিতেন, লোকদের কোন প্রকার কষ্ট ও অসুবিধা হইয়া থাকিলে মা'ফ লইতেন।

ইহাত গেল এলমে-শরিয়ত প্রচারের অধ্যায়, তিনি প্রত্যেক ফজর ও মগরেবে সহস্র সহস্র লোকদিগকে জেকর, মোরাকাবা শিক্ষা দিতেন, তাঁহার খলিফাগণ বহু লোককে শিক্ষা দিয়া থাকেন, যেরূপ বহু সহস্র প্রদীপ একস্থলে প্রজ্জ্বলিত থাকিলে, আলোকের মাত্রা তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইতে থাকে, সেইরূপ সহস্র সহস্র আহলোল্লাহ্ তরিকতপন্থী জাকের ও খলিফাগণের রুহানি জ্যোতিতে ঈছালে-ছওয়াবের মাঠ চক্ষু-উন্মিলিত বা কশফ শক্তি সম্পন্ন লোকদের দৃষ্টিতে নুরে নুরাণি হইয়া থাকে। হজরত পীর সাহেব এক নেছবতে-জামেয়া'র ফয়েজে বহু সহস্র শিক্ষার্থীকে এক সঙ্গে তরিকত ও মোরাকাবা শিক্ষা দিতেন। এইরূপ কামেল মোকাম্মেল পীর অতিকম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ রুহানি জ্যোতিঃ আকর্ষণের জন্য সহস্র সহস্র প্রেমিক দিগ্‌দিগন্ত হইতে পতঙ্গের ন্যায় ফুরফুরা শরিফের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। সময় সময় দরিদ্র মুরিদদিগকে সুদূর চট্টগ্রাম, আসাম অঞ্চল হইতেও পদব্রজে আসিতে দেখা যায়, খুলনা, যশোহর, ২৪ পরগণা, নদীয়া, ফরিদপুরের বিস্তর লোক অর্থাভাবে বৎসরে বৎসরে দুই পাঁচ দিবস পদব্রজে আসিয়াই থাকেন। এই ঈছালে ছওয়াবে জেকর ও মোরাকাবা কিম্বা ওয়াজের সময়ে অতিরিক্ত ফয়েজ নাজেল হওয়ার আরও কয়েকটি কারণ আছে।

এই মহফেল কোন প্রকার বেদয়াত কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না, বেশী উচ্চপদে জেকর, নর্ত্তন কুর্দ্দন, হাতে তালি দেওয়া, রাগ রাগিনীসহ মছনবি বা গজল পাঠ ইত্যাদি হারাম ও নাজায়েজ

কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না, পীরের পায়ে ছেজদা কিম্বা কবর ছেজদা কিছুতেই হইতে পারে না, বরং সাধারণ লোক মস্তক নত করিয়া পায়ে হাত দিয়া গোনাহগার হইবে আশঙ্কায় হুজুর কদম বুছির জন্য নিজের পা স্পর্শ করিতে কাহাকেও অনুমতি দিতেন না।

এই ঈছালে-ছওয়াবের তারিখ কাহারও জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ নহে, প্রত্যেক বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিলে সুদূর বঙ্গ, আসাম ও ভারতের মুরিদগণের পক্ষে উহা জানা ও সময় মত উপস্থিত হওয়া অসম্ভব হইয়া থাকে, এই হেতু সাধারণের উপকার হেতু ফাল্গুনের ২১/২২/২৩শে তারিখ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, যাহা বেশী গ্রীষ্ম নহে বেশী শীত নহে। এইরূপ মছলেহাতের জন্য দিন নির্দ্দিষ্ট করাতে কোন দোষ নাই। হজরত নবি (ছাঃ) যেরূপ ধনী, দরিদ্র, আজাদ ও গোলাম একসঙ্গে লইয়া পানাহার করিতেন, স্থানের তারতম্য করিতেন না, হজরত পীর সাহেবের দরবারে সেইরূপ সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা একই প্রকার স্থানে বসিয়া থাকেন, একই প্রকার আসনে খাইয়া থাকেন, ছোটবড় উচ্চনীচ কোন বাদবিচার নাই। অবশ্য হজরত পীর সাহেব আলেম ফাজেলদিগের জন্য পৃথক শামিয়ানা স্থাপন করার ব্যবস্থা করিতেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহাদের দরজা উন্নত করিয়াছেন, তাঁহারাই হজরত নবী (ছাঃ) এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী, কাজেই তাঁহাদের সম্মানের প্রতি হজরত পীর সাহেবের বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কিন্তু আহারের কোন তারতম্য করিতেন না।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, এই সভায় বহু মৃত অলি বোজর্গদিগের আত্মা উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা কাশফ শক্তিসম্পন্ন লোকগণ দেখিতে পাইয়া থাকেন, যাহারা এসম্বন্ধে অন্ধ তাহারা অস্বীকার করিতে পারে। যাহারা কখন তরিকত, মা'রেফাতের স্বাদ লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা এই নেয়ামত হইতে বঞ্চিত।

আমরা ফুরফুরার মহফেলে যোগদান করার পূর্ব্বে একবার

হজরত পীর সাহেব ও তাঁহার কামেল খলিফাগণ হজরত নবি (ছাঃ)এর শুভাগমনে আত্ম-বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন নাবালেগ সন্তানগণ চীৎকার করিতেছিল, তাহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে, তহারা বলিয়াছিল, আমরা একটি মহা জ্যোতিস্ময় বস্তু সভার চারিদিকে শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হইতে দেখিয়া এইরূপ করিতেছিলাম। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, হজরত নবী (ছাঃ)এই মহফেলটি কবুল করিয়া লইয়াছিলেন।

এই সভাতে প্রথম তারিখে কয়েক সহস্র কোরআন খতম, কলেমা খতম, কোল খতম, দরুদ খতম হইয়া থাকে, শেষ রাত্রে এই সমস্ত খতমের, যাবতীয় ওয়াজ নছিহত, মিলাদ শরিফ, লক্ষাধিক লোকের খাওয়ানোর যে ছওয়াব তাহা হজরত নবি (ছাঃ) তাহার আওলাদ ও আজওয়াজে-মোতাহহারাত, ছাহাবাগণ, তাবেয়িগণ, তাবা-তাবেয়িগণ ছিদ্দিকগণ, শহিদগণ, নেককারগণ, এমাম মোজতাহেদগণ মোহাদ্দেছগণ মোফাছছেরগণ ফকিহগণ কারিগণ, যাবতীয় ফন্নের আলেমগণ, অলিগণ, গওছগণ, কোতবগণ, নজিবগণ, নাকিবগণ, আওতাদ, ওমোদ, আবদাল, আখইয়ার, আবরার, সমস্ত তরিকার পীরগণ, হজরত আদম ও হাওয়া, উভয়ের সমস্ত মোমেন মোছলেম আওলাদ, সমস্ত নবি ও রাছুল, হাজিরিণ, ছামেয়িন, সহাওতা কারিদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশেষতঃ হজরত কোতবোল-আকতাব ছুফি ফতেহ আলি সাহেব, হজরত পীর সাহেবের ওয়ালেদাএন মাজেদাএনের পাক রুহে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়, কাজেই তাঁহাদের অনেক রুহ তথায় উপস্থিত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা।

জারকানি, ১/৮ পৃষ্ঠা ঃ—

انه لا يمتنع رؤية ذاته عليه الصلوة والسلام بجسده وروحه وذلك انه وسائر الانبياء صلعم ردت اليهم ارواحهم بعد ما قبضوا واذن لهم في والخروج من قبورهم للتصرف في الملكوت العلوى والسفلى

"নবি (ছাঃ)এর জাতমোবারক রুহ ও শরীর সহ দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব নহে; কেননা তাঁহার ও অবশিষ্ট নবিগণের রুহ কবজ করার পরে তাঁহাদের দেহে উহা ফেরত দেওয়া হইয়াছে এবং আত্মীক জগতে ও দুনইয়াতে কার্য্য পরিচালনা করার জন্য তাঁহাদিগকে তাঁহাদের গোর হইতে বাহির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।"

তফছিরে-রুহোল-বয়ান, ৪/৪২৮ পৃষ্ঠা ঃ—

قال الغزالي رحمة الله تعالي والرسول عليه السلام له الخيار في طواف العوالم مع ارواح الصحابة رضي الله عنهم لقد رآه كثير من الاولياء □

"এমাম গাজ্জালী (রঃ) বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) ছাহাবাগণের রুহ সহ সমস্ত জগতে পরিভ্রমণ করিতে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছেন, নিশ্চয় বহু অলি তাঁহাকে দেখিয়াছেন।"

শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী সাহেব 'ফইউজোল হারামাএন'এর ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

আমি নবি (ছাঃ)কে বারম্বার দেখিয়াছি, তিনি আমার নিকট নিজের আসল আকৃতি প্রকাশ করিতেন, যদিও আমার পূর্ণ আকাঙ্খা ছিল যে, আমি তাঁহাকে সশরীরে না দেখিয়া রুহানি ছুরতে দেখি, ইহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহার বিশিষ্ট ক্ষমতা আছে যে, নিজের রুহকে আকৃতিধারী করিতে পারেন, ইহার দিকে নবি (ছাঃ) ইশারা করিয়াছেন যে, নবিগণ মরেন না,

তাঁহারা নিজেদের গোরে নামাজ পড়িয়া থাকেন ও হজ্জ করিয়া থাকেন।" উক্ত শাহ সাহেব 'দোর্রোছ-ছমিন, এর ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"নবি (ছাঃ) আকৃতিধারী হইয়া অমুক ময়দানে একজন কারীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত কারি বলিয়াছেন, আমি এই দুইচক্ষে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। এমাম জালালুদ্দীন 'ছইউতি' এন্তেবাহোল-আজকিয়া'তে লিখিয়াছেন ঃ—'নবি (ছাঃ) নিজের উম্মতের কোন নেককার মরিলে, তাহার জানাজাতে উপস্থিত হন।

হজরত মোজাদ্দেদ সাহেব মকতুবাতের ১/৩৬৫ পৃষ্ঠায় ২৮২ ছত্রে লিখিয়াছেন, হজরত খাজের (আঃ) ও হজরত ইলইয়াছ (আঃ) তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ছোরাতোল-মোস্তাকিম, ১৫১ পৃষ্ঠা ঃ—

হজরত বড় পীর সাহেবের ও খাজা বাহাউদ্দীন নক্শবন্দ সাহেবের পাক রুহ মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরেলী (রঃ)-র নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। ইছালে-ছওয়াবের মজলিশে ফেরেশতাগণের উপস্থিতি বিশেষ সম্ভব।

হজরতের হাদিছে, কোরআন, জেকর, তছবিহ ইত্যাদি পাঠ স্থলে ফেরেশতাগণের উপস্থিতি হওয়ার প্রমাণ আছে।

মাওলানা আবদুল মা'বুদ সাহেব 'ছওয়ানেহে-ওমরি' কেতাবের ৮৮/৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, মৌলবী এমতেয়াজদ্দিন ছাহেব বলিয়াছেন, আমি রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, একজন ফেরেশ্তা আছমান হইতে নাজেল হইয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন, দেখ তোমাকে সাবধান করা হইতেছে যে, অদ্য তারিখ হইতে কখনও ফুরফুরার পীর সাহেবের সম্বন্ধে কিছুই বলিও না, আমি বলিলাম, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি ফেরেশ্তা, আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে আসিয়াছি। আল্লাহতায়ালা

বলিতেছেন, খাজা আবদুল্লাহ (ফুরফুরার পীর সাহেব আমার ইশারা ব্যতীত কোন কার্য্য করেন না। তিনি আমার ঈশারায় শাদপুরে (সাহেব জাদাদ্বয়ের) বিবাহ করাইয়া দিয়াছেন। আমি তাঁহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। তুমি দেখ না যে, ইছালে-ছওয়াবে তিনি প্রত্যেক স্থানে উপস্থিত হয়েন, একজন মানুষ ওদিকে মাংস পাকিজা করার স্থানে; খাদ্য রন্ধন করার স্থানে; দোকান সমূহে; ওয়াজের সভায় দহলিজ ঘরে প্রত্যেক স্থানে কি থাকিতে পারেন? না; বরং এই কার্য্যগুলি নির্ব্বাহ করিতে আমার পক্ষ হইতে ফেরেশতাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করি। যদি তাঁহার মর্জ্জির বিপরীতে কিছু কর; কিম্বা তাঁহার সম্বন্ধে নিন্দাবাদ কর; তবে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।"

এস্থলে বিপক্ষদল এই বলিয়া নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন যে; ফেরেশ্তাগণের মনুষ্যের কার্য্যে সহায়তা করা বাতীল কথা।

কোরআন শরিফে আছে; বদর; ও হোনাএন যুদ্ধে ফেরেশ্তাগণ নবি ও ছাহাবাগণের সাহার্য্যার্থে নাজেল হইয়াছিলেন।

হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলীর (রঃ) সাহেবের মলফুজাতে আছে যে; ফেরেশ্তাগণ তাঁহার সহায়তা করিতে তাঁহার সহকারী থাকিতেন।

এমাম মাহদীর সহায়তা ফেরেশ্তাগণ কর্ত্তৃক সাধিত হইবে, ইহা ফতুহাতে মক্কিয়াতে আছে।

কোরআান শীরফের ছুরা হামিম-ছেজদাতে আছে ঃ—

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان لاتخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون. نحن اولياء كم فى الحياة الدنيا وفى الاخرة و لكم فيها ما تشتهى انفسكم و لكم فيها ما تدعون *

"নিশ্চয় যাহারা বলিয়াছেন, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ,

তৎপরে তাঁহারা স্থির প্রতিজ্ঞ রহিয়াছেন, তাঁহাদের উপর ফেরেশতাগণ নাজিল হইয়া থাকেন, (আর তাঁহারা বলেন), তোমরা ভয় করিওনা দুঃখিত হইও না এবং তোমরা যে বেহেশতের ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহার সুসংবাদ প্রাপ্ত হও। আমরা দুনইয়ার জীবনে এবং আখেরাতে তোমাদের বন্ধু (সহায়তাকারী) তোমাদের মন যাহার আগ্রহ করে, তাহা উক্ত আখেরাতে তোমাদের জন্য আছে এবং যাহা তোমরা বাঞ্ছা (দাবি) কর, তাহা তথায় তোমাদের জন্য আছে!"

তফছিরে-আবু ছউদ, ৭/৬৪৮ পৃষ্ঠা, রুহোল বায়ান, ৩/৪৫২ পৃষ্ঠা ও রুহোল মায়ানি, ৭/৪৯০ পৃষ্ঠা ;—

(تتنزل عليهم الملائكة) من جهة تعالى يمدونهم فيما يعن لهم من الامور الدينية و الدنيوية بما يشرح صدورهم و يدفع عنهم الخوف و الحزن بطريق الالهام *

"তাঁহাদের (ওলিগণের) উপর ফেরেশতাগণ নাজেল হইয়া থাকেন; দীন দুনইয়ার যে কার্য্যগুলি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়; উক্ত ফেরেশতাগণ তৎসমুদয়ে তাহাদের সাহায্য করেন; এলহাম ভাবে তাঁহাদের ছিনা (বক্ষঃদেশ) প্রশস্ত করিয়া দেন এবং তাঁহাদের ভয় ও দুঃখ নিবারণ করিয়া দেন।"

আরও উক্ত তিন তফছির; উক্ত পৃষ্ঠা ;—

(نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا) اى اعوانكم في اموركم نلهمكم الحق و نرشدكم الى مافيه خيركم و صلاحكم *

(ফেরেশতাগণের উক্তি) আমরা তোমাদের কার্য্য সমূহে তোমাদের সাহায্যকারী; আমরা তোমাদিগকে সত্য মতের এলহাম

করিয়া থাকি এবং যে কর্ম্মে তোমাদের কল্যাণ (ভালাই) ও হিত হয়; আমরা তোমাদিগকে সেই কার্য্যের দিকে পথ দেখাইয়া থাকি।"

উপরোক্ত বিবরণে 'ছওয়ানেহে-ওমরি' লিখিত মৌলবী এমতেয়াজদ্দিন সাহেব উল্লিখিত স্বপ্নটি সত্য হওয়া ও শরিয়তের মোয়াফেক হওয়া সপ্রমাণ হইল। হজরত পীর সাহেব সভাতে ঘোষণা করিয়া দিতেন, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের অনেক দস্যু গাঁটকাটা ও পকেটমার এই স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকে, তোমরা সকল সময়ে বিশেষতঃ রাত্রে নিদ্রাকালে সাবধানে থাকিবে; হজরতের এই ঘোষণা সত্ত্বেও কতক লোকের টাকা পয়সা ও কাপড় জুতা ছাতি চুরি হইত; অনেক দরিদ্রলোকের পথ খরচ নিঃশেষিত হইয়া যাইত। হজরত পীর সাহেব অনেক ক্ষেত্রে এরূপ বিপন্নদিগের যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করিতেন। নবাগত দরিদ্র তালেবোল-এলমদিগের জায়গীরের ব্যবস্থা তাঁহার বাটীতেই হইত; তৎপরে তিনি প্রতিবেশী কিম্বা নিকটস্থ গ্রামের লোকদিগকে বলিয়া দিয়া জায়গীরের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। তিন বৎসর হইতে তিনি নিজ বাটিতে একটি ফ্রী তালেবোল-এলামের খানা খুলিয়াছিলেন, ইহাতে প্রায় ১৮/১৯ জন তালেবোল—এলামের জায়গিরের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। হজরত মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ সাহেব কওলোল-জমিলের ১৩৬/১৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এইরূপ রীতি নবীর ওয়ারেছদিগের লক্ষণ।

ফুরফুরা শরিফের মাদ্রাছার জন্য বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, ইহাতে হজরত পীর সাহেবের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই, সমস্ত বঙ্গ আসামের এতিম দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পক্ষে এত বড় সুযোগ সুবিধা বঙ্গ ও আসামে কুত্রাপি দেখা যায় না, বঙ্গ ও আসামের ছাত্রদের উপকারার্থে যে বিরাট দুই স্কীমের মাদ্রাছা ও হাদিছের দওরা চলিতেছে, উহার

জন্য চাঁদা তুলিয়া উহাতে ব্যয় করা ছওয়াবের কার্য্য হইবে।

হজরত নবি (ছাঃ) জেহাদের ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে, পানির অভাব দূরীকরণ উদ্দেশ্যে 'রুমা' নামক কূপ খরিদ করিতে এবং মদিনা শরিফের মছজেদে মুছলমানদিগের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় পার্শ্ববর্ত্তী জমি ক্রয় করিতে ছাহাবাগণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন কাজেই মাদ্রাছার চাঁদা সংগ্রহ করা দোষ হইবে কেন? গবর্ণমেন্টের সাহায্য ও ফুরফুরার ঈছালে-ছওয়াবের সংগৃহীত চাঁদাতে বিরাট মাদ্রাছাদ্বয়ের ব্যয় সঙ্কুলান হইত না, প্রত্যেক বৎসরে কয়েক সহস্র টাকার ঘাটতি হইত, হজরত পীর সাহেব বৃদ্ধ বয়সে বিদেশ ভ্রমণ করতঃ যে টাকা কড়ি পাইতেন তাহার আংশিক দ্বারা এই ঘাটতি পূর্ণ করিতেন।

হজরত পীর সাহেবের চারি তরিকার শেজরা তথায় বিক্রীত হইয়া থাকে, প্রত্যেকখানা চারি কিম্বা আট আনাতে বিক্রয় করা হয়, বৎসরে উহাতে যে আয় হইয়া থাকে, উহা মাদ্রাছা ফান্ডে প্রদান করা হয়, ইহা এই জন্য অকফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সহস্র সহস্র লোক জ্বেন দৈত্যের উপদ্রবে নানাবিধ তদবীর করিয়া কোন উপকার না পাইয়া নিরুপায় হইয়া ফুরফুরার হজরতের নিকট হইতে তৈল পানি কালজিরা পড়া ও তাবিজ তুমার লইয়া কত লক্ষ লক্ষ জ্বেন দৈত্যগ্রস্ত রোগী সুস্থ হইয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

খুলনা জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের বেদকাশী গ্রামের হাজী বসিরদ্দিন সাহেবের একটি নব-যুবতী কন্যার উপর জ্বেনের আছর ছিল জ্বেনটি উপস্থিত হইলে, মেয়েটি এত উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিত যে, গ্রামের লোকেরা অস্থির হইয়া পড়িত। সভা উপলক্ষে আমি তথায় উপস্থিত হইলে, ইহার প্রতিকার সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ইহাতে আমি বলি, আমি ফুরফুরা শরিফে যাইব,

তোমরা তৈল পানি, কালজিরা লইয়া যাইবা, আমি উহা হজরতের নিকট হইতে ফুক দেওয়াইয়া দিব এবং তাবিজ লইয়া দিব। হাজি সাহেবের মধ্যম পুত্র তা'রিফ বোতলে তৈল পানি লইয়া রওয়ানা হওয়া মাত্র মেয়েটি সুস্থ হইয়া যায়, আর তাহার উপর জ্বেনের আছর হয় নাই। এইরূপ সহস্র সহস্র ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অনেক সময়ে বড় বড় ডাক্তার, কবিরাজ ও হেকিম যে রোগীর চিকিৎসা করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে, সেও ফুরফুরার হজরতের তাবিজ কবজ ও তেলপানি কালজিরা পড়াতে সুস্থ হইয়া গিয়াছে। হজরত পীর সাহেব এই সম্বন্ধে হাদিয়া টাকাগুলি মাদ্রাছাতে প্রদান করিতেন। নওয়াখালী মোহম্মদপুরের মাওলানা ফয়জোর রহমান সাহেবের নিকট শুনিয়াছি, হজরত পীর সাহেব বলিয়াছেন, তিনি প্রায় লক্ষ টাকা তাবিজ কবজ দিয়া সংগ্রহ করিয়া মাদ্রাছাতে ব্যয় করিয়াছেন।

তাবিজের জন্য টাকা পয়সা লাওয়াতে লাভ আছে, বিনা পয়সায় তাবিজ দিলে, লোকের ভক্তি কম হইয়া থাকে, হয়ত বিনা পয়সার তাবিজ ঘরের চালে রাখিয়া দিবে, উহাতে ফল আদৌ হইবে না; তাবিজের উপকারের শর্ত্ত এই যে, দাতা ও গৃহীতা উভয়ের উহার উপর প্রগাঢ় ভক্তি থাকা জরুরী। হজরত পীর সাহেব ১১ টাকা, ২১ টাকা, ৩১ টাকা, ৪১ টাকা ৫১ টাকা পর্যন্ত তাবিজের হাদিয়া লইতেন, ইহা বিপদ আপদ দূর করিতে অব্যর্থ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

হাজি খয়রুল্লাহকে এক সময় আমি বলি, অমুক লোকটিকে বিনা হাদিয়া একটি জ্বেনের তাবিজ দিয়া দাও। হাজী সাহেব ট্রেনে রাত্রিতে নিদ্রিত হইলে, জ্বেনটি হাজী সাহেবের গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিতেছিলেন, কি হাজী! তুমি বিনা পয়সায় তাবিজ দিয়াছ, তোমাকে মারিয়া ফেলিব। এমতাবস্থাতে আমি

ডাকিয়া তাহাকে জাগ্রত করি।

এখন প্রশ্ন এই হইতেছে যে, তাবিজ দেওয়ার দরকার কি? ফুক্‌ফাক্ দেওয়ার দরকার কি? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, হজরত বলিয়াছেন ;—

من حلف بغير الله فقد اشرك رواه الترمذى ✪

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দোহাই দেয়, সত্যই সে ব্যক্তি শেরক করিল।—তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। মেশকাত, ২৯৬ পৃষ্ঠা।

লোকে অনেক ক্ষেত্রে কাফেরি মূলক মন্ত্র দ্বারা কবজ লিখিয়া দিয়া কিম্বা ঝাড়ফুক্ করিয়া নিজেরা কাফের হইয়া যায়।

এমাম রাজি তফছিরে-কবিরে ও মোল্লা আলি কারী শরহে-ফেক্‌হে-আকবরে লিখিয়াছেন ;— الرضاء بالكفر كفر

"কাফেরি কার্য্যে রাজি হইলে, কাফের হইতে হয়।" ইহা সমস্ত ছুন্নত-অল-জামায়াতের আকায়েদ তত্ত্ববিদগণের মত।

এই হেতু হজরত নবি (ছাঃ) কোরআন হাদিছ ও শরিয়ত সঙ্গত দোয়া কালাম দ্বারা তাবিজ লেখার ও ঝাড় ফুক্ করার আদেশ দিয়াছেন। হাদিছ শরিফে আছে, হজরত নবি (ছাঃ) এমাম হাছান ও হোছাএন (রাঃ)কে নিম্নোক্ত তাবিজ দিতেন।

اعيذ كما بكلمات الله التامات من كل شيطان و هامة و من كل عين لامة

হজরত আরও বলিতেন, হজরত এবরাহিম (আঃ) হজরত এছমাইল ও এছহাক (আঃ)কে উক্ত তাবিজ দিতেন ;—কওলোল-জমিল, ১০৬, হেছেন হেছিন। নবি (ছাঃ) বলিতেন, যদি কেহ রাত্রে নিদ্রা যোগে আতঙ্কিত হইয়া পড়ে, তবে যেন নিম্নোক্ত দোয়া পড়িয়া শয়ন করে। ইহাতে তাহার আতঙ্ক দূর হইবে।

أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشياطين و أن يحضرون

ছাহাবা আবদুল্লাহ বেনে-আমর (রাঃ) বাগেল সন্তান দিগকে ঐ দোয়া শিক্ষা দিতেন, নাবালেগদিগের জন্য উহা লিখিয়া তাহাদের গলায় লটকাইয়া দিতেন। আবু দাউদ ও তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। মেশকাত, ২১৭/২১৮ পৃষ্ঠা।

মেশকাতের ৩৮৯ পৃষ্ঠায় যে মন্ত্র, তমিমা ও টোট্‌কা ব্যবহার করা শেরক বলা হইয়াছে, উহার অর্থ জাদু, টোট্‌কা ও কাফেরি মূলক মন্ত্র।

লোকদিগকে কাফেরি মূলক মন্ত্র হইতে রক্ষা কল্পে তাবিজ কবজ দোওয়া ও ঝাড়ফুক্ দেওয়া জরুরী।

তাবিজ লিখিয়া দিয়া পয়সা লওয়া কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

মেশকাতের ২৫৮ পৃষ্ঠায় ছহিহ্ বোখারির একটি হাদিছে আছে, একজন ছাহাবা কতকগুলি ছাগল বিনিময় লইয়া ছুরা ফাতেহা দ্বারা একটি সর্পাঘাতপ্রাপ্ত রোগীকে সুস্থ করিয়াছেন, হজরত উহা হালাল বলিয়া নিজে উহার অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কেহ্ পীর সাহেবকে নজর স্বরূপ কিম্বা ইছালে-ছওয়াবের দরুণ কিছু দিলে; গ্রহণ করিতেন; এইরূপ উপঢৌকন কবুল করা ছুন্নত; কিন্তু তিনি কখনও ছওয়াল করিয়া কিছু গ্রহণ করেন নাই।

অনেক সময় শুনিয়াছি, ঈছালে-ছওয়াবের আয় ও ব্যয় সমান সমান হইয়া থাকে। কখন আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে যাহা বেশী হইত, তাহা হুজুর নিজের তহবিল হইতে ঘাটতি পূরণ করিতেন। গতবার ৬০০ টাকা বেশী খরচ হইয়াছিল। যদি কোন বৎসরে ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী হইত

তবে উদ্বৃত্ত টাকাগুলি মাদ্রাছাতে খরচ করা হইত। ইসালে-সওয়াবে বহু সহস্র লোকের সমাগম হওয়ায় লোকদিগকে খাওয়াইতে রাত্রি ১০/১২টা বাজিয়া যায়, সকলকে একবার খাওয়ান সম্ভব হইয়া উঠে না, এইহেতু আগন্তুকদিগের সুবিধা হেতু কতকগুলি দোকান বসান হয়, উক্ত দোকানগুলিতে ভাত ব্যতীত সমস্ত প্রকার খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য পাওয়া যায়, আগন্তুকেরা সুবিধা মত খাদ্য সামগ্রী খরিদ করিয়া খাইতে পারে। হজরত পীর সাহেব লোকদিগকে কাহারও বাটীতে খাইতে কঠোরভাবে নিষেধ করিতেন। কেবল আমি গোশত সহ্য করিতে পারি না, এইহেতু আমাকে অন্য বাড়ীতে সময় সময় ভক্ষণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, দোকানদারগুলি বিশেষ ভদ্র ও বিনয়ী এবং আগন্তুকেরা তো প্রায় আহলোল্লাহ, কাজেই কখন ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে কোন কলহ ফাছাদ শুনা যায় না।

হজরত পীর সাহেবের ভক্তগণ কতক গরু, ঘৃত চাউল ইত্যাদি দান করিয়া থাকেন, কিন্তু উহার অধিকাংশ হজরত পীর সাহেব নিজেই ক্রয় করিয়া থাকেন। যাহারা তথায় রন্ধন করিয়া থাকেন, তাহারা হজরতের এত অনুগত ভক্ত যে, কখন তাহাদের মধ্যে কলহ ফাছাদ ও অহিত আচরণের কথা শুনি নাই।

হজরত পীর সাহেব এই জলছার জন্য কতকগুলি শামিয়ানা, কতকগুলি বড় বড় দেগ, কতকগুলি শফ, কতকগুলি টিনের বাসন ও কতকগুলি ডেলাইট অক্‌ফ করিয়া গিয়াছেন। ইহা যে কেবল দীনি জলছা তাহা নহে, ইহাতে জমিয়াতোল ওলামার অধিবেশন হইয়া থাকে, ইহাতে রাজনীতিক ও সমাজ নীতিক বিষয়ের আলোচনা ও প্রস্তাবাদি পাস হইয়া থাকে, সময় সময় এই স্থলে এস. ডি. ও, ম্যাজেষ্ট্রেট এবং বহু এম.এল.এ মন্ত্রীগণ পদার্পণ করিয়া এই অধিবেশনের গুরুত্ব অধিক হইতে অধিকতর করিয়া থাকেন, তাঁহারা ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করিয়া থাকেন।

এই স্থলে হাদিছের দওরার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে ফখরোল মোহাদ্দেছীন উপাধি বিতরণ করা হয়, সম্মান সূচক দেস্তার বন্দি করা হয়। ফরিদপুরের মাওলানা কলিমদ্দিন, হুগলী বাঁধপুরের মাওলানা নুর আলি মাওলানা হাফেজ নেছার আহমদ ও খুলনা হামিদপুরের মাওলানা ময়েজদ্দীন হামিদী সাহেবের ন্যায় বহু যোগ্য আলেমকে বাংলার মুছলমান এই মাদ্রাসার কল্যাণে প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রতি বৎসর ইসালে সওয়াবের মাহফিলে বড় বড় সাংবাদিক উপস্থিত হইয়া থাকেন। বঙ্গের খ্যাতনামা ওয়ায়েজ বক্তাদের প্রথম পরিচয় এই স্থান হইতে হইয়া থাকে, মরহুম মুনশী শেখ জমিরদ্দিন কাব্যবিনোদ, মরহুম মাওলানা আবদুল মা'বুদ মেদিনীপুরী মরহুম মুঃ ছুফি হাজি জহিরদ্দিন, মাওলানা ফজলোর রহমান কপুরহাট, মাওলানা ময়েজদ্দিন হামিদী, মাওলানা আহমদ আলি এনাএতপুরী, মাওলানা আজিজর রহমান এছলামাবাদী, মাওলানা মকবুল হোছেন আক্কেলপুরী, মাওলানা ফএজর রহমান মোহম্মদপুরী, মৌলবী রুহুল কদ্দুছ ছইদপুরী, মাওলানা হাফিজদ্দিন বশিকপুরী, মাওলানা ইয়াকুব এছলামাবাদী, মাওলানা ফজলোর রহমান নেজামপুরী, মাওলাদা হাজী এলাহি বখ্শ নেজামপুরী প্রভৃতি খ্যাতনামা ওয়াএজগণ এই স্থান হইতে বঙ্গ ও আসামে পরিচিত হইয়াছেন। যাহারা এই স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা ওয়াজ নছিহত শিক্ষা করার সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন। এত বড় প্রতিনিধিত্বমূলক সভা বঙ্গ, আসাম কেন ভারতে কুত্রাপি হইয়া থাকে না।

হজরত পীর সাহেবের ওয়াজ

হুজুর বঙ্গ আসামের বড় বড় শহরে, মফঃস্বলের সহস্র সহস্র স্থলে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া ইছলামের প্রচার ও

ওয়াজ নছিহত করিয়া বেড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার সভাতে ২০ হাজার হইতে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইত। আমি পূর্ব্ববঙ্গে প্রথম নওয়াখালীর বেগমগঞ্জের সভাতে তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলাম, তথায় অনুমান লক্ষ লোক সমাবেত হইয়াছিলেন, চাঁদপুর হাজিগঞ্জ, কেরওয়ারচর, রূপশা, নাঙ্গালকোট, নওয়াখালী ইছলামিয়া মাদ্রাছা, ফেনি, বেদকাশী, কালনা, ঝাপালি, শখিপুর, গদাইপুর, দরগাহপুর, জালগাঁও, রাধানগর, চৌধুরাণি, বিষ্কুট, বশিরহাট, সাতক্ষীরা, শর্ষিনা, মাগুরা, বরিশাল, পিরোজপুর, বাগেরহাট, চন্দ্রগঞ্জ, ছয়আলি, চৌমহানি, আবুরহাট, চট্টগ্রাম, ছূফিয়া মাদ্রাছা, মির আহমদপুর, রামপুর, শ্রীনদী, চরশাহী, কুনিয়ানগর, লক্ষীপুর, দাএরা, কল্যানদী, অশ্বদীয়া, ফাজিলেরঘাট, ধামতী, ভাষানীয়াচর, আক্কেলপুর, বগুড়া, নেঙ্গাপীর, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা, মাঠেরবাজার ইত্যাদি স্থানে ২০ হইতে ৭০ কিম্বা ৮০ হাজার লোকের জামায়াত দেখিয়াছি। দশ বিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ক্রোশ হইতে লোক পতঙ্গের ন্যায় তাঁহার মোবারক চেহারা দর্শনের জন্য ছুটিয়া আসিত। অতি অল্প সময়ের সংবাদে এত বেশী লোকের সমাগম হইতে আমাদের কর্ণ শ্রবণ করে নাই। ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী গুণী, মানি, আমির, নবাব, মন্ত্রী, মাওলানা মৌলবী মুনশী, মাষ্টার পন্ডিত, সকলেই তাঁহার দর্শন ও দোয়ার প্রত্যাশী, সহস্র সহস্র হিন্দু মুছলমান তাঁহার নিকট হইতে তৈল-পানি পড়া লইতে মাতোয়ারা। তিনি ছোট বড় সকলের সহিত সমান ভাবে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার এবং নূরানী চেহারা দেখিয়া দূর দূরান্ত হইতে আগমনের কষ্ট সকলে ভুলিয়া যাইত। তাঁহার কন্ঠস্বর এমন মধুমাখা এবং গম্ভীর ছিল যে, তাহা নিকটে ও দূরে সমানভাবে ঝঙ্কারিত হইত। তাঁহার মুখ নিঃসৃত বাণী সকল ভক্তের হৃদয়পটে আঁকিয়া যাইত। অন্যান্য আলেমের দশ বিশ ঘন্টা ব্যাপী ওয়াজ নছিহত করিলেও

যেরূপ আছর না হইয়া থাকে; তাঁহার দশ পাঁচ মিনিট বক্তৃতাতে সেইরূপ আছর হইত। অন্যান্য আলেমগণ যুগব্যাপী সাধ্য সাধনা করিয়া যেরূপ হেদাএত করিতে না পারেন তাঁহার এক সভাতে ক্ষণেক কালের ওয়াজ নছিহতে তদপেক্ষা অধিকতর হেদাএত হইত। তাঁহার কণ্ঠ নিঃসৃত মধুর উপদেশে কত মোশরেক বেদয়াতি শেরেক বেদয়াত পরিত্যাগ করিয়াছে, বেদাড়ী দাড়ী রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, কত অনৈসলামিক পোষাক ধারি ইছলামি পোষাক পরিধান করিতে শিখিয়াছে, কত গরপরহেজগার পরহেজগারে পরিণত হইয়াছে, কত চুরোট, সিগারেট ও তামাকখোর চুরোট, সিগারেট ও তামাক ছাড়িয়াছে। কত সুদখোর ঘুষখোর, পণখোর, হারামখোর, ঘুষ পণ ও হারামখুরি ত্যাগ করিয়াছে, কত শহর, পল্লী ও বন্দরে মাদ্রাছা, মক্তব ও শিক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা সম্ভব নহে। প্রত্যেক সভাতে ১০/২০/৪০/৫০ হাজার লোক তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছে সুতরাং কত লক্ষ লোক তাঁহার মুরিদ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব।

হজরত পীর সাহেব যখন শেষবারে বশিরহাটে যান তখন লক্ষাধিক লোক তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বশিরহাটের রাস্তা পথ ঘাট পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল, বিপুল আল্লাহো আকবর রবে গগন পবন প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই দৃশ্য না দেখিলে বুঝান কঠিন। হজরত পীর সাহেব কখন ওয়াজের স্থলে কাহারও নিকট হইতে টাকা কড়ি গ্রহণ করিতেন না, সভার সংগৃহীত চাঁদা গ্রহণ করিতেন না, যে ব্যক্তি দাওয়াত করিতে আসিত, যদি সে সুদ খোর, ঘুষখোর, পণখোর, কট বন্ধক গৃহীতা কিম্বা ফাছেক হইত, তবে তাহার দাওয়াত কবুল করিতেন না। যদি দৈবাৎ কোন হারাম খোরের দাওয়াত অজ্ঞাতসারে কবুল করিতেন, তবে নিজের খরচে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করিতেন, তাহার কিছু

খাইতেন না, লইতেন না। তিনি অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক জীবন ব্যাপী ইছলাম প্রচার কালে কখন জ্ঞতাসারে এইরূপ লোকের দাওয়াত স্বীকার করেন নাই, ইহা অপেক্ষা বড় কারামত আর কি হইতে পারে? তরিকায়-মোহম্মদী ও মাজালেছোল-আবরার কেতাবে আছে, তুমি কারামত অন্বেষী হইও না। 'এস্তেকামাত' অন্বেষী হও, শরিয়ত ও তাক্ওয়া পরহেজগারিতে স্থির প্রতিজ্ঞ থাকাকে 'এস্তেকামাত' বলা হয়; ইহা অপেক্ষা বড় কারামত আর কিছুই নাই।

হজরত পীর সাহেবের দরজা ত অতি উন্নত; তাঁহার বড় বড় কামেল খলিফাগণ কখনও হারাম খোরের দাওয়াত কবুল করেন না।

আমি একবার রাজশাহী জেলার লক্ষপতি লোকের দাওয়াত মৌলবী কোতবোর-রেজা সাহেবের অনুরোধে স্বীকার করি; ষ্টেশনে নামিয়া মৌলবী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি; দাওয়াত কারি ব্যক্তি সুদ খায়না ত? তিনি বললেন; হাঁ। তখন আমি তাঁহার বাটিতে যাইতে অস্বীকার করি। মৌলবী সাহেব বলেন; আচ্ছা আপনি তাহার বাটীতে ওয়াজ করিবেন; আমি স্কুলে চাকুরী করিয়া থাকি; আমার বাটীতে আপনি খাইবেন। অগত্যা আমি তাহাই স্বীকার করি। প্রভাতে দাওয়াতকারী নিজের মৃত পিতার গোর জিয়ারত করিতে আমাকে অনুরোধ করিলে, আমি জিয়ারত সমাপন করি। অতঃপর তিনি আমাকে জিয়ারতের জন্য দুইহাতে অনুমান ৫০ টাকা নজর দিতে চেষ্টা করেন, আমি উহা লইতে অস্বীকার করিয়া বলি, যখন আমি আপনার বাটীতে খাইলাম না, তখন কি আপনি আশা করিতে পারেন যে, আমি আপনার টাকা কড়ি লইব? আমি স্বচক্ষে দেখিলাম যে, সেই লক্ষপতি লোকটির অশ্রুবর্ষণ হইতেছিল। শুনিতে পাইলাম তিনি সুদ ঘুষ সমস্তই এই বলিয়া ত্যাগ করেন যে, আমি দেশের রাজা, লক্ষাধিক নগদ

টাকা আমার নিকট জমা থাকিতে একজন গন্যমান্য আলেম আমার বাটীতে খাইতে পারিলেন না। তিনি খাঁটি পরহেজগার হইয়া এন্তেকাল করিয়াছেন। তাহার পুত্র দীর্ঘকাল হইতে হৃদয়ে এই আকাঙ্খা পোষণ করিয়া আসিতেছেন যে, আমি তাহার দাওয়াত স্বীকার করি, কিন্তু এখনও আমার অদৃষ্টে তথায় যাওয়ার সুযোগ ঘটে নাই।

হজরত পীর সাহেব আমার চেষ্টাতে একবার খুলনা জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে কয়েকটি সভায় শুভ গমন করিয়াছিলেন, পথিমধ্যে চাঁদখালির একটি সভায় তিনি ওয়াজ নছিহত করেন; সভা অন্তে চাঁদখালির তালুকদার মোল্লা সাহেবেরা হজরত পীর সাহেবকে ২০০ টাকা নজর দেন, কিন্তু তাহাদের সুদের কারবার ছিল;। হজরত পীর সাহেব বলিলেন; বাবা তোমরা সুদ হইতে তওবা কর; এই টাকাগুলি তোমাদের নিকট থাকুক; যদি তওবার উপর ঠিক থাকিতে পারো তবে এক বৎসর অন্তে এই টাকা গুলি আমার মাদ্রাছায় পাঠাইয়া দিও।

হজরত পীর সাহেব ও তাঁহার খলিফাদের এইরূপ চেষ্টাতে সহস্র সহস্র হারামখোর হারামখুরি ত্যাগ করিয়াছে।

কোরানের ছুরা হুদে আছে ;—

و لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ٭

এই আয়তের তফছিরে ফাছেকদিগের দাওয়াত গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

মেশকাতের ২৭৯ পৃষ্ঠায় এই হাদিছটি উল্লিখিত হইয়াছে।

نهى رسول الله صلعم عن اجابة طعام الفاسقين ٭

এই হাদিছে হজরত নবী (ছাঃ) ফাছেকদিগের দাওয়াত কবুল করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

দোয়া কনুতে আছে ;—

و نترك من يفجرك *

ইহাতে বদকারদিগের সংশ্রব ত্যাগ করার কথা আছে। কোরআন শরিফে পীরদিগের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, و كانوا يتقون তাঁহারা পরহেজগার হইবেন।

শাহ অলিউল্লাহ সাহেব পীরের পাঁচটি শর্ত্ত উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে الشرط الثانى العدالة و التقوى দ্বিতীয় শর্ত্ত পীরের পরহেজগার হওয়া।

আরও তিনি লিখিয়াছেন ;—

الماثور القناعة بالقليل و الورع من الشبهات *

প্রাচীন পীরদিগের প্রসিদ্ধ রীতি এই যে, তাঁহারা অল্প টাকা কড়িতে তুষ্টি লাভ করিতেন এবং সন্দেহমূলক টাকাকড়ি হইতে পরহেজ করিতেন।

পীরের দরজা ত অতিবড়, মুরিদগণের পক্ষে হালাল হারাম প্রভেদ করিয়া চলা আবশ্যক। একজন মুরিদ হজরত পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হুজুর আমার ছোলতানোল আজকার হাছিল হইয়াছিল, শরীরের গোশ্‌ত পোশত লোমকুপ হইতে জেকর প্রতিধ্বনিত হইত, কিন্তু একজন সুদখোরের বাটীতে দাওয়াত খাওয়ায় আমার শরীরে ও সমস্ত লতিফার জেকর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। হুজুর তাহাকে খালেছ তওবা করিয়া তাঁহার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হইয়া সমস্ত শরীরের জেকরের নিয়তে বসিতে বলিলেন, কিছুক্ষণ পরে পূর্ব্ববৎ তাহার সমস্ত শরীরের জেকর জারি হইতে থাকিল। হজরত পীর সাহেব বলিলেন, শরীরের প্রত্যেক গোশতের টুক্‌রা আল্লাহতায়ালার জেকর করিতে থাকে, পক্ষান্তরে হারাম খাদ্য উদরসাৎ হইলে, উহার কতকাংশ রক্ত মাংসে পরিণত হয়, হারাম রক্ত মাংস জেকর কারী মাংসের সহিত মিশ্রিত হইলেই জেকর বন্ধ হইয়া যায়।

প্রাচীন পীরেরা হালাল ও পাক রুজি খাওয়ার জন্য অতিশয় চেষ্টা চরিত্র করিতেন। হজরত শাহ জালাল তবরেজি (রঃ) একটী গাভীর দুধ ৭ দিবস অন্তর পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। উক্ত গাভীকে জঙ্গলের ঘাস খাওয়াইতেন। বাংলার সেন রাজা তাঁহাকে ২২ সহস্র টাকার জমিদারী দান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। অবশেষে রাজার বিশেষ অনুরোধে তিনি কিছু মূল্য দিয়া উহা ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা হজরত মাওলানা এমামুদ্দিন ছা'দুল্লাপুরী সাহেবকে একটি জ্বেন ছাড়াইয়া দেওয়ার জন্য কিছু টাকা কড়ি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই।

হজরত বড় পীর গওছোল-আজম সাহেব গুনইয়াতো-ত্তালেবিন' কেতাবের ৩৫২/৩৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

পীর হারেছে-মোহাছেবি (রঃ) কোন সন্দেহ যুক্ত সামগ্রীর দিকে হস্ত প্রসারিত করিলে তাঁহার আঙ্গুলীর অগ্রভাগ কাঁপিয়া উঠিত, ইহাতে তিনি জানিতেন যে, উহা হালাল নহে।

পীর বেশর হাফি (রঃ)র নিকট কোন সন্দেহ জনক বস্তু নীত হইলে, তাঁহার হস্ত উহার দিকে প্রসারিত হইত না।

পীর বায়েজিদ বাস্তামির (রঃ) মাতা তাঁহার গর্ভে থাকাকালে কোন সন্দেহ জনক বস্তুর দিকে হস্ত লম্বা করিলে, উক্ত বস্তু তথা হইতে সরিয়া যাইত, তাঁহার হস্ত উহার নিকট পৌঁছিত না। কোন এক পীরের নিকট কোন সন্দেহজনক বস্তু নীত হইলে উহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইত। কোন পীর কোন সন্দেহজনক বস্তু মুখে দিলে, উহা বালুকা হইয়া যাইত।

আমি যে সময় হজরত পীর সাহেবকে সাতক্ষীরায় লইয়া যাই, সেই সময় বাঁকাল নামক গ্রামে মুরিদ করার জন্য তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়, সেই গ্রামের একটি ঘুষখোর দুইটি ঘুষের টাকা

তাঁহাকে দিয়াছিল, হজরত পীর সাহেব বলিলেন, বাবা, তোমার টাকা দুইটি বলিতেছে, ইহা ঘুষের টাকা। ইহা বলিয়া তিনি উহা তাহাকে ফেরত দিয়াছিলেন।

ভবানিগঞ্জের মাওলানা আজিজর রহমান সাহেব বলিয়াছেন, ফুরফুরার হজরত রামপুরে খলিল মিঞার বাটিতে তশরিফ আনিলে, খলিল মিঞা একজন লোককে হজরত পীর সাহেবের জন্য কিছু দুধ আনিতে আদেশ দেন, সে ব্যক্তি বাটী গিয়া দেখে যে, তাহার গাভীর দুধ বাছুরে খাইয়া ফেলিয়াছে। সে অন্য এক সুদ খোরের গাভীর দুধ তাহার বিনা অনুমতিতে দোহন করিয়া আনিয়াছিল। খলিল মিঞা সাহেব দুধটুকু বাটীর মধ্যে জাল দিয়া পাঠাইয়া দেন। আশ্চর্য্যের বিষয় জাল দিবার কালে দুধ সুতার ন্যায় হইয়া লাকড়ির সহিত জড়াইয়া উঠিতেছিল, সমস্ত দুধ এইরূপ হইয়াছিল, উহা ৩৬ হাত লম্বা হইয়াছিল। হজরত পীর সাহেব উহা শুনিয়া দুধের অবস্থা তদন্ত করিতে বলে, যে ব্যক্তি দুধ আনিয়াছিল, সে বলিল উহা অপরের গাভীর দুধ তাঁহার বিনা অনুমতিতে আনা হইয়াছিল।

মাওলানা ফয়জোর রহমান সাহেব বলিয়াছেন, হজরত পীর সাহেব নওয়াখালীর মির আহমদপুরের জমিদার মোজাফ্ফর হোছেন ওরফে মোহাম্মদ মিঁঞা সাহেবের বাটীতে অবস্থানকালে একজন সুদখোর তাঁহাকে একটি টাকা নজর দিয়াছিল, লোকটি পোষাকে মৌলবীর তুল্য ছিল, হজরত পীর সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, মিঞা তুমি কি সুদ খাইয়া থাক? সে ব্যক্তি মিথ্যাভাবে বলিল আমি সুদ খাইয়া থাকি না। তথায় বহু লোক উপস্থিত ছিল, তাহারা এই লোকটির মিথ্যা কথা শুনিয়া অবাক হইতেছিল, কিন্তু অবশেষে হজরত পীর সাহেব টাকার দিকে কয়েকবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, বাবা, তোমার টাকা তুমি লইয়া যাও। হজরতের এই কাশফের সংবাদ চারিদিকে ঘোষণা

হইয়া পড়িল।

এক সময় কলিকাতা টিকাটুলি মসজিদে নদীয়ার এক সুদখোর জমিদার ৫ টাকা হজরত পীর সাহেবকে নজর দেয়। তিনি উহা জেবে রাখিয়া অল্পক্ষণ চক্ষু বন্ধ করিয়া বলিলেন, তুমি সুদ খাইয়া থাক? অমনি সে ব্যক্তি হজরতের পায় হাত দিয়া বলিল, ইহার পরে যদি সুদ লই, তবে যেন আল্লাহতায়ালার দীদার ও নবীর শাফায়াত হইতে বঞ্চিত হই। হজরত পীর সাহেব টাকাগুলি না লইয়া ছুফি তাজাম্মোল হোছেন সাহেবের নিকট আমানত রাখিয়া বলিলেন, যদি এই ব্যক্তি এক বৎসর পর্য্যন্ত সুদের তওবা কায়েম রাখে, তবে উহার বিহিত ব্যবস্থা করা হইবে।

আবদুল ব্যাপারির পুত্র বলিয়াছেন, আমি সেই জমিদারকে ধর্ম্মতলার বড় মছজেদে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হজরত পীর সাহেব যখন আপনাকে বলিলেন, তুমি কি সুদ খাও, তখন আপনি কেন তাঁহার পা ধরিলেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, যখন হজরত পীর সাহেব আমার দিকে নজর করিলেন, তখন আমি দেখিতে পাইলাম যেন একটা বিরাট অজগর আমাকে দংশন করিতে ধাবিত হইতেছে; এই হেতু ভয়ে তাঁহার পা ধরিয়া উক্ত কথা বলিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলাম।

নওয়াখালীর চরমাদারির মুনশী আবদুছ ছামাদ সাহেব বলিয়াছেন, যে সময় ফুরফুরার হজরত কেরওয়ারচরে আসিয়া ছিলেন, তখন আমি তাঁহার নিকট মুরিদ হই এক সময় একজন সুদখোর, পণখোর, আমাকে ও অন্যান্য বহু লোককে খাওয়ার দাওয়াত দিয়াছিল। জিয়াফতের দুই দিবস পূর্ব্বে আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আমি গোছল করিয়া জুতা পায় দিয়া ঘর হইতে বাহির হওয়ার কালে প্রথম দরওয়াজার নিকট গিয়া দেখি, তথায়

বিষ্ঠা রাশি পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বাহিরে পা রাখিলে জুতা বিষ্ঠায় কলুষিত হইবে এই আশঙ্কায় দ্বিতীয় দরওয়াজার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, উহার সম্মুখে বিষ্ঠারাশি রহিয়াছে। সেই দ্বার দিয়াও বাহির হইতে পারিলাম না। একটু পরে দেখি, বাটীর চারিপার্শ্বস্থ নর্দ্দমাগুলি বিষ্ঠা রাশিতে পরিমূর্ণ রহিয়াছে। এমতাবস্থায় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। জিয়াফতের তারিখের পূর্ব্বরাত্রে পুনরায় স্বপ্নে দেখিতেছি, আমি যেন এক খ্রীষ্টানের জিয়াফতে উপস্থিত হইয়াছি, সে আমার খাওয়ার জন্য যেন শূকর মাংস উপস্থিত করিয়াছে। আমি উহা খাইতে অস্বীকার করিতেছিলাম। অবশেষে সে ব্যক্তি মূলা ও শোল মৎস্যের তরকারি উপস্থিত করিল। আমি উহা খাইতে অস্বীকার করিতেছিলাম, সে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছিল, আমি আপনার জন্য ইহা ভাল করিয়া রন্ধন করিয়াছি। আমি উহা খাইতে অস্বীকার করিতেছিলাম, এই গোলমালের মধ্যে দেখিলাম, ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব পাল্কীতে আরোহণ করিয়া যাইতেছেন, তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, বাবা, আমি রায়পুর হইতে চাঁপদুর যাইতেছি। ইহা হজরত পীর সাহেবের কারামত। হজরত পীর সাহেব সভা অন্তে বাসাতে গিয়া বসিলে, যদি কেহ কিছু নজর (উপহার) দিত, তবে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া পরে উহা লইতেন।

হজরত পীর সাহেব কখনও ওয়াজ নছিহত করার জন্য কোন চুক্তি করিতেন না কিম্বা দাবি দাওয়া করিতেন না, যদি কেহ তাঁহাকে কিছুই না দিয়া বিদায় করিত, তবে তিনি তজ্জন্য বিরক্ত হইতেন না। অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল তিনি বাংলা আসামে ইসলাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহার বিপরীত একটি দৃষ্টান্ত কেহ প্রকাশ করিতে পারিবেন না। তিনি বুঝিতেন যে, নবি ছাঃ, ছাহাবাগণ ও পীরগণ কখনও ওয়াজ নছিহতের জন্য চুক্তি কিম্বা দাবি করিয়া কিছু গ্রহণ করেন নাই। তাই কিছু না পাইলেও তিনি

দুঃখিত হইতেন না। কেননা তিনি বুঝিতেন যে, দুনইয়া পয়দা হওয়ার ৫০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার অদ্যকার রুজি আল্লাহ যাহা লওহো-মাহফুজে লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত কিছু তিনি পাইতে পারেন না। অদ্যকার সভাতে কিছু না পাওয়া আল্লাহতায়ালার তকদীরে লিখিত আছে, এজন্য বিরক্ত হইলে, খোদার তকদীরের সঙ্গে লড়াই করা হয়।

আজান গাছিদল বলিয়া থাকে যে, ওয়াজকারিদিগের হাদইয়া স্বরূপ যাহা কিছু দেওয়া হয়, তাহাও হারাম ও নাজায়েজ।

হজরত নবি (ছাঃ) ও ছাহাবাগণ ইছলাম প্রচার করিতে মদিনা-শীরফে নিঃসম্বল অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, মদিনাবাসিগণ তাঁহাদের খোরপোশ ও বাসস্থানের ভার লইয়াছিলেন, ইহা ছুরা হাশরের ويوثرون على انفسهم এই আয়তে আছে।

ছুরা আনফালের ৫ রুকুতে ধর্ম্মযোদ্ধাদের জন্য লুণ্ঠিত দ্রব্যের চতুর্থাংশ দেওয়ার কথা আছে, মেশকাতের ৩১৬ পৃষ্ঠায় আছে ;—

হজরত (ছাঃ) আমর বেনেল-আছকে লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিছু দেওয়ার অঙ্গীকারে যুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন! মেশকাতের ৩২৫ পৃষ্ঠায় আছে।

হজরত আবুবকর (রাঃ) খেলাফত কার্য্যের জন্য স্ত্রী পরিজনের খোরাক লইতেন।

দোর্রোল-মোখতারের ৩/৪৬ পৃষ্ঠায় আছে—

এমাম, মুফতি ও ওয়াএজের পক্ষে তোহফা গ্রহণ করা জায়েজ। কাজেই আজানগাছি দলের মত বাতীল। ইহার বিস্তারিত বিবরণ রদ্দে-আজানগাছি কেতাবে লিখিত আছে। সুতরাং এখানে ঐ সম্বন্ধে আলোচনা নিস্প্রয়োজন।

হুজুরের ওয়াজের বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি কোরআন হাদিছ, তফছির, ফেকহের মছলা-মাছায়েল, বোজর্গানে দীনের

ছহিহ ছহিহ ঘটনাবলী বর্ণনা করিতেন, কখনও তিনি বাজে গল্প, বাতীল কাহিনী, লোক হাসান কেচ্ছা বর্ণনা করিতেন না, কখনও রাগ রাগিনী সহ মছনবি বা কোন গজল পড়িয়া ওয়াজ করেন নাই। অধিকন্তু তিনি রাগ রাগিনী ও সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়ার কথা বহু সভাতে ঘোষণা করিতেন, ছামা কাওয়ালী নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া হজরত পীর সাহেব হিন্দুস্তানের বড় বড় মুফতীর নিকট হইতে দস্তখত করাইয়া আনাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি কখনও কোন জাল হাদিছ বর্ণনা করিতেন না। মাওলানা অলি উল্লাহ সাহেব কওলোল জমিল'এর ১৪৯/১৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-

বাতীল গল্প বলিয়া ওয়াজ করিবে না; কেননা ছাহাবাগণ এইরূপ গল্প কারীদের উপর কঠিনভাবে এনকার করিতেন, এইরূপ লোককে তাঁহারা মছজেদ হইতে বাহির করিয়া দিতেন এবং কশাঘাত করিতেন।

বর্ত্তমানে উপদেষ্টাগণের দোষ এই হইয়াছে যে, তাহারা ছহিহ ও জাল হাদিছগুলির মধ্যে প্রভেদ করে না, বরং তাহাদের অধিকাংশ কথা জাল ও বাতীল। তাহারা এইরূপ নামাজ ও দোয়াগুলির কথা বর্ণনা করিয়া থাকেন, যে সমস্তকে মোহাদ্দেছগণ অমুলক স্থির করিয়াছেন।

মেশকাত, ৪১৩ পৃষ্ঠা ;—

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি লোকদিগকে হাসাইবার উদ্দেশ্যে কথা বলে, সে জাহান্নামে পতিত হইবে। অন্য রেওয়াএতে আছে, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিয়া লোকদিগকে হাসাইয়া থাকে, তাহার জন্য 'অএল' ويل হইবে।

হুজুরের পূর্ব্বে বক্তারা বাতীল গল্প ও রাগ রাগিনী সংযুক্ত গজল পড়িয়া ওয়াজ করিত, হজরত পীর সাহেবের প্রতিবাদ ও চেষ্টাতে বঙ্গ ও আসাম হইতে এই ব্যাধি দূরীভূত হইয়াছে।

হজরত পীর সাহেব সভা সমিতিতে বেদায়াতি পীর ও

মৌলবিগণের দোষ প্রকাশ করতঃ সাধারণ লোকদিগকে সাবধান করিয়া দিতেন, কিন্তু জীবনে কখনও সত্যপরায়ণ আলেম ও পীর দিগের নিন্দাবাদ করেন নাই।

তিনি যে সমস্ত দলকে ভ্রান্ত বেদয়াতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিম্নে কয়েক দলের কথা লিখিত হইতেছে, প্রথম কাদিয়ানি, ইহারা মির্জ্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে নবী বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। দ্বিতীয় আজানগাছিয়া, ইহারা একখানা জাল পাথর ও কয়েক খন্ড কঙ্করকে নবি (ছাঃ) এর পেটে বাঁধা পাথর ও আবুজেহলের হস্তে তছবিহ পাঠকারী কঙ্কর বলিয়া দাবী করিয়া উহার পূজা করিয়া থাকে। তৃতীয় মেদিনীপুরিয়া, ইহারা কবরের ও পীরের পায়ে তা'জিমি ছেজদা করা জায়েজ বলে। মাওলানা শাহ মোরশেদ আলি কাদেরী মেদিনীপুরী সাহেবের আদেশ ক্রমে তাঁহার মুরিদ মৌলবী ওবায়দুল্লাহ সাহেব লিখিত কওলুল-জমিল-ফি-ইস্বাতোত্তকবিলের ৩৬ পৃষ্ঠায় ৮ ছত্রে লিখিত আছে যে, পীরের পায়ে চক্ষু মর্দ্দন কালে রুকু এবং মাথা নত করা হইতে বাঁচিয়া থাকা ওয়াজেব। উক্ত কেতাবের ১২ ছত্রে লিখিত আছে, কোন আলেমের সম্মুখস্থ মৃত্তিকাকে সম্মানার্থে চুম্বন করা হারাম। যে ব্যক্তি উহা করিবে এবং যে ব্যক্তি তাহার প্রতি রাজি থাকিবে, উভয়ই গোনাহগার হইবে। কেননা উহাতে প্রতিমা-পূজকদিগের অনুকরণ করা হইতেছে। ফকিহ ফখরুল-আইম্মাছারাখ্ছি বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সম্মানার্থে ছেজদা করা হারাম। আরও উক্ত শাহ সাহেবের মনোনীত ও আদিষ্ট এস্বাতোল-এমদাদ কেতাবের ১২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

কবর জেয়ারত কালে কবরের নিকট মস্তক নত করিয়া দাঁড়ান, কবর স্পর্শ ও চুম্বন করা এবং কবরের মৃত্তিকার উপর মুখমন্ডল ঘর্ষণ ইত্যাদি নাছারাদের রীতি নীতি। মেদিনীপুরী দল

মৌলবিগণের দোষ প্রকাশ করতঃ সাধারণ লোকদিগকে সাবধান করিয়া দিতেন, কিন্তু জীবনে কখনও সত্যপরায়ণ আলেম ও পীর দিগের নিন্দাবাদ করেন নাই।

তিনি যে সমস্ত দলকে ভ্রান্ত বেদয়াতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিম্নে কয়েক দলের কথা লিখিত হইতেছে, প্রথম কাদিয়ানি, ইহারা মির্জ্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে নবী বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। দ্বিতীয় আজানগাছিয়া, ইহারা একখানা জাল পাথর ও কয়েক খন্ড কঙ্করকে নবি (ছাঃ) এর পেটে বাঁধা পাথর ও আবুজেহলের হস্তে তছবিহ পাঠকারী কঙ্কর বলিয়া দাবী করিয়া উহার পূজা করিয়া থাকে। তৃতীয় মেদিনীপুরিয়া, ইহারা কবরের ও পীরের পায়ে তা'জিমি ছেজদা করা জায়েজ বলে। মাওলানা শাহ মোরশেদ আলি কাদেরী মেদিনীপুরী সাহেবের আদেশ ক্রমে তাঁহার মুরিদ মৌলবী ওবায়দুল্লাহ সাহেব লিখিত কওলুল-জমিল-ফি-ইস্‌বাতোত্তকবিলের ৩৬ পৃষ্ঠায় ৮ ছত্রে লিখিত আছে যে, পীরের পায়ে চক্ষু মর্দ্দন কালে রুকু এবং মাথা নত করা হইতে বাঁচিয়া থাকা ওয়াজেব। উক্ত কেতাবের ১২ ছত্রে লিখিত আছে, কোন আলেমের সম্মুখস্থ মৃত্তিকাকে সম্মানার্থে চুম্বন করা হারাম। যে ব্যক্তি উহা করিবে এবং যে ব্যক্তি তাহার প্রতি রাজি থাকিবে, উভয়ই গোনাহগার হইবে। কেননা উহাতে প্রতিমা-পূজকদিগের অনুকরণ করা হইতেছে। ফকিহ ফখরুল-আইম্মাছারাখ্‌ছি বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সম্মানার্থে ছেজদা করা হারাম। আরও উক্ত শাহ সাহেবের মনোনীত ও আদিষ্ট এস্‌বাতোল-এমদাদ কেতাবের ১২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

কবর জেয়ারত কালে কবরের নিকট মস্তক নত করিয়া দাঁড়ান, কবর স্পর্শ ও চুম্বন করা এবং কবরের মৃত্তিকার উপর মুখমন্ডল ঘর্ষণ ইত্যাদি নাছারাদের রীতি নীতি। মেদিনীপুরী দল

নিজেদের পীরের বিপরীত মতাবলম্বন করিয়া থাকেন। চতুর্থ বাসুবাটিয়া, ইহারা সঙ্গীত, বাদ্য ও পীরের তা'জিমি ছেজদা হালাল জানে। পঞ্চল, ওয়াবিয়া, ইহারা চারি মজহাব ধারিগণকে মোশরেক বলিয়া দাবি করিয়া থাকে। হজরত পীর সাহেব তাহাদের সহিত বিবাহ শাদী নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছিলেন। এক সময় টিকাটুলি মছজেদে হজরত পীর সাহেবের নিকট মজহাব অমান্য কারিদের নেতা মৌলবী আবদুল্লাহেল-বাকী ও মৌলবী আকরম খাঁ সাহেবদ্বয় উপস্থিত হইয়া বলেন যে, আপনি আমাদের সঙ্গে বিবাহ শাদী নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন কেন? হজরত পীর সাহেব তদুত্তরে বলিলেন, আপনাদের পাঠ্য পুস্তক ফেক্‌হে-মোহম্মদীর প্রথম ভাগের প্রথমে ও ঐ দলের লিখিত দোর্রায় মোহম্মদীর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় চারি মজহাবধারীগণকে মোশরেক বলিয়া ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে, আর কোরআন শরিফে و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا এই আয়তে মোশরেকদিগের সহিত বিবাহ শাদী হারাম করা হইয়াছে। আপনাদের নিজেদের ফৎওয়া অনুসারে আমাদের সহিত নিকাহ শাদী জায়েজ হইতে পারে না। আর আমরা নিশ্চয় মুছলমান ইমানদার নাজী ফেরকা, কিন্তু তাহারা আমাদিগকে মোশরেক বলায় নিজেরা কাফের হইয়া গিয়াছে, হজরত বলিয়াছেন ;—

لا يرمى رجل رجلا بالفسوق و لا يرميه بالكفر الا ارتدت
عليه ان لم يكن صاحبه كذالك رواه البخارى *

ইহাতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি নির্দোষ লোককে কাফের বলে, সে নিজে কাফের হইয়া যায়। কাজেই আমাদের মতানুসারে মজহাব অমান্যকারী অহাবি দলের সহিত আমাদের বিবাহ শাদী জায়েজ নহে।

তখন উক্ত মৌলবীদ্বয় বলেন, এই বিবাদ মীমাংসার কি

কোন উপায় নাই? তদুত্তরে হজরত পীর সাহেব বলিলেন, আপনাদের যে যে কেতাবে ছুন্নিদিগকে কাফের মোশরেক বলা হইয়াছে, যদি আপনারা সেই সেই কেতাবের নাম উল্লেখ করতঃ এই মর্ম্মে একখানা বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে পারেন যে আমাদের এই লেখাটি ভুল হইয়াছে, নূতন সংস্করণে উহা বাদ দেওয়া হইবে, তবে আমাদের এ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা চিন্তা করিতে পারিব। তখন তাহাদের একজন অন্যকে বলিয়াছিলেন, ইহাতে পীর সাহেবের কোন দোষ নাই, ইহা আমাদের নিজেদের দোষ।

ষষ্ঠ—শিয়া, রাফিজি ইহারা হজরতের প্রথম তিন খলিফা হজরত আবুবকর (হজরত) ওমার ও (হজরত) ওছমান (রাঃ)কে কাফের মোশরেক বেদীন বলিয়া জানে। ইহারা মহর্রমের সময় তা'জিয়া তাবুত (গাঁওরা) ও জারি মরছিয়া, বক্ষে চপেটাঘাত, শোক বস্ত্র পরিধান ইত্যাদি করিয়া থাকে। শিয়া মোক্তার-ছাকাফি প্রথমে এই নিয়ম আবিস্কার করে, অবশেষে এই লোকটি নবুয়াতের দাবি করিয়াছিল হজরত মোজাদ্দেদ আলফেছানি (রঃ) তাহাদের সহিত ছুন্নিদের নেকাহ শাদী হারাম স্থির করিয়া গিয়াছেন। হজরত পীর সাহেব এই মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। সপ্তম, সুরেশ্বরিয়া, সুরেশ্বরের জান শরীফ হজরত ছুফি মাওলানা ফতেহ আলি সাহেবের মুরিদ বলিয়া দাবি করিতেন, কিন্তু তাহার দলেরা গান বাদ্য, পীরের পায়ে ছেজদা করা ও স্ত্রী পুরুষ একসঙ্গে হালকা করা, স্ত্রীলোকের দ্বারা খেদমত করান ইত্যাদি বহু হারাম কার্য্য করিয়া থাকে।

অষ্টম, নুরোল্লাহপুরিয়া, এই দলের গুরু ঢাকা নুরোল্লাহপুরের শাহ লাল মোহাম্মদ ওরফে ছালাম। ইহারা নামাজ রোজার ধার ধারে না, গান বাজনার সহিত স্ত্রী পুরুষে একত্রিত হইয়া অতি উচ্চঃস্বরে জেকরে-জলি ও নর্ত্তন কুর্দ্দন করিয়া থাকে, মুরিদা

স্ত্রীলোকদিগকে কন্যা ধারণায় তাহাদের খেদমত লইয়া থাকে, পীরের পায়ে ছেজদা করা হালাল জানে।

নবম, সাতকানিয়া, ইহাদের প্রথম গুরু চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার মৌলবী মোখলেছোর রহমান, দ্বিতীয় গুরু মৌলবী আবদুল হাই। শাহ বদিয়োল-আলম দ্বিতীয় গুরুর মুরিদ ও ভাগিনা ইহারা অজুদিয়া, অর্থাৎ—সমস্ত বস্তুর মধ্যে খোদা আছে এই বাতীল ধারণায় পীরকে ছেজদা করিয়া থাকে, তাহারা এই তা'জিমি ছেজদা হালাল জানে, এতদ্ব্যতীত সঙ্গীত বাদ্য, নর্ত্তন কুর্দ্দন সহ উচ্চঃস্বরে জেকর জায়েজ জানে। হজরত ছুফি ছদরুদ্দিন সাহেব ও হজরত পীর সাহেবের অন্যতম খলিফা মাওলানা আজিজুল্লাহ সাহেব উক্ত বদিয়োল-আলমের সহিত বাহাছ করতঃ তাহাদের দর্প চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন।

দশম, মাইজভাণ্ডারিয়া, চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারের হজরত শাহ আহমদুল্লাহ সাহেব একজন জবরদস্ত অলিউল্লাহ ছিলেন, তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার দরবারে কোন কোফর বেদয়াত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত না, ইহার পরে তাঁহার ভাতিজা মৌলবী গোলাম রহমান সাহেব অচৈতন্য মজজুব অবস্থায় থাকিয়া এন্তেকাল করেন, হজরত শাহ সাহেবের পরে তাঁহার ভক্তেরা গান, বাজনা, নর্ত্তন কুর্দ্দনের সহিত অতি উচ্চঃস্বরে জেকর-জলি, গোর ছেজদা, পীরের পায়ে ছেজদা করিয়া থাকে, ইহারা নামাজ রোজার ধার ধারে না, ইহারাই মাইজভাণ্ডারিয়া।

একাদশ বাগমারিয়া, এই দল গান, বাজনা, গোর-পূজা ও পা পর্য্যন্ত লম্বা চুল রাখা, গোরে চেরাগ জ্বালান ইত্যাদি কার্য্য করিয়া থাকে। তাহাদের ভ্রান্ত মতের বিরুদ্ধে বাগমারির ধোকাভঞ্জন' কেতাব ছাপা হইয়াছিল।

দ্বাদশ, জজবাইয়া ও কোদুমিয়া, ইহাদের পীর বিক্রমপুরের মৌলবী আমজাদ আলি, তাহার দল গান বাদ্য কাওয়ালি, নর্ত্তন

কুর্দ্দন ও স্ত্রীলোকের খেদমত লওয়া, অতি উচ্চস্বরে জলি জেকর ইত্যাদি করিয়া থাকে।

ত্রয়োদশ, আকরামিয়া দল, আকরামিয়া দল বলে, হজরত নবি (ছাঃ)এর মে'রাজ স্বপ্ন, ইহা বেদয়াতিদের মত। তাঁহারা হজরত নবি (ছাঃ)এর ছিনচাক অস্বীকার করিয়া থাকে এই দল গান বাদ্য হালাল জানে, ইহা বেদয়াতি বাতীল মতাবলম্বীদের মত। ইহারা জানদারের ছবি ছাপান হালাল জানে, ইহা হারাম। ব্যাঙ্কের সুদ হালাল জানে, সুদ অকাট্য হারাম। নবিগণের মো'জেজা অস্বীকার করিয়া থাকে, এইহেতু কোরআন শরিফে নবিগণের যে সমস্ত মো'জেজার কথা আছে, তাহারা ঐ শব্দের বাতীল অর্থ প্রকাশ করিয়া তৎসমস্ত রদ করিয়া দিয়াছে। ইহা মো'তাজেলা নামক বাতীল ফেরকার মত। আকায়েদে-নাছাফি, ২২৩ পৃঃ কাদিয়ানী ও নেচারি দল অবিকল এই মত ধারণ করিয়াছে। ইহারা জীবন বীমা, বিবাহ বীমা হালাল জানে, ইহা অবিকল সুদ ও জুয়া।

বর্ত্তমান জামানাতে প্রসিদ্ধ আলেম ও পীরগণের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, প্রত্যেকে নিজের প্রভুত্ব ও মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য সত্যপরায়ণ আলেম ও পীরের উপর দোষারোপ করিতে ত্রুটি করেন না। এমাম এবনো-হাজার আস্কালানি 'লেছানোল-মিজান' কেতাবে লিখিয়াছেন, নবি ও ছাহাবাগণ ব্যতীত এই দোষ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে বলিয়া আমি কাহাকেও জানি না। শিয়া রাফিজি মৌলবীগণ নবি (ছাঃ)এর প্রথম তিন ছাহাবা হজরত আবুবকর, ওমার আলি (রাঃ) কে কাফের বলিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। খারিজি দল হজরত আলি (রাঃ) কে কাফের বলিয়াছে। একদল বিদ্বেষপরায়ণ লোক এমাম আজম আবু হানিফা (রঃ) কে মরজিয়া মো'তাজেলা, কাফের ইত্যাদি বলিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। তারিখে খতিবে-

বগদাদী ও মায়ারেফে এবনো-কোতায়বা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

একদল লোক হজরত বড় পীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী, পীর মহিউদ্দিন এবনোল-আরাবি, এমাম গাজ্জালী ও কাজি এয়াজের ন্যায় ৩০ জন লোককে কাফের বলিয়াছেন।

কেতাবোল-জারাহ অত্তাদিল, ৩৬ পৃষ্ঠা, রদ্দোল-মোহতার ৩/৪৫৫, শরহে-মোছল্লামোছ-ছবুত ৪৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কেহ কেহ হজরত মোজাদ্দেদে আলফেছানি (রঃ) উপর দোষারোপ করিয়াছেন। একদল লোক হজরত শাহ আলিউল্লাহকে কাফের বলিয়াছিল। হায়াতে অলি, ২৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চট্টগ্রামের মৌলবী মোখলেছোর রহমান হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী ও মাওলানা কারামত আলি সাহেবকে কাফের ও অহাবী ইত্যাদি বলিয়াছেন। জখিরায় কারামত, ১/১৮/১৯ ২/২৩৯ পৃষ্ঠা। নুরোন-আলানুর, ১৯/২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নওয়াখালীর মাওলানা আবদুল বারি রংপুরের মৌলবী মোহাম্মদ আলী ও ঢাকার একজন মৌলবী এই দলকে অহাবী বলিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত এহকাকোল-হক ও পীর মুরিদী-তত্ত্বে পাইবেন।

হজরত পীর সাহেব মৌলবী মোহাম্মদ আলি ও তাহার শিষ্যের লিখিত কেতাবের প্রতিবাদ করিতে আমার উপর আদেশ করেন, আমি তদনুসারে কারামতে আহমদীয়া ও রদ্দে হাফাওয়াতে শেহাবিয়া নামক দুইখানা কেতাব লিখিয়া প্রচার করি।

হজরত পীর সাহেব নওয়াখালীতে কয়েকবার তশরীফ লইয়া যান, বহু সহস্রলোক তাঁহার নিকট মুরিদ হইতে থাকেন, তদ্দর্শনে বিপক্ষ দল নিজের প্রভুত্ব ও পশার ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কায় একখানা জাল শেজরা প্রস্তুত করাইয়া হজরত পীর সাহেবের উপর কাফেরী ফৎওয়া প্রচার করেন। এই শেজরা খানা কলিকাতা অহাবিদের "ছেতারায়-হেন্দ" প্রেস হইতে মুদ্রিত করা

হয়, উহাতে মুদ্রিত কারির কোন নাম নাই।

এইরূপ মিথ্যা এবং জাল শেজরা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, যেন নওয়াখালীর কোন লোক তাঁহার নিকট মুরিদ না হয়। ইহার প্রতিবাদের জন্য ত্রিপুরার হাজিগঞ্জে ১৩৩০ সালের ৭/৮ই ফাল্গুনে বিরাট জমিয়াতোল-ওলামার সভা করা হয়, এই সভার সভাপতি ছিলেন দিল্লীর জমিয়াতে-ওলামার সেক্রেটারী মাওলানা আহমদ ছঈদ সাহেব। এই সভাতে কাফের ফৎওয়া প্রদানকারী মাওলানা হামেদ সাহেবকে আহ্বান করা হয়, কিন্তু তিনি উপস্থিত হন নাই। তাঁহার পক্ষ হইতে মাওলানা আবুল-ফারাহ জৌনপুরী ও মাওলানা আবদুল লতিফ মিরেশ্বরী সাহেবদ্বয় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফুরফুরার পীর সাহেব সদলবলে উক্ত সভায় উপস্থিত হইলেন, প্রথম দিন সভা শেষ হইলে, সন্ধ্যার পরে শেজরার কলেমা সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা করার জন্য হিন্দুস্তানের উক্ত মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব শালিশ নির্ব্বাচিত হন। হাজিগঞ্জের বিরাট মছজেদ লোকে লোকারাণ্য হইয়া যায়। সহস্রাধিক মুনশী, মৌলবী ও মাওলানা দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন এক পক্ষে ফুরফুরার আ'লা হজরত, তাঁহার নগন্য খাদেম আমি ও ইছলাম দর্শন হানাফী ও মোসলেমএর সুযোগ্য সম্পাদক মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম সাহেব। অন্য পক্ষে ছিলেন জৌনপুরী মাওলানা আবুল-ফারাহ সাহেব ও চট্টগ্রামের মিরেশ্বরী নিবাসী মাওলানা আবদুল লতিফ সাহেব তার্কিক নিযুক্ত হইলেন। ফুরফুরার হজরতের পক্ষ হইতে এই নগন্য খাদেম তার্কিক নিযুক্ত হই।

মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব ফুরফুরার আলা হজরতের নিকট শিজরার লিখিত কলেমার কইফিয়ত তলব করেন। ইহাতে তিনি আমাকে নিজের দস্তখতি শেজরাখানি পেশ করিতে হুকুম দিলেন। এই শেজরাখানিতে ফুরফুরার হজরতের নিজের দস্তখত

ছিল। উক্ত শেজরার শিরোনামাতে স্পষ্টাক্ষরে সোজা ভাবে কলেমা লিখিত ছিল। তখন শালিশ মাওলানা আহমদ ছঈদ সাহেব জৌনপুরী ও মিরেশ্বরী মাওলানা সাহেবদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই শেজরাতে আপনাদের কোন আপত্তি আছে কিনা? তাহারা শেজরাখানা হাতে লইয়া দেখিয়া বলিলেন যে, উহাতে কোন প্রকার দোষ নাই।

তৎপরে আমি আর একখানা শেজরা পেশ করিলাম, উহাতে ফুরফুরার পীর সাহেবের খলিফা জনাব ছুফি ছদরদ্দিন সাহেবের দস্তখত ছিল, উহাতেও সোজাভাবে কলেমা লিখিত ছিল।

মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব এবারও জৌনপুরী ও মিরেশ্বরী মাওলানাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই শেজরাতে আপনাদের কোন প্রকার আপত্তি আছে কি না? ইহাতে তাহারা উভয়ে বলিলেন যে, ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

তৎপরে, আমি ফুরফুরার হজরতের অন্য খলিফা জনাব ছুফি তাজাম্মোল হোছেন সাহেবের দস্তখতযুক্ত তৃতীয় একখানা শেজরা পেশ করিলাম। উহাতেও সোজাভাবে কলেমা লেখা ছিল।

মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব উহাও উক্ত মাওলানাদ্বয়কে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহাতে আপনাদের কোন প্রকার আপত্তি আছে কিনা?

তদুত্তরের তাঁহারা বলিলেন, ইহাতেও আমাদের কোন প্রকার আপত্তি নাই।

তৎপরে আমি চতুর্থ একখানা শেজরা পেশ করি। এই শেজরাখানাতে উক্ত ছুফি তাজাম্মোল হোছেন সাহেবের দস্তখত ছিল এবং উহার শিরোনামাতে তোগরা অক্ষরে নিম্নক্তভাবে কলেমা লেখা ছিল।

মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব বলিলেন, এইরূপ লেখার কারণ কি? তদুত্তরে আমি আমার রচিত 'এককাকোল-হক' কেতাব হইতে কতিপয় দলীল পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম উহার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, তোগরার নিয়মে কোন আয়ত, কলেমা ইত্যাদি লিখিলে, উপরের শব্দ নীচে এবং নীচের শব্দ উপরে লেখা জায়েজ আছে। ইহার জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে কোন আলেমের সন্দেহ থাকিতে পারে না।

(১) মিরাটের হাসিমি প্রেসে মুদ্রিত ছহিহ বোখারির প্রথমে একটি আয়ত ও একটি দরুদ তোগরা ভাবে লেখা আছে, যদি সোজা ভাবে উহা পড়া হয়, তবে উহার মর্ম্ম বিপরীত হইয়া যায়।

(২) কানপুরের নামি প্রেসে মুদ্রিত আবুদাউদের প্রথমে। (৩) মোজতাবায়া প্রেসে মুদ্রিত এবনো-মাজার প্রথমে। (৪) হেদায়ার প্রথম খন্ডের প্রথমে, (৫) তফছির আজিজির প্রথমে,

(৬) মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের নফয়োল-মুফতি কেতাবের প্রথমে, (৭) একমাল কেতাবের প্রথমে (৮) মেশকাতের প্রথমে, (৯) মাওলানা কারামত আলি সাহেবর নুরোল-আলা-নুর' কেতাবের প্রথমে, (১০) হাজি ইয়াকুব সাহেবের প্রেসে মুদ্রিত উক্ত জৌনপুরী মাওলানা ছাহেবের 'রাফিকোছ-ছালেকীন' কেতাবের প্রথমে, (১১) মাওলানা আশরাফ আলি সাহেবের 'আছ-ছরুর' কেতাবের প্রথমে কয়েকটি আয়ত ও হাদিছ তোগরা ভাগে লেখা আছে, যাহা সোজা ভাবে পড়িতে গেলে, আয়ত ও হাদিছগুলি একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

(১২) মাওলানা হামেদ সাহেবের ভাই মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেবের শেজরার উপর, (১৩) জৌনপুরের মাওলানা আবদুর রব সাহেবের শেজরার উপরে তোগরা ভাবে বিছমিল্লাহ লেখা আছে, সোজাভাবে পড়িলে বিছমিল্লাহ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

(১৪) দিল্লীর বাদশার ৯৮৮ হিজরীর দুইটি টাকায় তোগরা ভাবে কলেমা লেখা আছে।

সোজা ভাবে পড়িলে, "লা আল্লাহো ইল্লা এলাহা মোহাম্মাদোর রাছুলোল্লাহ" কিম্বা আল্লাহো লা' এলাহা ইল্লা মোহাম্মাদোর রাছুলোল্লাহ" হয়।

তফছির কবিরের ১—৮৭ পৃষ্ঠায় আছে যে, স্বয়ং হজরত জিবরাইল (আঃ) খোদার হুকুমে কলেমার সঙ্গে 'আবুবকরেনেছ-ছিদ্দিক' নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন। শেফায় কাজি এয়াজের ১/২১১ পৃষ্ঠায় আছে যে, একজন শহিদ জীবিত হইয়া মোহম্মদোর রাছুলুল্লাহ শব্দের পরে প্রথম তিন খলিফার নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন।

মক্কা ও মদিনা শরিফের অনেক স্থানে আল্লাহ মোহাম্মদ এই নামদ্বয়ের পরে বা কলেমার পরে ছাহাবাগণের নাম লেখা আছে। আরও এইরূপ লেখাতে যে কোন দোষ নাই, এসম্বন্ধে

কানপুর, ছাহারানপুর, দেওবন্দ ও বেরেলির মাওলানাগণের ফৎওয়া আমাদের নিকট আছে। আমি এহকাকোল-হক কেতাবে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়াছি।

তখন জৌনপুরের মাওলানা আবুল ফারাহ্ সাহেব বলিলেন, তোগরা অক্ষরে এইরূপ লেখা জায়েজ আছে, কিন্তু ইহা তোগরা কিনা?

মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব বলিলেন যে, এই তোগরা লেখা কলেমার আলোচনা পরে করা যাইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে, ফুরফুরার পীর সাহেবের শেজরাতে যখন কোন দোষ নাই, এ-কথা আপনারা স্বীকার করিয়াছেন, তখন তাঁহার উপর কি জন্য কাফেরি ফৎওয়া দেওয়া হইল?

তদুত্তরে জৌনপুরী ও মিরেশ্বরী মাওলানাদ্বয় বলিলেন যে, ফুরফুরার হজরতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বা তাঁহার নাম লইয়া এইরূপ ফৎওয়া প্রচার করা হয় নাই।

তখন আমি বলিলাম, এই দেখুন, মাওলানা হামেদ সাহেবের ফৎওয়াতে লিখিত আছে ;—

মুছলমান ভাইগণকে জানা ওয়াজেব যে, ফুরফুরিয়া ওয়ালা ও তাঁহার খলিফাগণের নিকট মুরিদ হওয়া যোগী ও সন্নাসীদিগের নিকট মুরিদ হওয়ার সমান।

মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব বলিলেন, শ্রোতৃবর্গ, আপনারা উপরোক্ত কথাতে কি বুঝিতেছেন?

অনেকেই বলিলেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে এই ফৎওয়াটি ফুরফুরার পীর সাহেবের উপর লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

মাওলানা আহমদ সৈয়দ সাহেব বলিলেন, সত্যই ইহাই বুঝা যায়।

তৎপরে আমি বলিলাম, এই মিরেশ্বরী মাওলানা একখানা বিজ্ঞাপনে কি লিখিয়াছেন, তাহাও শুনুন ;—

"ফুরফুরার মাওলানা আবুবকর সাহেব তাঁহার খলিফা মাওলানা রুহুল আমিন দ্বারা কলেমা বদলাইয়া লোকের ইমান নষ্ট করিতেছেন, এজন্য মাওলানা হামেদ সাহেব এইরূপ খেলাফত নামা দাতাগণকে কাফের হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন। ইহাই উক্ত বিজ্ঞাপনের সংক্ষিপ্ত সার।"

এক্ষেত্রে এই মিরেশ্বরী মাওলানা নিজেই ফুরফুরার পীর সাহেবের নাম ধরিয়া কাফেরী ফৎওয়া জারি করিয়াছেন। আর আমি ত এইরূপ কোন কিছু লিখি নাই, তবে আমার কি দোষ হইল যে, তিনি আমার নামোল্লেখ করতঃ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন?

সভার লোক ইহা শুনিয়া অবাক হইতেছিলেন এবং মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব বলিলেন, আপনারা একজন নির্দ্দোষ বোজর্গের উপর কেন এরূপ ফৎওয়া জারি করিলেন, কাফেরি ফৎওয়া দেওয়াত সহজ ব্যাপার নহে।

ইহাতে উভয় মাওলানা বলিলেন, ইতিপূর্ব্বে আমরা এবিষয় অবগত হইতে পারি নাই এবং উক্ত পীর সাহেবের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ না হওয়ায় এইরূপ ভ্রান্তি ঘটিয়াছে।

এই বলিয়া উভয় মাওলানা এইরূপ ফৎওয়া দেওয়া অন্যায় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। শালিশ মাওলানা সাহেব বলিলেন, আপনারা এইরূপ ফৎওয়া দেওয়ার পূর্বে ফুরফুরার পীর সাহেবের নিকট কি জন্য জিজ্ঞাসা করেন নাই? বিনা জিজ্ঞাসায় কি কাফেরি ফৎওয়া দেওয়া সঙ্গত হইয়াছে?

জৌনপুরী ও মিরেশ্বরী মাওলানাদ্বয় ইহার উত্তর দিতে না পারিয়া লজ্জায় অধোমস্তকে চুপ করিয়া রহিলেন। তৎপরে শালিশ মাওলানা সাহেব বলিলেন, ছুফি তাজাম্মোল হোছেন সাহেবের ২নং শেজরাতে আপানাদের কিছু বলিবার আছে কি?

তখন উভয় মাওলানা বলিলেন, ইহা নাস্তালিক

نستعليق ভাবে লেখা হইয়াছে, ইহা তোগরা নহে। মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব বলিলেন, ইহা আমার মতে তোগরা, কেননা যাহা সোজা লাইনে লেখা হয়, তাহাই নাস্তালিক, আর যাহা নীচে উপর করিয়া লেখা হয়, তাহাই তোগরা। এস্থলে কলেমাটি নীচে উপর করিয়া লেখা হইয়াছে, এজন্য উহা নিশ্চই তোগরা হইবে। আমি দাবি করিয়া বলিতে পারি যে, যদি কেহ ২৫ বৎসর চেষ্টা করে, তবু ইহাতে কাফেরী অর্থ সাব্যস্ত করিতে পারিবে না। ইহাতে কাফেরী কোন কথা নাই। ইহা সত্ত্বেও যদি ইহাতে আপনাদের সন্দেহ হইয়া থাকে, তবে আপানারা ছুফি সাহেবের নিকট একখানা পত্রে এই কলেমাটি সোজা লাইনে লিখিতে আদেশ দিলে, তিনি তাহা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; কিন্তু আপনারা তাহা না করিয়া এই সামান্য কারণে কাফেরি ফৎওয়া জারি করিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। তৎপরে জৌনপুরী পক্ষীয় কোন লোক একখানা শেজরা প্রকাশ করিলেন, উহার শিরোনামায় সোজা লাইনে নিম্নোক্ত ভাবে কলেমা লেখা ছিল।

يا الله × رسول الله × × ابوبكر رض ×

عمر رض × لا اله الا الله محمد صلعم — عثمان رض —

علی رض *

মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব বলিলেন, ইহা কে ছাপাইয়াছে? ইহাতে কোন্ ব্যক্তির নাম দস্তখত আছে?

জৌনপুরী ও মিরেশ্বরী মাওলানাদ্বয় বলিলেন, এই শেজরাতে কাহারও নাম দস্তখত নাই। ফুরফুরার হজরত বলিলেন, ইহা যে কে ছাপাইয়াছে তাহা আমি জানি না।

সভার মধ্য হইতে কেহ কেহ বলিয়া উঠিল যে, ইহা বিপক্ষ দলের কেহ ছাপাইয়া অন্যায় ভাবে ফুরফুরার হজরতের

উপর দোষ চাপাইবার চেষ্টা করিয়া থাকিবে।

মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব বলিলেন, এই শেজরা কে ছাপাইয়াছে, প্রথমে তাহাই স্থির করা হউক, তৎপরে উহার লিখিত কলেমাতে কাফের হইতে হয় কিনা, তাহা তদন্ত করা যাইবে। জৌনপুরী ও মীরেশ্বরী মাওলানাদ্বয় উহার লেখক ও ছাপানেওয়ালা কে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

মাওলানা অজিজুল্লাহ সন্দিপি সাহেব দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, যদিও উহার লেখক ও ছাপানেওয়ালা কে, তাহা জানা যায় না, তথচ আমি দাবি করিয়া বলিতে পারি যে, উহাতে কাফেরী মর্ম্ম সাব্যস্ত হইতে পারে না, কেননা উহাতে কলেমা ও ছাহাবাগণের নামের মধ্যে পৃথক পৃথক চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় প্রত্যেক শব্দের শেষ অক্ষরে জের, জবর ও পেশ কিছুই নাই, কাজেই উহা জোমলা হইতে পারে না, বা উহার কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

যখন জৌনপুরী দল শত চেষ্টা করিয়া উহাতে কাফেরি ফৎওয়া প্রমাণ করিতে পারিলেন না, তখন তাহারা নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব বলিলেন যে, এইরূপ দুইটি বিরাট জামায়াতের মধ্যে ফাছাদ কলহের সৃষ্টি হওয়া নিতান্ত দুঃখের বিষয়। উভয় সম্প্রদায় মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করুন, আপনারা এইরূপ অন্যায় ফৎওয়া ফেরত লউন, এইরূপ ফৎওয়া প্রচার করা বন্ধ করিয়া দিন।

জৌনপুরীদল বলিলেন, ফুরফুরার পীর সাহেবের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ কল্পে যে কেতাবগুলি ছাপান হইয়াছে, তৎসস্তেতের প্রচার বন্ধ করা হউক। ফুরফুরার হজরত বলিলেন, অন্যান্যস্থানে আপনাদের এই ফৎওয়া প্রচারিত হইয়া গিয়াছে, তথাকার লোকদের মন চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে, কাজেই তাহাদের

সন্দেহ ভঞ্জন করণার্থে এই কেতাবগুলি প্রচার করা নিতান্ত দরকার। যদি জৌনপুরীদল আর বাড়াবাড়ি না করেন, তবে উক্ত কেতাবগুলি দ্বিতীয়বার ছাপান হইবে না। মাওলানা আবুল ফারাহ সাহেব বলিলেন, যাহাতে আর এই ফৎওয়া প্রচার না করা হয়, তজ্জন্য আমি জামিন রহিলাম। ফুরফুরার হজরত বলিলেন, যাহারা অন্যায়ভাবে আমার উপর এইরূপ দোষারোপ করিয়াছেন, আমি তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিলাম।

সহস্রাধিক আলেম, মৌলবী ও মুনশীর সাক্ষাতে যে বাহাছ হইয়া গিয়াছে, জৌনপুরীদল কাফেরী ফৎওয়ার কোন প্রমাণ দিতে সক্ষম হইলেন না, কাজেই তাঁহাদের যে পরাজয় ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা সত্ত্বেও মাওলানা হামেদ সাহেব নাকি জীবনাবধি উক্ত ফৎওয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার পুত্রগণ নাকি স্থানে স্থানে উহা প্রচার করিয়া থাকেন। যদি তিনি হাজিগঞ্জের মীমাংসা মান্য না করেন, তবে তিনি কেন জৌনপুরী মাওলানা আবুল ফারাহ ও মীরেশ্বরী মাওলানা আবদুল লতিফকে প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইয়াছিলেন? কেন তিনি নিজে সম্মুখ সমরে আগমন করেন নাই? যদি উক্ত ফৎওয়ার রদ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে মৎপ্রণীত 'এহকাকোল-হক' ও মাওলানা নেছার আহমদ সাহেব কর্ত্তক প্রণীত 'মাওলানার উক্তি খন্ডন' কেতবদ্বয় পাঠ করুন।

যে হজরত মাওলানা কারামত আলি সাহেব সত্যের জ্বলন্ত ছবি ছিলেন, আজ সেই বোজর্গের সন্তান যে অসত্যের দৃষ্টান্ত হইলেন ও হিংসার পারাকাষ্ঠা দেখাইয়া নিজের নামায় আমল কালিমাময় করিলেন, ইহা দুঃখের বিষয়।

পক্ষান্তরে ফুরফুরার হজরত কোন সভাতে বা নির্জ্জনে জৌনপুরের বংশধরগণের প্রশংসা ব্যতীত নিন্দাবাদ করেন নাই। ফুরফুরার হজরতের খলিফাগণ কখনও জৌনপুরের দলের নিন্দাবাদ

করেন না, কিন্তু জৌনপুরের কেহ কেহ অকারণে এই দলের নিন্দাবাদ করিতেছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী (রঃ) তফছিরে-আজিজের ৪০৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"ছয় দল লোক বিনা হিসাবে দোজখে প্রবেশ করিবে— প্রথম আমিরগণ অত্যাচারের জন্য, আরবগণ পক্ষপাতিত্বের জন্য, গ্রাম্য লোকেরা অহঙ্কার ও গরিমার জন্য, বণিকগণ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ও ময়দান ও জঙ্গল বাসিগণ নিরক্ষতার জন্য ও আলেমগণ হিংসার জন্য।

হজরত বড় পীর সাহেব ফতুহোল-গায়েব কেতাবের ১৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"হে (তকদীর) বিশ্বাসী কেন আমি তোমাকে তোমার প্রতিবেশীর সহিত তাহার খাদ্য, পানীয়, পোষাক, নেকাহ, গৃহ, ক্রমোন্নতি, স্বচ্ছলতা, তাহার খোদা প্রদত্ত সম্পদ ও তাহার নির্দ্ধারিত দানে হিংসা করিতে দেখিতেছি। তুমি কি জান না যে, নিশ্চয় এই হিংসা তোমার ঈমানকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। তোমার খোদার অনুগ্রহ দৃষ্টি হইতে তোমাকে অপসারিত করিয়া ফেলিবে এবং তোমাকে তাঁহার শত্রু করিয়া দিবে। তুমি কি নবি (ছাঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত এই হাদিছটি শ্রবণ কর নাই? নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, হিংসুক আমার নেয়া'মতের শত্রু (অর্থাৎ সে ইচ্ছা করে না যে, আমার নেয়ামত আমার বান্দাদিগের মধ্যে বিতরণ হয়)। আরও তুমি কি নবি (ছাঃ) এর এই হাদিছটি শ্রবণ কর নাই? নিশ্চয় হিংসা নেকি সমূহকে নষ্ট করিয়া ফেলে—যেরূপ অগ্নি কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া ফেলে।"

হে দুর্ব্বল ইমানদার, তুমি কি বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির সহিত হিংসা করিতেছ? তুমি তাহার কেছমতের উপর হিংসা করিতেছ? না নিজের কেছমতের উপর হিংসা করিতেছ?

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন ;—

আমি এই দুনইয়াতে তাহাদের মধ্যে তাহাদের জীবিকা সঞ্চয়ের বিষয়গুলি বন্টন করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে যদি তুমি তাহার জন্য আল্লাহ যে জীবিকা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহার প্রতি বিদ্বেষভাবে পোষণ কর, তবে নিশ্চয় তুমি তাহার প্রতি অত্যাচার করিলে, অথচ সে ব্যক্তি নিজের মালিকের নেয়া'মত উপভোগ করিতেছে—যাহা তিনি অনুগ্রহ স্বরূপ তাহাকে প্রদান করিয়াছেন, উহা তাহার জন্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং উহাতে কাহারও অংশ স্থির করেন নাই; কাজেই তোমা অপেক্ষা সমধিক অত্যাচারি, কৃপণ, নির্ব্বোধ ও জ্ঞানহীন আর কে আছে?

আর যদি তুমি এই হেতু তাহার সহিত বিদ্বেষ কর যে সে তোমার কেছমত কাড়িয়া লইয়াছে, তবে তুমি মহা নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিলে, কেননা তোমার কেছমত অন্যকে দেওয়া হইতে পারে না এবং তোমা হইতে অপসারিত হইয়া তাহার নিকট পৌঁছিতে পারে না। আল্লাহ ইহা হইতে পাক যে, একজনের নির্দ্ধারিত জীবিকা অন্যকে প্রদান করেন। আল্লাহ বলিয়াছেন, আমার নিকট আমার হুকুম পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না এবং আমি বান্দাগণের প্রতি অত্যাচারকারি নহি।

নিশ্চয় আল্লাহ তোমার প্রতি অত্যাচার করেন না যে, যাহা তোমার জন্য বন্টন ও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, উহা লইয়া অন্যকে প্রদান করিবেন। এই দ্বেষ হিংসা তোমার অনভিজ্ঞতা ও তোমার ভ্রাতার প্রতি অত্যাচার ব্যতীত আর কি হইবে?

এমাম এবনো-হাজার 'লেছালোল মিজান' এর ১/২০১/২০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

সমসাময়িক একজনের কথা অন্যের সম্বন্ধে, বিশেষতঃ যখন উহা শত্রুতা, মজহাবি (বিদ্বেষ) ও হিংসার জন্য বলিয়া প্রকাশিত হয়, অগ্রাহ্য হইবে।

নওয়াখালরীর চর মাদারির মুনশী আবদুছ ছামাদ সাহেব বলিয়াছেন, যে সময় নওয়াখালির মাওলানা হামেদ সাহেব ফুরফুরার হজরাতের বিরুদ্ধে কাফেরি ফৎওয়া প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সময় কারি এবরাহিম সাহেবের শিষ্য কারি আবদুল মজিদ সাহেব কোরআন পাকের খতম শুনাইতেছিলেন, আমিও সেই খতম শুনিতে শরিক হইয়াছিলাম। তাঁহার সম্মুখে ফুরফুরার হজরতের আলোচনা উপস্থিত হইলে, তাঁহার মুরিদকারি এছমাইল সাহেব বলিলেন, আমি তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এখন আমি তঁহার বয়য়ত ফছখ করিতেছি। আরও অনেক কথা বলিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, এই ব্যাপারে আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম, সেই রাত্রে আমি স্বপ্নযোগে দেখিতেছি যে, আমরা প্রায় ৫০ জন লোক কোন দাওয়াত হইতে ফিরিয়া আসিতেছি, আমাদের অগ্রে কারি এছমাইল যাইতেছেন। হঠাৎ কারি এছমাইল একটা বৃহৎ পুষ্করিণীতে পড়িয়া ডুবিয়া যাইতেছেন, তিনি এমতাবস্থায় চিৎকার করিয়া আমাকে বলিতেছেন, হে মুনশী সাহেব, আপনি ফুরফুরার হজরতের মুরিদ, আপনিই আমাকে উদ্ধার করুন। নওয়াখালির বসুরহাটের নিকটবর্ত্তী চরহাজারী গ্রামের দরবেশ আবদুল আজিজ সাহেব বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নযোগে দেখিতেছি, যেন বেহেশতের মধ্যে একটি শব্দ উচ্চস্বরে ঘোষণা করা হইতেছে। আমি বলিলাম কিসের জন্য ঘোষণা করা হইতেছে? উত্তর হইল, হামেদ সাহেব পাগল হইয়া একখানা বাতীল ফৎওয়া প্রচার করিতেছেন, আর ফুরফুরার হজরত জামানার মোজাদ্দেদ হইয়াছেন।

হজরত পীর সাহেবের সেজ সাহেবজাদা জমিয়াতোল-ওলামায় বাংলার সেক্রেটারী মাওলান আবদুল কাদের সাহেব বলিয়াছেন, আমি এক দিন মনে মনে ভাবিতেছিলাম, এক পীর অন্য পীরকে কাফের বলিয়া ফৎওয়া দিতেছেন, তাহা হইলে

আসল পীর কে হইবেন? সেই রাত্রে একজন বোজর্গকে স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন, তোমার ওয়ালেদ আমাকে জানেন। আমি বলিলাম, যতক্ষণ আপনার পরিচয় না পাই, ততক্ষণ আমি আপনাকে ছাড়িব না। তিনি বলিলেন, আমার ললাটের দিকে দেখ, আমি দেখি ইহাতে লেখা আছে, الف আলিফ। তৎপরে তিনি বলিলেন, আমার বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখের দিকে দেখ, আমি দেখি ইহাতে লেখা আছে, ثانى ছানি, তৎপরে তিনি বলিলেন, তুমি আমার বুকের দিকে দেখ, আমি দেখি উহাতে লেখা আছে مجدد মোজাদ্দেদ, তখন আমি তাঁহার পা ধরিতে উদ্যত হইলাম; তিনি বলিলেন, তুমি আমার পা ধরিও না, তুমি একজন মোজাদ্দেদের পুত্র। তুমি তোমার ওয়ালেদের উপর কাফেরি ফৎওয়া দেখিয়া বিচিলিত হইও না, প্রকৃত মোজাদ্দেদদিগের উপর এইরূপ দোষারোপ হইয়া থাকে। পরে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

হজরত পীর সাহেব রাগ-রাগিনী সহ গজল পাঠ, ছামাকাওয়ালি ও গান বাদ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ছিলেন, তিনি আজমীর শরিফে আছরের নামাজের পরে ছামা ও কাওয়ালি সঙ্গীতের বাদ্যের ঘোর প্রতিবাদ করিয়া ছিলেন। ইহাতে খাদেমেরা নিস্তব্ধ হইয়াছিলেন। আমি স্বয়ং তথায় উপস্থিত ছিলাম।

তিনি ছামা কাওয়ালী, সঙ্গীত বাদ্য নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া বিভিন্ন স্থান হইতে আনয়ন করতঃ দেশের লোকদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছিলেন। মাওলানা আকরাম খাঁ সঙ্গীত বাদ্য হালাল হওয়ার ফৎওয়া মাসিক মোহাম্মদীতে প্রচার করতঃ সমস্ত বঙ্গ ও আসামকে ভ্রান্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ইহাতে হজরত পীর সাহেব এই গোনাহগারকে উহার প্রতিবাদে ইছলাম ও সঙ্গীত প্রবন্ধ ছাপাইতে আদেশ দেন, আমি প্রথমে উহা সাপ্তাহিক হানাফীতে ছাপাইয়া প্রকাশ করি। পরে ইসলাম ও সঙ্গীত

প্রবন্ধ পুস্তকাকারে ছাপাইয়া প্রকাশ করি। ইহাতে খাঁ সাহেব নিরুত্তর হইয়া যান।

যে সময় খাঁ সাহেব জীবন্ত বস্তুর ছবি অঙ্কিত করা হালাল হওয়ার ফৎওয়া দিয়া বঙ্গ ও আসামের লোককে ভ্রান্ত করিতে ছিলেন, সেই সময় হজরত পীর সাহেব আমাকে উহার প্রতিবাদে এছলাম ও চিত্রকলা প্রবন্ধ বাহির করিতে আদেশ দেন, আমি উহা সাপ্তাহিক হানাফী ও মাসিক শরিয়তে ছাপাইয়া খাঁ সাহেবকে নিরুত্তর করি।

যে সময় খাঁ সাহেব কূলবধুদিগকে ঈদের ময়দানে নামাজ পড়ার জন্য লইয়া যাইতে ফৎওয়া প্রচার করেন, সেই সময় হজরত পীর সাহেব আমাকে উহার প্রতিবাদ করিতে আদেশ করেন, আমি মাসিক ছুন্নত-অল-জামায়াতে ঈদ ও নারী প্রবন্ধ ছাপাইয়া তাহাকে নিরুত্তর করি।

যে সময়ে খাঁ সাহেব মোস্তফা-চরিত পুস্তকে ও নিজের লিখিত তফছিরে হজরত নবি (ছাঃ)এর সশরীরে মে'রাজ গমন, ছিনাচাক, পয়দাএশ কালীন অলৌকিক কার্য্য-কলাপ, নবিগণের মো'জেজা অস্বীকার করতঃ দেশের লোকদিগকে গোমরাহ করিতেছিলেন, সেই সময় পীর সাহেব আমাকে উহার প্রতিবাদ— বাহির করিতে বলেন, আমি আমার ছুন্নত-অল-জামায়াত মাসিক পত্রিকাতে উহার প্রতিবাদ ধারাবাহিক বাহির করিতেছি।

যে সময় বর্দ্ধমানের মৌলবী মোছলেম সাহেব বঙ্গদেশে সুদ হালাল, গীত বাদ্য হালাল, মুরিদা স্ত্রীলোকের খেদমত লওয়া হালাল ও পুরুষলোকের স্ত্রীলোকদের তুল্য লম্বা চুল রাখা হালাল হওয়ার ফৎওয়া দিয়া একটি অঞ্চলকে গোমরাহ করিতেছিলেন, সেই সময় হজরত পীর সাহেব আমাকে তাহার সহিত বাহাছ করিতে আদেশ দেন, ইহাতে সেই মৌলবী সাহেব নিরুত্তর হইয়া যায়। কালনা জাবারি পাড়ার বাহাছ নামক পুস্তকে উক্ত বাহাছের

বিবরণ ছাপান হইয়াছে।

যে সময় মজহাব অমান্য কারি অহাবিদল বিশের অধিক পুস্তক পুস্তিকা প্রচার করিয়া, চারি মজহাব মান্যকরা বাতিল, কেয়াছ করা বাতীল, হজরত নবি (ছাঃ) যে ৭৩ ফেরকার মধ্যে একফেরকা বেহশ্‌তী বলিয়াছেন তাহা কেবল তাহারাই, এমাম আজম ১৭টি হাদিছ জানিতেন, শরিয়ত নষ্ট করিয়াছেন, বেশ্যাবৃত্তি, সুদ ও মদ হালাল করিয়াছেন, এইরূপ এমাম আবু হানিফার (রঃ) রাশি রাশি মিথ্যা অপবাদ প্রচার করতঃ এবং সভাস্থলে হানাফী আলেমদিগকে গাড়ী গাড়ী কেতাব দেখাইয়া বিতাড়িত করিতেছিলেন এবং সহস্র সহস্র নিরক্ষর হানাফীদিগকে ভ্রান্ত মতের দিকে আকর্ষণ করিতে ছিলেন, সেই সময় হজরত পীর সাহেব আমাকে তাহাদের বিষয়ে মসি ও মৌখিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে আদেশ দেন। আমি ২৪ পরগণার মাজমপুরে, খুলনার ঝাউডাঙ্গাতে, মামুদপুরে, রংপুরটাউনে, বগুড়ার হানাইলে, খুলনার কালিগঞ্জে, হুগলীর নবাবপুরে ও যশোহরের লক্ষ্মীপুরে অহাবি মৌলবী এফাজদ্দিন, মৌলবী বাবর আলি, মৌলবী লোৎফর রহমান, মাওলানা আবদুন্নুর, মৌলবী আকরম খাঁ, মৌলবী আহমদ আলি মৌলবী আবদুল গফুর, মৌলানা আবদুল্লাহেল কাফি ও মৌলানা আবদুল্লাহেল বাকি প্রভৃতি অহাবি আলেমদের সঙ্গে বাহাছ করিতে যাই, ইহাতে কতকস্থলে তাহারা বাহাছে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হন এবং কতকস্থলে তাঁহারা বাহাছ সভাতে উপস্থিত হইতে সাহসী হন নাই, ফলে সহস্র সহস্র অহাবি হানাফী মতাবলম্বন করিয়াছেন।

আরও আমি তাহাদের বিরুদ্ধে মজহাব মীমাংসা, ছায়েকাতোল-মোছলেমিন, ফেরকাতোন্‌-নাজিন, কেয়াছের অকাট্য দলীল, দাফেয়োল-মোফছেদিন, মাছায়েল খন্ড ৩ ভাগ, কামেয়োল-মোবতাদেয়িন ৩ ভাগ, তরদিদোল-মোবতেলিন, কালিগঞ্জের বাহাছ,

লক্ষ্মীপুরের বাহাছ, নবাবা পুরের বাহাছ, মাজমপুরের বাহাছ, অধুনালুপ্ত ইছলাম দর্শনে কয়েকটি প্রবন্ধ এবং বাহাছের শর্ত্তনামা ছাপাইয়া প্রচার করি ইহাতে তাহারা নিরুত্তর হইয়া যায়। ইহা হজরত পীর সাহেবের এলমে-লাদুন্নিয়ার ফএজ ও কারামতের ফল।

যখন শিয়া রাফেজি দল কয়েকখানা পুস্তক পুস্তিকা ছাপাইয়া হজরত নবি (ছাঃ) এর প্রথম তিন খলিফার অযথা দুর্ণাম রটাইয়া দেশের বায়ুকে কলুষিত করিতেছিল, সেই সময় তিনি আমাকে তাহাদের এই ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ লিখিতে বলেন। আমি দুই খন্ড কেতাব লিখি, একখানা রদ্দে-শিয়া ছাপান শেষ হইয়াছে, দ্বিতীয় খন্ড انشاءالله পরে ছাপাইব। একবার বশিরহাটে শিয়াদের বিরুদ্ধে বিরাট বাহাছ সভা আহ্বান করি, তথায় লাখনৌর মাওলানা আবদুশ শুকুর সাহেব আগমন করেন, কিন্তু শিয়া দল উপস্থিত হইয়াও বাহাছ করিতে অস্বীকার করিয়া চলিয়া যান। এই বাহাছ সভার আলোচনা ইছলাম দর্শনে মুদ্রিত হইয়াছিল। খোদার মর্জ্জি হইলে, উক্ত বাহাছ সভার বিবরণ ও মাওলানা আবদুশ শুকুর সাহেবের বক্তৃতা পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

কাদিয়ানিদল মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে প্রতিশ্রুত মাহদী, মছিহ, নবী, ছাহেবে অহি হওয়া ও হজরত ইছা (আঃ)এর মৃত্যু প্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি দাবি করিয়া বঙ্গ আসামের সহস্র সহস্র লোককে বে-ইমান করিতেছিল, এমতাবস্থায় হজরত পীর সাহেব আমাকে উহার প্রতিবাদ করিতে বলেন, আমি তাহাদের প্রতিবাদে ৬ খন্ড (রদ্দে কাদিয়ানী) কেতাব লিখিয়া তাহাদের প্রত্যেক দাবির অসারতা প্রকাশ করিয়াছি। রংপুর ও পটুয়াখালীতে দুইবার তাহাদের সহিত বাহাছ করিতে যাই, কিন্তু তাহারা অনুপস্থিত থাকে।

পীর সাহেবের ইশারায় ইনস্পেক্টর আবদুল করিম মরহুম

সাহেব কাদিয়ানী রহস্য ও পাবনা হাদোলের হাজি মৌলবী এবরাহিম মরহুম সাহেব কয়েকখানি কাদিয়ানী রদ ছাপাইয়া প্রচার করেন।

পাদরি গোল্ডসেক সাহেব বঙ্গ ভাষায় ৩০ পারা কোরান শরিফের অনুবাদ এবং উহার ফুট নোটে টীকা টীপ্পনী লিখিয়া ইছলাম, হজরত নবি (ছাঃ) ও কোরআন শরিফের অযথা দোষারোপ করিয়াছেন, এজন্য হজরত নবী (ছাঃ) স্বপ্নযোগে ইন্‌স্পেক্টর আবদুল করিম মরহুম সাহেবকে বলেন, তুমি হজ্জ হইতে দেশে ফিরিয়া গিয়া ফুরফুরার পীর সাহেবকে বলিবা, তিনি যে দুইখানা কেতাব লিখিয়াছেন, তাহা আমি কবুল করিয়া লইয়াছি, এখন কাদিয়ানী ও পাদরিরা কোরান শরিফের অনুবাদে বিকৃত মত প্রচার করিতেছে, ইহার প্রতিবাদ লিখিয়া প্রচার করিতে বল। হজরত পীর সাহেব আমাকে ডাকাইয়া এই কার্য্য সমাধা করিতে আদেশ দেন। আমি কোরআন শরিফের অনুবাদ ও তফছির আরম্ভ করিয়াছি, উহাতে পাদরী গোল্ডসেক সাহেবের অনেক অমুলক কথার এবং কাদিয়ানী মিষ্টার মোহাম্মদ আলির ভ্রান্ত উক্তির প্রতিবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছি। খোদা আমাকে বাঁচাইয়া রাখিলে কোরআন শরিফের সম্পূর্ণ অনুবাদ ও তফছির প্রকাশের আশা রাখি।

বেশরা মৌলবী ও পীরগণ সঙ্গীত বাদ্য হালাল, পীরের পায়ে ছেজদা হালাল, অতি উচ্চঃস্বরে জেকর, নর্ত্তন কুর্দ্দন আজনবি মুরিদা স্ত্রীলোকের খেদমত লওয়া হালাল ইত্যাদি কুমত প্রচার করতঃ বহু দেশকে গোমরাহ করিতেছিল, পীর সাহেবের আদেশে তাহাদের প্রতিবাদে রদ্দে বেদয়াত, বাগমারীর ধোকাভঞ্জন ও জরুরী মছলা দ্বিতীয় ভাগ প্রচার করি এবং নদীয়ার ঘোষবিলাতে এক বেদয়াতি মৌলবীর সহিত বাহাছ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করি, এই বাহাছ 'মাইজভাণ্ডারের বাহাছ কেতাব আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

রংপুর বোলবাড়ীর মৌলবী আমানাত আলী সাহেব দাল্লীন জাল্লানী নামক একখানা পুস্তক লিখিয়া বঙ্গবাসীদিগকে জাল্লিন পড়িতে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় হজরত পীর সাহেবের হুকুমে দাল্লীন ও জাল্লিনের মীমাংসা পুস্তক ছাপাইয়া উক্ত ভ্রান্ত মতের খন্ডন করি।

পীর বাদশাহ মিঞার দলের লোকেরা বঙ্গদেশে জুমা নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া প্রচার করিতেছিলেন। হিন্দুস্তানের একটি ফৎওয়া প্রচারিত হওয়ায় বঙ্গ আসামের সমস্ত গ্রামে জুমা নাজায়েজ হওয়ার মত বিঘোষিত হইতেছিল, সেই সময় হজরত পীর সাহেবের হুকুমে আমি 'গ্রামে জুমা' ও গ্রামে-জুমা সম্বন্ধে মক্কা শরিফ ও হিন্দুস্তানের ফৎওয়া' প্রচার করি, এতদ্ব্যতীত বরিশালের মাওলানা নেছার আহমদ সাহেব মাছায়েলোছ-ছালাজ, আমি জুমা পড়িলাম কেন? জুমার দ্বিধাভঞ্জন, আলজুমা, এজহারোল-হক জুমার সংক্ষিপ্ত দলীল প্রভৃতি কেতাবগুলি প্রচার করেন।

দেওবন্দী মৌলবীগণ মিলাদ-শরিফের কেয়ামকে হারাম কোফর ও শেরক বলিয়া দেশে ফাছাদের সৃষ্টি করিতেছিলেন, ফুরফুরার হজরতের আদেশে আমি সিরাজগঞ্জ, ধূবড়ি গৌরীপুর ও কিশোরগঞ্জে দেওবন্দী মাওলানাদের সঙ্গে বাহাছ করি, খোদার ফজলে তাঁহারা পরাজিত হন, সিরাজগঞ্জের বাহাছ, গৌরীপুরের বাহাছ, কিশোরগঞ্জের কেয়ামের বাহাছ, মিলাদে-মোস্তফা ও মাওলানা কারামত আলি সাহেবের মোলাখ্যাছের বঙ্গানুবাদ প্রচার করিয়া দেশের লোকদের দ্বিধা ভঞ্জন করি। চট্টগ্রাম মিরেশ্বরীর মাওলানা আবদুল লতিফ সাহেব কট বন্ধকের উপসত্ব (বায়াবিল্-আফা) بيع بالوفاء হালাল হওয়ার ফৎওয়া প্রচার করতঃ দেশের লোকদিগকে গোমরাহ করিতেছিলেন, আমি ফুরফুরার হজরতের আদেশে চাঁদপুরে তাঁহার সঙ্গে বাহাছ করি, তিনি

আমার একটি কথারও জওয়াব দিতে না পারিয়া নিরুত্তর হইয়া যান, আমি 'এবতালোল-বাতেল' কেতাব ছাপাইয়া তাহার সমস্ত বাতীল মত খন্ডন করি। রংপুরের মৌলবী মোহাম্মদ আলি একখানা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া হজরত সৈয়দ আহম্মদ বেরেলবি (রঃ) ও মাওলানা কারামত আলি প্রভৃত বোজর্গদিগকে নিরক্ষর, অহাবি ইত্যাদি বলিয়া দেশের লোকদিগকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিলেন, সেই সময় ফুরফুরার হজরতের আদেশে আমি 'কারামতে-অহমদীয়া' লিখিয়া তাহার অসারতা প্রকাশ করি। পরে তাঁহার শিষ্য মৌলবী সেহাবদ্দিন 'তাহ্‌কিকাতে-শেহাবিয়া' উহার প্রতিবাদ স্বরূপ প্রকাশ করেন, আমি উহার প্রতিবাদে 'রদ্দেহাফাতাওয়াতে-সেহাবিয়া' প্রকাশ করিয়া তাহাদের দলকে নিরুত্তর করি।

মুনশী আফছরদ্দিন আজানগাছি একখানা জাল পাথর ও কযেক খন্ড কঙ্কর হজরতের পেটে বাঁধা পাথর ও আবুজেহেলের হস্তস্থিত কলেমা উচ্চারণকারি কয়েক খন্ড পাথর বলিয়া দাবি করিয়া তৎসমস্তের পূজা করার প্রথা প্রবর্ত্তন করে এবং এমামত, আজান, মোদার্রেছগিরি, ওয়াজ করিয়া টাকা পয়সা গ্রহণ করা হারাম বলিয়া প্রচার করিতে থাকে, তাহাদের মজলিশে জীব হত্যা মন্দ বলিয়া জানিয়া থাকে। সেই সময় আমি 'রদ্দে-আজানগাছি' কেতাব প্রচার করি। মাওলানা ইয়াদ আলি সাহেব দীনের আলো, ও খান বাহাদুর মাওলানা আহমদ আলি এনাএতপুরী সাহেব "দাফেয়ে-জোলোমত" ছাপাইয়া প্রচার করেন। আমি ২৪ পরগণা বেঁকি শ্রীনগরে ও ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জে ঐ দলের সহিত বাহাছ করিতে উপস্থিত হই। প্রথম স্থলে তাহারা অনুপস্থিত হয় এবং দ্বিতীয় স্থলে তাহারা পরাজিত হয়।

জ্বেন ভুত ছাড়াইবার জন্য, সর্পঘাত হইলে, যাদু টোনা করিলে, এইরূপ বিবিধ প্রকার পীড়াতে লোকেরা কাফেরি মূলক

মন্ত্র পাঠকারি বৈদ্য ওঝা কবিরাজ ডাকাইয়া বে-ইমান হইতে ছিল, এই হেতু হজরত পীর সাহেবের হুকুমে আমি তাঁহার বেয়াজ, শাহ অলিউল্লাহ সাহেবের কওলোল জমিল, এমাম ছিউতির মোজার্রাবাত, আল্লামা দায়লাবির মোজার্রাবাদ ও খজিনাতোল-আছরার কেতাব হইতে অনেকগুলি শরিয়ত সঙ্গত তদবীর লিখিয়া ছয় খন্ড 'তাবিজাত' কেতাব প্রচার করিয়াছি ইহা ছাড়া সর্পাঘাতের তদবীর আমার বহু কেতাবের শেষাংশে সন্নিবেশিত হইয়াছে। খোদার মর্জ্জিতে ইহাতে বঙ্গ আসামের শেরক ও কোফর মূলক মন্ত্র ও যাদু অনেকাংশে দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। মাওলানা ময়েজদ্দিন হামেদী সাহেব এ সম্বন্ধে কয়েক খন্ড কেতাব ও মাওলানা ফয়জুল্লাহ চিশতি মরহুম এক খন্ড লিখিয়া দেশের মহা কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। লোকেরা পূর্ব্বে অমূলক গল্প কাহিনী ও আজগবি কেচ্ছা বলিয়া বক্তৃতা দিয়া বেড়াইত, শরিয়তে এইরূপ কেচ্ছা কাহিনী দ্বারা বক্তৃতা দেওয়া জায়েজ নহে, এইহেতু হজরত পীর সাহেবের হুকুমে আমি কোরআন, হাদিছ ও বোজর্গানে দীনের ছহিহ ঘটনা উল্লেখ করতঃ ৭ খন্ড ওয়াজ শিক্ষা প্রচার করি। ইহার ফলে এখন আর লোকেরা কেচ্ছা কাহিনীর ওয়াজ শুনা পছন্দ করে না, তাহাদের অন্তর কোরআন ও হাদিছের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

যশোহরের মৌলবী ছেরাজদ্দিন সাহেব একখানা কেতাব লিখিয়া আখেরে-জোহর পড়া নিষেধ করিতে ছিলেন, এতদ্ব্যতীত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ও মাওলানা আশরাফ আলি থানাবী সাহেবও আখেরে-জোহর পড়ার বিরুদ্ধে ফৎওয়া প্রচার করেন, এই হেতু আমি পীর সাহেবের হুকুমে 'আখেরে-জোহর' কেতাব প্রণয়ন করি। মোর্শেদাবাদের এক স্থানে আখেরে-জোহর বিরোধী এক মৌলবীর সঙ্গে এই সম্বন্ধে বাহাছ করিয়া তাহাকে নিরুত্তর করি।

মাওলানা হামেদ সাহেব ফুরফুরার হজরতের উপর অযথা ভাবে কাফেরী ফৎওয়া প্রচার করিয়া বহু লোককে গোমরাহ করিতেছিলেন, এই হেতু আমি, তাঁহার প্রতিবাদে 'এহকাকোল-হক' কেতাব প্রচার করিয়া তাঁহাকে নিরুত্তর করি। মাওলানা নেছার আহমদ ছাহেব তাঁহার প্রতিবাদে "মাওলানার উক্তি খন্ডন" ও মাওলানা এনাএতপুরী" "শরিয়তের চাবুক" লিখিয়া প্রচার করেন।

আমি জৌনপুরী দলের সঙ্গে শেজরা ও মাওলানা হামেদ সাহেবের কাফেরী ফৎওয়া সম্বন্ধে বাহাছ করি, ইহাতে তাহারা নির্ব্বাক হইয়া যান, 'হাজিগঞ্জের বাহাছ' পুস্তকে ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবেন।

মাওলানা আবদুল মাবুদ মেদিনীপুরী সাহেব ফুরফুরার হজরত সাহেবের একখানা জীবনী কেতাব উর্দ্দুতে লিখিয়াছিলেন, উহার নাম ছাওয়ানেহে ওমরি, একজন জৌনপুরী মুরিদ ইহার প্রতিবাদে 'কল্পতরু' নামক একখানা কেতাব ছাপাইয়া ছিলেন, বরিশালের মাওলানা নেছার আহমদ সাহেব 'রদ্দে-বদগোমান' নামক একখানা কেতাব ছাপাইয়া উহার কতকাংশের প্রতিবাদ করেন, উহার অবশিষ্টাংশের প্রতিবাদ অমি লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা পীর সাহেবের জীবনীতে যোগ করিয়া দিব।

হজ্জ যাত্রীরা হজ্জের মছলা মাছায়েল না জানা বশতঃ হয়ত হজ্জ নষ্ট করিয়া ফেলেন, এই হেতু ফুরফুরার হজরত দ্বিতীয়বার হজ্জ করার পূর্ব্বে আমাকে হজ্জের আহকাম ছাপাইতে আদেশ দেন, আমি 'হজ্জের মাছায়েল' কেতাব ছাপাইয়া উহার কতক সংখ্যক সঙ্গে লইয়া যাই।

অল্প শিক্ষিত মুনশীরা বিবাহের অলীও নেকাহ পড়াইবার নিয়ম কানুন, জানাজার অলী ও নিয়ম কানুন না জানায় নেকাহ নাজায়েজ হইয়া যায়, জানাজার ক্ষতি করিয়া ফেলে এই হেতু

আমি তাঁহার হুকুমে 'নেকাহ্ ও জানাজা-তত্ত্ব' লিখিয়া প্রচার করি।

কোরআন খতম ও জিয়ারত করিয়া টাকা পয়সা লওয়া জায়েজ কিনা, এই মছলা লইয়া বঙ্গ আসামে মহা ফাছাদের সৃষ্টি হইতেছে, এইহেতু হজরত পীর সাহেব ইহার মীমাংসা লিখিয়া ছাপাইতে আদেশ করেন।

আমি 'খতম ও জিয়ারতের মীমাংসা' লিখিয়া হজরত পীর সাহেবকে পড়াইয়া শুনাইলে তিনি উহা ছাপাইতে আদেশ দেন।

বঙ্গ আসামের অধিকাংশ মুনশীরা কোরআন শরিফ শুদ্ধ করিয়া পড়িতে জানে না, হয়ত ইহাতে তাহার ও মুছল্লিগণের নামাজ নষ্ট হইয়া যায়, এই হেতু তিনি আমাকে 'কেরাতশিক্ষা' কেতাব ছাপাইতে আদেশ করেন।

সাধারণ লোকেরা পিতা মাতা ও পীর মুর্শিদের কদম বুছি করা কালে রুকু ছেজদা পরিমাণ ঝুঁকিয়া থাকে, হজরত পীর সাহেব এই জন্য মস্তক নত করা মকরুহ তহরিমি বলিয়া প্রকাশ করিতেন, এইহেতু তিনি কদমবুছি করা (পায় হাত দেওয়া) জায়েজ হওয়ার মত ধারণ করিলেও সাধারণ লোকদিগকে কদমবুছি করিতে নিষেধ করিতেন।

শাহজাহানপুরের মরহুম মাওলানা রেয়াছত আলি খাঁ সাহেব কদমবুছি কালে রুকু পরিমাণ ঝুকিয়া পড়া অবাধে জায়েজ হওয়ার দাবী করিয়া একখানা ফৎওয়া প্রচার করিয়াছিলেন, হজরত পীর সাহেবের আদেশে আমি 'এজহারোল-হক বা কদমবুছির ফৎওয়া' কেতাব প্রকাশ করিয়া উহার প্রতিবাদ করি।

মাওলানা আকরম খাঁ প্রভৃতি কতকগুলি আধুনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক স্ত্রীলোকের পর্দ্দা প্রথা উঠাইবার প্রাণ-পণ চেষ্টা করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকদিগকে বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দেওয়া, বালেগা ছাত্রিদিগকে বালেগ ছাত্রদের সহিত শিক্ষা দেওয়া

ও উভয় দলের সহিত অবাধ মেলামেশা ও স্ত্রীলোকদের বায়স্কোপ ও থিয়েটারে যোগদান করা সমর্থন করিতে ছিলেন, সেই সময় ফুরফুরার হজরতের ইঙ্গিতে আমি 'ইছলাম ও পর্দ্দা' কেতাব প্রচার করি।

উক্ত খাঁ সাহেব মাসিক মোহম্মদীতে হানাফীদিগের ফারাএজ শাস্ত্রকে বাতীল প্রতিপন্ন করার সাধ্য-সাধনা করেন। আমি পীর সাহেবের আদেশে 'ছুন্নত-অল্-জামায়াত'' মাসিক পত্রিকাতে উহার ধারাবাহিক প্রতিবাদ বাহির করিয়া তাঁহাকে নিরুত্তর করি, উহা 'এছলাম ও মোহামেডান-ল' নামক কেতাবে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে।

খাঁ সাহেব নিজের পত্রিকাতে জীবন বীমা, বিবাহ বীমা ইত্যাদি নাজায়েজ বিজ্ঞাপনগুলি ছাপাইয়া হারাম, জুয়া ও সুদের প্রশ্রয় দিতেছিলেন, হজরত পীর ছাহেবের আদেশে আমি উহার হারাম হওয়ার ফৎওয়া দেওবন্দ, ছাহারানপুর, দিল্লী ও থানাভোন ও বাংলার মুফতিগণের স্বাক্ষর করাইয়া ছুন্নত অল-জামায়েতে প্রচার করি।

কোন কোন মাননীয় মন্ত্রী উক্ত দলের প্রভাতে গ্রামোফোন এবং উহার রেকর্ডে কোরআন ও মিলাদ পাঠ এবং আজান দেওয়া হালাল হওয়ার মত পোষণ করিতেছিলেন, আমি হজরত পীর ছাহেবের ইঙ্গিতে উহা হারাম ও কোফর হওয়ার ফৎওয়া দেওবন্দ, ছাহারানপুর, দিল্লী, থানাভোন ও বাংলার মুফতিগণের দ্বারা স্বাক্ষর করাইয়া ছুন্নত-অল জামায়াত পত্রিকাতে ছাপাইয়া বঙ্গ ও আসামে প্রচার করি।

সাধারণ উম্মি মুছলমানগণ কাফেরি মূলক কথা ও কার্য্য দ্বারা সমস্ত জীবনের এবাদত বন্দিগী নষ্ট করিয়া ফেলিয়া থাকেন, এই ক্ষেত্রে তাহাদের স্ত্রীদিগের নেকাহ ভঙ্গ হইয়া যায়, এবং সন্তানগুলি জারজ হইয়া থাকে, অথচ তাহারা নিজেদের খাঁটি

ইমানদার বুঝিয়া থাকেন, এই হেতু আলম গিরি, কাজিখান, রদ্দোল-মোহতার, মাজমায়োল-বাহরাএন, শরহে-ফেকহে-আকবর ও জামেয়োল-ফছুলাএন প্রভৃতি কেতাবগুলি হইতে কাফেরি মূলক কথা ও কার্য্য কলাপের বিস্তারিত বিবরণ 'কালেমাতোল-কোফর' নামক কেতাব লিখিয়া বঙ্গ ও আসামে প্রচার করি। মুছলমান আবার কাফের হইতে পারে কিনা, তাহা এই কেতাবে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হইয়াছে।

পারসিক সম্প্রদায় সূর্য্যকে উপাস্য দেবতা ধারণায় উহার পূজা করিয়া থাকে, আমাদের দেশের হিন্দুরা তাহাদের দ্বিতীয় সংস্করণ, ইহাদের বেদে এই সূর্য্য পূজার ব্যবস্থা লিখিত আছে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক দল সূর্য্যকে গ্রহ, উপগ্রহ ও পৃথিবীর কেন্দ্রীয় শক্তি স্থির করিয়া কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অথবা সূর্য্য ও সমস্ত জড় ও জীব জগত আল্লাহতায়ালার আদেশে পরিচালিত হইতেছে ও সূর্য্যের নিজের কোন ক্ষমতা নাই, এই হেতু আমি তাহাদের মতের অসারতা প্রতিপাদন কল্পে 'ইছলাম ও বিজ্ঞান' কেতাব প্রচার করি। অহাবি সম্প্রদায় হজরত নবি (ছাঃ)এর মিলাদ পাঠকে বেদয়াত ও বাতীল কার্য্য বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে, এই জন্য আমি কোরআন, হাদিছ, তওরাত, ইঞ্জিল প্রভৃতি কেতাব হইতে মিলাদ পাঠের প্রমাণ 'মিলাদে-মোস্তফা' কেতাবে প্রকাশ করিয়া তাহাদের দাবির অসারতা প্রকাশ করি।

পীর আলেম পরহেজগারদিগের পক্ষে সুদখোর হারামখোর ও প্রকাশ্য বদকারদিগের দাওয়াত জিয়াফত খাওয়া জায়েজ নহে, এই সত্য খাঁটি মত ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব প্রকাশ করিয়া দেশের সহস্র সহস্র হারামখোর ও ফাছেকের হারামখুরী ও ফাছেক ত্যাগ করাইয়াছেন, কতকগুলি আলেম এই সত্য মতের বিপরীতে ধাবিত হইয়া ইছলাম ও আলেম সমাজকে কলঙ্কিত করিতেছিলেন, এই হেতু আমি ঢাকা জেলার বাচামারাতে এই

শ্রেণীর কয়েকজন মৌলবী মাওলানার সহিত বাহাছ করি খোদা তাহাদিগকে পরাজিত করেন। সত্য মত জয়যুক্ত হইয়াছিল, 'বাচামারা বাহাছের' বিস্তারিত বিবরণ প্রথমে ছুন্নত অল-জামায়াতে পরে উহা পুস্তক আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

ফরিদপুরের শাহ নেজামউদ্দিন অতি উচ্চস্বরে জেকর, নর্ত্তন-কুর্দ্দন ও স্ত্রীলোকের উচ্চস্বরে জেকর ইত্যাদি কয়েকটি বাতীল কার্য্য নিজের মুরিদগণের মধ্যে প্রচলিত করিয়াছিলেন। ফুরফুরার হজরত ফরিদপুরের কোন সভাতে এই কার্য্যগুলিকে নাজায়েজ হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়া আসেন। ইহাতে তাহার দলের দুইজন মৌলবী, বিদ্বেষ পরবশতঃ হইয়া হজরত পীর সাহেবের এই ফৎওয়ার বিরুদ্ধে "সত্য প্রচার" নামক একখানা বাতীল বিজ্ঞাপন দেশে প্রচার করিতে লাগিলেন। হজরত পীর সাহেব আমাকে ইহার প্রতিবাদ করিতে হুকুম দেন। আমি "সত্য প্রচারক" নামক বিজ্ঞাপনের অসারতা" নামে কেতাব লিখিয়া তাহাদের ভ্রান্ত উক্তি ও অসার যুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করি।

হজরত পীর সাহেব অন্ততঃ ২০/২২ বৎসর পূর্ব্বে রংপুরের গাইবান্ধার এক সভায় ওয়াজ করেন, তথাকার বক্তা মোহম্মদ উদ্দীন আহমদ হজরতের কয়েকটি কথার প্রতিবাদ সাপ্তাহিক মোহম্মদী পত্রিকাতে ছাপাইতে দেন, খাঁ সাহেব নিঃশঙ্কোচচিত্তে তাহা ছাপাইয়া প্রচার করেন, যেহেতু তাহারা উভয়ে মজহাব বিদ্বেষী, আর হজরত পীর সাহেব হানাফী। ইহার প্রতিবাদ কোন হানাফী আলেম তদ্‌কালীন 'মোসলেম হিতৈষী'নামক সাপ্তাহিক পত্রিকাতে ছাপাইতে দেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, খাঁ সাহেব উক্ত বক্তা সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিয়া হজরত পীর সাহেবের বিরুদ্ধে নানারূপ অকথ্য ভাষা ও বাতীল মন্তব্য প্রকাশ করেন। সেই সময় আমি উহার প্রতিবাদে উক্ত পত্রিকায় সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতিপাদন করি যে, হজরত পীর সাহেবের ওয়াজ ছহিহ

এবং খাঁ সাহেবের হাদিছ সংক্রান্ত জ্ঞান অতি স্বল্প। এক দুই সপ্তাহ আমার লিখিত প্রবন্ধ মোসলেম-হিতৈষীতে প্রকাশিত হইলে, খাঁ সাহেবের কোন আত্মীয় মোছলেম-হিতৈষীর পরিচালিত মোল্লা এনায়ামোল হক সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া ত্রুটি স্বীকার করেন, কাজেই অবশিষ্ট প্রবন্ধটি আর উহাতে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। এক সময়ে পাদরীরা নদীয়া গাঁড়াডোবের মুনশী শেখ জমিরদ্দিন কাব্য-বিনোদ মরহুম মগফুর সাহেবের কোন স্থানের ওয়াজ উপলক্ষ করিয়া কয়েকটি কথা একখানা পুস্তকে প্রচার করেন, উহাতে তাহারা ইহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল যে, হজরত ইছা (আঃ) ব্যতীত হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ও অন্যান্য সমস্ত নবি গোনাহগার ছিলেন, কোরআন শরিফ (পরিবর্ত্তন) হইয়াছে, তওরাত ইঞ্জিল প্রভৃতি আছমানি কেতাবগুলি পরিবর্ত্তন হয় নাই, তওরাত ইঞ্জিল প্রভৃতি কেতাবগুলি মনছুখ হয় নাই।

বিদ্যাবিনোদ সাহেব আমাকে তৎসমস্তের প্রতিবাদ লিখিতে অনুরোধ করেন, আমি তৎসম্বন্ধে চারিটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া কাব্যবিনোদ সাহেবের হস্তে সমর্পন করি, তিনি উহার কতকাংশ মা'ছুম মোহম্মদ নামক পুস্তকে সংযোগ করিয়া প্রবন্ধগুলি আমার নিকট ফেরত দেন, আমি নবিগণের পবিত্রতা, কোরআনের তহরিফ না হওয়া, তওরাত ও ইঞ্জিলের তহরিফ হওয়া, তওরাত ও ইঞ্জিলের মনছুখ হওয়া এই প্রবন্ধগুলি ইছলাম দর্শনে প্রকাশ করি। এই চারিটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ করার বাসনা আছে।

হজরত পীরান পীর গাওছোল-আজম সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানি (কোঃ)র জীবনী কেহ কেহ ছাপাইয়াছেন। কিন্তু উহাতে অনেক বাতীল গল্প যোগ করিয়া দিয়া নিন্দনীয় হইতেছেন, আমি ছহিহ ছহিহ ঘটনা উল্লেখ করতঃ 'বড় পীর সাহেবের জীবনী' ছাপাইয়া প্রচার করি।

কেহ কেহ পীরগণের অলৌকিক ঘটনা (কারামত) গুলি

অবিশ্বাস করিয়া থাকেন, এই হেতু আমি "অলিউল্লাহ্-গণের জীবনী" ছাপাইয়া প্রকাশ করি। আরব, তুর্কিস্থান, আফগানেস্থান, হিন্দুস্থান ও অন্যান্য স্থানের জেন্দাদেল আলেমগণ তৎসমুদয় স্থানের পীর অলিগণের জীবনী লিখিয়া তাঁহাদের রুহানি ফএজ লাভ করিতেছেন। কিন্তু বঙ্গ দেশে অনেক পীর ওলি, গওছ কোতাব, আবাদাল সমাধিস্থ হইয়াছেন, বাংলার আলেমগণ তাঁহাদের জীবনী ছাপাইতে চেষ্টা করেন নাই। হজরত পীর সাহেবের দোয়ায় তাঁহাদের অধিকাংশের জীবনী সাধ্যানুযায়ী সংগ্রহ করিয়া এক ভাগ ছাপাইয়া 'বঙ্গ আসামের পীর আওলিয়া কাহিনী' নাম দিয়া প্রচার করিতেছি, খোদার মর্জি হইলে, উহার দ্বিতীয় অংশ ছাপাইয়া প্রচার করিব।

ময়মনসিংহের দুইজন মৌলবী একটি জেন্দা মছজেদ নষ্ট করিয়া দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া প্রচার করিতেছিলেন, হজরত পীর সাহেব বলেন, ইহা জায়েজ নহে। আমি উক্ত মৌলবীদ্বয়ের ফৎওয়া 'বাইটকামারি' বাহাছ নাম দিয়া ছুন্নত অল-জামাতে প্রচার করি এবং পুস্তক আকারে প্রচার করিয়া লোকের দ্বিধা ভঞ্জন করি।

একটি জেন্দা মছজেদ বেকার অবস্থায় ত্যাগ করতঃ দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করা আসল মছজেদ জেরার, কিন্তু দেওবন্দের একজন মুফতি ও মাওলানা থানাবি সাহেবের সাক্ষরিত একটি ফৎওয়া লিখিত আছে যে, উহা মছজেদ জেরার নহে উহাতে অবাধে নামাজ জায়েজ হইবে।

হজরতের আমলে মোনাফেকগণ যে মছজেদটি প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাই মছজেদে-জেরার হইবে, তাহা ব্যতীত দুনইয়াতে মছজেদে জেরার আর নাই। মুছলমানগণের জন্য এই হুকুম নহে।

অথচ বড় বড় তফছিরে যে মছজেদটি অন্য মছদেজের ক্ষতির জন্য প্রস্তুত করা হয়, উহাই মছজেদে জেরার বলিয়া

লিখিত আছে। হজরত ওমার (রাঃ) জেরারের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, স্বয়ং মাওলানা থানাবী ও মাওলানা লাক্ষ্ণবী সাহেবদ্বয় এইরূপ মছজেদ নাজায়েজ এবং উহাতে নামাজ পড়া নাজায়েজ বলিয়াছেন। বড় বড় তফছিরে এই হুকুমটি মুছলমানদিগের জন্য ব্যাপক হওয়ার মত লিখিত আছে, বহু আয়ত কাফের ও মোনাফেকদিগের জন্য নাজেল হইলেও উহার হুকুম মুছলমানদিগের জন্য ব্যাপক হওয়া স্বীকৃত হইয়াছে, কাজেই উক্ত ফৎওয়া বাতীল। আমি পীর সাহেবের আদেশে উহার প্রতিবাদে "একটি ফৎওয়ার রদ" প্রচার করিয়া দেশবাসীদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করি। কতকগুলি অযোগ্য পীর, পীরি আসনে সমাসীন হইয়া নিজেদের ব্যতীত দুনইয়াতে আর পীর নাই বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকে, কাজেই তাহাদের এই বাতীল দাবীর জন্য আসল পীর নকল বলিয়া ও নকল পীর আসল বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। এই ধোকাজাল ছিন্ন করার জন্য 'পীরি-মুরিদী তত্ত্ব' প্রকাশ করি।

মজহাব বিদ্বেষীদল সামান্য মুনশী হইয়াও রফয়োল এয়াদাএন করার, এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পড়ার, আমিন উচ্চস্বরে পড়ার, বুকের উপর পুরুষের হাত বাঁধার, তকলিদ (মজহাব মান্য) শেরক হওয়ার ও এজমা কেয়াছ নাজায়েজ হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি আয়ত ও হাদিছ পড়িয়া লোকদিগকে বড় মাওলানা হওয়ার বিশ্বাস জন্মাইয়া নিজেদের বাতীল মতের দিকে আকর্ষন করিয়া থাকে, অথচ আমাদের দলের মুনশী বা মৌলবীগণ এসম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ, আবার বর্ত্তমানে অনেকে খোৎবার বাংলা অর্থ জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, এদিকে বিরাট দল মাওলানা খোৎবার বাংলা উর্দ্দু অর্থ প্রকাশ করা মকরুহ তহরিমি বলিয়া ফৎওয়া দিতেছেন, এই হেতু আমি 'খোৎবার বঙ্গানুবাদ' করিয়া উহাতে এমন কয়েকটি আয়ত ও

হাদিছ লিখিয়া দিয়াছি, যাহাতে 'রফয়োল-ইয়াদাএন' ও এমামের পাছে কোরআন পাঠ নিষিদ্ধ হওয়া, 'আমিন' আস্তে আস্তে পড়ার ও নাভীর নীচে হাত বাঁধার দলীল, মজহাব মান্য করা ওয়াজেব, এজমা ও কেয়াছ করা জায়েজ হওয়া বুঝা যায়। সাধারণ মুনশীগণ যেন অহাবিদের ধোকা জাল ছিন্ন করিতে পারে, ইহার ব্যবস্থা করিয়াছি।

আলেমগণের ফৎওয়ার প্রতি লক্ষ্য করতঃ নামাজের পূর্ব্বে বারটা কিম্বা সওয়া বারটায় খোৎবার বাংলা অর্থ শুনাইয়া লোকদের তৃপ্তি নিবারণ করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করিয়াছি।

একদল বেশরা ফকির ও বেদয়াতি পীর, পীর দেবতার নামে মানসা করা জায়েজ হওয়ার ও কতকগুলি কল্পিত বিষয়কে তরিকত মা'রেফাত বলিয়া দাবি করিয়া, ছুন্নতের অনুসরণ না করিয়া এবং কতকগুলি মৌলবী পীরত্বের শর্ত্তগুলি আয়ত্ব না করিয়া এবং হালাল হারামের বাদ বিচার না করিয়া সবচেয়ে বড় পীর হওয়ার দাবী করিয়া এবং কতকগুলি নেচারিদলের লোক তরিকত মা'রেফাত কিছুই নহে বলিয়া দাবী করিয়া বাংলা ও আসামকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিতেছিল। এই হেতু হজরত পীর সাহেব আমাকে 'তরিকত দর্পণ' কেতাব খানা ছাপাইতে আদেশ দেন, ইহা হজরত পীর সাহেবের উপদেশাবলীতে পূর্ণ রহিয়াছে। ইহার এক নাম মলফুজাতে-ছিদ্দিকিয়া। জনাব ইন্‌স্পেক্টর আবদুল করিম সাহেব স্বপ্নযোগে নবি (ছাঃ)কে বলিতে শুনেন, আমি ফুরফুরার পীর সাহেবের আদেশে লিখিত দুইখানা কেতাব কবুল করিয়া লইয়াছি। পীর সাহেব বলেন, তন্মধ্যে একখানা তরিকত দর্পন। তিনি অনেক সময় মুরিদগণকে তরিকত দর্পন অনুযায়ী আমল করিতে আদেশ দিতেন, সাধারণ লোকে আল্লাহ তায়ালার স্বরূপ সম্বন্ধে নানারূপ বাতীল মত ধারণ করিয়া থাকে। তাঁহাকে কোন স্থানে সীমাবদ্ধ ও সাকার ধারণা করিয়া থাকে, আয়ত ও

হাদিছ মোতাশাবেহাতের বাতীল অর্থ গ্রহণ করে। একদল লোক দূর দেশে গোর জিয়ারতের জন্য ছফর করা নাজায়েজ বলে। লোকে বিধর্ম্মীদের পর্ব্বে যোগদান করিয়া থাকে, কেহ খোদার জাতি নূরে হজরত নবি (আঃ)এর সৃষ্টি স্বীকার করে, ইত্যাদি কুমত খন্ডন করার জন্য 'জরুরী মছলা' তৃতীয় ভাগ প্রচার করি।

অনেকে পঞ্জিকা দেখিয়া রোজা রাখে ও ঈদ করে, টেলিগ্রামের সংবাদে রোজা রাখে ও ঈদ করে। কেহ একসের নয় ছটাক চাউল দ্বারা ফেৎরা দিয়া থাকে। কেহ খোৎবার আজানের জওয়াব দেওয়া নাজায়েজ বলে। কেহ ইছালে-ছওয়াবের মজলিশ করা হারাম বলে। এই সমস্ত মতবাদ খন্ডন উদ্দেশ্যে 'জরুরী মছলা' প্রথম ভাগ প্রচার করা হয়। উদয়পুরের মৌলবী আবদুল হালিম সাহেব পণ গ্রহণ হালাল বলেন, কেহ গানবাদ্য নর্ত্তন কুর্দ্দন হালাল জানে উহার প্রতিবাদে 'জরুরী মছলা' দ্বিতীয় ভাগ প্রচার করি।

একবার মৌলবী আবদুল হালিম সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, শামী কেতাব তাহার নিকট উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে নিজের দাবি প্রমাণ করিতে বলিলে, তিনি নিরুত্তর হন, ইহার অনেক লোক সাক্ষী আছে।

বাংলার বাংলা শিক্ষিত মুছলমানদিগকে আলেম বানাইবার জন্য 'মছলা ভাণ্ডার' ৩ ভাগ, 'নামাজ শিক্ষা', 'জবাহ কোরবানি', জাকাত ফেৎরা, দফন কাফনের মছলা ইত্যাদি প্রচার করি।

জটিল ফৎওয়া জানার জন্য 'জরুরী ফৎওয়া' ও 'ফাতাওয়ায় আমিনিয়া' ৩ ভাগ প্রচার করি, ইহাতে সহস্রাধিক মছলার জওয়াব লিখিত আছে। সাধারণ লোকে হজরতের হাদিছ বুঝিতে পারে, এই হেতু মেশকাতের সঠিক বঙ্গানুবাদ একখন্ড ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছি, ক্রমশঃ উহার সঠিক অনুবাদ বাহির হইতে থাকিবে।

বাগের হাটের মাওলানা আবদুল করিম সাহেব নামাজের

পরে হাত উঠাইয়া মোনাজাত করা নাজায়েজ হওয়ার ও মজহাব মান্য করা জরুরী না হওয়ার ফৎওয়া দিয়া মহা ফাছাদের সৃষ্টি করেন, ষাট গুম্বজের মছজেদ প্রাঙ্গণে এজন্য তাহার সহিত আমার বাহাছ হয়, ইহাতে তিনি নিরুত্তর হন, 'ষাট গুম্বুজের বাহাছ' পুস্তক খানা ছাপাইবার আশা রাখি।

বর্দ্ধমান পোরশার দুইটি ইংরাজি শিক্ষিত মাষ্টার পীরি-মুরিদী নাজায়েজ ও হারাম, পীর কিছুই নহে, তাবিজ লিখিয়া দেওয়া শেরেক, এইরূপ বাতীল মত প্রচার করতঃ এক অঞ্চলকে গোমরাহ করিতেছিলেন। আমি, বড় পীরজাদা, মাওলানা ফয়জোর রহমান সাহেবদ্বয় সহ তথায় গমন করিয়া তাহাদিগকে বাহাছে লাজওয়াব করি। 'পোরশার বাহাছ' সত্বর ছাপান হইবে।

যে সময় স্বদেশী হুজুগে মাতিয়া মুছলমানগণ বন্দে মাতরম ধ্বনিতে লোকদের কান ঝালাপালা করিতেছিলেন, সেই সময় আমি উহা নাজায়েজ ও কোফর হওয়ার ফৎওয়া 'হাজিগঞ্জের বাহাছে' প্রচার করি। ছুফি ছদরদ্দিন ছাহেব তৎসংক্রান্ত একখানা কোতাবে প্রচার করেন।

মধ্যম পীরজাদার যত্নে ও তাঁহার দ্বারা ইছলাম জারি করার জন্য নিম্নোক্ত কেতাবগুলি প্রচার হইতেছে।

(১) বাতিল ফেরকা (২) মওজুয়াত (উর্দ্দু) (৩) তাবাকাতোল এজাম (উর্দ্দু) (৪) ফুরফুরা শরিফের ইতিহাস (৫) মিন্নাতোল মোগিছ (উর্দ্দু) (৬) নবি (ছাঃ) এর ফৎওয়া (৭) নবি (ছাঃ) এর ভবিষ্যদ্বানী (৮) গলৎ মছলা সংশোধন (৯) মোনাজাতে-রাছুল (১০) তাজকেরাতোছ ছালেহাত (১১) কামেল পীরের আলামত (১২) চার পীরান পীরের নছিহত।

বড় পীরজাদার যত্নে তাছাওয়ফ শিক্ষা ও আকায়েদ এছলাম।

সেজে পীরজাদা কর্ত্তৃক (১) পাক নাপাকের মছলা (২)

শেয়ের-খানির ফৎওয়া (৩) স্বামী ও স্ত্রীর কর্ত্তব্য প্রচারিত হইতেছে।

তাঁহার অন্যতম বড় খলিফা মাওলানা ময়েজদ্দিন হামেদী সাহেব নিম্নোক্ত কেতাবগুলি ইছলাম সঞ্জিবীত করা কল্পে প্রচার করিতেছেন।

আনওয়ারোল-মাছায়েল ৩ ভাগ, তাবিজের কেতাব ৫ ভাগ বঙ্গানুবাদ খোৎবা, ধূমপানের অপকারিতা, কৃষকের উন্নতি, জাতীয় কল্যাণ, প্রজাসত্ত্ব আইন, সরল টোটকা চিকিৎসা।

মাওলানা আহমদ আলি এনাএতপুরী সাহেব নিম্নোক্ত কেতাবগুলি প্রচার করিতেছেন ;—

(১) দাফেয়ে-জোলোমাত, (২) একামাতোছ-ছুন্নাহ (৩) ছুরা ইয়াছিনের তফছির (৪) নামাজ শিক্ষা (৫) অজিফা (৬) কারামাতোল-আউলিয়া।

হজরতের বড় খলিফা মাওলানা নেছার আহমদ বরিশালি সাহেব নিম্নোক্ত কেতাবগুলি প্রচার করিয়াছেন।

(১) তরিকোল-ইছলাম ১১ ভাগ, জুমার দ্বিধা ভঞ্জন, আলজুমা, এজহারোল হক (জুমার বাহাছ), মোছলেম রত্নহার, নুরোল হেদাএত, মছলায়-আরবায়া, হক কথা, দাড়ি গোফ সমস্যা, ফতোয়ায়-ছিদ্দিকিয়া ৩ ভাগ, জুমার উর্দ্দু আরবি ফতোয়া, রদ্দে বদ গোমান, তা'লিমে-মারেফাত, জুমার সংক্ষিপ্ত দলীল, গঞ্জে হক মাল মোক্তাছার, সুদ সমস্যা, ফুটবলের ফতোয়া, সমাজ উন্নতি, নছব নামা, অছিয়ত নামা, তাহকিকে বার্জোখ।

তাঁহার শিষ্য মুনশী এমদাদ আলি সাহেব নিম্নোক্ত কেতাবগুলি প্রচার করিয়াছেন।

তওবা, মাওলানার উক্তি খন্ডন, বালক নূর বালিকা শিক্ষা, বালিকা নূর বালিকা শিক্ষা ওয়াজে-ইছলাম ২ ভাগ, মিলন যুগ ও নীতি রহস্য, একাচারের ব্রাহ্মণের নিকট প্রশ্ন, মানব বাগান,

বিবাহের গুপ্ত কথা, দীনিয়াত নামাজ শিক্ষা, কুরীতি বর্জ্জন, জুমার নামাজ পড়িলাম কেন? মোছলেম মালা, উপদেশ মালা, স্বভাব দর্পণ, সুদের পরিমাণ, হুক্কা বিনাশ, হজরতের ভবিষ্যৎ বাণী, ফুটবল খেলার রহস্য, সংক্ষিপ্ত অজিফা, ধারাপাত পদ্ধতি, মক্তব নুর, ঐ অর্থ, ভারতের প্রতি আক্ষেপ, আখেরাতের সম্বল, ওয়াজ রত্ন।

মৌলবী নুরদ্দিন আহমদ কৃত।

(১) ছেলেদের নুর নবী (২) নেছার চরিত (শর্ষিনার পীর সাহেবের জীবনী) (৩) স্বামী স্ত্রীর সংসার

মৌলবী রুহুল কুদ্দুছ সইদপুরী কৃত।

(১) জরুরী বিধান (২) নাজাতোল-আখেরাত (৩) স্বামী ও বিবির হক (৪) মিলাদে হবিবি (৫) মোজার্রাবাত তাবিজাত (৬) বার চাঁদের এবাদত।

মাওলানা ফয়জুল্লাহ চিশতি কৃত

(১) সরল নামাজ শিক্ষা (২) তাবিজাত (৩) হকিকাতোছ-ছালাত (৪) হিন্দু ধর্ম্মে গো-কোরবানি।

পীর সাহেবের বড় খলিফা ছুফি ছদরদ্দিন আহমদ সাহেব কৃত

(১) এল্‌ম-তাছাওয়োফ (নক্‌শবন্দীয়া তরিকা) (২) এলম-তাছাওয়োফ (কাদেরিয়া তরিকা) (৩) ফেনি মোনাজারা (উর্দ্দু) (৪) ফেনি মোনাজারার বাঙ্গালা ব্যাখ্যা (৫) তনকিহাতে-ছানিয়া (৬) বিবি ও শওহরের কর্ত্তব্য (৭) আকায়েদোল-এছলাম (৮) বুজুর্গ নামা।

মাওলানা বজলের রহমান সাহেব কৃত সুদের পরিনাম।

মাওলানা খেলাফত হোসেন সাহেব কৃত (১) নবী বাণী, (২) বেহেশতের পথ।

মুনশী শুকুর আলি কৃত—(১) উপদেশ লহরী (২) সরল নামাজ শিক্ষা (৩) বেহেশত ও দোজখ।

কেহ কেহ ফুরফুরার ইছালে-ছওয়াবের মহফেলকে ও শর্ষিনার উক্ত মহফেলকে নাজায়েজ ওরছের মহফেল বলিয়া একখানা ফৎওয়া প্রচার করিয়া লোকদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছেন, এইহেতু ইহা জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লেখা জরুরী বলিয়া বোধ হইতেছে।

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণবী সাহেব 'মজমুয়া-ফাতাওয়ার ২/২৯৬/২৯৭ পৃষ্ঠায় এইরূপ মজলিশ জায়েজ হওয়ার দলীল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী সাহেব ফাতাওয়ায়-আজিজির ১/১০৪/১০৫ পৃষ্ঠায় উহা জায়েজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আরও তিনি উক্ত ফাতাওয়ার ১/৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;— "বৎসরের পরে একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া গোরের নিকট গমন করা তিন প্রকার হইতে পারে। প্রথম এই যে, বিনা বহু লোকের একত্র সমাবেশে দুই একটী লোক একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া কেবল জিয়ারত ও এস্তেগফারের জন্য গোরের নিকট গমন করেন। এইটুকু হাদিছে প্রমাণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় একত্রিত ভাবে বহু লোক সমাবেত হয়েন, কোরআন শরিফ খতম করেন এবং মিষ্টান্ন কিম্বা খাদ্য সামগ্রীর ছওয়াব-রেছানি করিয়া সমাগত লোকদিগের মধ্যে বন্টন করেন, এই প্রকার কার্য্য (হজরত) নবি (আঃ) ও সত্যপরায়ণ খলিফাগণের সময় অনুষ্ঠিত হইত না, যদি কেহ এইরূপ কার্য্য করে, তবে কোন ভয় নাই, কেননা এই প্রকার কার্য্যে কোন দোষ নাই, বরং জীবিতেরা ও মৃতেরা ইহাতে লাভবান হইয়া থাকেন।

তৃতীয় গোরের নিকট এইভাবে সমাবেত হওয়া যে, লোক সকল একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া গৌরব বর্দ্ধক ও মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ঈদের দিবসের ন্যায় আনন্দিত অবস্থায়

গোর সমূহের নিকট সমবেত হয়েন, নর্ত্তন কুর্দ্দন, বাদ্য, কবরসমূহ ছেজদা ও তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করার তুল্য অন্যান্য নিষিদ্ধ বেদয়াত করেন, এই প্রকার কার্য্য হারাম ও নিষিদ্ধ। বরং ইহার কতক কার্য্য কাফেরিতে পরিণত করে। ইহাই নিম্নোক্ত হাদিছ দুইটির মর্ম্ম। তোমরা আমার গোরকে ঈদ স্থির করিও না। হে খোদা তুমি আমার গোরকে পূজিত প্রতিমা করিও না।

আরও হজরত শাহ সাহেব ফাতাওয়ার ১/৪৫/৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

প্রশ্নকারি বলেন, নিজেদের বোজর্গগণের ওরছ (ইছালে-ছওয়াব) আপনাদের উপর ফরজ জানিয়া প্রত্যেক বৎসরে গোরস্থানে সমবেত হইয়া খাদ্য ও মিষ্টান্ন তথায় লইয়া বিতরণ পূর্ব্বক গোরস্থান সমূহকে পুজিত প্রতিমা করিয়া থাকে।

শাহ সাহেব বলেন, এই দোষারোপ দোষার্পিত ব্যক্তির অবস্থা নাজানা হেতু হইয়াছে, কেননা কোন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট শরিয়তের ফরজ ব্যতীত অন্য বিষয়কে ফরজ বলিয়া ধারণা করেন না। হাঁ নেককারদিগের গোর জিয়ারত করা, বরকত লাভ করা, ছওয়াবের কার্য্য, কোরআন পাঠ, নেক দোয়া, খাদ্য ও মিষ্টান্ন বিতরণ দ্বারা তাহাদের উপকার করা বিদ্বান্‌গণের একবাক্যে স্বীকৃত মতে উত্তম কার্য্য, ওরছের (ইছালে-ছওয়াবের) দিন এই হেতু নির্দ্দিষ্ট করা হয় যে, উক্ত দিবসে তাঁহাদের পৃথিবী হইতে পরজগতে গমন করা স্মরণ করাইয়া দেয়, নচেৎ যে কোন দিবস এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, সেই দিবসেই মুক্তি ও নাজাতের কারণ হয়। সন্তান সন্ততির পক্ষে ওয়াজেব যে, এই প্রকার সৎকার্য্য দ্বারা পূর্ব্ব-পুরুষগণের উপকার করে, যেরূপ হাদিছ সমূহে আছে, সৎপুত্র নিজের পিতার জন্য দোয়া করে। কোরআন তেলাওয়াত ও ছওয়াব-রেছানিকে গোর পূজা স্থির করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ও অনভিজ্ঞতা, অবশ্য যদি কেহ (কবর) ছেজদা ও তওয়াফ

(প্রদক্ষিণ) করে এবং এইরূপ যাচ্ঞা করে যে, হে অমুক পীর; তুমি এইরূপ কর; এইরূপ কর; তবে পৌত্তলিকদিগের সমভাবাপন্ন হইবে। আর যদি এইরূপ না হয়; তবে কেন দোষের পাত্র হইবে?আরও তিনি উহার ৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন; যদি মৃতের জন্য দোওয়ার সময় স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে ওরছের সময় নির্দ্দিষ্ট করা হয়; তবে কোন দোষ নাই; কিন্তু উক্ত দিন স্থির লাজেম জানা বেদয়াত।

মাওলানা আশরাফ আলি থানাবী সাহেবের পীর মাওলানা হাজি এমদাদুল্লাহ্ সাহেব 'ফয়ছলায়-হফত-মছায়েল' কেতাবের ৭-৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

মৃতদের আত্মার উপর ছওয়াব পৌঁছান উত্তম কার্য্য। বিশেষতঃ যে যে বোজর্গগণের দ্বারা আত্যাত্মিক জ্যোতিঃ (রুহানি ফয়েজ) ও বরকত লাভ করা হইয়াছে; তাঁহাদের হক আরও অধিক। নিজের পীরভাইদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা সমধিক প্রীতি প্রণয় ও বরকতের অবলম্বন স্বরূপ। তীরকত প্রার্থীদিগের লাভ এই যে, পীরের অনুসন্ধানে কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। বহু পীর (উক্ত স্থানে) পদার্পণ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে যাহার প্রতি ভক্তি হয় তাহার বশ্যতা স্বীকার করিতে পারে, এইজন্য 'ওরছ' প্রথা স্থাপন করার উদ্দেশ্য এই—যে সমস্ত তরিকার লোক এক সময় সমবেত হয়েন তাঁহাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হয় এবং গোরবাসির আত্মার উপর কোরআন ও খাদ্য সামগ্রীর ছওয়াবরেছানি করা হয়, এই সুবিধার জন্য দিন নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

হাদিছে আছে, তোমরা আমার গোরকে ঈদ করিও না। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, কবরের নিকট মেলা করা, আনন্দ উৎসব করা, সাজ-সজ্জা করা, জাক-জমক করা, ইহাই নিষিদ্ধ। কেননা গোরস্থানের জিয়ারত, উপদেশ গ্রহণ করা ও পরকাল স্মরণ করার উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পরকালের উদাসীনতা

ও সাজ-সজ্জার জন্য নহে। গোরের নিকট সমবেত হওয়া নিষিদ্ধ হওয়া উক্ত হাদিছের অর্থ নহে, নচেৎ বহু দল লোকের হজরতের গোর জিয়ারত মানসে মদিনা শরিফে গমন করা নিষিদ্ধ হইত। ইহাত বাতীল, এক্ষেত্রে সত্যমত এই যে, একা কিম্বা দলবদ্ধভাবে গোর জিয়ারত করা জায়েজ এই যে, কোন সুবিধা হেতু দিন নির্দ্দিষ্ট করাও জায়েজ। অবশ্য যে মজলিশে নর্ত্তন কুর্দ্দন (গোর) ছেজদা ইত্যাদি মন্দ কার্য্য হয়, তথায় যোগদান করা অনুচিত। আমার নিয়ম এই যে, আমি প্রত্যেক বৎসরে তাপস পীর মোর্শেদের পাক রুহে ছওয়াব-রেছানি করিয়া থাকি। প্রথম কোরআন পাঠ হয়, যদি সুযোগ হয়, তবে মিলাদ পাঠ হয়, উপস্থিত খাদ্য লোকদিগকে খাওয়ান হয়, তৎপরে উহার ছওয়াব পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু করা আমার রীতি নহে।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ফুরফুরার ইছালে-ছওয়াব কোন গোরের নিকট করা হয় না, কোন পীরের মৃত্যুর তারিখে উহা করা হয় না, কোন মোছলেহাতে জন্য ২১/২২/২৩শে ফাল্গুন উহার দিন নির্দ্দিষ্ট করা হইলেও উহা বড় সভার তারিখ, কিন্তু মূল জলছা ২/৩/৪ দিবস পূর্ব্বে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে শুরু হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, কাজী ছানাউল্লাহ পানিপাতি 'উরছ'কে নাজায়েজ বলিয়াছেন, ইহার উত্তর এই যে, তিনি প্রচলিত বিশিষ্ট প্রকার 'উরছ'কে নাজায়েজ বলিয়াছেন, প্রত্যেক 'উরছ'কে নাজায়েজ বলেন নাই।

তিনি তফছিরে মোজহারির ২৯৩/২৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الاولياء و الشهداء من السجود و الطواف حولها و اتخاذ السرج و المساجد عليها و من الاجتماع بعد الحول كالاعياد و يسمونه عرسا *

"নিরক্ষরেরা অলি ও শহিদ্গণের গোর সমূহে যে ছেজদা করিয়া থাকে, উহার চারিদিকে তওয়াফ করিয়া থাকে, উহার উপর প্রদীপ সকল জ্বালাইয়া থাকে, মছজেদ সকল প্রস্তুত করিয়া থাকে, বৎসর অন্তর তথায় ঈদের ন্যায় সমবেত হইয়া থাকে এবং উহাকে 'উরছ' বলিয়া থাকে, ইহা জায়েজ নহে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, যে উরছের অর্থ গোর ছেজদা করা গোরের চারিদিকে তওয়াফ করা, গোরের উপর প্রদীপ জ্বালান, গোরের উপর মছজেদ বানাইয়া ছেজদা করা ও ঈদের ন্যায় জাকজমকের পোষাক পরিধান করিয়া যাওয়া, ইহাই নিষিদ্ধ ফুরফুরার ঈছালে ছওয়াবে কোরআন, কলেমা খতম, ওয়াজ নছিহত ও জেকর তা'লিম দেওয়া ও সমাগত লোকদিগকে খাওয়ান হইয়া থাকে, আরও উহা কবরের নিকট নহে। কাজেই ইহা নাজায়েজ হওয়ার কথা উহাতে নাই।

হজরত পীর সাহেবের বোজর্গানে দীনের

গোর জিয়ারত উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তান ভ্রমণ

তিনি একাধিকবার উক্ত উদ্দেশ্য বিদেশ গমন করিয়াছিলেন, আমি একবার তাঁহার সহিত গমন করি, কোন্নগরের হাজি আবদুল মতিন, হাজি আবদুল মইন প্রভৃতি অনেক লোক তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পাঞ্জাবের ছারহান্দ শরিফের হজরত মোজাদ্দেদে আলফে ছানি, হজরত মা'ছুমে-রাব্বানি প্রভৃতি বোজর্গদিগের গোর জিয়ারত করি। তথাকার খাদেমগণ ও গদ্দিনশীন পীর সাহেব হজরত পীর সাহেবের খুব সমাদর করেন। তথায় শরিয়তের কোন খেলাফ কার্য্য দর্শন করি নাই। যেস্থানে খানায়-কা'বা হজরত মোজাদ্দেদ আলফে-ছানি (রঃ)এর জিয়ারত করিতে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই স্থানটি আমি দর্শন করিয়াছি। যে কুণ্ডাটির পানি মদিনা শরিফের মছজেদে নবাবীর কওছর নামীয় কুণ্ডার সহিত

সংলগ্ন রহিয়াছে, উহার পানি পান করিয়াছি।

তথা হইতে রওজায় কাইউমিয়া কেতাবখানা খরিদ করিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম, উহাতে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে-ছানি কাইউমে আউওল আহমদ ছারহিন্দ (রঃ) কাইউমে-ছানি হজরত মা'ছুমে রাব্বানি (রঃ) কাইউমে ছালেছ হজরত হোজ্জাতোল্লাহ খাজা মোহঃ নকশবন্দ, ও কাইউমে রাবে খলিফাতুল্লাহ খাজা মোহাঃ জোবাএর রহঃ সাহেবগণের বিস্তারিত জীবনী লিখিত আছে। মা'ছুমে রাব্বানির মকতুবাত তথা হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছি।

আমরা যে সময় গিয়াছিলাম, তথাকার ইছালে-ছওয়াবের সময় ছিল। বহু বোজর্গের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

তথায় বহু কমলা লেবুর বৃক্ষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

আমরা তথা হইতে একটু দূরে দুইটি গোরের জিয়ারত করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে একটি হজরত মোজাদ্দেদ আলফে ছানির ওয়ালেদ মাজেদ শেখ আবদুল আহাদ সাহেবের মজার, তৎপরে আমরা আজমির শরিফে উপস্থিত হই, হজরত গরিব নওয়াজ সুলতানোল হেন্দ হজরত পীর মইনদ্দিন চিস্তি (রঃ)-র মাজার শরীফ জিয়ারত করি, তথাকার খাদেমেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক শ্রেণী শরিয়তের পায়বন্দ, আমরা এই শ্রেণীর একজন খাদেমের মেহমান হইয়াছিলাম, তিনি আমাদের এক সন্ধ্যার খোরাক ফ্রী দিয়াছিলেন। আর এক শ্রেণীর খাদেম শরিয়তের বিপরীত পথগামী বেদয়াতি, তাহারা যাত্রীদিগকে রওজা শরিফে প্রবেশ করা কালে ছেজদা করাইয়া লইয়া থাকে।

ছেজদা দুই প্রকার—এবাদতের ছেজদা, ইহা কোফর; কোরআন শরিফের ছুরা হামিম ছেজদাতে আছে ;—

لا تسجدوا للشمس و لا للقمر و اسجدوا لله الذي خلقهن ★

এই আয়তে এবাদতের জন্য অন্যকে ছেজদা করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দ্বিতীয় তা'জিম ও তাহিয়াতের ছেজদা; এই ছেজদা; নিষিদ্ধ ও হারাম হওয়া নিম্নোক্ত ছুরা আল-এমরানের আয়ত হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে।

ايا مركم بكفر بعد اذ انتم مسلمون *

তফছিরে কবির, ১/৫০৬, ছেরাজোল-মনির, ১/২২৩, রুহোল-মায়ানি, ১/৬১৮, হাশিয়ায়-জোমাল, ১/২৯১ ও বয়জবীর ২/২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত নবি (ছাঃ)কে তা'জিমি ছেজদা করিতে ছাহাবাগণ তাঁহার নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন সেই সময় উক্ত আয়ত নাজেল হয়, আয়তের অর্থ এই "যখন তোমরা মুছলমান হইয়াছ, ইহার পরে তিনি (হজরত মোহম্মদ) (ছাঃ) কি তোমাদ্দিগকে কোফরের হুকুম করিতে পারেন?

এই আয়তে তা'জিমি ছেজদা করা কোফর বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

হানাফী-ফকিহগণ ইহাতে মতভেদ করিয়াছেন, একদল বলেন, তা'জিমি ছেজদা মাত্রই কোফর। আর একদল বলেন, উহা গোনাহ কবিরা ও কাৎয়ি হারাম, উহা হালাল জানিলে, কাফের হইতে হয়। অসংখ্য হাদিছ ও ফেক্হি রেওয়াএতে উহা হারামে-কাৎয়ি হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত "মাইজ ভান্ডারের বাহাছ" কেতাবে পাইবেন।

তথায় দেখিতে পাইলাম, নামাজ অন্তে বেদয়াতি খাদেমেরা ছেতারা বাজাইতেছে, কাওয়ালি (সঙ্গীত) করিতেছে। হজরত পীর সাহেব আছরের নামাজ অন্তে এইরূপ পবিত্র স্থানে সঙ্গীত বাদ্য নাজায়েজ হওয়ার নাতিদীর্ঘ ওয়াজ করেন, তিনি বলেন, ফাছেক আকবর বাদশার আমলে প্রথমে এই গোনাহ কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগির ইহা বন্ধ

করিয়া দিয়াছিলেন। এই বাদশাহ আলমগির ৭ শত বড় বড় মুফতি সংগ্রহ করিয়া দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ফাতাওয়ায়-আলমগিরি সঙ্কলন করাইয়া ছিলেন। উহাতে লিখিত আছে, ছামা কাওয়ালি, বাদ্য সমস্তই হারাম, এইরূপ স্থলে গমন করা জায়েজ নহে।

তরিকতের পীরগণ আল্লাহ ও রাছুলের প্রেম সূচক কবিতা পাঠ করিতেন; উহা রাগরাগিনী শূন্য ও বাদ্য শূন্য; ইহাকেই 'ছামা' বলা হয়, ছামার অর্থ সঙ্গীত নহে।

তৎপরে বাহাদুর বাদশাহ উক্ত বদ কার্য্য প্রচলন করেন।

মক্কা শরিফ ও মদিনা শরিফে চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মদপান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইত, এখনও হইয়া থাকে। তাই বলিয়া তৎসমস্ত কি জায়েজ হইবে? আজমির শরিফে বেশ্যার বাইনাচ হইয়া থাকে, চুরি গাঁইট কাটা ইত্যাদি হইয়া থাকে, উহা কি জায়েজ হইবে? পীর সাহেবের ওয়াজের সময় খাদেমেরা নির্ব্বাক ও নিস্তব্ধ হইয়া ছিলেন।

লেখক বলেন, আল্লামা এবনে-আমিরে হাজ্জ 'মদখল' কেতাবের ১৫২/১৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"নিশ্চয় আরবদিগের নিকট প্রসিদ্ধ 'ছামা' শব্দের অর্থ কবিতা পাঠে উচ্চ শব্দ করা, ইহা ব্যতীত অন্য অর্থ নাই। বর্ত্তমানে লোকে 'ছামা' শব্দের অর্থ সঙ্গীত লইয়া থাকে।

তৎপরে তাহারা যে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কেবল ইহাতে ক্ষান্ত না হইয়া প্রাচীন বিদ্বানদিগের উপর অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছেন। যেহেতু ইহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, বর্ত্তমানে তাহারা যে সঙ্গীত করিয়া থাকেন, প্রাচীন বোজর্গগণ তাহাই করিতেন। মায়াজাল্লাহ, তাহাদের উপর এইরূপ ধারণা করা অন্যায়। যে ব্যক্তি এইরূপ অপবাদ প্রয়োগ করে, তাহার পক্ষে তওবা করা এবং আল্লাহ-তায়ালার দিকে রুজু করা জরুরি,

নচেৎ সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

আলমগিরি ৫/৩৮৮ পৃষ্ঠা ;—

'ছামা' কাওয়ালি এবং নর্ত্তন কুর্দ্দন যাহা বর্ত্তমানকালের ছুফিনামধারিগণ করিয়া থাকে, তাহা হারাম, তথায় গমন করা তাহার নিকট উপবেশন করা জায়েজ নহে। ছামা, সঙ্গীত ও বাদ্য একই তুল্য।

ছুফি নামধারিগণ উহার জায়েজ বলিয়াছেন এবং প্রাচীন পীরগণের কার্য্যকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমার মতে ইহারা যাহা করিয়া থাকে; প্রাচীন বোজর্গগণ তাহা করিতেন না কেননা তাহাদের জামানায় অনেক ক্ষেত্রে কেহ তাঁহাদের অবস্থার অনুকুল মর্ম্ম সূচক একটি শ্লোক পাঠ করিত, ইহাতে সে উহার অনুকুল আচরণ করিত, আর কোমল হৃদয় ব্যক্তি নিজের অবস্থার অনুকুল কোন কথা শ্রবণ করিলে, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানহারা হইয়া পড়ে। প্রাচীন পীরদিগের সম্বন্ধে ইহা ধারণা করা যাইতে পারে না যে, নিশ্চয় আমাদের সমসাময়িক ফাছেক ও শরিয়তের আহকাম অনভিজ্ঞ লোকেরা যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা সেই প্রকার করিতেন। কেবল দীনদারদিগের কার্য্য প্রমাণ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।"

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, যাহারা হজরত পীর মইনদ্দিন চিস্তি (রঃ) প্রভৃতি চিস্তিয়া তরিকার পীরগণের জীবনী লিখিতে ইহা লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা সঙ্গীত বাদ্য করিতেন, ইহা একেবারে বাতীল কথা; তাহারা 'ছামা' শব্দের বিকৃত মর্ম্ম লিখিয়া দেশের লোকদিগকে ভ্রান্ত করিতেছেন।

এক্ষণে পীরেরা যে 'ছামা' করিতেন, উহা জায়েজ হওয়ার শর্ত্ত কি কি, তাহাই আলোচনা করা যাউক।

এমাম গাজ্জালী (রঃ) এহইয়াওল-উলুম কেতাবের ২/১৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

পাঁচটি কারণে 'ছামা' হারাম হইয়া থাকে ;—

প্রথম এই যে, গজল পাঠকারী বেগানা স্ত্রীলোক কিম্বা দাড়ীহীন বালক হয়।

দ্বিতীয় এই যে, তথায় বাদ্য যন্ত্র একতার, দুইতার, ছেতার ও দফ বাজান হয়।

তৃতীয় উহার মধ্যে অশ্লীল কথা, কাহারও দুর্ণাম, খোদা, রাছুল ও ছাহাবাগণের উপর অসত্যারোপ করা হয়।

চতুর্থ শ্রোতার মধ্যে নফছের কামনা প্রবল হয় এবং সে নব যৌবন প্রাপ্ত হয়, তাহার পক্ষে ছামা হারাম।

পঞ্চম ছামা পাঠকারি সাধারণ লোক হয়—যাহার উপর আল্লাহর মহব্বত প্রবল না হয়। আওয়ারেফোল মায়ারেফ ২/১০৫/১০৯ পৃষ্ঠা ;—

"যে ব্যক্তির মধ্যে নফ্ছের কামনা বর্ত্তমান আছে, তাহার পক্ষে ছামা শ্রবণ করা হারাম। শেখ আবু আবদুল রহমান ছানাদি বলিয়াছেন, আমি আমার দাদাকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যাহার কলব জীবিত ও নফ্ছ মৃত তাহার পক্ষে ছামা শ্রবণ করা জায়েজ। আর যাহার কলব মৃত ও নফ্ছ জীবিত, তাহার পক্ষে ছামা হালাল নহে।

আরও ১১৩/১১৬ পৃষ্ঠা ;—

"কয়েকস্থলে ছামার প্রতি এনকার করা উচিত, যদি তথায় এইরূপ একদল মুরিদ দেখা যায়, মুরিদ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের নফ্ছ প্রকৃত মোজাহাদায় অভ্যস্ত হয় নাই, কিম্বা গজল পাঠকারি দাড়ী বিহীন হয়; অথবা তথায় স্ত্রীলোকের সমাগম হয়; তবে ইহা ফেছক ও হারাম হওয়ার প্রতি কাহারও মতভেদ নাই।

রেছালায়-কোশয়রি; ১৮০ পৃষ্ঠা ;—

ওস্তাজ আবু আলি দাক্কাক বলিয়াছেন; আম লোকদের পক্ষে 'ছামা' হারাম; যেহেতু তাহাদের নফ্ছ বাকী আছে।

তরিকায় মোহম্মদী ৩/২৬৪ পৃষ্ঠা ;—

"যদি রাগ রাগিনী ও সঙ্গীতের ছামা হয়, তবে হারাম হইবে। ইহার প্রতি বিদ্বানগণের এজমা হইয়াছে। আর যে বোজর্গ ছুফিগণ 'ছামা' মোবাহ বলিয়াছেন, তাঁহারা নফ্ছের কামনা বাসনা হইতে পাক ছিলেন। তাহাদের ছামা জায়েজ হওয়ার কয়েকটি শর্ত্ত আছে, প্রথম এই যে, তাঁহাদের মধ্যে কোন দাড়ী বিহীন বালক না হয়। দ্বিতীয় তাহাদের দলের মধ্যে তাঁহাদের তুল্য দরজার লোক ব্যতীত অন্য লোক না হয়। ফাছেক, দুনইয়াদার ও স্ত্রীলোক না হয়। তৃতীয় গজল পাঠ কারীর নিয়ত খাঁটি হয়, যেন বেতন ও খাদ্য গ্রহণের মতলব তাহার না থাকে।

চতুর্থ খাদ্য ও স্বার্থের আকাঙ্খায় তাহারা দন্ডায়মান না হন।

পঞ্চম জ্ঞানহীন অবস্থা ব্যতীত তাহারা দন্ডায়মান না হন এবং সত্যভাব ব্যতীত অজ্দ প্রকাশ না করেন।

মূলকথা বর্ত্তমানকালে ছামা'র অনুমতি হইতে পারে না, কেননা (হজরত) জোনাএদ (রঃ) তাঁহার জামানায় তওবা করিয়াছিলেন। কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, সমশ্রেণী আলিউল্লাহ ও নফছের কামনা রহিত গজল পাঠকারীর অভাবে কিম্বা স্বার্থের দোষ উপস্থিত হওয়ায় তিনি তওবা করিয়াছিলেন।"

আমরা আজমীর শরিফে তারাগড় পাহাড়ে উঠিয়া শহিদগণের গোরগুলি জিয়ারত করিলাম। হজরত পীর সাহেব বলিলেন, ইহারা ইছলামের শত্রু কর্ত্তৃক শহিদ হইয়াছিলেন, উহার উপর একটি গোর দেখিলাম যে, তাহার মস্তক নিজের পীরের পায়ের দিকে ছিল। আওরঙ্গজেব বাদশাহ দুই তিন বার গোরটি উত্তর দক্ষিণ লম্বা করিয়া দিয়াছিলেন, প্রত্যেক বারে গোরটি ফিরিয়া যায়, অবশেষে গোর হইতে আওয়াজ হয়, হে বাদশাহ, হাসরে আমার জওয়াব আমি দিব, আপনি কেন আমাকে বিরক্ত করিতেছেন। দুই একটি মজযুব ফকিরের এইরূপ অবস্থা হইয়া

থাকে, ইহার উপর আমাদের আমল করিতে হইবে না।

আমরা দিল্লী শহরে পীর আওলিয়াগণের গোর জিয়ারত করি, হজরত খাজা বাকি বিল্লাহ সাহেবের গোর জিয়ারত করিয়া ছিলাম, ইনি হজরত মোজাদ্দেদ আলফে ছানি (রঃ)র পীর ছিলেন। হজরত কোতবোদ্দিন বখতিয়ার কাকি (রঃ)র গোর জিয়ারত করি, ইনি হজরত মইনদ্দিন চিস্তির খলিফা ও হজরত ফরিদদ্দিন পীর সাহেবের পীর ছিলেন। হজরত নেজামদ্দনি আওলিয়া (রঃ) হজরত খছরু, হজরত নছিরদ্দিন চেরাগে দেহলবী; হজরত নজমদ্দিন ছোগরা, অন্যান্য পীরগণের জিয়ারত করি।

বাদশাহ আলতামাশ, বাদশাহ হুমায়ুন, শাহ আবদুল হক দেহলবী, হজরত শাহ আবদুর রহিম, শাহ অলিউল্লাহ, শাহ আবদুর আজিজ, শাহ রফিউদ্দিন প্রভৃতি সাহেবগণের গোর জিয়ারত করি।

দিল্লীর মাদ্রাছায় আমিনিয়া, মাদ্রাছায় মাওলানা আবদুর রব, মাদ্রাছা হোছাএন বখশ ইত্যাদি, কোতবখানায় মোস্তফাবি, কোতব মিনারা ও দিল্লীর জামে মছজেদ পরিদর্শন করি।

হজরত নেজামদ্দিন আওলিয়ার গোরের পূর্ব্বদিকে একটি মজযুব ফকিরের গোর দেখিতে পাইলাম, তাহার মস্তক পীরের পায়ের দিকে রহিয়াছে।

দিল্লীর কেল্লা পরিদর্শন করিতে গিয়া মতি মছজেদ, দরবারে-আম, দরবারে-খাস সিংহাসন ইত্যাদি অপূর্ব্ব বিষয়গুলি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

আগরাতে উপস্থিত হইয়া তথাকার জামে মছজেদ, কেল্লা পরিদর্শন করিলাম, ইহা দিল্লীর কেল্লার দ্বিতীয় সংস্করণ। এই স্থলে কোন কোন বাদশার গোর দর্শন করিয়াছিলাম। তাজমহল দেখিয়া চক্ষের তৃপ্তি সাধন করি।

অবশেষে পানিপাতে উপস্থিত হই, এইস্থলে হজরত তোর্ক

সাহেবের মজার জিয়ারত করি, ইনি শহরের বাদশাহ ও তেজ ফয়েজের অলি। শাহ বু-আলি কালান্দরের গোর জিয়ারত করি, হজরত কাজি ছানাউল্লাহ পানিপাতির ও কয়েক জন বোজর্গের গোর জিয়ারত করি। কাজি সাহেবের গদ্দিনশিন সাহেব হস্ত লিখিত ত্রিশ পারা তফছিরে মোজহারি হজরত পীর সাহেবের নিকট পেশ করিয়া বলিলেন, যদি আপনি ইহার ছাপানোর ভার লইতে পারেন, তবে আমি ইহা আপনাকে দিতে পারি। হজরত পীর সাহেব এই ভার লইতে অস্বীকার করেন। আজ কাল মাত্র ১০ পারা তফছিরে মোজহারি ছাপান পাওয়া যায়, তাহাও দুষ্পাপ্র্য।

জীবিত পীরদিগের দ্বারা যেরূপ রুহানি ফএজ লাভ হয়, মৃত পীর দিগের দ্বারা তাহা অপেক্ষা অধিকতর রুহানি ফএজ লাভ হইয়া থাকে। মৃত পীরদিগের রুহানি নেছবত জানার নিয়ম এই যে, গোরের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেকে নেছবত শুন্য অবস্থাতে নিজের অন্তরকে তাঁহার অন্তরের সহিত সংযোগ করিবে। তৎপরে নিজের অন্তরের দিকে লক্ষ্য করিবে, ইহাতে যে অবস্থাটি নিজের মধ্যে বোধ করিবে, তাহাই উক্ত অলির নেছবত বুঝিতে হইবে।

মৃত ওলির জিয়ারত লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে, কাশফোল কবুল ও কাশফোল-আরওয়াহ এই মোরাকাবাদ্বয় করিতে হইবে, ইহাতে তাঁহার জিয়ারত লাভ হইবে।

এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, গোর জিয়ারতের জন্য ছফর করা জায়েজ কিনা?

কেহ কেহ বলেন, হাদিছ শীরফে আছে, মক্কা মদিনা ও বয়তুল-মোকাদ্দছ এই তিন মছজেদ ব্যতীত অন্যত্রে ছফর করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, এই হাদিছ দ্বারা গোর জিয়ারত করিতে বিদেশে যাত্রা করা জায়েজ নহে।

আমাদের উত্তর ;—

হাদিছের অর্থ এই যে, উক্ত তিন মছজেদ ব্যতীত অন্য মছজেদ যাওয়ার জন্য উটের শুকদুক্ বা শিবরি বাঁধা না হয়। এইরূপ বাঁধার কোন আবশ্যক নাই, কিন্তু বাঁধিলে হারাম বা দোষ হওয়া উক্ত হাদিছে সপ্রমাণ হয় না।

মেশকাত, ৬৮ পৃষ্ঠা ;—

হজরত নবি (ছাঃ) প্রত্যেক শনিবারে পদব্রজে বা ছওয়ার অবস্থায় কোবার মছজেদে যাইতেন। এই হাদিছটি ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমে আছে। এই হাদিছ দ্বারা বুঝা যায় যে। অন্য কোন মছজেদের জন্য উটের উপর আরোহন করিয়া যাওয়া দুষিত কার্য্য নহে।

এমাম এবনো-হাজার আস্কালানি উক্ত হাদিছের টিকাতে ফৎহোল-বারীতে লিখিয়াছেন ;—

উপরোক্ত হাদিছে বুঝা যায় যে, উপরোক্ত তিন মছজেদের জন্য ছফর করাতে বহু দরজা লাভ হয়, এতদ্ব্যতীত অন্য মছজেদের জন্য ছফর করাতে (কোন ফজিলত না থাকিলেও) উহা জায়েজ হইবে। কেহ কেহ বলেন, উক্ত তিন মছজেদ ব্যতীত অন্য কোন মছজেদে নামাজ পড়িতে যাওয়ার জন্য মানসা করা নিষিদ্ধ, কিন্তু কোন নেককার বা গোরবাসির জিয়ারতের জন্য এলম শিক্ষা, বাণিজ্য বা ভ্রমণের জন্য নিকট বা দূর দেশে ছফর করা উক্ত হাদিছে নিষিদ্ধ হওয়া সপ্রমাণ হয় না। এমাম ছুবকি বলিয়াছেন, মক্কা, মদিনা ও বয়তুল-মোকাদ্দছ এই তিন শহর ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের এরূপ কোন ফজিলত নাই যে, সে জন্য তথায় ছফর করার আবশ্যক হইতে পারে। অন্যান্য শহরের স্থানের হিসাবে ছফর করার যোগ্য কোন ফজিলত না থাকিলেও অবশ্য জিয়ারত, জেহাদ-এলম বা অন্য কোন মোস্তাহাব কিম্বা মোবাহ কার্য্যের জন্য তৎসমস্ত শহরে

ছফর করা জায়েজ হইতে পারে।

মোল্লা আলি কারি মেশকাতের টিকা মেরকাতে উক্ত হাদিছের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ;—

মক্কা, মদিনা ও বয়তুল-মোকাদ্দছ এই তিন মছজেদ ব্যতীত অন্য কোন মছজেদের জন্য ছফর করা এই জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে যে, অন্যান্য মছজেদ (দরজাতে) সমান। আর প্রত্যেক (ইছলামি) শহরে কোন না কোন মছজেদ আছে, কাজেই অন্য কোন মছজেদের জন্য ছফর করা বৃথা। অবশ্য গোর সমূহ দরজাতে সমান নহে।

বরং আল্লাহতায়ালার নিকট কবরগুলি যেরূপ দরজা, সেই পরিমাণে তৎসমস্তের জিয়ারতের বরকত হইয়া থাকে। আমি জানিতে আশা করি যে, এই নিষেধকারী ব্যক্তি (হজরত) এবরাহিম, মুছা ও ইয়াহইয়া (আঃ) প্রভৃতি নবি গণের গোর জিয়ারত করিতে কি নিষেধ করে? ইহা নিষেধ করা একান্ত অসম্ভব। যখন নবিগণের গোর জিয়ারত করার জন্য ছফর করা জায়েজ স্থির হইল, আর ওলিগণ তাঁহাদের খলিফা স্বরূপ, কাজেই তাঁহাদের গোর জিয়ারতের জন্য ছফর করা ফজিলত হইবে, যেরূপ জীবিত আলেমগণের সাক্ষাতের জন্য ছফর করা ফজিলতের বিষয়।

এইরূপ এমাম গাজ্জালী 'এহইয়াওল-উলুম' কেতাবে লিখিয়াছেন।

আল্লামা এবনো-আবেদিন শামী রদ্দোল-মোহতারের প্রথম খন্ডে লিখিয়াছেন ;—

"ওহোদ পর্ব্বতের শহিদগণের জিয়ারত করিতে যাওয়া মোস্তাহাব, কেননা এবনো-আবিশায়বা রেওয়াএত করিয়াছেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে ওহোদ পর্ব্বতে শহিদগণের গোর জিয়ারত করিতে যাইতেন। উপরোক্ত প্রমাণে

বুঝা যায় যে, দূর দেশের হইলেও গোর জিয়ারত করিতে যাওয়া মোস্তাহাব।

কোন শাফেয়ি এমাম নবি (ছাঃ) এর গোর ব্যতীত অন্যান্য গোর জিয়ারত করিতে ছফর করা প্রথমোক্ত হাদিছের জন্য নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম গাজ্জালী উভয় বিষয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বর্ণনা করিয়া উক্ত মতটি রদ করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, মক্কা, মদিনা ও বয়তুল-মোকাদ্দছ এই তিনটি মছজেদ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত মছজেদ দরজায় তুল্য, কাজেই অন্যান্য মছজেদের জন্য ছফর করাতে কোন একটা লাভ নাই, কিন্তু অলিগণ আল্লাহতায়ালার নিকট দরজাতে সমান নহেন এবং তাঁহাদের মা'রেফাত ও গুপ্ততত্ত্বের পরিমাণে জিয়ারত কারিগণের লাভ কম বেশী হইয়া থাকে। আল্লামা এবনো-হাজার হায়ছমি নিজ ফতওয়াতে লিখিয়াছেন, উক্ত জিয়ারত উপলক্ষে কোন দুষিত কার্য্য ও ফাছাদের সৃষ্টি হইলে, উক্ত জিয়ারত ত্যাগ করা যাইবে না। কেননা এইরূপ দুষিত কার্য্য ও ফাছাদের জন্য নেকীর কার্য্যগুলি ত্যাগকরা যাইতে পারে না, বরং মনুষ্যের পক্ষে উক্ত নেক কার্য্যগুলি করা এবং বেদয়াতগুলির প্রতি এনকার করা সম্ভব হইলে, তৎসমস্ত দূর করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জানাজার সঙ্গে রোদনকারিনী স্ত্রীলোকেরা থাকিলেও উক্ত জানাজার সঙ্গে যাওয়া ত্যাগ করিবে না, ইহা উক্ত আল্লামা এবনো-হাজারের মতের সমর্থন করে।

মাওলানা আবদুল হক দেহলবী জজবোল কোলুব কেতাবে লিখিয়াছেন, হজরত ওমার (রাঃ)এর খেলাফত কালে হজরত বেলাল (রাঃ) শাম দেশে হজরত নবি (ছাঃ)কে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, ইহাতে হজরত বলিয়াছিলেন, হে বেলাল, তুমি কখনও আমার কবর জিয়ারত করিতে আসিয়া থাক না। এজন্য তুমি আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছ। হজরত বেলাল (রাঃ) তৎক্ষণাৎ জাগরিত

ছফর করা জায়েজ হইতে পারে।

মোল্লা আলি কারি মেশকাতের টিকা মেরকাতে উক্ত হাদিছের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ;—

মক্কা, মদিনা ও বয়তুল-মোকাদ্দছ এই তিন মছজেদ ব্যতীত অন্য কোন মছজেদের জন্য ছফর করা এই জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে যে, অন্যান্য মছজেদ (দরজাতে) সমান। আর প্রত্যেক (ইছলামি) শহরে কোন না কোন মছজেদ আছে, কাজেই অন্য কোন মছজেদের জন্য ছফর করা বৃথা। অবশ্য গোর সমূহ দরজাতে সমান নহে।

বরং আল্লাহতায়ালার নিকট কবরগুলি যেরূপ দরজা, সেই পরিমাণে তৎসমস্তের জিয়ারতের বরকত হইয়া থাকে। আমি জানিতে আশা করি যে, এই নিষেধকারী ব্যক্তি (হজরত) এবরাহিম, মুছা ও ইয়াহইয়া (আঃ) প্রভৃতি নবি গণের গোর জিয়ারত করিতে কি নিষেধ করে? ইহা নিষেধ করা একান্ত অসম্ভব। যখন নবিগণের গোর জিয়ারত করার জন্য ছফর করা জায়েজ স্থির হইল, আর ওলিগণ তাঁহাদের খলিফা স্বরূপ, কাজেই তাঁহাদের গোর জিয়ারতের জন্য ছফর করা ফজিলত হইবে, যেরূপ জীবিত আলেমগণের সাক্ষাতের জন্য ছফর করা ফজিলতের বিষয়।

এইরূপ এমাম গাজ্জালী 'এহইয়াওল-উলুম' কেতাবে লিখিয়াছেন।

আল্লামা এবনো-আবেদিন শামী রদ্দোল-মোহতারের প্রথম খন্ডে লিখিয়াছেন ;—

"ওহোদ পর্ব্বতের শহিদগণের জিয়ারত করিতে যাওয়া মোস্তাহাব, কেননা এবনো-আবিশায়বা রেওয়াএত করিয়াছেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে ওহোদ পর্ব্বতে শহিদগণের গোর জিয়ারত করিতে যাইতেন। উপরোক্ত প্রমাণে

হইয়া উটের উপর আরোহণ করতঃ মদিনা শরিফের দিকে রওয়ানা হইয়া গেলেন। তৎপরে তিনি মদিনা শরিফে পৌঁছিয়া কবর শরিফের নিকট উপস্থিত হইয়া বিস্তর রোদন করিলেন। আরও উক্ত কেতাবে আছে যে, হজরত কা'ব (রাঃ) হজরত ওমরের (রাঃ) ইশারায় নিজ দেশ হইতে জনাব নবি (ছাঃ) এর গোর শরিফ জিয়ারত করিতে আসিয়াছিলেন।

উল্লিখিত বিবরণে হজরত পীর সাহেবের বঙ্গ ও আসামের মোজাদ্দেদ হওয়া প্রমাণিত হইল। বরং হিন্দুস্তানেও তাঁহার ফয়েজ জারি হইতেছে। তাঁহার খলিফা ছুফি ছদরদ্দিন সাহেবের খলিফা মাওলানা আবদুল গফুর সাহেব হজরত পীর কেবলা সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন হুজুর আমি হিন্দুস্তানে আমার ওস্তাদগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ার ইচ্ছা করি। হুজুর বলিয়াছিলেন, যাও বাবা, তুমি হিন্দুস্তানে গিয়া আমাদের এই তরিকা প্রচার কর। তিনি সেই হইতে দিল্লী, কানপুর, লাহোর, রামপুর, দেওবন্দ, ছাহারানপুর, মোরাদাবাদ, বেরেলি ইত্যাদি বড় বড় শহরে আমাদের তরিকার বহুল প্রচার করিতেছেন। ছামারকান্দ, বোখারা বদখশাল ও সীমান্ত প্রদেশের আলেমগণ পীর কেবলা সাহেব কর্ত্তৃক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তৎসমস্ত স্থানে প্রচার করিতেছেন।

মক্কা শরিফে শায়খোদ্দালাএম মাওলানা আবদুল হক দেহলবীর খলিফা মাওলানা বদরদ্দিন সাহেব হুজুর কেবলা সাহেবের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া উক্ত তরিকা তথায় প্রচার করিতেছেন।

হজরত পীর সাহেব সুলতান এবনো-ছউদ সাহেবের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তিনি উহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ;—

من ابی بکر عبد الله بن مولانا الحاج عبد المقتدر امیر الشریعة و شیخ صدر جمیعة العلماء صوبة بنجالة الی حضرة السلطان عبد العزیز بن السعود جلالة الملك سلطان النجد و مالك الحجاز دام ملكه و بقائه *

السلام علیكم و رحمة الله و بركاته

اما بعد فلا نزال نسمع ان الاثار القدیمة و قباب المزارات المقدسة في سلطنتكم الحجاز قد انهدمت و محیت باسركم و ان ذلك لیس ببعید عن الحق ....

من جهة واحدة اتباعا للحدیث النبوی لكن عجبالنا ان اكثر قطان ملككم و سكانه نرا هم انهم قد یحلقون لحا هم و یقصرو نها بخلاف السنة النبویة و سكن الارض جمیعا لا یزالون یكبون علی هذا الامر الشنیع بالتدر یج لما یرون منهم و یصدر عنهم من الافعال القبیحة فهذا یقول هذا العبد الضعیف من شیمتكم البهیمیة و شفقتكم المریقة ان تصد ما كان فی بلاد كم وملكم من الافعال الشنیعة المبتدعة و الاعمال الغیر المشروعة هدایة لهم و شفقة علیهم و اصلاحا لحالاتهم فانا تفوز بفوز سعادة الدارین بفضل الله خالق الكونین و نحن ندعو منه تعالی جل برهانه لبقائكم و ملكم ★

অনুবাদ ;—

আবুবকর আবদুল্লাহ এবনে মাওলানা হাজি আবদুল

মোকতাদের আমিরোশ-শরিয়ত শেখ ছদরে জমিয়ত-ওলামায় বাঙ্গালা হইতে নজদের সুলতান ও হেজাজের অধিপতি আবদুল আজিজ বেনে ছউদের নিকট। তিনি দীর্ঘায়ু হউন, তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী হউক।

আছছালামো-আলায়কুম অরহমাতুল্লাহে অ-বারাকাতুহ।

পরে আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে, প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলি ও পাক মাজারগুলির চূড়া সকল আপনার আদেশে ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, ইহা এক হিসাবে নবি (ছাঃ)এর হাদিছ শরিফের অনুসরণে অসত্য নহে, কিন্তু আমাদের বড় আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, আপনার দেশে অধিকাংশ অধিবাসী ও অবস্থাকারিকে আমরা দেখিতেছি যে, তাহারা নবি (ছাঃ)এর ছুন্নতের বিপরীত দাড়ী মুন্ডন করিয়া থাকে, এবং উহা ছাটিয়া থাকে, তাহাদের কর্ত্তৃক অসৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া দুনইয়ার সমস্ত অধিবাসী ক্রমশঃ এই অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে। আপনার উজ্জ্বল চরিত্র ও অনাবিল স্বভাবের প্রতি ভরসা করিয়া এই দীনহীন বান্দা বলিতেছে যে, আপনার শহরগুলিতে ও রাজ্যে যে বেদয়াৎ ও কুৎসিত কার্য্যগুলি ও শরিয়তের বিপরীত আমলগুলি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাদের হেদাএত উদ্দেশ্যে, তাহাদের উপর দয়া প্রকাশ উদ্দেশে এবং তাহাদের অবস্থার সংশোধন করা উদ্দেশ্যে নিষেধ করিবেন।

এক্ষেত্রে আপনি উভয় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে উভয় জগতের সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হইবেন। আমরা মহিমান্বিত আল্লাহতায়ালার নিকট আপনার ও আপনার রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য দোয়া করিতেছি।

সুলতান-এবনো-ছউদের উত্তর ;—

من عبد العزيـز بن عبد الرحمن الفيصل الي حضرة المكرم محمد ابى بكرعبد الله بن الحاج عبد المقتدر

امیر الشریعة و صدر جمعیة العلماء فی بنگالة حفظه الله
بعد السلام علیکم و رحمة الله و برکاته - ثم و صلنا
کتابکم المورخة فی ۱۶ - ۳ - ۱۳۵۱ و ماذکرتم به کان
لدینا معلوما خصوصا ما اشرتم الیه من بعض الامور
المخالفة للشریعة فلا یخفی اننا لنلال جهدا فی تائید
کل امر یجیزه الشرع و یأمر به و نمنع ما یخالف
ذلك و هذا الذی ندین الله به و نحیا علیه و نموت
علیه ان شاء الله و نسال الله ان یوفقنا و ایاکم و
جمیع المسلمین الی سلوك الهدایة و الرشاد و
یجنب بجمیع ضده و یمنحنا و ایاکم القصد و السداد
بالاقوال و الافعال لما فیه الخیر و حسن العاقبة من
امور الدنیا و الدین اما الحالة عندنا فهی من کرم
الله علی ما یرام من الراحة و الطانیة نشکر الله علی
نعمه و نرجوه مزید ها هذا مالزم بیانه و الله یحفظکم
حرر فی ۱۲ ربیع الثانی و السلام *

অনুবাদ ; —

আবদুল আজিজ বেনে আবদুর রহমান ফয়ছল হইতে হজরত মোকার্রাম মোহাম্মদ আবুবকর আবদুল্লাহ্ এবনে হাজি আবদুল মোকতাদের আমিরোশ শরিয়ত ও জমিয়াতোল-ওলামা বাঙ্গালার সভাপতির নিকট ;—

পর আচ্ছালামো-আলায়কুম অ-রহমাতুল্লাহে ও বারাকাতুহ। অতঃপর আপানার ১৬/১৩/১৩৫১ হিঃ তারিখের লিখিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি যে বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমি জ্ঞাত আছি, বিশেষতঃ আপনি যে শরিয়ত বিরোধী কতিপয় বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, প্রকাশ থাকে যে, নিশ্চয়ই আমি

শরিয়ত যে কোন বিষয় জায়েজ রাখে এবং আদেশ করে উহার সহায়তা কল্পে সাধ্য সাধনা করিতেছি এবং উহার বিপরীত বিষয় নিষেধ করিতেছি। আল্লাহতালার যে দীন কবুল করিতেছি, তাহা ইহাই। ইহার উপর আমার জীবন এবং ইহার উপর আমার মরণ, ইনশায়াল্লাহ।

আল্লাহতায়ালার নিকট ছওয়াল করি যে, তিনি যেন আমাকে আপনাদিগকে ও সমস্ত মুছলমানকে হেদাএত ও সত্য পথে চলিবার শক্তি প্রদান করেন এবং ইহার বিপরীত পথ হইতে দূরে রাখেন। আর তিনি যেন আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে কথা ও কার্য্যের ন্যায়পরায়ণতা ও সততা প্রদান করেন। কেননা ইহাতে দীন ও দুনিয়ার কার্য্যে কল্যাণ ও শুভ পরিণতি আছে। আমি খোদার অনুগ্রহে আশানুরূপ শান্তিপূর্ণ অবস্থাতে আছি। আল্লাহতায়ালার নেয়ামতগুলির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং উহার বৃদ্ধির আশা রাখি, ইহাই আমার কর্ত্তব্য জওয়াব, আল্লাহ আপনাদিগকে নিরাপদে রাখুন। ১১ই রবিয়োছ-ছানিতে লিখিত।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, হজরত পীর সাহেবের মোজাদ্দেদিএতের আছর আরব আজম পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।

১৩২০ বাংলা ভাদ্র মাসে নোয়াখালি লক্ষীপুর নিবাসী একজন আলেম আরব দেশে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বরাবর ফুরফুরা শরিফে জনাব পীর সাহেব কেবলার খেদমতে উপস্থিত হন ও জনাব পীর সাহেবের হাতে বয়য়ত করতঃ তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ করেন। ইহাতে মাওলানা এনাএতুল্লাহ নওয়াখালাবী সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি দূর দেশ হইতে কষ্ট করিয়া কেন এখানে আসিলেন? তিনি বলিলেন, আরব দেশে হজরত পীর সাহেবের গুণগরিমা ও প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া আসিয়াছি। পুনরায় আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আরবদেশে পীর সাহেবের নাম কিরূপ প্রসিদ্ধ আছে?

তিনি বলিলেন, মক্কা শরিফে তাঁহার নাম জানেনা এরূপ লোক অতি বিরল। তাঁহারা হুজুরের সাক্ষাতের জন্য লালায়িত আছেন। তথায় পীর সাহেবের বহু মুরিদ আছে।

পীর সাহেবের খলিফা ছুফি ছদরদ্দিন সাহেব বর্ম্মাদেশের লোককে শরিয়ত ও তরিকতের নুরে উদ্ভাসিত করিয়াছেন।

শরিয়ত প্রচারে পীর সাহেবের অদম্য সৎসাহস

হিন্দুস্তান ও বাঙ্গালার সমুদয় মুছলমানকে একতা সূত্রে বন্ধ করা উদ্দেশ্যে একবার ঢাকা নগরীতে জমিয়তে-ওলামায় হেন্দ ও জমিয়তে-ওলামায় বাংলার এক বিরাট কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। তথায় জমিয়তে-ওলামায় বাংলার সভাপতি হজরত পীর সাহেব শুভ পদার্পণ করেন, জনৈক বক্তার বক্তৃতা সমাপনান্তে ছাত্রেরা হাতে তালি দিয়া উঠে। বিস্তর আলেম উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেহই ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই। তখন হজরত পীর সাহেব—

ما كان صلوتهم عند البيت الا مكاء و تصدية *

এই আয়ত পড়িয়া হাতে তালি দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার মত প্রচার করেন, ইহাতে হাতে তালি দেওয়া বন্ধ হইয়া যায়।

(২) এক সময়ে কলিকাতায় জমিয়তে-ওলামায় হেন্দের এক অধিবেশন হয়, উহাতে দেওবন্দের মাওলানা আজিজর রহমান, মাওলানা শিব্বির আহমদ, মাওলানা হাছান আহমদ মাদানী, দিল্লীর মুফ্‌তি মাওলানা কেফাএতুল্লাহ সাহেবগণ ও অন্যান্য বিখ্যাত আলেমগণ সমবেত হইয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনে মাওলানা মনিরোজ্জামান ইছলামাবাদী ও তাঁহার সমর্থকগণ ব্যাঙ্কের

সুদ হালাল হওয়ার প্রস্তাব আনয়ন করিতে সাধ্য সাধনা করিতেছিলেন। হজরত পীর সাহেব কেবলা সেই সময় বলেন, বড় শূকরটি যদি হারাম হয়, তবে ছোট শূকরটি কি হারাম হইবে না? লোক একটু খানি ছিদ্র পাইলে বড় বড় কাজ করিয়া বসিবে। তৎশ্রবণে হিন্দুস্তানের বড় বড় আলেম পীর সাহেবের উক্ত মন্তব্য সমর্থন করিয়া উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে অনুমতি দেন নাই। তাঁহারা সকলেই হজরত পীর সাহেবের সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রসংসা করিতে থাকেন।

(৩) কাদিয়ানী দল কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া হজরত পীর সাহেব, মৌঃ আকরাম খাঁ এবং মাদ্রাছার মোদার্রেছগণের নামে বাহাছের চ্যালেঞ্জ পত্র ছাপাইয়া প্রকাশ করেন। হজরত পীর সাহেব বাহাছের জন্য দিন স্থির করতঃ সদলবলে গড়ের মাঠে উপস্থিত হন, কিন্তু কাদিয়ানী দল সভায় উপস্থিত হইতে সাহসী হয় নাই।

(৪) ১৩১৬ সালে হজরত পীর সাহেব উত্তর পাড়ার সভায় গমন করেন। হিন্দুরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সহস্র কণ্ঠে বন্দেমাতরম শব্দে তাঁহাকে অভিনন্দন করিলে, তিনি শকট হইতে যেই একবার মাত্র চুপরাও শব্দ করেন, অমনি মিশ্রী বাবুর পর্য্যন্ত কলেবর বিকম্পিত হইয়া উঠে। একই শব্দে সমস্ত সভা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। এইরূপ ভয়াবহ শব্দ একমাত্র হজরত ওমারের কণ্ঠে ছিল, আর হজরত পীর সাহেবের কণ্ঠে তাহাই পরিলক্ষিত হইল।

(৫) কলিকাতায় টিপু ছুলতান মছজিদের পার্শ্বে হিন্দুদের এক প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি হওয়ার পর, হজরত পীর সাহেব অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় মোছলেম ইনষ্টিটিউটে কঠোর ভাষায় উক্ত ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বলিতে কি, একমাত্র তাঁরই প্রতিবাদে উক্ত ব্যবস্থা রহিত হইয়াছিল।

(৬) টালায় মুছলমানদিগের একটি কাঁচা মছজেদ ছিল,

তথায় গো-কোরবানি করিতে হিন্দুরা বাধা দেয় এবং উক্ত কাঁচা মছজেদকে মছজেদ বলিয়া স্বীকার না করিয়া মোকাদ্দমা দাএর করে। মুছলমানগণ তাড়াতাড়ি উক্ত মছজেদটি পোক্ত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু হিন্দুরা ইন্‌জেংশন জারি করিয়া উহার নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ রাখে। পুলিশ প্রহরীরা তথায় উপস্থিত হয়, কিন্তু মুছলমানগণ তাহাদের বাধা না শুনিয়া মছজেদ প্রস্তুত করিতে থাকেন, অবশেষে কেল্লা হইতে পলটন আনা হয়। তাহারা হজরত পীর সাহেবের শরণাপন্ন হন, হজরত পীর সাহেব স্যার আবদুল্লাহ ছাহারওয়ার্দ্দী ও হাজী মুছা ছেটকে সহায়তা করিতে বলেন। মুছা সেটের আর্থিক সহায়তায় ও মিষ্টার আবদুল্লাহ ছাহরাওয়ার্দ্দীর ইঙ্গিতে বহু সহস্র মুছলমানের চেষ্টায় এক রাত্রে উক্ত মছজেদের ছাদের কার্য্য পর্য্যন্ত শেষ হইয়া যায়।

(৭). পোড়াদহের নিকট ছুফি ছোলায়মান সাহেবের বাটিতে ইছালে ছওয়াবের মজলিসে গো-কোরবাণি হইবে জানিতে পারিয়া হিন্দু জমিদার বাধা দেওয়ার সঙ্কল্প করেন। ছুফি সাহেব হজরত পীর সাহেবের শরণাপন্ন হন, হজরত পীর সাহেব তথায় উপস্থিত হইলে, বহু সহস্র মুছলমান তথায় সমবেত হন, হিন্দু জমিদার ইহা শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া যায়, গো-কোরবাণি ও ইছালে-ছওয়াব শান্তিসহ সুসম্পন্ন হইয়া যায়।

(৮) যশোহরের শিঙ্গাষ্টেশনের নিকট সভার অধিবেশন হওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, পুলিশ পক্ষ কি কারণে সভা বন্ধ করার জন্য ইন্‌জেক্শন জারি করেন। হজরত পীর সাহেব সেই সভায় উপস্থিত হন। মুছলমান উকিলেরা স্থানীয় মহকুমা হাকিমকে বলেন যে, পীর সাহেবের সাক্ষাতের জন্য অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছেন, ইনজেংশন ডিস্‌মিস না করিলে বহু ফাছাদের সূত্রপাত হইবে। তৎশ্রবণে তিনি উক্ত হুকুম বাতিল করেন।

(৯) বৰ্দ্ধমান জেলার কোন স্থানে হজরত পীর সাহেবের একটি সভা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়, তথায় মেদিনীপুরের ছেজদা-জায়েজকারি দল সভা মোলতুবির জন্য দরখাস্ত করায় ইন্‌জেঙ্কশনের হুকুম জারি হয়। হজরত পীর সাহেব বলেন, আমরা ইছলাম প্রচার করিব, ইহাতে আমাদের স্বাধীনতা আছে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রত্যেক ধর্ম্ম প্রচারের স্বাধীনতার জন্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, কাজেই আমি ওয়াজ বন্ধ করিতে পারি না, হুজুর ওয়াজ করিতে লাগিলেন, পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ সভায় উপস্থিত হইয়াও কিছু করিতে সাহসী হয় নাই।

(১০) হুগলী ও বৰ্দ্ধমান জেলায় বিধবা বিবাহ অমার্জ্জনীয় দোষ বলিয়া বিবেচিত হইত, কেহই ইহা করিতে সাহসী হইত না। হজরত পীর সাহেব কেবলা নির্ভিক চিত্তে প্রথমে বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন, এখন খোদার মর্জ্জিতে তাঁহার চেষ্টায় অনেক স্থলে এই মোর্দ্দা ছুন্নত জীবিত হইয়া গিয়াছে।

(১১) সারদা বিল পাশ হইলে, হজরত পীর সাহেব কেবলা গড়ের মাঠে মনুমেন্টের নিকট বিরাট সভায় নির্ভীক চিত্তে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে তিনি নিজে সেই সময় আইন ভঙ্গ করতঃ নাবালেগার বিবাহ দিয়াছিলেন।

(১২) হুগলী জেলায় একস্থানে হজরত পীর সাহেবের দুই দিবসে ওয়াজের সভার কথা বিজ্ঞাপন ও "মোছলেম হিতৈষীতে" বিঘোষিত হয়। মজহাব অমান্যকারিরা বাহাছ করার জন্য রিজার্ভ পুলিশ ও পুলিশ সাহেবকে সভায় উপস্থিত করেন। পুলিশ সাহেবকে হজরত পীর সাহেব বলেন, ইহা বাহাছের সভা নহে, ইহা ওয়াজের সভা। ইহার প্রমাণার্থে বিজ্ঞাপন ও মোছলেম হিতৈষী পত্রিকা দেখান হয়। অকারণে পুলিশ হয়রানী প্রতিপক্ষগণ দ্বারা হইয়াছে প্রমাণিত হওয়ায় তাহাদের বরবরাদি অনুমান ৯০০

টাকা অহাবীদল দিতে বাধ্য হয়। অতঃপর হজরত পীর সাহেব বলিলেন, আমরা তৃতীয় দিবস বাহাছ করিব। কিন্তু অহাবিরা বাহাছ করিতে সাহসী হইল না।

(১৩) মোছলেম লীগ মুছলমানদিগকে একতা সূত্রে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, ইহা আল্লাহ ও রাছুলের আদেশ। এই জন্য তিনি নির্ভিক চিত্তে প্রজাপার্টি ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ফৎওয়া প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

(১৪) যখন এসেম্বলীর মেম্বারগণ শরিয়তের খেলাফ কোন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, অমনি হুজুর উহার প্রতিবাদ করিতে ইতস্তঃ করেন নাই।

★

হজরত পীর সাহেবের তরিকতের শেজরা

তিনি কোতবোল-ইরশাদ মাওলানা শাহ ছুফি ফতেহ আলি (কোঃ) ছাহেবের নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন। তিনি শায়খোল-মাশায়েখ হজরত শাহ ছুফি নুর মোহম্মদ সাহেবের নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন। তিনি মোজাদ্দেদ হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলি সাহেবের নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন। তিনি হজরত মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী (রঃ)র নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন। তিনি হজরত শাহ মাওলানা অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী ছাহেবের নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন।

নক্‌শবন্দীয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার পীরগণের শেজরা

শাহ অলিউল্লাহ সাহেবের পীর শাহ আবদুর রহিম, তাঁহার

পীর সৈয়দ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী, তাঁহার পীর হজরত আদম বানুরি (কাঃ), তাঁহার পীর এমাম রাব্বানি মোজাদ্দেদে-আলফে ছানি শেখ আহমদ ছারহান্দি, তাঁহার পীর হজরত খাজা বাকি বিল্লাহ, তাঁহার পীর হজরত খাজাকি আমকান্‌কি তাঁহার পীর মাওলানা দরবেশ, তাঁহার পীর হজরত মাওলানা জাহেদ, তাঁহার পীর খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার, তাঁহার পীর মাওলানা ইয়াকুব চারখি, তাঁহার পীর খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ, তাঁহার পীর হজরত আমির ছৈয়দ কালাল, তাঁহার পীর মাওলানা বাবা শাম্মাছি, তাঁহার পীর হজরত আলি রামেথনি, তাঁহার পীর মাহমুদ আবুল খয়ের ফাগ্‌নাবি, তাঁহার পীর মাওলানা আরেফ রেওগরি, তাঁহার পীর হজরত আবদুল খালেক গেজদেওয়ানি, তাঁহার পীর হজরত আবু ইউছফ হামদানি, তাঁহার পীর হজরত আবু আলি ফারমাদি, তাঁহার পীর হজরত আবুল হাছান খেরকানি, তাঁহার পীর হজরত আবু ইয়াজিদ বোস্তামি, তাঁহার পীর হজরত জা'ফর ছাদেক, তাঁহার পীর হজরত কাছেম, তাঁহার পীর হজরত ছালমান ফার্সি (রঃ), তাঁহার পীর হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ), তাঁহার পীর হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)।

★

কাদেরিয়া তরিকার পীরগণের শেজরা

উল্লিখিত শেজরার হজরত মোজাদ্দেদ আলফে-ছানির পীর হজরত আবদুল আহাদ। তাঁহার পীর হজরত শাহ কামাল, তাঁহার পীর হজরত শাহ ফোজাএল, তাঁহার পীর হজরত সৈয়দ গাদা রহমান, তাঁহার পীর হজরত শামছদ্দিন আরেফ, তাঁহার পীর হজরত শাহ গাদা রহমান আউওল, তাঁহার পীর হজরত সৈয়দ

শামছদ্দিন ছাহরায়ি, তাঁহার পীর হজরত সৈয়দ আকিল, তাঁহার পীর হজরত সৈয়দ বাহাউদ্দীন, তাঁহার পীর হজরত অহবাব, তাঁহার পীর হজরত সৈয়দ শরফদ্দিন কাত্তাল, তাঁহার পীর হজরত সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক, তাঁহার পীর হজরত গওছোল-আজম, সৈয়দ মহিইউদ্দিন আবদুল কাদের জেলানি, তাঁহার পীর হজরত সৈয়দ আবু-ছইদ মখজুমি, তাঁহার পীর হজরত সৈয়দ আবুল হাসান কারাশি, তাঁহার পীর সৈয়দ আবুল ফারাহ তরতুছি, তাঁহার পীর হজরত শেখ আবদুল ওয়াহেদ তমিমি, তাঁহার পীর হজরত শেখ আবদুল আজিজ তমিমি, তাঁহার পীর শেখ শিবলী, তাঁহার পীর হজরত সৈয়দোত্তায়েফা জোনাএদ বাগদাদী, তাঁহার পীর হজরত ছার্রি ছাক্‌তি, তাঁহার পীর হজরত মারুফ করখি, তাঁহার পীর হজরত আলি বেনে মুছা, তাঁহার পীর হজরত এমাম মুছা কাজেম, তাঁহার পীর হজরত এমাম জাফর ছাদেক, তাঁহার পীর হজরত এমাম মোহাম্মদ বাকের, তাঁহার পীর হজরত এমাম জয়নোল আবেদিন, তাঁহার পীর এমাম হোছাএন (রাঃ), তাঁহার পীর হজরত আমিরোল মোমেনিন আলি (রাঃ), তাঁহার পীর হজরত খাতেমুন্নাবিঈন মোহাম্মদ (ছাঃ)।

★

চিশতিয়া তরিকার পীরগণের শেজরা

হজরত শাহ আবদুর রহিমের পীর সৈয়দ আজমতুল্লাহ আকবর আবাদী। তাঁহার পীর শেখ আবদুল আজিজ (কোঃ), তাঁহার পীর হজরত কাজিখান ইউছোফ নাছিহি, তাঁহার পীর হজরত হাছান বেনে তাহের, তাঁহার পীর হজরত সৈয়দ রাজি হামেদ শাহ, তাঁহার পীর হজরত শেখ হোছামদ্দিন মানিকপুরী, তাঁহার পীর হজরত খাজা নুর কোতবোল আলম, তাঁহার পীর হজরত আলাওল হক, তাঁহার পীর হজরত আখি ছেরাজ উছমান

আওদি, তাঁহার পীর হজরত শেখ নেজামদ্দিন আওলিয়া, তাঁহার পীর হজরত শেখ ফরিদদ্দিন গাঞ্জে শাকার, তাঁহার পীর হজরত শেখ কোতবদ্দিন বখতিয়ার কাকি, তাঁহার পীর হজরত খাজা মইনদ্দিন ছাঞ্জেরি চিশতি, তাঁহার পীর হজরত খাজা ওছমান হারুনি, তাঁহার পীর হজরত খাজা হাজি শরিফ জেন্দানি, তাঁহার পীর হজরত খাজা মওদুদ চিশতী, তাঁহার পীর হজরত খাজা ইউছোফ চিশতী, তাঁহার পীর হজরত খাজা মোহম্মদ চিশতী, তাঁহার পীর হজরত খাজা আহম্মদ চিশতী, তাঁহার পীর হজরত খাজা আবু ইছহাক শামী, তাঁহার পীর হজরত মমশাদ এলব দিনুরী, তাঁহার পীর হজরত আবু হোবায়রা বাছারি, তাঁহার পীর হজরত হোজায়ফা মারয়াশি, তাঁহার পীর হজরত এবরাহিম বেনে আদহাম, তাঁহার পীর হজরত ফোজাল বেনে এয়াজ তাঁহার পীর হজরত আবদুল ওয়াহেদ, তাঁহার পীর হজরত হাছান বাছারি, তাঁহার পীর হজরত আমিরোল মো'মেনিন আলি (রাঃ), তাঁহার পীর হজরত নবি (ছাঃ)।

পীর জাদাগণের পরিচয়

(১) জনাব মখদুম মাওলানা হাজি আবদুল হাই সাহেব ইনি অলিয়ে-কামেল, হজরত পীর সাহেবের পূর্ণ কামালাতের অধিকারী, বর্ত্তমান গদ্দীনশিন পীর, জমিয়তে ওলামায়ে বাংলার সভাপতি ও আমিরোশ শরিয়তে বাংলা।

(২) জনাব মখদুম আল্লামা মাওলানা হাজি আবু জাফর সাহেব, অলিয়ে কামেল, মুফতিয়ে জমিয়তে ওলামায় বাঙ্গালা, হজরত পীর সাহেব এলমে লাদুন্নির ফয়েজ তাহার উপর প্রবলভাবে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বাদশাহ আলমগীরের কোতবখানা যে সময় লুষ্ঠীত হইয়াছিল, সেই সময়ের প্রাপ্ত হস্ত লিখিত ছহিহ

আওদি, তাঁহার পীর হজরত শেখ নেজামদ্দিন আওলিয়া, তাঁহার পীর হজরত শেখ ফরিদদ্দিন গাঞ্জে শাকার, তাঁহার পীর হজরত শেখ কোতবদ্দিন বখতিয়ার কাকি, তাঁহার পীর হজরত খাজা মইনদ্দিন ছাঞ্জেরি চিশতি, তাঁহার পীর হজরত খাজা ওছমান হারুনি, তাঁহার পীর হজরত খাজা হাজি শরিফ জেন্দানি, তাঁহার পীর হজরত খাজা মওদুদ চিশতী, তাঁহার পীর হজরত খাজা ইউছোফ চিশতী, তাঁহার পীর হজরত খাজা মোহম্মদ চিশতী, তাঁহার পীর হজরত খাজা আহমদ চিশতী, তাঁহার পীর হজরত খাজা আবু ইছহাক শামী, তাঁহার পীর হজরত মমশাদ এলব দিনুরী, তাঁহার পীর হজরত আবু হোবায়রা বাছারি, তাঁহার পীর হজরত হোজায়ফা মারয়াশি, তাঁহার পীর হজরত এবরাহিম বেনে আদহাম, তাঁহার পীর হজরত ফোজাল বেনে এয়াজ তাঁহার পীর হজরত আবদুল ওয়াহেদ, তাঁহার পীর হজরত হাছান বাছারি, তাঁহার পীর হজরত আমিরোল মো'মেনিন আলি (রাঃ), তাঁহার পীর হজরত নবি (ছাঃ)।

পীর জাদাগণের পরিচয়

(১) জনাব মখদুম মাওলানা হাজি আবদুল হাই সাহেব ইনি অলিয়ে-কামেল, হজরত পীর সাহেবের পূর্ণ কামালাতের অধিকারী, বর্ত্তমান গদ্দীনশিন পীর, জমিয়তে ওলামায়ে বাংলার সভাপতি ও আমিরোশ শরিয়তে বাংলা।

(২) জনাব মখদুম আল্লামা মাওলানা হাজি আবু জাফর সাহেব, অলিয়ে কামেল, মুফতিয়ে জমিয়তে ওলামায় বাঙ্গালা, হজরত পীর সাহেব এলমে লাদুন্নির ফয়েজ তাহার উপর প্রবলভাবে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বাদশাহ আলমগীরের কোতবখানা যে সময় লুষ্ঠীত হইয়াছিল, সেই সময়ের প্রাপ্ত হস্ত লিখিত ছহিহ

বোখারি, দাদা পীর হজরত মাওলানা ছুফি ফতেহ আলি সাহেব ১০০ টাকা দিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন, তিনি উহা হজরত পীর সাহেবকে স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ দান করিয়া গিয়াছিলেন। হজরত পীর সাহেব উহা পীর জাদাকে দান করিয়া গিয়াছেন।

(৩) জনাব মখদুম মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব, ইনি জমিয়তে-ওলামায়ে বাংলার সেক্রেটারী, অলিয়ে-কামেল, হজরত মোজাদ্দেদ আলফে ছানি (কোঃ)র সহিত সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতবড় কাশফ সম্পন্ন যে, হজরত পীর সাহেবের এন্তেকালের পরে সীতাপুর বাড়ীতে তাহাকে চর্ম্মচক্ষে কয়েকবার দেখিতে পাইয়াছিলেন।

এই তিন ভাই হজরত পীর সাহেবের জীবদ্দশায় খেলাফত লাভ করিয়া লোকদিগকে তরিকত শিক্ষা দিতেন।

(৪) জনাব মখদুম মৌঃ নজমোছ-ছায়াদাত সাহেব, মাওলানা আবদুল মা'বুদ মেদিনীপুরী সাহেব বলেন, স্বপ্নযোগে হজরত পীর আবদুল খালেক গেজদেওয়ানি (কাঃ) আমাকে বলিয়াছেন যে, এই পীরজাদা আজন্ম অলি—

ولی مادرزاد

(৫) জনাব মখদুম মৌঃ জোলফেকার ছাহেব, হজরত পীর সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, বাবা তুমি, দরবেশিতে নিমগ্ন থাক।

মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব বলিয়াছেন, হজরত পীর সাহেব এন্তেকালের কিছু পূর্ব্বে আমাদের পাঁচ ভাইর হাত ধরিয়াছিলেন। আমার ধারণা, শেষ সময়ে তিনি পীর ভাইদের উপর সমস্ত বাতেনি ফয়েজ নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন।

★

হজরত পীর সাহেব কেবলার খলিফাগণের নাম

হুগলী

১) জনাব ফাজেলে-জামান মাওলানা শাহ সৈয়দ আবদুল মাওলা হাছানি হোছাএনী। ২) জনাব মাওলানা আবদুদ্দাইয়ান হুজুর কেবলার ভ্রাতুষ্পুত্র। ৩) জনাব মৌলবী আবদুল হক ছিদ্দিকি, ইনি সিতাপুর মাদ্রাছার অক্‌ফ সম্পত্তির মোতায়াল্লি। ৪) মাওলানা কাজি আবদুল মোহায়মেন ছিদ্দিকি, ইনি জাহেরি ও বাতেনি এলমে অতুলনীয়। ৫) মৌলবী দিয়ানতুল্লাহ সাহেব (ফুরফুরা) ৬) মৌলবী কাজি ছাজ্জাদ আলি (সিতাপুর) ৭) মাওলানা কাজি সৈয়দ কানায়াত হোছেন, ইনি হজরত পীর সাহেবের জামাতা (ফুরফুরা) ৮) মাওলানা জিয়াওল হক ৯) মৌলবী শাহ আবদুল মান্নান হালাবি, (মোল্লাশিমলা) ১০) মাওলানা আবুল বায়ান আবদুল ওয়াহেদ ফারুকি (মোল্লাশিমলা) ১১) মৌলবী আবদুল মোমেন (আরামবাগ) ১২) মৌলবী আবদুল গফ্‌ফার (মন্ডলকি) ১৩) মৌঃ অবদুর রউফ ১৪) মৌঃ মোহঃ ছোলায়মান ১৫) মৌঃ ছরিরোর রহমান ১৬) কাজি মৌলবী মনছুরোল হক (মোল্লাশিমলা) ১৭) মৌলবী হামেদল হক (সিতাপুর) ১৮) হাজি ছুফি ইয়াকুব আলি (বাঁধপুর) ১৯) ফখরোল-ওলামা মাওলানা আবদুল আজিজ (কনকপুর) ২০) মৌলবী মোহঃ বশির (সবরেজিষ্ট্রার ফুরফুরা) ২১) মৌলবী ছুফি আবদুল জব্বার, (ফুরফুরা) (হজরত পীর সাহেবের নেছবতি) ২২) হাফেজ মাওলানা নেছার আহমদ (হোজাঘাট) ২৩) মাওলানা মোহাম্মদ নুরআলি (বাঁধপুর) ২৪) মৌঃ মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার (ফুরফুরা) ২৫) কাজি মৌলবী অবদুল মান্নান, হজরত

পীর সাহেবের জামাতা (আকুনি) ২৬) ওস্তাজোল হোফ্ফাজ হাফেজ আবদুল লতিফ (ফুরফুরা) ২৭) মাওলানা আবদুল গনি ফুরফুরা ২৮) মৌলবী আবদুছ ছোলতান ফুরফুরা ২৯) মৌঃ বাহাউল হক (ফুরফুরা) ৩০) মৌঃ মোঃ মনছুর হোছাএন (সেলহাটি) ৩১) মাওলানা আবদুল হান্নান (মোস্তাফাপুর) ৩২) মৌলবী আবদুল অহাব (ভাঙ্গামহেশপুর) ৩৩) মৌঃ আবদুল করিম ৩৪) মৌঃ মোহম্মদ ইউছোপ (রামপাড়া ফুরফুরা) ৩৫) হাফেজ আবদুল লতিফ (নওয়াবপুর)।

নওয়াখালী

১) মাওলানা আহমদ উল্লাহ বর্ত্তমান সুপারিন্টেন্ডেন্ট ফুরফুরা মাদ্রাছা ২) মাওলানা সৈয়দ আহমদ ৩) মৌলবী তোফাএল আহমদ ৪) মাওলানা হাতেম আহমাদ (শ্রীনদী) ইনি কাশফ শক্তি বিশিষ্ট অলি, তাঁহার বিস্তর মুরিদ আছে ৫) মাওলানা শাহ ছালামতুল্লাহ (আমানাতপুর) তাঁহার বিস্তর মুরিদ আছে ৬) মাওলানা আবদুল ছালাম, অশ্বদিয়া মস্ত ওলি, তাঁহার বিস্তর মুরিদ আছে ৭) মৌলবী হবিবুল্লাহ (আমানতপুর) ৮) হাফেজ আবদুছ ছোবহান (আমানাতপুর) ৯) মৌলবী মোহাঃ ছিদ্দিকুল্লাহ (আমানাতপুর) ১০) মৌঃ নুরোল্লাহ (আমানাতপুর) ১১) মৌঃ করিম বখশ (সুজাপুর) ১২) মৌঃ আবদুছ ছামাদ (ঘাটলা) ১৩) মৌঃ আবদুছ ছোবহান (কালওয়া) ১৪) মৌঃ বশিরুল্লাহ (কল্কাপুর) ১৫) মৌঃ আবদুছ ছালাম কল্কাপুর ১৬) মৌঃ আবদুল বারি (আবদুল্লাপুর) ১৭) মৌঃ আবদুল আজিজ (মহব্বতপুর) ১৮) মৌঃ ফজলোল হক (বলাবাড়ী) ১৯) মৌঃ আবদুল করিম (বলাবাড়ী) ২০) মৌঃ লোৎফর রহমান (বলাবাড়ী) ২১) মৌঃ মোহঃ মোছলেম (নয়ানি) ২২) মৌঃ ছালামতুল্লাহ (গুপিনাথপুর) ২৩) মৌঃ ফজলোল হক (এলায়াপুর) ২৪) মৌঃ মোজাফ্ফর আহমদ (চাঁদপুর) ২৫) মৌঃ আবদুল আজিজ (ভুলা বাদশাহ)

পীর সাহেবের জামাতা (আকুনি) ২৬) ওস্তাজোল হোফ্যাজ হাফেজ আবদুল লতিফ (ফুরফুরা) ২৭) মাওলানা আবদুল গনি ফুরফুরা ২৮) মৌলবী আবদুছ ছোলতান ফুরফুরা ২৯) মৌঃ বাহাউল হক (ফুরফুরা) ৩০) মৌঃ মোঃ মনছুর হোছাএন (সেলহাটি) ৩১) মাওলানা আবদুল হান্নান (মোস্তাফাপুর) ৩২) মৌলবী আবদুল অহাব (ভাঙ্গামহেশপুর) ৩৩) মৌঃ আবদুল করিম ৩৪) মৌঃ মোহম্মদ ইউছোপ (রামপাড়া ফুরফুরা) ৩৫) হাফেজ আবদুল লতিফ (নওয়াবপুর)।

নওয়াখালী

১) মাওলানা আহমদ উল্লাহ বর্ত্তমান সুপারিন্টেন্ডেন্ট ফুরফুরা মাদ্রাছা ২) মাওলানা সৈয়দ আহমদ ৩) মৌলবী তোফাএল আহমদ ৪) মাওলানা হাতেম আহমাদ (শ্রীনদী) ইনি কাশফ শক্তি বিশিষ্ট অলি, তাঁহার বিস্তর মুরিদ আছে ৫) মাওলানা শাহ ছালামতুল্লাহ (আমানাতপুর) তাঁহার বিস্তর মুরিদ আছে ৬) মাওলানা আবদুল ছালাম, অশ্বদিয়া মস্ত ওলি, তাঁহার বিস্তর মুরিদ আছে ৭) মৌলবী হবিবুল্লাহ (আমানতপুর) ৮) হাফেজ আবদুছ ছোবহান (আমানাতপুর) ৯) মৌলবী মোহাঃ ছিদ্দিকুল্লাহ (আমানাতপুর) ১০) মৌঃ নুরোল্লাহ (আমানাতপুর) ১১) মৌঃ করিম বখশ (সুজাপুর) ১২) মৌঃ আবদুছ ছামাদ (ঘাটলা) ১৩) মৌঃ আবদুছ ছোবহান (কালওয়া) ১৪) মৌঃ বশিরুল্লাহ (কল্কাপুর) ১৫) মৌঃ আবদুছ ছালাম কল্কাপুর ১৬) মৌঃ আবদুল বারি (আবদুল্লাপুর) ১৭) মৌঃ আবদুল আজিজ (মহব্বতপুর) ১৮) মৌঃ ফজলোল হক (বলাবাড়ী) ১৯) মৌঃ আবদুল করিম (বলাবাড়ী) ২০) মৌঃ লোৎফর রহমান (বলাবাড়ী) ২১) মৌঃ মোহঃ মোছলেম (নয়ানি) ২২) মৌঃ ছালামতুল্লাহ (গুপিনাথপুর) ২৩) মৌঃ ফজলোল হক (এলায়াপুর) ২৪) মৌঃ মোজাফ্ফর আহমদ (চাঁদপুর) ২৫) মৌঃ আবদুল আজিজ (ভুলা বাদশাহ)

২৬) মৌঃ এবরাহিম (এলাদিনগর) ২৭) মৌঃ আহমদুল্লাহ এলাদিনগর ২৮) মৌঃ আইউব লক্ষণপুর ২৯) মৌঃ ইউনোছ (হাজিপুর) ৩০) মৌঃ হাফেজ রাজা মিঞা (চরশাহী) ৩১) মৌঃ আছাদুল্লাহ (পদিপাড়া) ৩২) মৌঃ কাজি মেনাজদ্দিন (নাজিপুর) ৩৩) মাওঃ শাহ মোহঃ হাফিজুল্লাহ, কাশফ বিশিষ্ট ওলি, (বশিকপুর) ৩৪) মাওঃ শাহ মোহঃ আবদুল্লাহ (কাজি বশিকপুর) ৩৫) মাওলানা ফজলোল হক (পাঁচবেড়িয়া) ৩৬) মৌলবী ফছিহোর রহমান ৩৭) মাওলানা আজিহুল্লাহ (সূন্দিপ) জবরদস্ত আলেম ৩৮) মাওলানা মোবারক আলি ৩৯) মৌলবী মখলুকোর রহমান ৪০) মৌঃ আবদুল হাকিম ৪১) মৌঃ কামালদ্দিন ৪২) মৌঃ নুরোজ্জামান ৪৩) মাওলানা আবদুল গণি (ভবানীগঞ্জ) ৪৪) মাওলানা গোলাম রহমান ভবানীগঞ্জ ৪৫) মাওলানা আজিজোর রহমান ভবানীগঞ্জ ৪৬) মৌলবী আবদুর রহিম (ভবানীগঞ্জ) ৪৭) মৌঃ আমিনুল্লাহ ৪৮) মৌঃ ছেকেন্দর আলি ৪৯) মৌঃ আহমদ আলি ৫০) মৌঃ এনায়েতুল্লাহ ৫১) মৌঃ মোজাফ্ফর আলি ৫২) মাওলানা আবদুর রউফ (এনাএতপুর) ৫৩) মৌলবী করিম বখ্শ ৫৪) মাওলানা কাজি মোনওয়ার আলি খাঁ ৫৫) মাওলানা আফছারদ্দিন ৫৬) মৌঃ অজিহুল্লাহ ৫৭) মৌলবী এমাম শরিফ ৫৮) মাওলানা ফয়জোর রহমান (কল্যানদী) ৫৯) মাওলানা মোহম্মদ ছাবের

ত্রিপুরা

১) মাওলানা আবদুল খালেম এম,এ, প্রোফেছার প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা ২) মৌলবী হাজি ইছা মোহাম্দ মছিহ বি,এ, ৩) মৌঃ আনিছোর রহমান বি,এ, ৪) মৌঃ এস্কেন্দার আলি, আই,এ ৫) মাওলানা আবদুল মজিদ মরহুম (কেরওয়ারচর) ৬) মৌলবী শাহ ইয়াছিন (দেবীপুর) ৭) মাওলানা ছালামতুল্লাহ (বাগাদী চাঁদপুর) ৮) মাওলানা ওয়ায়েজদ্দিন (রামপুর) ৯) মাওলানা

আজিমদ্দিন (ধামতী) ১০) মাওলানা কারামত আলি ধামতী

চট্টগ্রাম

১) মাওলানা গোলাম রহমান (ইছাখালী) তাঁহার বিস্তর মুরিদ আছে ২) মাওলানা আবদুল জাব্বার, বাঁশখালী (নেজামপুর) কাশ্‌ফ শক্তি সম্পন্ন বড় বোজর্গ ৩) মৌঃ আবদুছ ছোবহান ৪) মৌলবী মোবারক আলি ৫) মৌলবী মকছুদোর রহমান ৬) মৌঃ খলিলোর রহমান ৭) মৌঃ মোহাম্মদ এমাম শরিফ ৮) মৌঃ আবদুর রহিম ৯) মৌঃ এছমাইল ১০) মৌঃ কাজি গোলাম রহমান ১১) মৌঃ বজলার রহমান ১২) মৌঃ মোহম্মদ এছহাক ১৩) মৌঃ আবদুর রহমান ১৪) মৌঃ এমামদ্দিন ১৫) মৌঃ অছিওর রহমান ১৬) মাওলানা এলাহি বকশ ১৭) মৌঃ হাফেজ মোহম্মদ ইয়াকুব ১৮) মাওলানা আবদুল গণি (ছুফিয়া মাদ্রাছা) ১৯) মৌলবী আবদুল গণি (দ্বিতীয়) ২০) মাওলানা আজিজোর রহমান

বরিশাল

১) মাওলানা শাহ ছুফি নেছারদ্দিন, পরহেজগার আলেম, জবরদস্ত ফাজেল, উচ্চ দরজার অলি, বহু কেতাব প্রণেতা, তাঁহার বহু সহস্র মুরিদ আছে ২) মৌলবী এছমতুল্লাহ শেরেজঙ্গী ৩) মৌঃ আশরাফ উদ্দিন কবির ৪) মৌঃ ছাখাওয়াত হোছেন (ইরণি) ৫) মৌঃ বোজর্গ আলি (নপাড়া) ৬) মৌঃ মেহেরদ্দিন (পাকমেহার) ৭) আবদুর রহমান খাঁ জলিশাহ ৮) মৌলবী মোবারক আলি মীর্জা, 'কালা' ৯) মৌঃ নজিবুল্লাহ (কেসুন্দী) ১০) মৌঃ কাজি আবদুল হাদী (আমতলী) ১১) মৌঃ আবদুল গফুর (সোনাহারি) ১২) মৌঃ মির্জ্জা আলি (এলেমপুর) ১৩) মৌঃ মফিজদ্দিন (পাঙ্গাসী) ১৪) মৌঃ মোঃ হাশেম ১৫) মাওলানা ইয়াছিন টাউন মছজেদ।

নদীয়া

১) মৌলবী ছুফি এরশাদ হোছেন ছিদ্দিকি মরুহুম সাহেব,

ইনি বড় বোজর্গ ছিলেন। ২) মাওলানা ছুফি তাজার্ম্মোল হোছেন ছিদ্দিকি মরহুম সাহেব, ইনি জবরদস্ত ওলি ছিলেন, ইহার অনেক মুরিদ আছে ৩) মৌলবী উকিল তাওয়াক্কোল আলি বি, এ, বি, এল ৪) মৌঃ আবদুল কুদ্দুছ রুমি (জানিপুর) ৫) মাওলানা জছিমদ্দিন (বাঁশগ্রাম) ৬) মাওলানা ফজলোর রহমান (কপুরহাট) ৭) মাওলানা হবিবর রহমান (হরিপুর) ৮) মাওলানা হাজি সৈয়দ মোহাম্মদ এছমাইল ৯) মাওলানা নজমোল হক মরহুম মস্ত কাশ্‌ফশক্তি বিশিষ্ট ওলি (দোগাছি) ১০) মৌলবী মোহাম্মদ এছমাইল (চুয়াডাঙ্গা) ১১) মৌঃ হামেদোর রহমান (বাঁশগ্রাম) ১২) মৌঃ মফিজদ্দিন ১৩) মৌঃ রেজায়োল হক ১৪) মৌঃ মনছুরোল হক ১৫) মৌঃ আবু ছায়াদাত আলি মোহাম্মদ হাসান ছিদ্দিকি ১৬) মাওলানা তাওয়াকোল আলি ১৭) হাজি মৌলবী আবদুল জব্বার, ১৮) ছুফি খেয়ালদ্দিন আলি, ১৯) মৌঃ আবদুল আবদুশ শুকুর, ২০) মৌঃ খোরশেদ আলি, ২১) মৌঃ মোহাম্মদ এছহাক, ২২) কবি মৌলবী আবদুল হামিদ ২৩) কাজি মৌঃ আবদুল ওয়াহেদ

ফরিদপুর

১) মৌলবী আবদুল গফুর ২) মৌঃ খবিরুদ্দিন (মিষ্টভাষী বক্তা) ২) মাওলানা (কমরোজ্জামান) তাঁহার বহু সহস্র মুরিদ আছে, কামেল মানুষ ছিলেন ৪) মৌলবী হাফেজ মহইউদ্দিন (মাজড়া) ৫) মাওলানা আফছার উদ্দিন (রাজধরপুর) ৬) মৌলবী আবদুল গফুর (জঙ্গরদীনগর কান্দা) ৭) মাওলানা আবদুল গফুর (মহারাজপুর) ৮) বৌলবী মোহাম্মদ আবুবকর ৯) মৌঃ কাজি হবিবোর রহমান (ভাঙ্গা) ১০) মৌঃ আফছার আলি (রাজবাড়ী) ১১) মৌঃ কলিমদ্দিন (কালুখালী) ১২) মৌঃ মোহাম্মদ আলি (মাদবরেরচর)

পাবনা

১) মৌলবী রহমতুল্লাহ ২) মৌঃ নছিরদ্দিন ৩) মৌঃ মোহাম্মদ তইয়েবুল্লাহ ৪) মৌঃ লাল মোহাম্মদ ৫) মৌঃ মোহাম্মদ রহিমদ্দিন ৬) মৌঃ মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন (ছোনাগাছা) ৭) মৌঃ মোহাম্মদ ইয়াকুব ৮) মৌঃ আবদুল মজিদ ৯) মাওলানা ওছমান গণি (শাহাজাদপুর) ১০) মাওলানা আবদুল জাব্বার (সিরাজগঞ্জ) ১১) মৌঃ জয়নুল আবেদীন ১২) মাওলানা রহমতুল্লাহ 'শাহজাদপুর' ১৩) মৌলবী আবেদ আলি ১৪) ডাক্তার আবদুল হামিদ (চন্দ্রকোনা) ১৫) মাওলানা ছগিরদ্দিন, শিবপুর ১৬) মৌলবী গোলাম ইয়াছিন (কাকিলাখালী) ১৭) মৌলবী মফিজদ্দিন ১৮) মাওলানা রওশন আলি ১৯) মৌলবী আবদুছ ছামাদ উলটমাদ্রাছা ২০) মৌলবী ছগিরদ্দিন (সোজানগর) ২১) মাওলানা আবদুল গফুর (হাদলমাদ্রাছা) ২২) মাওলানা মির মোহঃ মহিউদ্দিন (কইজুড়ি) ২৩) মৌলবী হাজি এবরাহিম মরহুম (হাদল) ২৪) খোন্দকার মৌঃ আবদুল শুকুর (তবিলা), ২৫) মাওলানা শামছদ্দিন (আহমদপুর) ২৬) মাওলানা ময়ছুর উদ্দিন (ভারেঙ্গা) ২৭) মাওলানা আলিমদ্দিন (ফরিদপুর বোনওয়ারি-নগর) ২৮) মাওলানা আওকাতুল্লাহ (খাঁকড়া) ২৯) মৌলবী আবদুল আজিজ ৩০) মৌলবী আহমদ আলি সিরাজগঞ্জ ৩১) মৌলবী খোন্দকার আবদুশ শুকুর, আহমদপুর ৩২) মৌলবী খোন্দকার আছাদোজ্জামান, ছড়াতৈল, ৩৩) মাওঃ আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, তারুটিয়া, ৩৪) মৌলবী ওছমানগণি, চৌবাড়ী, ৩৫) মৌঃ আবদুর রশিদ নুরী, আমডাঙ্গা, ৩৬) মাওলানা হারুনোর রশিদ, উলটদার ৩৭) মৌলবী আবদুছছামাদ (ছোনগাছা) ৩৮) মৌঃ জহুরোল হক ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার, কাজিপুর।

যশোহর

১) মৌলবী আবদুল আজিজ হরিপুর ঝিনাইদহ ২) মৌঃ

মোহঃ তারিফ ৩) মৌলবী দলিলোর রহমান ৪) মাওলানা মোহঃ মেহরুল্লাহ মরহুম (শীকড়ী) ৫) মৌঃ মোহাম্মদ ইউছোফ (কাশিপুর) ৬) মৌঃ আবদুল গফুর ৭) মৌঃ আবেদ আলি (এনাএতপুর) ৮) মৌঃ আবদুর রহমান (ঝিনাইদহ) ৯) ছুফি জিন্নাতুল্লাহ (ঝিনাইদহ) ১০) মৌঃ এজ্জতুল্লাহ ঝিনাইদহ ১১) মৌঃ আফতাবদ্দিন ঝিনাইদহ ১২) মুনশী ইউছোফ (মইরম) ১৩) মৌঃ কওছরদ্দিন বেরইল নড়াইল ১৪) মাওলানা আবদুল আউওল বেরইল নড়াইল ১৫) ছুফি হজরত ছদরদ্দিন, মস্ত ওলী, তাঁহার সহস্র সহস্র মুরিদ আছে, (গঙ্গারামপুর) ১৬) মৌঃ মতিউল্লাহ ১৭) মৌঃ মোহম্মদ এবরাহিম ১৮) মৌঃ মোহাম্মদ আফতাবদ্দিন ১৯) মৌঃ মোহম্মদ আবদুছ ছবুর ২০) মৌঃ মোহাম্মদ ফছিহোর রহমান ২১) মৌঃ বদরদ্দিন, ঝিকরগাছা, ২২) মৌঃ রকিবুদ্দিন ২৩) মৌঃ ছাএমদ্দিন ২৪) মুঃ গোলাম রহমান (বেগমপুর) ২৫) মাওলানা মোজাহেরোল হক (বেগমপুর) ২৬) মৌঃ জনাব আলি (বেগমপুর) ২৭) মৌঃ ইয়াছিন (ছয়আনি) ২৮) মৌঃ করিম বখশ (সাতবেড়িয়া) ২৯) মৌঃ নজির হোসেন ৩০) মৌঃ জোবেদ আলি ৩১) মৌঃ মোমতাজদ্দিন ৩২) মৌঃ আফতাবদ্দিন ৩৩) মৌঃ কফিলদ্দিন ৩৪) মাওলানা ছেরাজদ্দিন ৩৫) মৌঃ ছিদ্দিক আহমদ ৩৬) মৌঃ মোদাছছের শরিফ ৩৭) মৌঃ হাফেজ ইয়াকুব মক্কিযশরি ৩৮) মৌঃ আহমদ আলি (কোট চাঁদপুর) ৩৯) মাওলানা আহমদ আলি (এনাএতপুর) ৪০) ছুফি জহিরদ্দিন (খাজুরা ঝিনাইদহ) ৪১) মাওলানা মোজাফ্ফর ৪২) মাওলানা আজিজোর রহমান ৪৩) ছুফি নওয়াব আলি খাঁ (বড়েঙ্গা) ৪৪) মৌঃ আবদুল লতিফ মরহুম (শীকড়ী) ৪৫) হাজি আকবর আলি মরহুম (গাঁড়াপোতা) ৪৬) মৌঃ অলিউল্লাহ (যুগিখালি) ৪৭) হাজি হাফেজ মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব আলি (পাইকড়া নড়াইল) ৪৮) মাওলানা ছানাউল্লাহ এম, এ, বাঁকড়া ৪৯) মৌঃ

ফজলোল হক, বাঁকড়া ৫০) মৌঃ ফজলোল করিম, বাঁকড়া ৫১) ডাক্তার আবদুল ওয়াহেদ, ত্রিমহানী ৫২) মৌলবী রইছদ্দিন, ত্রিপুরাপুর

খুলনা

১) মাওলানা ময়েজদ্দিন হামিদী, হামিদপুর কলারোয়া বড় ওয়ায়েজ আলেম ২) মৌঃ খবিরদ্দিন (মুরলগঞ্জ) ৩) মৌঃ গোলজার আহমদ (ফুলতলা) ৪) মৌঃ নজমোল হক (ফুলতলা) ৫) মাওলানা তমিজদ্দিন (রঘুনাথপুর) ৬) মাওলানা আবদুল জাব্বার (রামনগর) ৭) মৌলবী হাজী নইমদ্দিন (কুলিয়া) ৮) মৌলবী লোকমান (জয়নগর) ৯) মাওলানা বোরহানুদ্দিন (কুড়িকাহুনিয়া) ১০) ছুফি হাজি এবরাহিম (মদিনাবাদ) ১১) মৌঃ রহিম বখশ (গোবরা) ১২) হাজি মৌলবী খয়রুল্লাহ (কামটা) ১৩) শাহ মোবারক আলি (নেহালপুর) ১৪) মাওলানা পীর মোহম্মদ (দিঘুলিয়া) ১৫) মৌলবী রহমতুল্লাহ (শোলপুর) ১৬) মাওলানা মোজাহারুল ইছলাম (হালমোকাম রূপশা খুলনা) ১৭) মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম, দরগাহপুর, ইহার বিস্তর মুরিদ রহিয়াছে ১৮) মৌলবী জওহর আলি (গাবুরা) ১৯) মাওলানা এলাহি বখশ (বারা) ইনি জবরদস্ত আলেম পীর ২০) মৌলবী আবদুল করিম (শিদ্দিপাশ) ২১) মাওলানা আবদুল করিম (বাগেরহাট) ২২) মৌঃ আবদুছ-ছাত্তার বাগদিয়া, ২৩) মৌঃ ছুফি ছফদর হোসেন, বাগেরহাট ২৪) মাওলানা আবদুল গণি, হাকিমপুর ২৫) মৌঃ মহইউদ্দিন হাকিমপুর, ২৬) ছুফি জহিরদ্দিন খুলনা ২৭) মৌঃ আছিরদ্দিন, পিছলাপোল, ২৮) মৌঃ এজহারোল হক, ওফাপুর ২৯) মৌঃ আবদুর রশিদ মরহুম, ওফাপুর ৩০) মৌঃ অলিউল্লাহ, যুগিখালি ৩১) মৌঃ ইমান আলি, যুগিখালি ৩২) মৌঃ মেহেরুল্লাহ মরহুম, রাজনগর ৩৩) মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম মরহুম, দিঘুলিয়া ৩৪) হাজি মুনশী মফিজদ্দিন, আগোরদাড়ি

৩৫) মৌলবী ছায়াদাতুল্লাহ, দরগাহপুর ৩৬) মৌঃ শামছোল হক, খলশি ৩৭) মৌঃ হোছেন আলি, খলশি ৩৮) মৌঃ মজিদ বখশ, ফিংড়ি ৩৯) মৌঃ মোহঃ ইছহাক, শ্রীরামপুর ৪০) মৌঃ সেকেন্দর আলি, ভাড়ুখালি ৪১) মৌঃ আবদুল জলিল মরহুম, ভাড়ুখালি ৪২) মৌঃ শফিউদ্দিন, শিরোমণি ৪৩) মৌঃ লোৎফোর রহমান, দরগাহপুর ৪৪) মৌঃ শেখ আবদুল আজিজ, দরগাহপুর ৪৫) মৌঃ আবদুল মাজেদ, মরহুম দরগাহপুর ৪৬) মুঃ কোরবান আলি, লাবশা ৪৭) মৌঃ আবুল হোছায়েন, সাতক্ষীরা সুলতানপুর ৪৮) মৌঃ আবদুল আফু মরহুম, চাঁদুড়িয়া সুলতানপুর ৪৯) কাজি আবদুল আলিম, গদাইপুর ৫০) কাজি আবদুল ছোবহান, মাইহাটি ৫১) সৈয়দ ফকির আহমদ, মাইহাটি ৫২) মাওলানা হাজি আবদুল কাদের, কাপসান্ডা গদাইপুর ৫৩) খোন্দকার আজিজুল্লাহ, ঘোনা ৫৪) হাফেজ আবদুল খালেক, লাবশা

বগুড়া

১) ছুফি মৌলবী ছাএমদ্দিন (খঞ্জনপুর) ২) মির মৌলবী আজিজদ্দিন (আক্কেলপুর) ৩) মৌলবী মোহঃ এছহাক (হানাইল) ৪) খোন্দকার রজব আলি ৫) মৌলবী দিয়ানাত আলি ৬) মাওলানা মাওলা বখশ, বগুড়া মোস্তফাবিয়া মাদ্রাছা ৭) মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহিম মহব্বতপুরী, পাঁচবিবি ৮) মাওলানা আরশাদ আলী খান পল্লী মোস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা ৯) মৌঃ কাজেম উদ্দিন খোন্দকার মহাফেজ, ফৌজদারী অফিস ১০) মৌঃ হামেদ আলি খোন্দকার, সেরেস্তাদার আদালত ১১) মৌঃ ময়েনউদ্দিন আহমদ, পালশা ১২) মৌঃ মোবারক আলি সাহেব, মালগ্রাম ১৩) সুফি জয়নাল আবেদিন, বগুড়া আদালত ১৪) হাজি মোহম্মদ হোসেন খান, চাঁদনী বাজার ১৫) হাজি ইশারৎ আলি সাহেব, মহাকুড়ি ১৬) মেৌরাজউদ্দিন পণ্ডিত ধনতলা, নশরপুর ১৭) হাজি ইরফান আলি সেক্রেটারী মোস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা ১৮) মৌঃ মাহতাব

উদ্দিন খান, মরতজাপুরী ১৯) খোন্দকার আশরাফ আলি, স্কুল সাব ইনস্পেক্টর ২০) খোন্দকার রজব আলি, ইন্দইল।

রংপুর

১) মাওলানা মফিজদ্দিন (বাজিৎপুর) অলিয়ে কামেল ও পীর সাহেবের শ্রেষ্ঠ খলিফা, তাঁহার অনেক মুরিদ আছে ২) কারি আবদুর রহিম (ফলগাছা) ৩) মৌলবী এলাহি বখশ (মোজাহেদ) (বাজনাপাড়া) ৪) মৌলবী ছইদদ্দিন (ঘোড়াবান্ধা) ৫) মাওলানা এমামদ্দিন (গাইবান্ধা) ৬) মাওলানা আজিজর রহমান (ধানঘরা) ৭) মাওলানা আবুল হোছেন (নিলফামারি) ৮) মৌলবী আবদুল অহ্বাব কোরাএশী (উলিপুর) ৯) মৌলবী হাজি ফারাএজদ্দিন (ধুমেরকুটী) ১০) কাজি মৌলবী নজিরদ্দিন (গোকুন্ড তিস্তা) কামেল খলিফা ১১) মৌঃ ইউছোফ আলি (দরিচর উলিপুর) কামেল খলিফা ১২) মৌঃ মছিরদ্দিন আহমদ (ইসলামপুর) ১৩) মুঃ শায়েখ উল্লা (মস্তাফাপুর) ১৪) মাওলানা বজলুর রহমান (তিস্তা) ১৫) শাফাত আলি পণ্ডিত সাং বেলকা ১৬) মৌঃ আবুল হোছেন সাং বজরা ১৭) মুঃ হাকিম উদ্দিন সাং বজরা ১৮) মৌঃ কছিম উদ্দিন সাং ঘাগোয়া ১৯) মুঃ রজ্জব আলী মিএাজী, বজরা ২০) মুঃ আবুল হোছেন সাং মাংলাকুটী ২১) মুঃ দরছ উদ্দিন (বানিয়াতপুর) ২২) মৌঃ মফিজউদ্দিন আহমদ (এমাদপুর) ২৩) মুঃ আবদুল মাজেদ মিএা (মির্জাপুর) ২৪) মুঃ আবদুছ ছাত্তার একবারপুর ২৫) মৌঃ আবদুর রহমান (ছোটবউলের পাড়া) ২৬) মৌঃ আবদুল আজিজ মাষ্টার (মাঠেরহাট) ২৭) মুঃ আকবার আলি খন্দকার (রাজনগর) ২৮) মৌঃ আবদুল গফুর (চক্‌চকা) ২৯) মৌঃ আবদুর রহমান দাউদপুর ৩০) মৌঃ আবদুর রহমান টেঙ্গরজানী ৩১) মৌঃ আশমত উল্লা (বুড়িয়াল) ৩২) মৌঃ ইয়াকুব আলি খোন্দকার (বাকছি) ৩৩) মুঃ মহিউদ্দিন (চান্দামারী) ৩৪) মুঃ মোহর উদ্দিন

(চান্দামারী) ৩৫) মুঃ ইছিম উদ্দিন চান্দামারী ৩৬) মুঃ কিছিম উদ্দিন চান্দামারী ৩৭) মৌঃ আবদুল হাই (কাশদহ) ৩৮) মৌঃ রকিউদ্দিন হায়দার (হারাগাছা) ৩৯) মৌঃ বেশারতউল্লা মির বল্লমঝাড় ৪০) মৌঃ মির আবদুল মান্নান (মন্দুয়ার) ৪১) মৌঃ কছর উদ্দিন (মদনেরপাড়া) ৪২) মুঃ কিশমতউল্লা (খোলাহাটি) ৪৩) মুঃ কছিমউদ্দিন (হাজিপুর) ৪৪) মুঃ নুর আহামদ (একবারপুর) ৪৫) মুঃ গরিবুল্লা (বাজিতপুর) ৪৬) মৌঃ উম্মর আলী (চৌধুরাণী) ৪৭) মুঃ উজির আলী (চৌধুরাণী) ৪৮) মুঃ আবদুর রহমান (লাকুটি) ৪৯) মুঃ জালাল উদ্দিন (মির্জ্জাপুর) ৫০) মুঃ মাণিক উল্লা মিঞাজী (ইছলামপুর) ৫১) মৌঃ জেশারত উল্লা ডাক্তার (মাঠেরহাট) ৫২) মৌঃ তোফাজ্জেল হোসেন (কামাল খামার) ৫৩) মৌঃ শাহাব উদ্দিন (কামাল খামার) ৫৪) মুঃ ছফিউদ্দিন (শিলঘাগাড়ী ধুবড়ী) ৫৫) মৌঃ ছফিরউদ্দিন (মকছুদ খাঁ) ৫৬) খন্দকার আবুল হোসেন (কয়ারমারী) ৫৭) মুঃ এছাবউদ্দিন, দুদিয়া বাড়ী ৫৮) মৌঃ তমিজউদ্দিন (চৌধুরাণী) ৫৯) মুঃ আবদুল আজিজ চৌধুরাণী ৬০) মৌঃ শীহদর রহমান, শেখপাড়া ৬১) মুঃ জামাল উদ্দিন পণ্ডিত চরবিরহিম, ৬২)কাজী মুঃ লোতফোর রহমান সুন্দরগঞ্জ, ৬৩) মুঃ মহর উদ্দিন ব্যাপারী তিস্তা ৬৪) মোঃ ইছমাইল হোসেন তরফ মহদী ৬৫) মুঃ হাছান মাবুদ তরফ মহদী, ৬৬) মৌঃ গোলাম হোসেন তরফ মারু ৬৭) মুঃ হাফেজ উদ্দিন বোজর্গশেরপুর ৬৮) মুঃ আমির উদ্দিন, খোর্দ্দপুর। ৬৯) মৌঃ আবদুল বারী তিতুলিয়া ফরিদপুর ৭০) হাজি হারাণ উল্লা মুরাদপুর ৭১) মুঃ আকবর আলী গাড়াল চকি ৭২) মুঃ এহছান উল্লা নয়া পাড়া ৭৩) মুঃ নছিম উদ্দিন, নয়াপাড়া ৭৪) মুঃ আবদুল মাজেদ, নয়াপাড়া ৭৫) মুঃ ছমির উদ্দিন কবিরাজ, শেরপুর ৭৬) মুঃ ময়েনউদ্দিন নজরমামুদ ৭৭) মুঃ বাচ্চা মিঞা এমাদপুর ৭৮) মোহাম্মদ কালু মিঞাজী

বোজর্গশেরপুর ৭৯) আবুল হোসেন সরকার, ফরিদপুর ৮০) মুঃ আকবর আলী কৌকুড়ী ৮১) ইছাব উদ্দিন, ফরিদপুর ৮২) শাফাতউল্লা প্রধান ফরিদপুর ৮৩) মুঃ বছির উদ্দিন খোর্দ্দা ৮৪) মুঃ শামশের উদ্দিন খোর্দ্দা ৮৫) মুঃ রফিকুল হক ঘগোয়া ৮৬) মুঃ এনায়েত উল্লা তহশিলদার এমামগঞ্জ, ৮৭) মুঃ মহির উদ্দিন তাবুলপুর ৮৮) মুঃ রহিম উদ্দিন বজরা ৮৯) মুঃ জেলাল উদ্দিন, বজরা ৯০) মোঃ এছাব উদ্দিন মণ্ডল পুটিমারী ৯১) মোঃ শরফ উদ্দিন এমাদপুর ৯২) মৌঃ হাফেজ উদ্দিন বাইট কামারী ৯৩) মৌঃ আছবর উল্লা পত্নিচড়া ৯৪) মুঃ বিদাশী মণ্ডল রছুলপুর, ৯৫) মুঃ সাহেব উল্লা মণ্ডল পত্নিচড়া, ৯৬) মুঃ আমির উল্লা আকন্দ কোচারপাড়া ৯৭) মুঃ মহব্বর আলি মিঞা শ্রীরামপুর ৯৮) মৌঃ আবদুস ছামাদ ধুতিচোরা ৯৯) মুঃ আফাজ উদ্দিন নুনগোলা কোলার বাতা ১০০) মুঃ আবদুল গফুর, নুনগোলা কোলারবাতা, ১০১) হাজী রজ্জব আলি, নারায়নপুর ১০২) মুঃ আবদুল ওহিদ টেঙ্গুরজানী ১০৩) কিশামত উল্লা সরকার কান্দিরহাট ১০৪) হাজি শহর উল্লা, নটাবাড়ী ১০৫) মুঃ কলিম উদ্দিন খলিফা ফলগাছা ১০৬) মুঃ হাজের উদ্দিন ডাক্তার নাটাবাড়ী ১০৭) মুঃ আমির উল্লা মণ্ডল, তেয়ানী ১০৮) মৌঃ শরিফ উদ্দিন, নাটাবাড়ী ১০৯) মুঃ তছির উদ্দিন, নজর মামুদ ১১০) মুঃ আবদুর রহমান হাজী, দেওডোবা ১১১) মির মফিজুল হক, মন্দুয়ার ১১২) মুঃ খোশাল আহম্মদ, খাশেরভিটা ১১৩) মুঃ ফজলে রহমান পণ্ডিত, তাম্বুলপুর ১১৪) মৌঃ ফজলুর রহমান মিঞা, ধানঘরা ১১৫) মুঃ এনায়েত উল্লা, জিগাবাড়ী ১১৬) মুঃ আশমত উল্লা, কয়ারমারী ১১৭) হেকিম মৌঃ আবদুল গণি গাইবান্ধা টাউন ১১৮) মুঃ ফজলে হক মণ্ডল, চক মামরূজপুর ১১৯) মুঃ এরফান আলি, রাজনগর ১২০) মুঃ বছির উদ্দিন মণ্ডল, হরিপুর ১২১) হানিফ উদ্দিন সরকার, হরিপুর ১২২) মুঃ

ইউছফ উদ্দিন আহমদ, মুরারীপুর ১২৩) মুঃ খাদেম হোছেন মণ্ডল, হরিপুর ১২৪) মুঃ মোঃ আবদুল কুদদুছ মণ্ডল, পাবনাপুর ১২৫) মুঃ বয়েন উদ্দিন আকন্দ, ঘোড়াবান্ধা ১২৬) মুঃ নজিরউদ্দিন আহমদ, ঘোড়াবান্ধা ১২৭) মৌঃ শেখ বছিরউদ্দিন আহমদ, গুপিনাথপুর ১২৮) ডাক্তার বছির উদ্দিন আহমদ, গুপিনাথপুর ১২৯) মৌঃ জাকারিয়া ঝাড় বিছলা ১৩০) মাওলানা ছমির উদ্দিন, ধর্ম্মপুর ১৩১) হাজি হুছরতুল্লাহ মরহুম, নাটাবাড়ী।

মেদিনীপুর

১) মৌলবী এছহাক ২) মাওলানা নুরোল হক (পিয়ার-ডাঙ্গা) ৩) মাওলানা আবদুল বারি (শামছআবাদ) ৪) মাওলানা আবদুল মা'বুদ মরহুম, কাশফ শক্তি সম্পন্ন জবরদস্ত ওলি, হজরত পীর সাহেবের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন (পিয়ার ডাঙ্গা) ৫) মাওলানা আবদুদ্দাইয়ান মরহুম, হজরত পীর সাহেবের জামাতা মস্ত কামেল, (পিয়ারডাঙ্গা) ৬) মাওলানা বাহাউদ্দিন। ৭) মাওলানা মইনদ্দিন। ৮) মৌলানা ফজলে করিম। ৯) মৌলানা মোহাম্মদ জাফর, (ভদরক)। ১০) মৌলানা মহিউদ্দিন। ১১) মৌলানা কছিমদ্দিন।

কলিকাতা

১) মাওলানা আহমদ আলি হামিদ জালালী, ইনি উচ্চদরের আলেম, ফুরফুরা শরিফের সিনিয়র মাদ্রাছার ভুতপূর্ব্ব সুপারিন্টেন্ডেন্ট। তাহাঁর বহু মুরিদ আছে। ২) মৌলবী সৈয়দ আবুল কাছেম। মোহাম্মদ জালালদ্দিন এম, এ স্বর্ণ মেডেল প্রাপ্ত। ৩) মৌলবী সৈয়দ মোহাম্মদ নছিরদ্দিন, বি, এ। ৪) মৌলবী সৈয়দ হাফেজ মোহাম্মদ, বশিরদ্দিন। ৫) মৌলবি সৈয়দ গোলাম মহইউদ্দিন। ৬) হাফেজ হাশেম (বালিগঞ্জ) ৭)মাওলানা হাফেজ হবিবোর রহমান।

হাওড়া

১) মৌলবি হাফেজ তাওয়াক্কোল আলি ২) মৌলবি

আবদুর রহমান মরহুম, (সিতাপুর) ৩) মৌলবি খলিলোর রহমান (সিতাপুর) ৪) মাওলানা মোহাম্মদ আলি (মিরেরচক) ৫) মাওলানা জামালদ্দিন ছিদ্দিকী (রাজখোলা) ৬) মৌঃ একরামোল হক (ধশা) ৭) মাওলানা নুর মোহাম্মদ (ধশা) ৮) মৌলবি মফিজদ্দিন (রাজখোলা)

ময়মনসিংহ

১) মৌলবি আবদুর রহমান ২) মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ ৩) মৌলবী ইয়ার মোহম্মদ, পীরগঞ্জ ৪) মৌঃ নজির হোসেন খোন্দকার, হাড়িয়াবাড়ী ৫) মোসলেমবেগ শশারিয়াবাড়ী ৬) মাওলানা আবদুল হামিদ শশারিয়াবাড়ী।

সিলহেট

১) মৌলবী আলি মোহাম্মদ ২) ফখরোল মোহাদ্দেছিন মাওলানা রেজওয়ানোল করিম, বি, এ ৩) শাহ আবদুল্লাহ মরহুম, বিস্কুট।

পূর্ণিয়া

১) মৌলবী তমিজদ্দিন ২) মৌলবী মেহারদ্দিন

মোর্শেদাবাদ

১) মৌলবী আবদুল হাই, শিজগ্রাম ২) হাজি এবরাহিম

বর্দ্ধমান

১) ফখরোল মোহাদ্দেছিন মাওলানা গোলাম কিবরিয়া ২) হাফেজ আজফার হোসেন, আনখোলা ৩) ফখরোল মোহাদ্দেছিন মাওলানা আবুতাহের

রাজশাহী

১) মাওলানা মকবুল হোছেন, আক্কেলপুরী ২) মৌঃ সৈয়দ ময়নুল হক, শীকারপুর নওগাঁ ৩) দিওয়ান নছিরদ্দিন মরহুম শীকারপুর নওগাঁ, ৪) খোন্দকার খলিলুর রহমান, বাহাদুরপুর ৫) ডাঃ রইছউদ্দিন বয়লা, নওগাঁ ৬) মৌলবী মনছুরোর রহমান, রাজশাহী টাউন ৭) মৌলবী হায়দার আলি প্রোফেছার, রাজশাহী

টাউন ৮) হাজি নুরোল হোদা, নাটোর।

বিভিন্নস্থান

১) মাওলানা আবদুল মজিদ, পেশাওয়ার ২) হাজি ছুফি মির মোহম্মদ, বাক্ওয়া গয়া ৩) মৌলবী শাহ আবদুল ওয়াজেদ, দ্বারভাঙ্গা ৪) মাওলানা বখশানি, জবরদস্ত আলেম, বদখশান ৫) মৌলবী মোয়াজ্জেম হোছেন মক্কি ৬) মাওলানা বদরোদ্দীন; মক্কা মেছফালা ৭) মাওলানা মোহম্মদ ওমার বোখারি, বোখারা শহর।

ঢাকা

১) মৌলবী বোরহানদ্দিন, ধানকুনিয়া লৌহজঙ্গ ২) মৌলবী হোছেনদ্দিন, গাওদিয়া ৩) মৌলবী আবদুছছাত্তার, পীর সাহেবের খাস খাদেম, ঢাকা।

২৪ পরগণা

১) মাওলানা গোলাম ছারওয়ার মরহুম, শশীপুর ২) মৌলবী আবদুল জাব্বার মরহুম, শশীপুর ৩) মৌলবী ছানাউল্লাহ ৪) মৌলবী নুর মোহম্মদ ৫) মৌলবী এজহারোল হক, হাতিয়াড়া ৬) মাওলানা ইয়াদ আলি, ফুলবাড়ী ৭) মাওলানা এবরাহিম, জয়নগর ইনি ২৪ পরগণার মুকুটমণি ছিলেন ৮) মাওলানা খেলাফত হোছেন, বাজিতপুর ৯) মাওলানা আবদুর রশিদ দেবীপুর ১০) মৌলবী সৈয়দ আলি, বকুন্ডা ১১) হাজি মছিহউদ্দিন আহমদ, বশিরহাট ১২) হাজি খাতের আহমদ, হাসনাবাদ, বড় বোজর্গ ছিলেন ১৩) মৌলবী রুহল কুদ্দুছ, সৈয়দপুর ১৪) মাওলানা ফয়জুল্লাহ চিশতী, বড়গোবরা ১৫) মৌলবী নুর মহম্মদ, এগারআনি ১৬) ডাক্তার ছুফি গয়ছদ্দিন, কোমরপুর ১৭) ডাক্তার মৌলবী শহিদুল্লাহ, পিয়ারা, ইনি ২৪ পরগণার গৌরব ১৮) হাজি সুলতান আহমদ, মোয়াজ্জমপুর ১৯) মাওলানা বজলোর রহমান দরগাহপুর কলোনী মথুরাপুর ২০) মুঃ আমানত আলি, তারাগুনিয়া ২১) মৌলবী মোহম্মদ আজিজর রহমান, টোনা ২৩) মৌঃ

গোলাম রহমান, আঠার বেঁকি ২৪) মৌলবী তমিজদ্দিন, আড়পাড়া ২৫) মৌঃ মোঃ মকছুদ আলি, লক্ষীপুর ২৬) মৌলবী মোহম্মদ আফছারদ্দিন, বেলগড়িয়া ২৭) মৌঃ মোহাম্মদ আফছারদ্দিন, চৌমহানী ২৮) মাওলানা মোহম্মদ মহফুজ, মাৎলা ২৯) মাওলানা মোহম্মদ মুছা, বড়াবিজেশ্বর ৩০) মাওলানা জমাত আলি, কেদালিয়া ৩১) এই নগন্য খাদেম মোহম্মদ রুহল আমিন, বশিরহাট পরিত্যক্ত খলিফাগণের নামগুলি দ্বিতীয় সংস্করণে যোগ করা হইবে।

মালদহ

১) মাওলানা হেদায়তি উল্লাহ সাহেব

হজরত পীর সাহেবের অছিয়ত নামা

আচ্ছালামু আলায়কুম—

বাদ আমার অনুরোধ ও উপদেশ এই যে, আমার খলিফা মুরিদান ও কুল ইমানদার মোছলমান ভাই দিগের নিকট নিম্নলিখিত মনোভাব প্রকাশ করিলাম। সকলে যথাশক্তি আমল করিবেন। হায়াত কাহারও কায়েম নহে।

كل نفس ذائقة الموت *

"কুল্লো নাফছেন জায়েকাতুল মাউত।"

আমি বৃদ্ধ অবস্থায় পরিণত হইয়াছি, কোন সময় ইহ দুনিয়া ছাড়িয়া যাইতে হয় তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমার ভয় হয়, আমার খলিফা ও মুরিদগণ ও মোতাকেদগণ শরিয়ত অনুযায়ী আমার মতের কোন বিরুদ্ধমত আমল করিয়া গোমরাহ হইয়া পড়ে নাকি। স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, শরিয়ত অনুযায়ী

আমলকারী পীরের খলিফা ও মুরিদ, পীরের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এক এক জন এক এক দল তৈয়ার করিয়া সাধারণ মোছলমান ভাইদিগকে গোমরাহ্ করিতেছে। যাহা হউক আমার অছিয়তনামা খানি আমল করিলে আমি বিশেষ খুশী হইব। যেহেতু হাদিছ الدال على الخير كفاعله * "আদ্দাল্লো আলাল খায়রে কাফায়েলিহি" যিনি নেক কাজের পথ দেখাইয়া দেন, তিনি ঐ নেককারের সমান ছওয়াব লাভ করিবেন। তাই অনুরোধ, আমি যেন মৃত্যুর পরও কিছু নেকি পাইতে পারি।

বর্ত্তমান সময়ে ঈমান বাচাইয়া রাখা খুব সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতেছে। আশরাফোল মখলুকাত খাতেমুন্নাবিয়ীন হজরত মোহম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ও ছাল্লাম শেষ নবী ও তাঁহার পর আর নবী হইবে না। ইহার উপর ঈমান কায়েম রাখিবেন।

কলেমা তৈয়েবা ;—

لا اله الا الله محمد رسول الله ●

"লাএলাহা-ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কেহই মাবুদ নাই, হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা আল্লার রছুল।

কলেমা শাহাদত —

اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله *

"আশ্হাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহদাহু লাশারিকালাহু ওয়া-আশহাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু অ-রাছুলুহ।"

অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত কেহই মাবুদ নাই, তিনি অদ্বিতীয় অংশী বিহীন, আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হজরত মোহম্মদ মোস্তাফা আল্লাহর বান্দা ও রাছুল।"

ইহার উপর ইমান কায়েম রাখিবেন। ইহার বিপরীত কোন

কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না। যদি কেহ উক্ত কলেমা সমূহ পরিবর্ত্তন করে, সে বেঈমান ও কাফের হইয়া যাইবে।

(২) জীবিত কি মৃত পীরের ছুরাত হাজের নাজের জানিয়া ধেয়ান করা হারাম, যাহারা করে তাহারা বে-ঈমান।

(৩) পুত্র কন্যাদিগকে দীনি এলেম শিক্ষা দিবেন, তৎ সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার যাবতীয় বৈধ হুনুর হেকমত (শিল্প) ও ভাষা, ইংরাজী, বাঙ্গালা ইত্যাদি শিক্ষা দিবেন ও যাহাতে সর্ব্বসাধারণে শিক্ষিত হইতে পারে তজন্য এছলামিক কলেজ, এছলামিয়া মাদ্রাছা, জুনিয়র ছিনিয়র মাদ্রাছা মক্তব ইত্যাদি ও মধ্যে মধ্যে দুই একটি হাদিছ তফছিরের দাওরা খুলিয়া হাদিছ তফছির পড়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন এবং পাক কোরআন শরিফ তাজবিদ অনুযায়ী পড়িতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

(৪) স্ত্রী, কন্যা, মা, ভগ্নিদিগকে পর্দ্দায় রাখিবেন। কন্যা দিগকে শিক্ষাদান কালেও পর্দ্দায় রাখিয়া, স্ত্রীশিক্ষায়িত্রী বা মরহুম ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষা দিবেন। যাহারা স্ত্রী, কন্যা, মা ও ভগ্নীকে বে-পর্দ্দায় রাখিবে, তাহারা দাইয়ুছ হইয়া জাহান্নামে যাইবে। পর্দ্দা করা ফরজে-আয়েন। ইহার প্রতি যাহারা ঘৃণা করিবে, তাহারা বে-ঈমান। উহাদের মতের উপর ধিক্কার দিবে।

(৫) আমার মতে যাবতীয় চাকুরীর উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা করায় বাধানাই। যে চাকুরী শরিয়ত অনুযায়ী জায়েজ, তাহা করিবে, কিন্তু হালাল উপার্জ্জন ও ছুন্নত মোতাবেক পোষাক ইত্যাদি ও রোজা নামাজ ইমান ঠিক রাখিয়া করিবে।

(৬) সুদ খাওয়া হারাম, কম হউক কি বেশী হউক, বিশেষ ওজর ব্যতীত সুদ দেওয়াও হারাম। সুদ দেওয়া ও সুদ খাওয়া একই প্রকার গোনাহ। সুদের টাকা আনিয়া কারবারও করিতে নাই। সুদখোরের দাওয়াত খাওয়া, তাহার দান খয়রাত গ্রহণ করা হারাম। যে সুদের মাল খাইবে, তাহার কলব (অন্তর) অন্ধকার

হইয়া যাইবে। সে জেকরের আস্বাদ পাইবে না।

সুদখোর তওবা করিলেও বাড়ীতে বৎসরকাল মধ্যে খাইতে নাই। যদি কোন সুদখোর তওবা করিয়া সুদের (সমস্ত) মাল ফেরৎদেয়, তবে তাহার বাড়ীতে তৎক্ষণাৎ খাইতে পারে। আর তওবা করিয়া সুদ ফেরৎ না দিলে, তাহাকে বৎসর কাল পর্য্যন্ত দেখিতে হইবে, সে সুদ হইতে পরহেজ করে কি না।

যদি সুদ আর না খায় ও তাহার মাল অর্দ্ধেকের বেশী হালাল থাকে, এক্ষেত্রে যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, হালাল মাল দ্বারা খাওয়াইবে, তবে তাহার দাওয়াত খাওয়া জায়েজ হইবে।

সুদখোরের পৌনে ষোল আনা হালাল মাল থাকিলেও তওবা করিয়া এস্তেকামত না করা পর্য্যন্ত তাহার বাটীতে দাওয়াত খাওয়া জায়েজ নহে, যেহেতু সেও ফাছেকে মো'লেন (প্রকাশ্য ফাছেক)। সুদখোরকে তওবা করান মাত্রই তাহার বাড়ীতে খাইলে ও খয়রাত লইলে, হেদায়েত হওয়া দূরের কথা বরং সুদখোর আরও শক্ত সুদখোর হইবে। অতএব যদি কেহ সুদ খায়, কিম্বা সুদখোরের দাওয়াত খায় ও খয়রাত লয় সে যেন আমার মুরিদ বা খলিফা বলিয়া পরিচয় না দেয় তাহার নিকট কেহ মুরিদ হইবেন না।

(৭) মেয়ের সাচকের (পণের) টাকা খাইবে না। যে ব্যক্তি খাইবে ও তদ্দ্বারা জেয়াফত করিবে, তাহা হারাম। এই জেয়াফত যাহারা খাইবে, তাহাদের হারাম খাওয়ার গোনাহ হইবে।

আমার খলিফাদের মধ্যে যদি কেহ সুদখোরের বাড়ী কিম্বা মেয়ের পণের (সাচকের) টাকা দ্বারা জেয়াফত কারী ও গ্রহণ কারীর বাড়ীতে খাইবে, তাহার নিকট কেহ মুরিদ হইবে না। এইরূপ ব্যক্তি আমার খলিফা হউক, অথবা অন্য অন্য পীরের খলিফা হউক, তাহাদের নিকট মুরিদ হইবে না।

(৮) ভাই ভগ্নী ও অংশীদারগণের অংশ ফারায়েজ অনুযায়ী

হইয়া যাইবে। সে জেকরের আস্বাদ পাইবে না।

সুদখোর তওবা করিলেও বাড়ীতে বৎসরকাল মধ্যে খাইতে নাই। যদি কোন সুদখোর তওবা করিয়া সুদের (সমস্ত) মাল ফেরৎদেয়, তবে তাহার বাড়ীতে তৎক্ষণাৎ খাইতে পারে। আর তওবা করিয়া সুদ ফেরৎ না দিলে, তাহাকে বৎসর কাল পর্য্যন্ত দেখিতে হইবে, সে সুদ হইতে পরহেজ করে কি না।

যদি সুদ আর না খায় ও তাহার মাল অর্দ্ধেকের বেশী হালাল থাকে, এক্ষেত্রে যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, হালাল মাল দ্বারা খাওয়াইবে, তবে তাহার দাওয়াত খাওয়া জায়েজ হইবে।

সুদখোরের পৌনে ষোল আনা হালাল মাল থাকিলেও তওবা করিয়া এস্তেকামত না করা পর্য্যন্ত তাহার বাটীতে দাওয়াত খাওয়া জায়েজ নহে, যেহেতু সেও ফাছেকে মো'লেন (প্রকাশ্য ফাছেক)। সুদখোরকে তওবা করান মাত্রই তাহার বাড়ীতে খাইলে ও খয়রাত লইলে, হেদায়েত হওয়া দূরের কথা বরং সুদখোর আরও শক্ত সুদখোর হইবে। অতএব যদি কেহ সুদ খায়, কিম্বা সুদখোরের দাওয়াত খায় ও খয়রাত লয় সে যেন আমার মুরিদ বা খলিফা বলিয়া পরিচয় না দেয় তাহার নিকট কেহ মুরিদ হইবেন না।

(৭) মেয়ের সাচকের (পণের) টাকা খাইবে না। যে ব্যক্তি খাইবে ও তদ্দ্বারা জেয়াফত করিবে, তাহা হারাম। এই জেয়াফত যাহারা খাইবে, তাহাদের হারাম খাওয়ার গোনাহ হইবে।

আমার খলিফাদের মধ্যে যদি কেহ সুদখোরের বাড়ী কিম্বা মেয়ের পণের (সাচকের) টাকা দ্বারা জেয়াফত কারী ও গ্রহণ কারীর বাড়ীতে খাইবে, তাহার নিকট কেহ মুরিদ হইবে না। এইরূপ ব্যক্তি আমার খলিফা হউক, অথবা অন্য অন্য পীরের খলিফা হউক, তাহাদের নিকট মুরিদ হইবে না।

(৮) ভাই ভগ্নী ও অংশীদারগণের অংশ ফারায়েজ অনুযায়ী

ভাগ করিয়া দিবে। যদি তাহাদিগকে দেওয়া অসম্ভব হয়, তবে উহার মূল্য দিয়া হউক, বা যে কোন প্রকারে হউক সন্তুষ্ট করিয়া দাবী ছাড়াইয়া লইবে। নচেৎ খোদার নিকট দায়ী থাকিবে, টাকার হউক, কথার হউক, দাবী দারের নিকটে মাফ লইবে। যদি দাবীদার মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে টাকা পয়সা তাহার ওয়ারিশগণকে দিবে।

কথা ইত্যাদির মাফের জন্য নামাজ পড়িয়া সেই মৃতের রুহের উপর ছওয়াব রেছানি করিবে। আর খোদার নিকট ক্ষমা চাহিবে। প্রথম বিবাহ ও দ্বিতীয় বিবাহের পুত্র কন্যাদের অংশের মধ্যে ফারায়েজ অপেক্ষা কম বেশী করিয়া দিলে খোদার নিকট দায়ী থাকিবে।

(৯) আমি যে কাদরীয়া, চিশ্‌তিয়া, নক্‌শবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকা সম্বন্ধে ছবক ও তা'লিম দিয়া থাকি ও দিয়াছি, সেই মোতাবেক সকলে কায়েম থাকিবেন। উহা হজরত পীরাণ পীর শাহ আবদুল কাদের জিলানী ছাহেবের ও মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ)র কেতাব অনুযায়ী করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত মাওলানা শাহ কারামত আলি মরহুম মগফুর ছাহেবের মা'রেফাতের কেতাবগুলি সকলে সর্ব্বদা দেখিতে থাকিবেন, তিনি আমার দাদা পীর হজরত মাওলানা শাহ নুর মহম্মদ মরহুম মগফুর ছাহেবের পীর ভাই ছিলেন, অতএব আমরা এক তরিকা ভুক্ত।

(১০) আমার খলিফা ও মুরিদের মধ্যে যদি কেহ কোরআন হাদিছ ও ফেকহ সমূহের বিপরীত অর্থাৎ শরিয়তের বিপরীত কোন মত প্রকাশ করে, তবে তাহা কেহ মানিবেন না। যদি কেহ আমার খলিফা ও মুরিদ দাবি করিয়া আমার অছিয়তের বিপরীত চলে, তবে কেহ তাহাকে আমার মুরিদ বা খলিফা মনে করিবেন না তাহার নিকট মুরিদ হইবে না।

(১১) হিন্দুর পূজা পার্ব্বনে, মেলা তিহারে ও গান বাজনার স্থানে সাহায্য করিবেন না ও উহাতে যাইবেন না। পূজায় পাঠা, কলা, ইক্ষু, দুধ ইত্যাদি বিক্রয় করিবেন না। ভেট দিবেন না, দিলে গোনাহ কবিরা হইবে।

(১২) কেহ প্রকাশ্য ফাছেকের দাওয়াত কবুল করিবেন না এবং তাহাকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইবেন না; যথা—বেনামাজি, কেননা প্রত্যহ বেতরের নামাজে পড়া হয়, "নাতরোকো মাই ইয়াফজোরোকা" অর্থাৎ আমরা ফাছেক ফাজেরের সহিত চলিব না।

(১৩) কেহ দাড়ী মুন্ডন করিবেন না, এক মুষ্ঠীর কম হয় এমন খাট করিবেন না, লম্বা মোচ রাখিবেন না। ফ্রান্স কাট, টেরী বা ঢাকাইয়া ছাট ছাটিবেন না। কাছা দিয়া কাপড় পরিবেন না। কোট, প্যান্ট, নেকটাই ইত্যাদি বিজাতীয় পোষাক ব্যবহার করিবেন না। ছুন্নত মোতাবেক পোষাক লইবেন ও খালি মাথায় চলিবেন না। টুপি পাগড়ী লুঙ্গী পায়জামা ও লম্বা কোরতা ব্যবহার করিবেন। আচকান চোগা ইত্যাদি মোবাহ পোষাক ব্যবহার করাও জায়েজ।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, নাছারা, হিন্দু ও অন্যান্য গায়ের কওম তাহাদের জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করে না। আর আমাদের কওমের কতক লোক বর্ত্তমানে যাত্রার সং সাজিতে লজ্জা বোধ করে না। কখন দাড়ি মুন্ডন করে, হ্যাট পরে, খালী মাথায় কাছা দিয়া রাস্তায় বেড়ায়, কখন টুপি মাথায় দিয়া লুঙ্গি পরিয়া থাকে। আমি দোয়া করি, আল্লাহ আমার মুছলমান ভাইদের ঈমান কায়েম রাখেন ও শরিয়তের খেলাফ পোষাক হইতে রক্ষা করেন।

(১৪) তাস, পাসা, ফুটবল, ব্যাটবল ইত্যাদি ঘোড়দৌড় মহিষ ও গরুর লড়াই বা কোন প্রাণীর লড়াই খেলার নিয়তে

দিবেন না ও করিবেন না। যদি কোথাও ঐরূপ লড়াই হয় তথায় যাইবে না, উহা হারাম।

আত্ম রক্ষার জন্য ঘোড়দৌড়, লাঠি খেলা শিক্ষা, তলোয়ার ভাজা তীরান্দাজী শিক্ষা মাসের মধ্যে ২/৩ দিন তালিমের জন্য করা জায়েজ হইবে, কিন্তু হাটুর নীচে পর্য্যন্ত পায়জামা পরিবে, নামাজের ওয়াক্তে নামাজ পড়িবে, ঐ শিক্ষা কালে বাজী ও বাজনা না রাখিয়া শিক্ষা করা জায়েজ আছে, কিন্তু ঈদ বকরাঈদ সবেবরাত, মহরম ইত্যাদিতে না করে। করিলে এবাদতের ক্ষতি হইবে।

(১৫) বিবাহে বারুদ পোড়ান, লাঠি খেলা, কলেরগান, সুর দিয়া পুথি পড়া ইত্যাদি কার্য্য করিবে না। ফজুল ভাবে অর্থ ব্যয় করিবে না, ইহা হারাম।

(১৬) যথা শক্তি ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি-শিল্প কার্য্য ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া হালাল উপার্জ্জন করিবে। খয়রাত গ্রহণ করার উপর নির্ভর করিবে না। শক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্যের নিকট খয়রাত চাহিয়া লওয়া হারাম। আলেমের এলম পীরের পীরত্ব যেন খয়রাত পাওয়া উদ্দেশ্যে না হয়। আলেম ও পীরগণ আল্লাহর ওয়াস্তে নছিহত করিবেন। কাহার নিকট ইশারা বা ইঙ্গিত দ্বারা অথবা অন্যের সাহায্যে খয়রাত আদায় করিবেন না, উহাও হারাম। যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া দেন, তবে তাহা লওয়া জায়েজ আছে।

(১৭) আলেম ছাহেবদের নিকট আমার বিনীত আরজ এই যে, আপনাদের মধ্যে যদি কোন মছলা লইয়া এখতেলাফ বা মতভেদ হয়, তবে এক্ষেত্রে বসিয়া কেতাব সমূহ লইয়া মতভেদ মীমাংসা করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট ছহিহ মত প্রকাশ করিবেন। যাবৎ পর্য্যন্ত ঐরূপ আলেম ছাহেবদের একতা না হইবে, তাবৎ পর্য্যন্ত আলেম সমাজে দলাদলি থাকিলে, অচিরে সমাজ বিনষ্ট

হইবার আশঙ্কা আছে।

যদি কোন আলেমের মত কোনরূপ কেতাবের খেলাফ বিজ্ঞাপনে বা বাজে লোকের মুখে দেখিতে ও শুনিতে পান, তবে যতক্ষণ নিজে তাহার লিখিত মত বলিয়া কিম্বা তাহার মৌখিক কথা বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার উপর কোন প্রকার এস্তেহার ও ফৎওয়া প্রকাশ করিবেন না। অনেক স্থানে অনেকে বাজে লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া ভাল লোকের উপর ফৎওয়া ও এস্তেহার প্রকাশ করিয়া বহু সংখ্যক ঈমানদার মুছলমানদিগের ঈমান বিনষ্ট করিয়া মহা গোনাহগার হইয়াছে ও হইতেছে। আলেম ও পীর ছাহেবগণ সাবধান থাকিবেন, শয়তান জীবিত আছে। সে পীরে পীরে ও আলেমে আলেমে বিবাদ ও দলাদলি লাগাইয়া ইছলামকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে। আল্লাহ্ পানা দেন।

(১৯) কেহ গান বাজনা করিবেন না ও শুনিবেন না, আল্লাহ্ ও রাছূলের তা'রিফ কবিতা গজল পড়িতে পারে, কিন্তু এলমে-অরুজির ওজনে পড়িবে, এলমে-মুছিকির ওজনে অর্থাৎ রাগ রাগিনী সহকারে পড়া হারাম। এলমে-অরুজির সহিত পড়িতে হইলেও ৫টি শর্ত্ত পালন করিত হইবে—যথা ১। মেয়ে মজলিশে না থাকে।

(২০) বর্ত্তমানে যে বাজে লোক মছনবী শরীফ এলমে মুছিকীর ওজনে অর্থাৎ রাগ-রাগিনী সহকারে পড়িয়া থাকে। ইহা জায়েজ নাই, তথায় যাইবে না। যদি কেহ তথায় গিয়া থাকে, তবে তথা হইতে উঠিয়া যাইবে। মছনবী শরীফ এলমে-অরুজীর সহিত অর্থাৎ বিনা রাগ-রাগিনী মিষ্ট স্বরে পড়িতে বাধা নাই।

(২১) মাথায় এরূপ লম্বা চুল রাখিবে না যে তাহা মেয়ে লোকের ন্যায় হয়। বাবরী ছুন্নতমোতাবেক রাখিতে পারে। বাজে নাদান ফকিরেরা লম্বা চুল রাখে, উহা হারাম।

বাবরী রাখিতে হইলে, স্বন্ধ পর্য্যন্ত চুল কাটিয়া খাট রাখিবে, মহাড়ার নীচে না পড়ে। মহাড়ার নীচে চুল লম্বা হইলে স্ত্রীলোকের ন্যায় হয়। উহা হারাম। উহার প্রতি খোদাতায়ালার লা'নত পতিত হইবে।

(২২) ছওয়াব রেছানি করিয়া কেহ ছওয়াল করিয়া কিছু লইবে না, উহা হারাম (যদি কেহ আল্লাহর ওয়াস্তে মৃতের খতম পড়ে, আর পড়ানে ওয়ালা লিল্লাহ কিছু দেয়, এক্ষেত্রে লওয়া দেওয়া জায়েজ আছে। বর্ত্তমান জামানায় কোরআন শরিফ ও হাদিছ শরিফ শিক্ষা দিয়া ও আজান দিয়া ও এমামতি করিয়া, খতম তারাবী পড়িয়া ঝাড়ফুক দিয়া মজুরি লওয়া জায়েজ আছে।

(২৩) ওয়াজ নছিহত আল্লাহর ওয়াস্তে করিবে। কিছু লিল্লাহ দিলে, লওয়া জায়েজ আছে। বাজে স্থানের লোকেরা ভালমন্দ সুদখোর ঘুষঘোর ইত্যাদির চাঁদা জমা করিয়া ওয়াজ কারিদিগকে দেয়, উহা নাজায়েজ। হালাল মাল দিয়া দিলে লইতে কোন দোষ নাই।

(২৪) যে যে স্থানে থাকেন, জামায়েতে নামাজ পড়িবেন জুমা ও ঈদ পড়িবেন। মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফে ব্যতীত সকল স্থানে আখেরে জোহরের নামাজ পড়িবেন। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তিন জুমা তরফ করিবে, সে ব্যক্তি মালাউন।

(২৫) অনেক স্থানে দেখা যায়, পীরের ছেলে কিছু জানুক, বা না জানুক পীর সাজিয়া বসে ও মুরিদ করিতে থাকে অন্য কোন ভাল পীরের নিকট সাধারণকে যাইতে নিষেধ করে। আমার ভয় হয় আমার মৃত্যুর পর আমার পুত্রদের মধ্যে ঐরূপ হইয়া পড়ে নাকি। অতএব আমার পুত্রদের মধ্যে যাহারা শরিয়ত মোতাবেক আমল করিবে ও চলিবে এবং তা'লিম ও শিক্ষা দিবে, তাহাদের অনুসরণ করিবেন।

বাবরী রাখিতে হইলে, স্বন্ধ পর্য্যন্ত চুল কাটিয়া খাট রাখিবে, মহাড়ার নীচে না পড়ে। মহাড়ার নীচে চুল লম্বা হইলে স্ত্রীলোকের ন্যায় হয়। উহা হারাম। উহার প্রতি খোদাতায়ালার লা'নত পতিত হইবে।

(২২) ছওয়াব রেছানি করিয়া কেহ ছওয়াল করিয়া কিছু লইবে না, উহা হারাম (যদি কেহ আল্লাহর ওয়াস্তে মৃতের খতম পড়ে, আর পড়ানে ওয়ালা লিল্লাহ কিছু দেয়, এক্ষেত্রে লওয়া দেওয়া জায়েজ আছে। বর্ত্তমান জামানায় কোরআন শরিফ ও হাদিছ শরিফ শিক্ষা দিয়া ও আজান দিয়া ও এমামতি করিয়া, খতম তারাবী পড়িয়া ঝাড়ফুক দিয়া মজুরি লওয়া জায়েজ আছে।

(২৩) ওয়াজ নছিহত আল্লাহর ওয়াস্তে করিবে। কিছু লিল্লাহ দিলে, লওয়া জায়েজ আছে। বাজে স্থানের লোকেরা ভালমন্দ সুদখোর ঘুষঘোর ইত্যাদির চাঁদা জমা করিয়া ওয়াজ কারিদিগকে দেয়, উহা নাজায়েজ। হালাল মাল দিয়া দিলে লইতে কোন দোষ নাই।

(২৪) যে যে স্থানে থাকেন, জামায়েতে নামাজ পড়িবেন জুমা ও ঈদ পড়িবেন। মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফে ব্যতীত সকল স্থানে আখেরে জোহরের নামাজ পড়িবেন। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তিন জুমা তরফ করিবে, সে ব্যক্তি মালাউন।

(২৫) অনেক স্থানে দেখা যায়, পীরের ছেলে কিছু জানুক বা না জানুক পীর সাজিয়া বসে ও মুরিদ করিতে থাকে অন্য কোন ভাল পীরের নিকট সাধারণকে যাইতে নিষেধ করে। আমার ভয় হয় আমার মৃত্যুর পর আমার পুত্রদের মধ্যে ঐরূপ হইয়া পড়ে নাকি। অতএব আমার পুত্রদের মধ্যে যাহারা শরিয়ত মোতাবেক আমল করিবে ও চলিবে এবং তা'লিম ও শিক্ষা দিবে, তাহাদের অনুসরণ করিবেন।

(২৬) আমার বাড়ীতে বৎসরের ২১/২২/২৩শে ফাল্গুন তারিখ নির্দ্ধারণ করিয়া একটি ওয়াজের মজলিশ করি। ঐ তারিখে আমার পীর কিম্বা দাদা পীরের মৃত্যু হয় নাই। আমি জানি, আল্লাহ বলিয়াছেন ;—

يايها الذين آمنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদিগকে ও নিজেদের পরিজনকে অগ্নি হইতে রক্ষাকর।" এই আয়তের মর্ম্ম অবলম্বনে, আমার বাড়ীতে দেশী বিদেশী সকলকে আম দাওয়াত দিয়া বহু আলেম ওলামা, হাফেজ, কারী কর্ত্তৃক ওয়াজ নছিহত করাইয়া ও নিজে করিয়া শরিয়তের হুকুম আহকাম জানাইয়া দেই। যদি কোন দেশে কোন মছলা লইয়া মতভেদ থাকে, তবে এই মহফেলে থাকিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া লন।

এই মহফিলে প্রায় প্রত্যহ ২৫/৩০ হাজার লোক হাজের থাকে। ঐ তি॰ দনের এক দিন ৬০/৭০ খতম কোরআন শরিফ, ছুরা এখলাছ ও ফাতেহা, কলেমা ইত্যাদি পড়ান হয়। এই সমস্তের ছওয়াব হজরত নবি (ছাঃ)এর ও যাবতীয় অলি আউলিয়া, গওছ, কুতুব ও যাবতীয় মোছলমানের রুহের উপর ছওয়াব রেছানি করা হয়। এই জন্য এই মহফেলের এক নাম ইছালে ছওয়াব। যদি কেহ এই মহফেলকে (প্রচলিত) ওরোছ বা অন্য কিছু বলে, তবে তাহা কেহ শুনিবেন না। এই মহফেল যাহাতে আল্লাহ কায়েম রাখেন, তাহার চেষ্টা আমার পুত্রগণ, খলিফাগণ ও মুরিদগণ করিবেন। খলিফাগণের মধ্যে যদি কাহার বাড়িতে এইরূপ মহফেল করিতে কাহারও শক্তি হয়, তবে তিনি তাহা করিবেন। সাবধান! কেহ যেন অর্থের লোভে বা অন্য কোনরূপ মান মর্য্যাদার জন্য না করেন। বিশুদ্ধ হেদাএতের নিয়তে করিলে বহু নেকী পাইবেন। আরও সাবধান থাকিবেন যে, যেন এই মহফেলে কোন প্রকার বেদয়াত ও হারাম কার্য্য বা নামাজের

জামায়াত তরক না হয়। বাজে তামাসা ইত্যাদি না হয়। যদি কেহ উহা করে, তবে আমি তাহার প্রতি দাবী রাখিব।

(২৭) বাজে পীরের দরবারে অমাবশ্যা পূর্ণিমা বা পীরের মৃত্যুর তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া 'ওরছ' ইত্যাদি হইয়া থাকে। এমন কি জামায়াতে নামাজ পড়া হয় না, তথায় মেয়ে লোক যায়, তাহারা হালকা করে ও বেপর্দ্দা চলে, উহা হারাম।

ঐরূপ মজলিশে কেহ যাইবেন না, যেরূপ সুরেশ্বর, মাইজভান্ডার ইত্যাদি স্থানে আছে। ঐ ভাবের 'ওরছ' করা বেদয়াত ও হারাম।

(২৮) এমন জলি জেকর করিবে না, যাহাতে নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হয়, কোরআন শরিফ ও নামাজ পড়ায় বিঘ্ন ঘটে।

(২৯) 'জোয়াল্লিন' ও 'দোয়াল্লিন' সম্বন্ধে যে স্থানে স্থানে মতভেদ আছে, তৎসম্বন্ধে আমার মত এই যে, মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফের মোহাক্কেক আলেমগণ যেরূপ দোয়াল্লিন পড়ে, আমিও তদ্রূপ পড়ি, দাল, জাল দ্বারা পড়িলে, নামাজে ফতুরি আসিবে, কিন্তু যে ব্যক্তির চেষ্টা করা সত্ত্বেও মখরেজ আদায় না হয়, তাহার জন্য মাফ।

(৩০) কেহ জমি কট রাখিবেন না, জায়সুদী ইত্যাদি দ্বারা কেহ সুদ খাইবে না ও জুলুম করিবে না।

(৩১) নিজের হাতে নাড়ি কাটা শরিয়তে কোন বাধা নাই। ইহা হজরত আদম (আঃ)এর ছুন্নত হইতেছে। এই নাড়ি কাটাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিলে, হযরত আদম (আঃ)কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়। ইহাতে ইমান যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

(৩২) কেহ আপনাকে মারফতি ফকির মনে করিয়া গরুর গোস্ত, মৎস্য ও কোন হালাল প্রাণী জবেহ করা ও খাওয়া নিষেধ করে। ইহা কোরআন শরিফ ও হাদিছ শরীফের খেলাফ। যাহারা

হালাল প্রাণী জবাহ করিতে ও খাইতে ঘৃণা করে, তাহারা কোরআন শরিফের বিপরীত কার্য্য কারী; কাজেই তাহারা বে-ঈমান।

(৩৩) হানাফী, মালিকি, হাম্বলী ও শাফিয়ী এই চারি মজহাবের কোন মজহাব এহানাত করিবেন না। আমি হানাফি, আমার মুরিদগণও হানাফী।

শিয়া, রাফেজি, খারিজি ইত্যাদিদের আকিদা বাতীল ও হারাম।

চার মজহাব নহে, চারের মজহাব, চারের মজহাবই হাদিছ কোরআন ও ফেকাহ শরিফ হইতেছে।

ফেকাহ শরীফ, কোরআন শরীফ ও হাদিছ শরীফের অনুবাদ (তরজমা) মাত্র। যাহা কোরআন শরীফ ও হাদিছ শরীফে স্পষ্টভাবে নাই, তাহারই খোলাছা (মূলমর্ম্ম) ফেকহ হইতেছে অতএব এই চারের মজহাবকে যে এহনাত (অবজ্ঞা) করিবে, সে কাফের হইবে, কেননা ইহাতে কোরআন শরীফ ও হাদিছ শরীফকে অবজ্ঞা করা হয়।

নবি (সাঃ) জামানা হইতে আজ পর্য্যন্ত সকলেই আহলে হাদিছ ওয়াল কোরআন হইতেছে। যে আহলে হাদিছ ওয়াল কোরআন হইবে, তাহার আমল চারের কোন এক মজহাবের সহিত মিলিবে।

(৩৪) মিলাদ শরিফে কেয়াম করা মোস্তাহছান। যদি কেহ মৌলুদ শরীফ পাঠ কালে, কেয়াম করে, তবে কেহ তাহাকে জবরদস্তি করিয়া বসাইবেন না। যদি কেহ বসিয়া তওল্লদ শরীফ পড়ে, তবে তাহাকেও কেহ জোর করিয়া উঠাইবেন না। সামান্য মোস্তাহছান বিষয় লইয়া কেহ দলাদলি করিয়া বিভক্ত হইবেন না। কেয়াম করা আমি ভালই মনে করি। কেয়ামের সময় কেহবা বসিয়া থাকে, কেহ বা দাঁড়ায়, ইহা ভাল নহে। তৎপ্রতি খেয়াল

রাখিবেন, কিন্তু কেয়াম মোস্তাহছান ছুন্নতে উম্মত।

ছুন্নত তিন প্রকার (১) ছুন্নতে উম্মত (২) ছুন্নতে ছাহাবা (৩) ছুন্নতে নাবাবী।

(৩৫) এলমে-গায়েব আল্লাহতায়ালা হজরত নবি (ছাঃ) কে যতদূর জানাইয়া দিয়াছেন, ততদূর জানেন। গায়েবের মালিক আল্লাহতায়ালা, এইরূপ আকিদা রাখিবেন। হজরত (ছাঃ) যে গায়েব জানেন, সেই গায়েবকে এলমে-হছুলি বলে।

(৩৬) দাড়ি রাখা, লম্বা কোরতা পরা ইত্যাদি ছুন্নত লেবাছকে যাহারা অবজ্ঞা করিবে, তাহারা বেঈমান হইবে। যেহেতু হজরত (ছাঃ) এর ছুন্নতকে অবজ্ঞা করায় হজরত (ছাঃ) কে অবজ্ঞা করা হয়। হজরত (ছাঃ)কে যে অবজ্ঞা করে, সে কাফের হইবে।

(৩৭) কামেল পীরের নিকট মুরিদ হইলে, পীর যদি মরিয়া যায়, বেশরা হয় বা দূর দেশবাসী হয়, আর তাঁহার নিকট যাইতে অক্ষম হয়, তবে কামেল পীর দেখিয়া মুরিদ হইয়া তা'লিম পাইতে পারিবে; কিন্তু ভাল পীর থাকা সত্ত্বেও পীরকে অগ্রাহ্য ও অবজ্ঞা করিয়া অন্য পীর ধরিলে, ঈমান যাইবার আশঙ্কা আছে।

(৩৮) আমার মুরিদ ও মো'তাকেদদিগকে ও সকল মুসলমানকে বলিতেছি, যদি কোন ব্যক্তি শরিয়ত মোতাবেক আলেম কিম্বা কামেল হয়, তবে তাঁহার ওয়াজ শুনিবেন, খাতেরদারী করিবেন, তাহাতে আমার কোন নিষেধ নাই। যদি কোন আলেম বা ওয়ায়েজ, ওয়ায়েজের মধ্যে আল্লাহ ও রাছুলের প্রশংসা উপলক্ষে মছনবিয়ে রুমি ইত্যাদি এলমে মুছিকির ওজনে, অর্থাৎ রাগ-রাগিনী সহ পড়ে, তবে তাহার মহফেলে যাইবেন না। গেলে গোনাহগার হইবেন। যদি কেহ গিয়া থাকে, তবে তাহার কর্ত্তব্য এই যে, তথা হইতে উঠিয়া আসে।

(৩৯) আমি আলেম ও শিক্ষিত লোকদিগকে মহব্বত ও

তা'জিম করিয়া থাকি। আপনারাও তা'জিম ও মহব্বত করিবেন। যে আলেম ও সাধারণ লোক শরিয়ত মোতাবেক চলেন, তাহাদিগকে কেহ তুচ্ছ জানিবেন না। তুচ্ছ জানিলে আল্লাহতায়ালা ও হজরত (ছাঃ) নারাজ হইবেন, যেহেতু আলেমগণ নবিগণের ওয়ারেছ।

(৪০) সকলে কুলুখ ব্যবহার করিবেন, স্ত্রী কন্যা ও পরিজনদিগকে কুলুখ ইত্যাদি আমল করাইতে চেষ্টা করিবেন, যেহেতু কুলুখ ব্যবহার করা ছুন্নতে মোয়াকাদ্দাহ।

(৪১) মাদ্রাছার তালেবোল-এলমদিগকে যথা শক্তি জায়গীর রাখিবেন ও সাহায্য করিবেন, কিন্তু দাড়ি মুন্ডনকারী, এলবাট রাখা ও হুক্কা বিড়ি খোর তালেবোল-এলম রাখিবেন না। পরহেজগার নামাজী তালেবোল-এলম রাখিবেন। শিক্ষক দিগের পরহেজগারি অবলম্বন করিতে হইবে। মাদ্রাছা, স্কুল ও মক্তবে বদকার শিক্ষক রাখিতে নাই।

(৪২) আমার খলিফা ও মুরিদগণের মধ্যে হাজার হাজার আলেম, হাফেজ ও কারী আছেন। তাহারা আমার আদেশে বহু কেতাব ছাপাইয়াছেন ও ছাপিতেছেন। আমি সকলের কেতাব সম্পূর্ণ দেখিতে পারি নাই। কাজেই যদি কাহারও কেতাবে শরিয়তের কোন খেলাফ মত লিখিয়া থাকেন তবে কেহ আমল করিবেন না। বরং তাহার সংশোধনের জন্য তাহাকে জানাইয়া সংশোধন করিবেন।

(৪৩) এলম দুই প্রকার, এলমে-জাহের ও এলমে বাতেন, এলমে-জাহের শরিয়ত—কোরআন শরিফ, হাদিছ শরিফ ও ফেক্‌হ শরিফ ইত্যাদি। শরিয়ত মোতাবেক. আমল করাই তরিকত। তরিকত ব্যতীত মারেফাত হকিকত হতেই পারে না। উহা মিথ্যা বৈ কিছুই নহে। শরিয়ত ছাড়িয়া যাহারা মা'রেফাত আমল করে, তাহারা ফাছেক। শরিয়ত অনুযায়ী তরিকত মা'রেফাত এবং

হকিকত শিক্ষা করা ফরজ। যাহারা তরিকত আমল না করে, তাহারা ফাছেক। যাহারা সত্য তরিকত মা'রেফাত ও হকিকত অবজ্ঞা করে তাহারা কাফের।

(৪৪) কদমবুছি জায়েজ আছে, পীরের পায়ে হাত দিয়া সেই হাত তা'জিমের জন্য চুম্বন করা বেদয়াতে জায়েজ। মুখ দিয়া কদমবুছি করা ছুন্নত। যদি পীর উপরে থাকে, আর কদমবুছি করে, তবে জায়েজ হইবে।

(৪৫) আল্লাহ ব্যতীত কাহাকে এবাদতের ছেজদা করা কোফর। তাহিয়াতের ছেজদা করা হারাম। এই হারামকে যাহারা মোবাহ জানে, তাহারা কাফের। নবি (ছাঃ) এর জামানার পূর্ব্বে রুকুর নাম ছেজদা ছিল, তজ্জন্যই নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, "যেন কেহ ছালাম দিবার কালেও পূর্ব্ব জামানার ছেজদার ন্যায় মাথা নত না করে।"

যাহারা বর্ত্তমানে তাহাইয়াতের (তা'জিমের) ছেজদা হালাল জানিয়া করে ও লয়, তাহারা কাফের হইবে।

(৪৬) মুরগ বাঁধিয়া খাওয়া ছুন্নত, হজরত (ছাঃ) উহা বাঁধিয়া রাখিয়া খাইয়াছেন। আমিও আমার মোতাকেদ ও সর্ব্বসাধারণ ভাইদিগকে আদেশ করি। 'জাল্লালা' মুরগ না বাঁধিয়া খাওয়া মকরুহ তররিমি।

(৪৭) হজরত (ছাঃ) শেষ নবি, তাঁহার পরে কোন নবী হইবে না। যদি কেহ কোন সময় পয়গম্বরী দাবী করে, তবে সে মিথ্যাবাদী।

(৪৮) বর্ত্তমানে একদল ফকির বাহির হইয়াছে, তাহারা বগদাদী ছেজদা করে, তাহারা উত্তর দিকে ছেজদা করিয়া পীর ছাহেব পীর ছাহেব বলিয়া থাকে, উহা হারাম। উহা জায়েজ জানিলে, বেদীন হইতে হয়।

(৪৯) পীর খান্দানই যে কেবল পীর হইবে, এমত কথা

কোন কেতাবে নাই। যিনি শরিয়ত ও মা'রেফাত ইত্যাদিতে কামেল হইবেন, তিনিই পীর হইতে পরিবেন, যে বংশেরই হউন না কেন।

(৫০) আমার মুরিদ মো'তাকেদগণ, আমার আদিষ্ট দরুদ ও অজিফা সমূহ ও মোরাকাবা ইত্যাদি যথারীতি করিবেন। মিথ্যা কথা বলিবেন না; মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন না। পর্দ্দা পুশিদা মতে চলিবেন, সুদঘুষ খাইবেন না ও হারাম মাল খাইবেন না, হারাম কার্য্য—যেমন গান বাজনা করিবেন না ও উহা শুনিবেন না। ঐ সকল হইতে পরহেজ না করিলে, 'কলব' বন্ধ হইয়া যাইবে। মারেফাতের কোন স্বাদ পাইবেন না। শরিয়তের খেলাফ বলিয়া দাবি করিলে, খোদার নিকট দায়ী থাকিবেন। আমি ঐরূপ মুরিদ ও খলিফা চাহি না, তাহাদের নিকট কেহ মুরিদ হইবেন না।

(৫১) কেহ শেরেক গোনাহ করিবেন না। যেমন হিন্দুর পূজায় ভেট দেওয়া, পাঠা, কলা, দুধ ইত্যাদি বিক্রয় করা; দিকশূ ত্র্যহস্পর্থ, শনি, রবিবার মানিতে নাই। কাহার মাল হারাইয়া গেলে, গণক বাড়ী গণাইতে যাইবে না। ধান চাউলকে মালক্ষী বলিবে না। দোয়া করি, আল্লাহতায়ালা মোছলমান ভাই ভগ্নিদিগের ঈমান কায়েম রাখেন।

(৫২) বাজারের ভেজাল ঘৃত, দধি, মিষ্টান্ন, সাদা চিনি হইতে পরহেজ করিবেন। আমি ঐ সকলের মর্ম্ম যতদূর অবগত হইয়াছি, তাহাতে আমার উচিৎ হয় যে, সর্ব্বসাধারণের পরহেজগারি অবলম্বন করার জন্য ঐ সকল ব্যবহার করিতে নিষেধ করি।

অমুছলমানদের তৈয়ারী মিষ্টান্ন ইত্যাদি না খাওয়া ভাল, কেননা তাহারা যাহা হালাল জানে, তাহা আমাদের জন্য হারাম, যেমন—গোবর, চোনা ইত্যাদি।

(৫৩) কেহ জামাতা হইতে মেয়ে আটক রাখিবে না। জামাতার সহিত কোন বিষয় বিবাদ হইলে, মেয়ে আটক করা

হারাম। কেহ কন্যা ও ভগ্নি ইত্যাদি আটক করিবেন না। যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে তাহা মীমাংসা করিয়া শীঘ্র মেয়ে পাঠাইয়া দিবেন।

(৫৪) নিজ স্ত্রীকে কেহ বাপের বাড়ী বা অন্যত্রে ফেলিয়া রাখিয়া কষ্ট দিবেন না। তাহাদিগকে পর্দ্দাতে রাখিয়া তাহাদের হক যথারীতি আদায় করিবে, নচেৎ গোনাহগার হইবে।

(৫৫) কেহ হুক্কা বিড়ি সিগারেট ব্যবহার করিবেন না। উহা মকরুহ তহরিমি। মদ, গাঁজা, ভাঙ্গ ও নেশার দ্রব্য সকল হারাম।

(৫৬) গোরস্থানের হেফাজত করিবেন, গোরের উপর দিয়া পথ দিবেন না। গোরস্থানের নিকট পায়খানা প্রস্রাবের স্থান করিবেন না, করিলে গোনাহগার হইবেন ও বদ্দোয়া প্রাপ্ত হইবেন, যথাসাধ্য গোরের হেফাজত করিবেন।

(৫৭) বৃদ্ধ পিতা মাতার খেদমত করিবেন, তাহাদের সন্তুষ্টির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা ও যত্ন করিবেন।

ফুরফুরার হজরতের তাক্ওয়া ও পরহেজগারি

মেশকাত, ২৪১ পৃষ্ঠা ;—

হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, হালাল স্পষ্ট ও হারাম স্পষ্ট, এতদুভয়ের মধ্যে কতকগুলি সন্দেহ মূলক বিষয় আছে, যে ব্যক্তি উক্ত সন্দেহ মূলক বিষয়গুলি হইতে পরহেজ করে, সেই ব্যক্তি নিজের দীন ও সম্ভ্রম রক্ষা করিল। আর যে ব্যক্তি উহাতে পতিত হয়, হারামে পতিত হয়। ছহিহ বোখারি ও

মোছলেম।

মেশকাত, ২৪২ পৃষ্ঠা ;—

হজরত বলিয়াছেন, বান্দা পরহেজগার শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না যতক্ষণ (না) সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় কতকগুলি নিঃসন্দেহ বিষয় (মোবাহ বস্তু) ত্যাগ করে।—তেরমেজি ও এবনো মাজা।

খোদাতায়ালা কোরআনের ছুরা ইউনোছে অলি উল্লাহগণের লক্ষণ পরহেজগারি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব পীরের শর্ত্তগুলির মধ্যে পরহেজগারিকে দ্বিতীয় শর্ত্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ সাহেব কওলোল জমিলের ১৬/১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, পীরগণের অবস্থা এই ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অল্পে তুষ্টী লাভ করা এবং সন্দেহ যুক্ত মাল ও ব্যবসায় হইতে পরহেজ করা জরুরী।

মাওলানা কারামত আলি সাহেব জাদোত্তাক্‌ওয়ার ১২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"নিজের উদরের কার্য্যে চিন্তা করিবে যে, উহা আল্লাহ তায়ালার নাফরমানি হারাম পানাহারে লিপ্ত নহেত। যদি উহাকে হারাম ভক্ষণে সংলিপ্ত পায়, তবে জানিবে যে, হারাম ভক্ষণে সমস্ত এবাদত নষ্ট হইয়া যায় এবং হালাল ভক্ষণ সমস্ত এবাদতের মূল।"

হজরত পীরাণ পীর সাহেব ফুতুহোল গায়েব কেতাবের ১৫৮/১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"তুমি পরহেজগারি লাজেম করিয়া লও, নচেৎ আজাব তোমার উপর লাজেম হইবে। যদি আল্লাহ তোমাকে নিজের রহমত দ্বারা ঢাকিয়া ফেলেন, তবে ভাল, নচেৎ তুমি উক্ত আজাব হইতে নাজাত পাইবে না।

নবি (ছাঃ) এর উল্লিখিত হাদিছ দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, নিশ্চয় দীনের মূল পরহেজগারি, লোকে উহার ধ্বংস সাধন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি তৃণক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, অচিরে সে উহার মধ্যে প্রবেশ করিবে। যেরূপ ক্ষেত্রের পার্শ্বে বিচরণকারি পশু ক্ষেত্রের উপর মুখ লম্বা করিয়া থাকে, উহা হইতে ক্ষেত্র প্রায় নিরাপদ থাকে না। সত্যই (হজরত) ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, পাছে আমরা হারামে পতিত হই, এই ভয়ে হালালের নয় দশমাংশ ত্যাগ করিতাম।

(হজরত) আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমরা গোনাহতে লিপ্ত হইব, এই ভয়ে হালালের ৭০টী দ্বার ত্যাগ করিতাম, হারামের নৈকট্য হইতে পরহেজ করা উদ্দেশ্যে তাহারা ইহা করিয়াছিলেন।

হজরত মোজাদ্দেদ আলফে ছানি (রঃ) মকতুবাত-শরিফের ১/১৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"তুমি জানিয়া রাখ যে, জেকেরের ফল ও উহার আছর (চিহ্ন) গুলি প্রকাশিত হওয়া শরিয়ত পালন করার উপর নির্ভর করে, কাজেই ফরজ ও ছুন্নতগুলি আদায় করিতে ও হারাম ও সন্দেহজনক বিষয় হইতে পরহেজ করিতে সাবধনতা অবলম্বন করা উচিত।"

আরও তিনি উহার ২/১৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

দ্বিতীয় নছিহত খোরাক সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা। এমন কি প্রয়োজন হইয়াছে যে, কেহ কোন বস্তু যে কোন স্থান হইতে পায় তাহাই ভক্ষণ করিবে এবং শরিয়তের হালাল ও হারামের তদন্ত করিবে না।

হজরত পীরাণ পীর সাহেব গুনইয়া—তোত্তালেবিন কোতাবের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দ্বিধা বোধ না করে যে,

তাহার খাদ্য ও পানীয় কোথা হইতে হইল, আল্লাহতায়ালা এ সম্বন্ধে দ্বিধা বোধ করিবেন না যে, দোজখের কোন দ্বার দিয়া তাহাকে উহার মধ্যে দাখিল করিয়া দিবেন।

হজরত পীর সাহেব কখন সন্দেহজনক দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই, সুদখোর, ঘুষখোর শরাবখোর গভর্ণমেন্টের আইন ব্যবসায়ী উকিল মোক্তারদের পয়সা লন নাই, তাহাদের দাওয়াত মঞ্জুর করেন নাই।

(১) এক সময় একটী দরজী তাহাকে দাওয়াত করিতে আসে, হুজুর জিজ্ঞাসা করেন, বাবা তুমি অন্যের কাটা কাপড় রাখিয়া দাও কি না? তখন সে নিজের দোষ স্বীকার করে, হুজুর এই শর্ত্তে তাহার দাওয়াত স্বীকার করিলেন যে, ওয়াজ অন্তে খাওয়া দাওয়া কিছুই না করিয়া চলিয়া আসিবেন।

(২) জনাব ছুফি তাজাম্মল হোসেন ছিদ্দিকি সাহেব বলিয়াছেন, হজরত পীর ছাহেব যশোহর জেলার একজন অর্থ শালীর বাটিতে দাওয়াত গ্রহণ করেন, দুই বেলা খাওয়ার পরে তাহার সুদের সংশ্রব থাকা জানিতে পারেন। হুজুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে হুজুরের নিকট তৌবা এস্তেগ্‌ফার করিয়া সুদ খাওয়া ছাড়িয়া দেয়। হুজুরের হাতখালি, টাকাকড়ি কিছুই তাঁহার সঙ্গে ছিল না। অগত্যা হুজুর নিজের গায়ের জামাটা তাহার নিকট দিয়া আসেন, দুই বেলার খোরাকীর দাম ২ টাকা ধরা হয়, কাপড়ের মূল্য ৬ টাকা ছিল। হুজুর বাটীতে আসিয়া তাহার নামে ২ টাকা মনিঅর্ডার করেন, সে ৩ মাস পরে একজন লোকের দ্বারা হুজুরের জামাটী পাঠাইয়া দেয়।

যাহার জমি বন্ধক রাখা প্রমাণ হইত, হুজুর তাহার দাওয়াত লইতেন না। যে ব্যক্তি সেভিং ব্যাঙ্কে কিম্বা কোন অফিসে সুদ লওয়া উদ্দেশ্যে টাকা জমা রাখিত তাঁহার দাওয়াত স্বীকার করিতেন না। পনের শাদির দাওয়াত স্বীকার করিতেন না।

(৩) ছওয়ানেহে-ওমরিতে আছে, তিনি প্রকাশ্য ফাছেক কিম্বা বেনামাজির দাওয়াত স্বীকার করিতেন না। চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত মালের কিছু ভক্ষণ করিতেন না এবং হেদইয়া তোহফা ভাবেও উহা গ্রহণ করিতেন না।

যদি কেহ তাঁহাকে পাথেয় পাঠাইত, উহা হইতে যাহা উদবৃত্ত থাকিত, তাহা আহ্বান কারিকে ফেরত দিতেন, যদি তাহারা দাবি ছাড়িয়া দিতেন, তবে তিনি উহা লইতেন। কেহ তোহফা (উপহার) আনিলে, খুব বেশী তদন্ত করিতেন, তদন্তের পরে সন্দেহ হইলে, উহা ফেরত দিতেন।

(৪) নদীয়া কপুরহাটের মাওলানা ফজলোর রহমান সাহেব বলিয়াছেন, এক সময় হজরত পীর সাহেব বজবজের দিকে অছিপুর গ্রামের দাওয়াতে গিয়াছিলেন, বাটী হইতে সংবাদ যায় যে, তাঁহার বড় সাহেবজাদা মাওলানা আবদুল হাই সাহেব নিউমুনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং মধ্যম সাহেবজাদা মাওলানা আবুজাফর সাহেব মশারি সমেত পুড়িয়া গিয়াছেন।

নদী পার না হইলে ট্রেন ধরার কোন উপায় নাই। একজন সারেং বোট লইয়া উপস্থিত হইল, পীর সাহেব বলিলেন কোম্পানির বোটখানা আপনাদের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু অন্যের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেন নাই, কাজেই আমি উহাতে উঠিতে পারি না, ছেলেদিগকে আল্লাহতায়ালার উপর সমর্পণ করিলাম।

(৫) আরও তিনি বলিয়াছেন যে, এক সময় পীর সাহেব আমাকে ডাকিয়া বিশুদ্ধ আল্লাহতায়ালার জন্য কাজ করিতে উপদেশ দেন।

তিনি বলেন, এক সময় আমি কোন দাওয়াতে যাইতেছিলাম, মনে হইল—একটি মূল্যবান পুরাতন চোগা লইয়া যাইব, চোগাটি হাতে লইয়া ভাবিলাম, ইহাতে গরিমা হইতে পারে, এই হেতু

উহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হই।

মেশকাত, ৩৭৫ পৃষ্ঠা ;—

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনইয়াতে শোহরতের পোষাক পরিধান করে, আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের দিবস তাহাকে লাঞ্ছনার পোষাক পরিধান করাইবেন।"

মেরকাতে আছে, গরিমা সূচক পোষাক পরিধান করা, কিম্বা দরবেশী সূচক পোযাক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

হজরত পীর সাহেবের পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বর ছিল না, সাদাসিধে ছুন্নতি লেবাছ পায়জামা, তহবন্দ, লম্বা কোর্ত্তা, টুপি ও পাগড়ী ব্যবহার করিতেন। বঙ্গ আসামে তাঁহার লক্ষ লক্ষ মুরিদের একই প্রকার পরিচ্ছদ, দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইহারা ফুরফুরার জামায়াত।

(৬) ছাওয়ানেহে-ওমরি, ৭৯/৮০ পৃষ্ঠা ;—

হজরত পীর সাহেব গোয়ালন্দের এক সভাতে শুভাগমন করেন, প্রায় ৩০ হাজার লোক তথায় সমবেত হন, ওয়াজ সমাপনান্তে সকলে চারি হাজার টাকা হুজুরের নিকট নজরানা পেশ করেন, হুজুর উহার এক পয়সা না লইয়া বলিলেন, খোদা জানে ইহাতে কত রকম ব্যবসায়ীদের টাকা মিশ্রিত হইয়াছে, এই টাকার প্রতি আমার সন্দেহ হইতেছে। আপনারা বোধ হয় আমার খাওয়ার ব্যবস্থা এইরূপ টাকা হইতে করিয়াছেন, এই বলিয়া তিনি নিজ পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া খাওয়ার দাম হিসাব করিয়া দিয়াছিলেন।

(৭) নদীয়া কপুর হাটের মাওলানা ফজলোর রহমান বলিয়াছেন, গোয়ালন্দে রেলওয়ে কোম্পানীর পাথুরিয়া কয়লা দ্বারা হজরত পীর সাহেবের খাদ্য সামগ্রী রন্ধন করা হইয়াছিল, পীর সাহেব বলিয়াছিলেন, কোম্পানী-ত অন্য লোকের খাদ্য রন্ধনের জন্য কয়লা ব্যবহার করিতে আদেশ দেন নাই, পরে

বাজার হইতে আলাহেদা কাষ্ঠ খরিদ করিয়া তাঁহার খাদ্য রন্ধন করা হয়।

(৮) চট্টগ্রামের মৌলবী আবদুল মজিদ হুজুরকে নিজের বাটিতে লইয়া গিয়াছিলেন, প্রভাতে ছাত্রেরা বোর্ডিং হইতে পানি গরম করিয়া ওজুর জন্য হুজুরের নিকট উপস্থিত করেন। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পানি কোথায় গরম করা হইয়াছে? ছেলেরা উত্তর করিলেন, বোর্ডিংএ গরম করা হইয়াছে। হুজুর বলিলেন, কাঠের মালিক আমার এই পানি গরম করিবার জন্য কাষ্ঠ দেন নাই, এই বলিয়া তিনি নিজের পকেট হইতে কাষ্ঠের দাম দিয়া দেন।

(৯) একদা নিউ মার্কেট ১১ নং মছজেদে মাওলানা আবদুল মা'বুদ ছাহেব উপস্থিত ছিলেন, মুনশী আবদুল বারি সাহেব হুজুরের দাস্ত মোবারকে মুরিদ হইয়া কাদেরিয়া তরিকা শিক্ষা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। হুজুর মাওলানা আবাদুল মা'বুদকে তরিকার অজিফা লিখিয়া দিতে আদেশ করায় তিনি কামরার ভিতর গিয়া বিছানার উপরে একখন্ড কাগজ পাইয়া উহাতে অজিফা লিখিয়া দিলেন। মুনশী আবদুল বারি লিখিত কাগজখানা হুজুরকে দেখাইলেন।

হুজুর বলিলেন, ও মিঞা, আপনি এই কাগজ কোথায় পাইলেন? তিনি বলিলেন, বিছানা মোবারকের উপর পাইয়াছি, হুজুর বলিলেন, পরের দ্রব্য ব্যবহার করা কি জায়েজ? একটি ছাত্র তাবিজ লিখিবার জন্য এই কাগজ আনিয়াছিল, যাও তাহার নিকট মাফ চাহিয়া লও। তিনি যথা সময় নিম্নে আসিয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তৎসঙ্গে দোয়াত কলমেরও এজাজত চাহিয়া লইলেন। হুজুর একটি ফৎওয়াতে দস্তখত করার জন্য দোয়াত কলম তলব করায় উক্ত দোয়াত কলম সম্মুখে পেশ করেন, হুজুর জিজ্ঞাসা করেন, এই দোয়াত কলম কাহার?

তিনি বলিলেন, অমুক ছাত্রের। আমি তাহার নিকট এজজত লইয়াছি। হুজুর বলিলেন, আমার জন্যও কি এজাজত লইয়াছ? তিনি বলিলেন, হুজুরের জন্য কিছু বলা হয় নাই। তখন হুজুর বলিলেন, আপনার জন্য উহা দ্বারা লেখা জায়েজ আছে, আমার জন্য লেখা জায়েজ নহে।

(১০) কপুরহাটের মাওলানা ফজলোর রহমান সাহেব বলিয়াছেন, এক সময় আঞ্জমনে-ওয়ায়েজিনের অফিসে হজরত পীর সাহেব হইতে একটি দস্তখত লওয়া হয়। হুজুর জিজ্ঞাসা করেন, এই দোয়াত কলম কোথাকার? আমি বলিলাম, ইহা আঞ্জমান অফিসের। হুজুর বলেন, এই দোয়াত কলম অফিসের কার্য্য নির্ব্বাহ করার জন্য, আমার দস্তখত করার জন্য নহে। তৎপরে হুজুর উহার মূল্য দুই আনা পয়সা দেন।

(১১) মাওলানা আবদুল মা'বুদ ছাহেব বলিয়াছেন, এক সময় হুজুর আমাকে বলিয়াছিলেন, বাবা, দেখত অমুক আয়ত কোন ছুরাতে আছে? আমি কোরআন শরিফ খুলিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিলাম। হুজুর বলিলেন, এই কোরআন শরিফ কাহার? আমি বলিলাম, ইহা হাফেজ সাহেবের। তিনি বলিলেন, যাহারই হউক তাঁহার নিকট এজাজত লওয়া হইয়াছে কি? বাবা, মানুষ মাত্রকে এইসব বিষয়ে দৃষ্টিরাখা একান্ত আবশ্যক, নচেৎ মানুষ কখনও তরক্কি করিতে পারিবে না। তিনি বলিলেন, হুজুর অন্যান্য পীরদিগের নিকট এইসব ছোট ছোট বিষয় নিয়ে কোন বাধা বিঘ্ন নাই। তখন হুজুর فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره এই আয়ত পড়িয়া বলিলেন, যদি এই আয়তের তফছিরের দিকে তাহাদের লক্ষ থাকিত, তবে কখনও এইরূপ নির্ভীক হইত না সাবধান এখন হইতে এইরূপ বিষয়গুলির দিকে লক্ষ রাখিবে।

(১২) হজরতের কোন মুরিদ পায়খানাতে গিয়া কোন নালাতে কয়েকটি মৎস্য দেখিতে পাইয়া মৎস্যগুলিতে বদনাটি

পূর্ণ করিয়া তাঁহার নিকট আনয়ন করিল। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই মৎস্যগুলি কোথা হইতে আনিলে? সে ব্যক্তি বলিল, আমি পায়খানাতে গিয়াছিলাম, তথাকার একটি নালা দ্বারা মৎস্যগুলি যাইতেছিল, কাজেই তৎসমস্ত ধরিয়া আনিয়াছি। হুজুর বলিলেন, উক্ত নালা এবং যে পুষ্করিণী হইতে মৎস্যগুলি বাহির হইয়াছে, কাহার অধিকারভুক্ত তাহা তুমি জানকি? সে ব্যক্তি বলিল, না। হুজুর বলিলেন, তুমি আমার নিকট কয় বৎসর মুরিদ হইয়াছ? সে ব্যক্তি বলিল, নয় বৎসর। হুজুর বলিলেন, কিছু শিক্ষা পাইয়াছ কি? সে ব্যক্তি বলিল, কলবের ছবক লইয়া অভ্যাস করিতেছি, কিন্তু কোন ফয়েজ বুঝিতে পারিতেছি না। হুজুর বলিলেন, অন্তর শুদ্ধির পরিপন্থী এইরূপ অযোগ্য রীতি নীতিকে কি ফয়েজ জারি হইতে পারে? যাও, মৎস্যগুলি লইয়া সেইস্থানে রাখিয়া আইস। যদি কোনটী মরিয়া গিয়া থাকে, ক্ষমা লইয়া আইস যদি সে মাফ না করে মূল্য দিয়া দিবা।

(১৩) বগুড়া, খঞ্জনপুরের ছুফি ছাএমদ্দিন ছাহেব বলিয়াছেন, আমি এক সময়ে হজরতের সঙ্গে হুগলী জেলার কোন সভাতে গিয়াছিলাম, প্রথমে তিনি একজন উকিল সাহেবের বাটিতে বসিলেন। উকিল সাহেব পীর সাহেবের জন্য একটি ডাব নারিকেল আনিতেছিলেন, পীর সাহেব বলিলেন, বাবা, যে জমিতে এই নারিকেল গাছ উৎপন্ন হইয়াছে উহা কিরূপ জমি? তিনি বলিলেন, বন্ধকী সুদ হইতে এই জমি ক্রয় করা হইয়াছিল। হুজুর বলিলেন, এই জমির গাছের ডাব আমি খাইতে পারিব না।

(১৪) মাওলানা ফজলোর রহমান সাহেব বলিয়াছেন, আমি নদীয়া ধানখোলায় বিশ্বাস সাহেবদের বাটীতে উপস্থিত হই, তাঁহাদের কথা অনুসারে মছজেদের অক্ফ সম্পত্তির তহবিল হইতে পয়সা লইয়া শরবত ও পান আনাইয়া তাঁহারা আমাদিগকে খাইতে দেন, কিন্তু তাহারা কুসিদজীবি, এই অক্ফ সম্পত্তির সঙ্গে

সুদের কোন সংশ্রব নাই, বলায় আমরা ঐ সরবত ও পান গ্রহণ করিয়াছিলাম। পীর সাহেব কেবলার সম্মুখে এই কথা প্রকাশ করায় তিনি বলেন, সুদখোরের কথায় বিশ্বাস করা চলে না, অতএব তুমি পান সরবতের দরুন কয়েকটি পয়সা তাহাদিগকে দিয়া দিবে। হুজুরের আদেশ অনুযায়ী আমি চারি পয়সার টিকিট খরিদ করিয়া খামে করিয়া ডাক যোগে পাঠাইয়া দিই।

আরও তিনি বলিয়াছেন, নদীয়া জেলার আড়পাড়া গ্রামে আমার খালাতে ভায়রা মুনশী আবদুল গনি সাহেবের বাটীতে দাওয়াত খাইতে যাই। তাহাদের যে সুদের কারবার ছিল, তাহা আমি জানিতাম না। ফিরিয়া আসিবার পরে মৌলবী আওলাদ আলি খোন্দকার সাহেব আমাকে বলেন যে, আপনার ভায়রা ভাইর পিতা মুনশী আবদুর রউফ সাহেব সুদ খাইয়া থাকেন। এই কথা হজরত পীর সাহেবের সাক্ষাতে হওয়ায় তিনি উক্ত খোন্দকার সাহেবকে ভৎর্সনা করেন এবং আমাকে বলেন, তুমি খোরাকি বাবদ কিছু পয়সা ধরিয়া তথায় পাঠাইয়া দাও। আমি উক্ত খোন্দকার সাহেবের মারফত তাহা পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

(১৫) আরও তিনি বলিয়াছেন, আমরা ২৪ পরগণায় সংগ্রামপুর সভাতে হজরত পীর সাহেব কেবলার সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া হুজুর কেবলা জানিতে পারেন যে, তাহাদের কট বন্দকী জমি আছে, তখন তিনি তাহাদের বাটীতে আহারাদি না করিয়া বাজারে জনৈক পরহেজগার দোকানদার ডাল আলুভাতের যোগাড় করিয়া আহারের ব্যবস্থা করেন। হুজুর কোন বাবতে তাহাদের কোন টাকা পয়সা গ্রহণ করেন নাই।

(১৬) হজরত পীর সাহেব কলিকাতার কশাইদের জবাহ করা গো-গোস্ত খাইতেন না এবং মুরিদগণকে খাইতে নিষেধ করিতেন, কেননা জবাহকারি কশাইরা যেরূপ জবাহ করিয়া থাকে, উহাতে উহার তিনটি শিরা কাটা পড়ে না, পরে অন্য

লোক আসিয়া ভাল করিয়া শিরা কাটিয়া দিয়া যায়, কিন্তু বিছমিল্লাহ পড়ে না।

(১৭) তিনি অতি সাদা চিনি ব্যবহার করিতেন না। কেননা কোন পুস্তকে লিখিত আছে যে, রক্ত দ্বারা উক্ত চিনি রিফাইন করা হইয়া থাকে। আর রক্ত হালাল ও হারাম সমস্ত প্রাণীর হইতে পারে।

(১৮) তিনি বাজারি ঘৃত ও মাখন ব্যবহার করিতেন না, উহাতে চর্ব্বি মিশ্রিত থাকিতে পারে, চর্ব্বি ভাল মন্দ হালাল হারাম সকল প্রকার জন্তুর হইতে পারে।

(১৯) তিনি বাজারি দধি ব্যবহার করিতেন না।

(২০) তিনি বাজারি বিস্কুট ও পাউরুটী ব্যবহার করিতেন না।

(২১) তিনি মুরগীর গোস্ত তিন দিবস বাঁধা না থাকিলে ভক্ষণ করিতেন না।

(২২) তিনি বাজারি মিষ্টান্ন ব্যবহার করিতেন না, উহাতে চর্ব্বি ও বাজারি ঘৃত মিশ্রিত থাকে।

পীর সাহেবের জন হিতকর কার্য্যে যোগদান

(১) বলকান যুদ্ধকালে তুরস্কের আহত সৈন্যদের ও স্ত্রীপুত্র কন্যাদের সাহার্য্যার্থে হজরত পীর সাহেব অনুমান ৬০ হাজার টাকা তুলিয়া যথাস্থানে প্রেরণ করেন, তিনি কলিকাতা চাঁদনি বাজার অঞ্চলে ও হাবড়া রামকৃষ্ণপুর হাটে ব্যবসায়ী মুছলমানদিগের নিকট হইতে একদিবসেই ২০ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। "বাবা—চাঁদা দেও' বলিয়া

দাঁড়াইবা মাত্র তাঁহার ভক্তগণ নতমস্তকে গোছা গোছা নোট, মুঠাভরা টাকা, গিনি প্রভৃতি দিয়া তাঁহার চাদর পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।

(২/৩) এইরূপ তিনি ত্রিপলীর, যুদ্ধকালে ও আরা শাহাবাদের হিন্দু মুছলমান দাঙ্গা হাঙ্গামা কালে বহু সহস্র টাকা তুলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

(৪) ১৩২৬ সালে আশ্বিন মাসে যে ভীষণ ঝড় হয়, তজ্জন্য হজরত পীর সাহেব অনুমান ৫০ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এক এক জন দুই শত, পাঁচ শত, হাজার টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা দিয়াছিলেন।

(৫) মছজেদ ও গোরস্থানের জমি লইয়া যে যে স্থানে হিন্দু মুছলমানদিগের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে, হজরত পীর সাহেব তথায় প্রধান সেনাপতিরূপে উহার সাহায্য করিয়া মুছলমানদিগের জাতীয় সহানুভূতির পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

(৬) কলিকাতার মছজেদের নিকট দিয়া হিন্দুদের শোভাযাত্রা লইয়া যাওয়ার জন্য যে হিন্দু মুছলমানদিগের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। এই বিবাদ মীমাংসার জন্য হিন্দু মুছলমান প্রতিনিধিরা মাননীয় লাট সাহেবের নিকট উপস্থিত হন। মুছলমানদিগের মধ্য হইতে স্যার আবদুর রহিম, প্রাইম মিনিষ্টার মাননীয় এ. কে. ফজলোল হক প্রভৃতি সাহেবগণের সঙ্গে হজরত পীর সাহেব গমন করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষের লীডারেরা মাননীয় লাট বাহদুরের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। পীর সাহেব লর্ড সাহেবকে বলিলেন, কিজন্য আমাকে ডাকা হইয়াছে? আপনারা বাংলা উর্দ্দুতে কথা বলেন না কেন? আবুবকর কি ইংরাজী জানে? আচ্ছা, আমি আরবিতে কথা বলিতেছি বুঝুন ত লাট সাহেব ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, আপনারা যখন পীর সাহেবকে

সঙ্গে আনিয়াছেন, তখন উর্দ্দুতে কেন কথা বলেন না? তৎপরে উর্দ্দুতে কথা বলা আরম্ভ হইল। পীর সাহেব শেখ ছা'দির কবিতা—

رعیت چون بیخ اند و سلطان درخت
درخت ای پسر باشد از بیخ سخت

পাঠ করিয়া বলিলেন, ইংরেজ রাজত্ব একটি বৃক্ষস্বরূপ, তাহার তিনটি শিকড় হিন্দু, মুছলমান ও খ্রীষ্টান। রাজত্ব রক্ষা করিতে হইলে, এই তিন জাতির প্রাপ্য সমান তুল্য আদায় করিয়া শিকড়ত্রয় সুদৃঢ় রাখিতে হইবে। অন্যথায় বৃক্ষ স্থায়ী থাকা অসম্ভব।

লাট সাহেব এক মীমাংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দুইটি বড় মছজেদের ধারে গান বাদ্য বন্ধ থাকিবে, ছোট ছোট মছজেদের সম্মুখে নামাজের ওয়াক্ত ব্যতীত গানবাদ্য করিতে পারিবে। হজরত পীর সাহেব বলিয়াছিলেন, আল্লাহতায়ালার নিকট ছোট বড়র কোন পার্থক্য নাই, সকল মছজেদই সমান আরও মুছলমানগণ মছজেদে এশরাক, চাস্ত, জওয়াল, আওয়াবিন, তাহাজ্জদ, জোহর, আছর, মগরেব, এশা ও ফজর সকল সময়ে নামাজ পড়িয়া থাকেন, কাজেই মছজেদের নিকট দিয়া কোন সময় গানবাদ্য করিয়া যাওয়া সিদ্ধ হইতে পারে না।

(৭) খিদিরপুর ডকে গো-কোরবানির জন্য মুছলমানেরা নিহত ও আহত হন, তজ্জন্য পীর সাহেব লাট সাহেবের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, আমার এতগুলি মুছলমান হতাহত হইল, সেই আসামীগুলি কেন গেরেফতার হইতেছে না? লাট বাহাদুর বলিলেন, আমার পুলিশেরা চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু আসামীদিগকে ধরিতে পরিতেছে না। হজরত পীর সাহেব বলিলেন, যদি আপনি আপনার গবর্ণরী পদ তিন দিবস আমাকে প্রদান করেন, তবে দেখিয়া লইতাম, আসামীরা গেরেফতার হয় কি না? লাট সাহেব হাস্য করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, আমি ভালরূপ তদন্ত করিতে

যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। তৎপরে জোর তদন্ত চলে আসামীরা ধৃত হয়, তাহাদ্দিগকে শাস্তি দেওয়া হয়।

(৮) কলিকাতা করপোরেশনের নিউ মার্কেটে একজন মাদ্রাজী ফকিরকে গোর দেওয়া হইয়াছিল। করপোরেশনের কর্ত্তাগণ তাহার লাশ উঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন, ইহাতে হজরত পীর সাহেব লক্ষ লোকের দস্তখত লইয়া একখানা দরখস্ত মাননীয় লাট বাহাদুরের নিকট পেশ করেন, মাননীয় লাট বাহাদুর উক্ত গোর উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব বাতীল করিয়া দেন এবং মার্কেটের সেই দিকের দ্বারটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

(৯) ১৯৩২ সালে কলিকাতায় কতকগুলি মুছলমান উচ্চ কর্ম্মচারী নিজেদের মেয়ে ছেলেদিগের দ্বারা নৃত্যগান করাইবার উদ্দেশ্যে ইউনিভারসিটি ইনিস্‌টিটিউটে এক সভার আয়োজন করেন এবং ইহার বিজ্ঞাপন শহরময় বিতরণ করেন। শনিবার এই নৃত্যগানের তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই সংবাদ ফুরফুরার হজরতের কর্ণগোচর হয়। অমনি তিনি মাওলানা এনাএতুল্লাহ ও প্রোফেছার মৌলবী আবদুল খালেক সাহেবদ্বয়কে ইহার প্রতিবাদ উর্দ্দু ও বাংলাতে এক এক খানা বিজ্ঞাপন লিখিতে আদেশ দেন। হজরত পীর সাহেব নিজ হইতে খরচ দিয়া মাওলানা এনাএতুল্লাহ ও মৌলবী শফি সাহেবদ্বয়কে উহা ছাপাইতে প্রেসে পাঠান, তাঁহারা বহু প্রেসে গিয়া বিফল মনরথ অবস্থায় রাত্রি ১২ টার সময় ফিরিয়া আসেন। কোন প্রেসের লোক ইহা ছাপাইতে রাজি হইল না, সেই সময় উপর হইতে উহার প্রতিবাদে কোন বিজ্ঞাপন ছাপিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা নৃত্যগান উদ্যোগ কারিগণের ষড়যন্ত্র। হজরত পীর সাহেব তাঁহাদ্দিগকে এই বিজ্ঞাপন হাতে লিখিতে বলেন। কার্ব্বন পেপার আনিয়া অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা ৪/৫ জনে বিস্তর এশতেহার লিখিয়া ফেলিলেন। হুজুর

খাদেমবৃন্দের উপর বিজ্ঞাপনগুলি বিতরণের ভারার্পন করিলেন, শুক্রবারে প্রত্যেক মছজেদে ২/১ জন করিয়া লোক পাঠাইলেন, ইহাতে প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম পৌঁছিয়া গেল। বিজ্ঞাপনের নকল ;—

সমস্ত মুছলমানগণকে অবগত করান যাইতেছে যে, এক দল নামধারি মুছলমান নিজেদের কন্যাদিগের দ্বারা নৃত্য গান করাইবার উদ্দেশ্যে ইউনিভারসিটি ইনিস্‌টিটিউটে এক সভার আয়োজন করিয়াছে। ইহাতে যুবতী মেয়ে ছেলেদিগকে বিরাট জনাতার মধ্যে দাঁড় করাইয়া নাচাইবে ও চিক্কন সুরের গান করাইবে। সাবধান কোন মুছলমান তথায় গমন করিবেন না, ইহা কঠিন হারাম, যে ব্যক্তি হালাল জানিয়া তথায় গমন করিবে বা হাতে তালি দিয়া বাহ্‌বা দিবে, সে কাফের, তৎক্ষণাৎ তাহার ঈমান চলিয়া যাইবে, নেকাহ বাতেল হইয়া যাইবে, যতক্ষণ তওবা না করিয়া বিবাহ না দোহরাইবে যত ছেলে হইবে হারামজাদা হইবে। খোদার মর্জিতে তাহাদের সভা জমিতে পারে নাই, তাহাদের দর্প চূর্ণ হইয়া যায়। হিন্দু পত্রিকা নায়ক হজরত পীর সাহেবের প্রতিবাদ সমর্থন করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিল।

(১০) ১৩৪০ সাল শ্রাবণ মাসে ৫ নং ধর্ম্মতলা করিন্থেন থিয়েটারে কতিপয় লোক একদল অর্থলোভী নামধারী আলেম লইয়া ওয়াজ ও মিলাদের সভা আহ্বান করেন এবং সমস্ত শহরে বিজ্ঞাপন বিতরণ করেন, হজরত পীর সাহেব এই সংবাদ পাইয়া ইহা শরিয়ত বিরোধী গোনাহ কার্য্য ধারণায় তৎক্ষণাৎ গজনবী সাহেবকে ইহার প্রতিবাদের জন্য পত্র লেখেন। তিনি পুলিশ কমিশনারকে ইহা জানাইয়া এই সভা বন্ধ করাইয়া দিলেন।

অবশেষে কর্ত্তৃকক্ষগণ পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মতলা মছজেদে এই সভা করার ব্যবস্থা করেন।

(১১) যশোহর জেলায় কতকগুলি মুছলমান কংগ্রেসী

হিন্দুদের দ্বারা প্রতারিত হইয়া খাজনা বন্ধ করিয়া দেন, ইহাতে হিন্দুরা মুছলমানদিগকে রাজ আইন দ্বারা তাহাদিগকে নির্য্যাতন করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। হজরত পীর সাহেব এই সংবাদ পাইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক তাহাদের এই গোড়ামির পরিণাম ভয়াবহ ও আল্লাহ রছুলের আদেশের বিপরীত বলিয়া বুঝাইয়া দেন, তাহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া খাজনা বন্ধের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ও খাজনা দিতে আরম্ভ করে।

(১২) ঢাকা নগরীতে এক সময় জমিয়তে ওলামায় হেন্দ ও জমিয়তে ওলামায় বাংলার এক বিরাট কন্‌ফারেন্স হয়, তথায় ফুরফুরার হজরত তশরিফ লইয়া যান, সভাস্থলে লোকে হাত তালি দিতে আরম্ভ করেন। কোন আলেম ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই, হজরত পীর সাহেব ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصدية এই আয়ত পড়িয়া বলেন, হাতে তালি দেওয়া এই আয়তে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সমস্ত মজলিশ নিস্তব্ধ হইয়া যায় ও হাতে তালি দেওয়া বন্ধ হইয়া যায়।

(১৩) মাননীয় লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরের আমলে জনাব পীর সাহেব কেবলা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া দেশের অরাজকতা দূর করেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক সভা হয়, তথায় মাননীয় নবাব ছলিমুল্লাহ সাহেব উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার বক্তৃতার রিপোর্ট অবগত হইয়া রাজা পঞ্চম জর্জ বাহাদুর হজরত পীর সাহেবকে একখানা ছনদ প্রদান করেন। উহার মর্ম্ম এই যে, পীর সাহেব সমস্ত বাংলা ও হিন্দুস্তানের যে কোন স্থানে সভা সমিতি করিতে পরিবেন, ইহাতে কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে পারিবে না, বা তাঁহার কার্য্যের প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

(১৪) সংবাদ পত্র পরিচালনা

যখন "মিহির ও সুধাকর" সাপ্তাহিক পত্রিকা মাননীয় নবাব আলি বাহাদুর সাহেবের পরিচালনা ও মুনশী আবদুর

রহিম ও সৈয়দ ওছমান আলি সাহেবদ্বয়ের সম্পাদনায় বাহির হয়, হজরত পীর সাহেব উহার সহায়তা করেন। মোহাম্মদী পত্রিকা যখন নষ্ট প্রায় হয়, তখন মাওলানা আকরম খাঁ সাহেব হজরত পীর সাহেবের শরণাপন্ন হন, তিনি তজ্জন্য দোয়া করেন এবং লোকদিগকে উহার গ্রাহক হইতে উৎসাহিত করেন, এই হেতু উহা মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচিয়া যায়।

যখন মিহির ও সুধাকর বন্ধ হইয়া যায়, তখন বঙ্গীয় মোছলেম সমাজে জাতীয় সংবাদ পত্রের অভাব হইয়া পড়ে জাতীয় অভাব অভিযোগ বা অপর কোন সামাজিক কথা গবর্ণমেন্টের গোচর করিয়া প্রতিকার প্রার্থনা এবং সমাজের সহানুভুতি লাভ করার উপায় ছিল না। সেই দারুন অভাবের কথা জনাব পীর সাহেবের কর্ণগোচর করা হয় এবং তাঁহারই পরামর্শে সৎসাহিত্যিক মুনশী শেখ আবদুর রহিম ও অপর কতিপয় সমাজ সেবকের প্রযত্নে ১৩১৭ সালের ৮ই মাঘ তারিখে কলিকাতার প্রীয়ার পার্ক আঞ্জমনে ওয়ায়েজিনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সভায় সকলেই হজরত পীর সাহেবকে মোছলেম হিতৈষী নামক সপ্তাহিক পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে অনুরোধ করেন। তিনি উহা অনুমোদন করিয়া তাঁহার ভক্ত দানশীল ধনী বৃন্দের মধ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রেস ও প্রেসের সরঞ্জাম খরিদ করিবার সুযোগ করিয়া দেন।

তৎপরে তাঁহার চেষ্টাতে আঞ্জমনে ওয়াএজিন হইতে "ইসলাম দর্শন" বাহির হয়। তাঁহার দোয়া ও চেষ্টাতে সুদীর্ঘ ৮ বৎসর যাবৎ 'হানাফী' পত্রিকা চলিতে থাকে। তাঁহার দোয়াতে শরিয়ত, ছুন্নত অল-জামায়াত ও হেদায়েত চলিতেছে। তাঁহার চেষ্টাতে বর্ত্তমান 'মোছলেম' পত্রিকা চলিতেছে, এই কাগজের জন্য তাঁহার রুহ দোয়া করিতেছে সন্দেহ নাই।

গত ১৩৫১ হিজরীতে পীরজাদা ফখরোল মোহাদ্দেছিন

মাওলানা হাজী আবুজাফর সাহেব হজ্জ করিতে যান, সুলতান এবনে ছউদ যখন ইহা অবগত হইতে পারিলেন যে, বাংলার পীর আমিরোশ শরিয়ত হজরত মাওলানা আবুবকর ছাহেবের মধ্যম ছাহেবজাদা আগমন করিয়াছেন, তখন তিনি শাহি এস্তেকবাল করিয়া তাঁহাকে নিজ দরবারে লইয়া যান। আরও বিভিন্ন দেশের কতিপয় জবরদস্ত আলেমগণকেও তৎসঙ্গে আহ্বান করেন এবং তথায় তাঁহাদের পানাহারের ব্যবস্থা করেন। ছৌলতিয়া মাদ্রাছার পরিচালক মাওলানা সাহেব মধ্যম পীরজাদার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়া বলেন, ছৌলতিয়া মাদ্রাছার প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা বেগম ছৌলতোন্নেছা আপনার ওয়ালেদ পীর সাহেবের আত্মীয়। তৎপরে তিনি তাঁহাকে মাদ্রাছাতে লইয়া গিয়া মন্তব্যবহি বাহির করিয়া জনাব পীর সাহেবের লিখিত মন্তব্য দেখান। পরে জনাব পীর সাহেব কেবলা যে সেই মাদ্রাছাতে এক হাজার টাকা চাঁদা দিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাও দেখাইলেন।

ফুরফুরা শরিফের উভয় স্কীমের মাদ্রাছা

এতদ্দেশে বিজয়ী মুছলমান জাতির শুভাগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফুরফুরা শরিফে এলমে দীন শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়, সেই হইতে একাল পর্য্যন্ত অত্রস্থলে শিক্ষার আলো কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এতৎসঙ্গে এলমে তাছাওয়াফ স্থায়ীভাবে জারি হইয়া আসিতেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাদশাহ আলমগীর নিজ পীর ভাই কোতবোল আফতাব মাওলানা হাজী মোস্তফা মদনী (রঃ) সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ফুরফুরা শরিফে পদার্পণ করেন বলিয়া কথিত আছে।

উভয়ের পীর হজরত মা'ছুম রাব্বানি (রঃ) ছিলেন। তাঁহার

আগমন কাল হইতে এই স্থলে ওল্ডস্কীম মাদ্রাছার ভিত্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া রহিয়াছে, তিনি এই মাদ্রাছার জন্য বহু সম্পত্তি আয়মাসত্বে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, ১০৭৭ হিজরীতে প্রদত্ত বাদশাহ সনদ পত্রখানা এখনও বর্ত্তমান আছে। ১৯০৮ সনে উহা সিনিয়ারে পরিণত করত; সদাশয় গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ২০০ টাকা দুই শত টাকা মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্ত এড়েড্ রিকগনাইজ মাদ্রাছার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই মাদ্রাছা নিজ পীরের নামে 'ফুরফুরা আলিয়া ফতেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাছা' নামকরণ করা হইয়াছে।

কলিকাতা মাদ্রাছার শিক্ষা পদ্ধতি ও পাশ সার্টিফিকেট যেরূপ এখনকার শিক্ষা পদ্ধতি ও পাশ সার্টিফিটেক সেইরূপ। এখানে আটজন সুদক্ষ মোদার্রেছ কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। এই মাদ্রাছা ব্যতীত বঙ্গদেশে কোন ওল্ডস্কীম মাদ্রাছার গবর্ণমেন্ট সাহায্য নাই। ওল্ডস্কীম মাদ্রাছার জন্য ৩৮ হাত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এক বিরাট পাকা গৃহ আছে।

নিউস্কীম মাদ্রাছা

ইনস্পেক্টর মৌলবী এব্রাহিম সাহেব, ভূতপূর্ব্ব ডাইরেক্টর মাননীয় খান বাহাদুর মৌঃ মোহঃ আহছান উল্লাহ সাহেব স্কুল ইনস্পেক্টর রায় বাহাদুর কে, সি, রায় মহোদয়, ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা মন্ত্রী খাজা নাজেমদ্দিন সাহেব, ইনস্পেক্টর মৌঃ মোহাঃ মজিদ বখশ্ সাহেব, সহকারী ডাইরেক্টর মৌলবী মাওলা বখশ্ সাহেব ও ভূতপূর্ব্ব ডাইরেক্টর টেলার সাহেবের চেষ্টায় ইং ১৯১৫ সালে নিউস্কীম জুনিয়র মাদ্রাছা স্থাপন করা হয়। তাঁহাদের চেষ্টায় ইং ১৯২৬ সালে হাই মাদ্রাছায় পরিণত করা হইয়াছে এবং উহার মাসিক সাহায্য ১৫০ টাকা দেড়শত টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

হজরত পীর সাহেব বহু দরিদ্র ছাত্রকে ফ্রী কিম্বা হাফ ফ্রী দিতেন এবং সেই ব্যয় তিনি নিজেই বহন করিতেন। ইহার জন্য

সুদক্ষ ১৪ জন অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে। নিউস্কীম জুনিয়র ও হাই মাদ্রাছার ফল সন্তোষজনক ও উহার কাজ কর্ম্ম দিন দিন উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে। মাদ্রাছার ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্বাদশ সহস্র টাকা ব্যয়ে ১৫০ হাত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এক বিরাট পাকা গৃহ নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করা হয়। ইংরাজী ১৯৩৫ সনের ডিসেম্বর মাসে এই ঘরের কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার অর্দ্ধেক টাকা হজরত পীর সাহেব নিজেই দান করিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট পাঁচ সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। উল্লিখিত সাহায্য ব্যতীত তিনি মাদ্রাছাদ্বয়ের ব্যয়োদ্দেশ্যে ২৮ হাজার টাকার সম্পত্তি অকুণ্ঠিত চিত্তে মাদ্রাছার নামে ওয়াক্ফ করিয়াছিলেন, ইহা ব্যতীত ভুরি ভুরি দানের বিহিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

হাদিছ শিক্ষা

হজরত পীর সাহেব ওল্ডস্কীম মাদ্রাছার জামাতে উলা পরীক্ষোত্তীর্ণ আলেমগণের জন্য হাদিছ পাঠের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে টাইটেল কোর্স ক্লাস পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মাওলানাদিগকে হজরত পীর সাহেব ঈছালে-ছওয়াবের মজলিশে ফখ্রোল মোহাদ্দেছিন ইত্যাদি উপাধি প্রদান করিতেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

বালক বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁহার মাদ্রাছার সন্নিকটে স্বতন্ত্রভাবে মক্তব স্থাপন করা হইয়াছে। বিশুদ্ধভাবে কোরআন শিক্ষার জন্য একজন কারিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

তাছাওয়ফ শিক্ষা

হজরত পীর সাহেব তাছাওয়ফ শিক্ষার পৃথক এক দাএরা

খানা (খানকা শরিফ) প্রস্তুত করিয়াছেন, বঙ্গ আসাম বরং আরব, পারশ্য, তুরষ্ক, কাবুল, কান্দাহার, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থান হইতে বহু তরিকত অন্বেষী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কাদেরিয়া, চিস্তিয়া, নক্‌শবন্দীয়া, মোজাদ্দেদিয়া তরিকা শিক্ষা করিয়া যাইতেন। ছাত্রেরা উক্ত মাদ্রাছাদ্বয়ের পাঠ শেষ করিয়া এলমে-তাছাওয়াফ শিক্ষা করতঃ উভয় এলমে পারদর্শী হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বোর্ডিং

ছাত্র শিক্ষকগণের সুবিধা হেতু মাদ্রাছার সংলগ্ন আজ প্রায় ২০ বৎসর হইল ৪৪ হাত দৈর্ঘ্য এক বোর্ডিং গৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। উহার পার্শ্বে সুপেয় পানির সুবিধার জন্য একটি নলকূপের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তথায় দশ সহস্র টাকা ব্যয়ে এক বিরাট কোতোবখানা স্থাপন করা হইয়াছে।

বহু দুর্ল্লভ কেতাব, কলমি অনেক কেতাব, আরবি, পারশী, উর্দ্দু, ইংরেজি, বাংলা ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় অনেক পুস্তক পুস্তিকা উহাতে বিদ্যমান আছে। তফছির, হাদিছ, ফেক্‌হ, ইতিহাস সংক্রান্ত অনেক কেতাব তথায় আছে। তথায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হইয়াছে।

ফুরফুরা ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের দানশীল মুছলমানগণ ছাত্রদের জায়গীরের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া থাকেন।

এস্থলে দেশ বিদেশের জটিল মছলা মীমাংসার জন্য 'দারোল এফ্‌তা' স্থাপন করা হইয়াছে।

হজরত পীর সাহেবের কাশ্‌ফ ও কারামত

নবী ও পীরগণের অন্তর এত জ্যোতিষ্মান যে, তাঁহারা দূর

দেশের অবস্থা দেখিতে পান। মেশকাত, ১২৯ পৃষ্ঠা ঃ—

নবি (ছাঃ) সূর্য্য গ্রহণ-কালে বেহেশত ও দোজখ দেখিয়াছিলেন।

জরকানির ৬৭৩ পৃষ্ঠা ঃ—

এই দেখার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে—প্রথম এই যে, নবি (ছাঃ) প্রকৃত পক্ষে সেই স্থান হইতে বেহেশত ও দোজখ দেখিয়াছিলেন, অর্থাৎ মধ্যস্থিত পর্দ্দা (অন্তরাল) গুলি তিরোহিত করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, উভয়ের আত্মিক (মেছালি) ছবি অঙ্কিত করা হইয়াছিল।

মেশকাতের ৫২৯ পৃষ্ঠায় আছে, হজরত মক্কা শরিফে থাকিয়া বয়তুল মোকাদ্দছ দেখিয়াছিলেন।

মেশকাতের ৫৪৬ পৃষ্ঠায় আছে ;—

হজরত ওমর (রাঃ) মদিনা শরিফে খোৎবা পাঠকালে নাহাওয়ান্দ শহরের যুদ্ধের অবস্থা দেখিতে পাইয়া 'ছারিয়া' নামক সেনাপতিকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।

শাহ অলিউল্লাহ দেহলবি 'কওলোল-জমিল' এর ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

সমাগত লোকের অন্তরের কথা জানিতে ইচ্ছা করিলে, নিজের অন্তরকে সমস্ত চিন্তা হইতে শূন্য করিয়া সেই লোকটির অন্তরের দিকে রুজু করিবে, তাঁহার অন্তরের কথা প্রতিবিম্ব স্বরূপ ইহার অন্তরে সংক্রামিত হইবে, ইহাতে তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিবে।

আগামী ঘটনা জানিবার জন্য নিজের অন্তরকে শূন্য করিয়া সেই ঘটনা জানিবার জন্য এরূপ আকাঙ্খা করিবে যেরূপ তৃষ্ণার্ত পানির আকাঙ্খা করিয়া থাকে এবং নিজের আত্মাকে যোগ্যতা অনুসারে আলমে মালাকুতের দিকে উন্নত করিতে থাকিবে,

ইহাতে ফেরেশতার আওয়াজ, চৈতন্যবস্থাতে কিম্বা স্বপ্নযোগে উক্ত ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

(১) নোয়াখালীর কল্যানদীর মাওলানা ফয়জোর রহমান সাহেব বলিয়াছেন ;—সম্ভবতঃ ১৩৩৩ সালে ২১শে ফাল্গুন তারিখে ইছালে ছওয়াবের ১ম তারিখে হজরত পীর কেবলা সাহেব আদেশ করিলেন যে, অদ্য ১১টার পূর্ব্বে কেহ দোকান পাট খুলিও না, চলাফেরা করিও না। সকলে বসিয়া কোরআন শরিফ পড়। যাহারা কোরআন শরিফ পড়িতে না পারে, তাহারা যেন কলেমা কিম্বা ছুরা এখলাছ পড়েন। ইহা বলা সত্ত্বেও অনেকে যাতায়াত করিতে লাগিল। অনুমান অর্দ্ধঘন্টা পরে পীর সাহেব বলিলেন, তোমরা বসিয়া পড় না হয় এখান হইতে চলিয়া যাও। ইহা শুনিয়া সমস্ত লোক বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে দোকানগুলি বন্ধ হইয়া গেল। আমি, অশ্বদিয়ার মাওলানা আবদুছ ছালাম, আমানাতপুরের মাওলানা ছালামাতুল্লাহ ও কুশাখালীর মাওলানা আবদুল গণি সাহেবগণ একস্থানে বসিয়াছিলাম, আমাদের একজন খাদেম বলিল যে, হুজুর, অদ্য ভাত দেরীতে হইবে। হুকুম হইলে, দোকানে এক কেৎলী চা ও পরোটা প্রস্তুত করিতে বলিয়া আসি, হুজুরেরা ওজু করার ভান করিয়া উহা পানাহার করিয়া আসিবেন; ইহাতে আমরা রাজী হইলাম। যখন আমরা চুপে চুপে ভিতরের দ্বার দিয়া চা-ওয়ালার দোকানে প্রবেশ করতঃ দরওয়াজা বন্ধ করিয়া নাস্তা করিতে বসিলাম। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, হজরত পীর সাহেব মধ্যস্থলে দন্ডায়মান আছেন, কিন্তু দরওয়াজা সেইরূপ বন্ধই আছে। ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, বাবা নাস্তা করিতে আসিয়াছ ভাল। ইহা বলিয়া তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আমরা নিতান্ত লজ্জিত অবস্থায় থাকিলাম।

(২) তাঁহার বর্ণনা ; —

১৩৩৪ সালে ত্রিপুরার ধামতী আঞ্জমানে ওয়াএজিনের

বার্ষিক অধিবেশনের ১ম দিবসে সভা আরম্ভের পূর্ব্বক্ষণে প্রায় ৫/৬ হাজার লোক উপস্থিত ছিল, পীর কেবলা সাহেব সবে মাত্র সভাস্থলে গিয়া বসিয়াছিলেন, এখনও সভার কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। আমি একখানা ফৎওয়া স্বাক্ষর করাইবার উদ্দেশ্যে দোয়াৎ কলম সহ ফতোয়াখানা হাতে লইয়া হুজুরের সম্মুখে দন্ডায়মান। হুজুর আমাকে দেখিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া অনুমান ৫ মিনিট কাল মোরাকাবা করিয়া চক্ষু খুলিয়া আমাকে বলিলেন, তোমার ফৎওয়ার মধ্যে এই দোষ আছে, ইহা সংশোধন কর, তৎপরে দস্তখত করিব। তিনি ফৎওয়ার যাবতীয় মর্ম্ম খুলিয়া বলিলেন, ইতিপূর্ব্বে এই ফৎওয়াখানা প্রায় শতাধিক আলেম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, কেহই এই ভুল ধরিতে পারেন নাই। আমি অবাক হইয়া গেলাম, ছোবহানাল্লাহ বেহামদিহি।

(৩) তাঁরহার বর্ণনা ;—

সম্ভবতঃ ১৩২৫ সালের চৈত্র মাসে হুজুর পীর সাহেব বরিশালের শর্ষিনাতে মাওলানা নেছারউদ্দিন সাহেবের বাটীর সভাতে শুভাগমন করিয়াছিলেন, ওয়াজের পর দিন জোহরের পরে হিজলা মছজেদের এমাম মৌলবী রজব আলি সাহেব كأنك تراه "তুমি যেন তাঁহাকে (খোদাকে) দেখিতেছ" এই হাদিছের মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করেন। আমি তাঁহাকে অনেকক্ষণ বুঝাইলাম। তিনি বলিলেন, আপনি যাহা বুঝাইলেন, তাহা শুনিলাম। এক্ষণে আসুন, পীর কেবলা সাহেবকে একটু জিজ্ঞাসা করি। পীর কেবলা সাহেব যে কামরায় থাকেন, আমরা সেই কামরায় গিয়া দেখি যে, বহু লোক হুজুরের নিকট বসিয়া আছেন। আমরা পশ্চাতের দিকে বসিয়া মনে মনে আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। পীর কেবলা সাহেব জুমা, আখেরে-জোহর মিলাদ শরিফের কেয়াম ও তকদীরের মছলা ইত্যাদি বিষয়গুলি লোকদিগকে বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া হঠাৎ

বলিয়া উঠিলেন, কেহ কেহ سعيت হাদিছের অর্থ বুঝিতে পারে না, তজ্জন্য অস্থির আছে। কেনগো যখন তুমি فانك تراه কিম্বা فانك تراه এর দাএরার মোরাকাবা করিবে, তখন উক্ত হাদিছের নিগুঢ় তত্ত্ব আপনা আপনি খুলিয়া যাইবে। মৌলবী রজব আলি সাহেব ইহা শুনিয়া বলিলেন, আমার উত্তর পাইয়াছি, তিনি আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না।

(৪) তাঁহার বর্ণনা ;—

একবার ফুরফুরা শরিফে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, সকল লোক পীর কেবলা সাহেবকে এছতেছকা নামাজ পড়িবার জন্য ঈদের মাঠে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু হজরত পীর সাহেব তথায় যাইতে অমত প্রকাশ করিতেছিলেন। অগত্যা লোকের অতিরিক্ত পীড়াপীড়িতে তথায় গেলেন, নামাজ দোয়া পরে মেরাকাবা করিতে লাগিলেন, হঠাৎ মেঘের শব্দ শুনা গেল, আর দেখিতে দেখিতে চারিদিকে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল, কিন্তু ঈদের মাঠে বৃষ্টিপাত হইতেছিল না। তখন হুজুর বলিলেন, এখানে কতকগুলি সুদখোর আছে, এই হেতু এই সভার মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে না। সত্ত্বর সুদখোরেরা বাহির হইয়া যাও। যখনই সুদখোরগুলি বাহির হইয়া গেল, অমনি সভাস্থলে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল, লোকদের কাপড় চোপর ভিজিয়া গেল।

(৫) তাঁহার বর্ণনা ;—

আমি ১৩২৫ সালের আষাঢ় মাসে ফুরফুরা শরিফে উপস্থিত হইলাম, ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে তথায় মাসেক কাল থাকিয়া তরিকতের ছলুক শিক্ষা করিব। ৪/৫ দিবস পরে পীর সাহেব আমাকে সঙ্গে লইয়া মাদ্রাছার কোতোবখানায় গেলেন, তথায় তিনি চাস্তের নামাজ অন্তে আমাকে বলিলেন, শামী কেতাবের ১ম জেলদ বাহির করিয়া আন, হুকুম মাত্র আমি তাহা বাহির করিয়া দিলাম। তিনি ঐ কেতাব দেখিতে লাগিলেন, ইতি মধ্যে

সামান্য একটু চক্ষু বন্ধ করিয়া পরে আমাকে বলিলেন, বাবা তুমি সত্ত্বর বাড়ী যাও। এই গাড়িতে চলিয়া যাও, কলিকাতায় দেরী করিবা না। আমি ফুরফুরা শরিফে থাকিবার জন্য বারম্বার আরজ করিতেছিলাম, কিন্তু হুজুর বলিলেন, না বাবা যাও, কলিকাতায় দেরী করিবা না। দুর্ভাগ্য বশতঃ কলিকাতার কার্য্য সমাধা করিতে করিতে আমার গাড়ী ফেল হইয়া গেল, কাজেই সেই দিবস রওয়ানা হইয়া যখন আমি বাড়ীর দুই মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন এমন বেগে আমার কম্প জ্বর আরম্ভ হইল যে, আর আমার চলিবার শক্তি থাকিল না, অগত্যা একখানা নৌকায় উঠিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম, মাঝিরা আমাকে ধরা ধরি করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে আমার বাড়ীতে রাখিয়া আসে। কয়েক দিবস জ্বরে ভুগিয়া সুস্থ হওয়ার পরে বুঝিলাম যে, হজরত পীর সাহেব এই জন্যই বলিয়াছিলেন সত্ত্বর যাও, কলিকাতায় দেরী করিবা না।

(৬) রংপুরের কাঁশদহ গ্রামের মৌলবী মোঃ রেয়াজোল হোছাএন সাহেব বলিয়াছেন, আমি তরিকত সংক্রান্ত ৮টী জটিল মছলা মীমাংসা করিয়া লইব ধারণায় হজরত পীর সাহেবের নিকট গাইবান্ধা টাউন হল প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বাতাস দিতে থাকি, হজরত পীর সাহেব আমার অন্তর নিহিত ৮টী ছওয়ালের জওয়াব দিয়া তাঁহার থাকিবার নির্দ্দিষ্ট বাসাতে চলিয়া যান।

(৭) নেজামপুরের বাসখালীর মাওলানা আবদুল জাব্বার সাহেব বলিয়াছেন, আমি হজরত পীর সাহেবের নিকট মুরিদ হইয়াছিলাম, এক সময় হজরত পীর সাহেব নেজামপুরে আমার বাটির দাওয়াত মঞ্জুর করিয়া দিন স্থির করিয়া দেন, সেই সময় তথাকার ইছাখালীর জবর দস্ত আলেম মাওলানা গোলাম রহমান সাহেব বিদ্রূপ ভাবে আমাকে বলেন, তুমি নাকি ফুরফুরার

মাওলানা সাহেবের নিকট মুরিদ হইয়াছ, দেখিব তোমার পীর কিরূপ? তিনি কয়েকটি জটিল মছলা ঠিক করিয়া রাখিলেন, হুজুর তাঁহাকে এমামত করিতে আদেশ করিলেন, মাওলানা নামাজ আরম্ভ করিলে, তাঁহার শরীরে মহা কম্পন উপস্থিত হইল, তিনি অতিকষ্টে ছুরা ফাতেহা শেষ করিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন, অন্য ছুরার কোন আয়ত মনে পড়িতেছিল না, বহুক্ষণ পরে ছুরা ফালাক ও নাছ পড়িয়া নামাজ শেষ করিলেন। পরে তিনি মাওলানা আবদুল জাব্বারকে বলিলেন, আপনি মানুষ আনেন নাই, একজন ফেরেশতা আনিয়াছেন। ওয়াজের মধ্যে পীর সাহেব তাঁহার জটিল মছলাগুলির জওয়াব দিয়া দিলেন। এই সমস্ত অবস্থা দেখিয়া তিনি হুজুরের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার নিকট মুরিদ হইয়া গেলেন।

(৮) মাওলানা ফয়জোর রহমান সাহেবের উক্তি ;—

এক সময় উক্ত মাওলানা গোলাম রহমান সাহেব শায়খোলা হইতে কিছু সরু চাউল নিজের মাথায় লইয়া ফুরফুরা শরিফে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ছোট পুত্র ছিল, বাতের দোষে তাহার বাকশক্তি রোধ হইয়া গিয়াছিল। হজরত পীর সাহেব বলিলেন, বাবা, তোমার পক্ষে চাউলের পোটলা মাথায় করিয়া আনা ঠিক হয় নাই। তখন তিনি নিজের পুত্রের বাক্শক্তি রহিত হওয়ার কথা বলিলেন। হুজুর দুই দিবস তাহার মুখে ফুক দিলেন, তৎপরে বলিলেন, সকালে তাহাকে আজান দিতে বলিবে, সকালে তিনি আজান দিলেন ও তাহার জবান খুলিয়া গেল।

(৯) হুজুরের কামেল খলিফা বগুড়া খঞ্জনপুরের ছুফি ছাএমদ্দিন সাহেব বলিয়াছেন, আমরা কয়েকজন জাকের এক সময় ফুরফুরা শরিফে উপস্থিত হই। ফজরের নামাজের পরে একটুখানি মোরাকাবা শিক্ষা দিয়া হুজুর বলিলেন, বাবা তোমরা আইস, মাদ্রাছার পুষ্করিনির শিয়ালা পরিষ্কার করিতে হইবে।

শীতকাল ছিল, পানিও খুব শীতল ছিল, প্রথমে আমি পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া পানা পরিষ্কার করিতে থাকি। আমার সঙ্গে আরও কয়েক জন পুষ্করিণীতে নামিলেন, কেহ কেহ পুষ্করিণীতে নামিতে দেরী করিতেছিল। হুজুর লাইব্রেরীর বারান্দাতে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি পুষ্করিণীর পাড়ে উপস্থিত হইয়া বলিলেন; বাবা, তোমরা যে ঠান্ডাতে মরিয়া গেলে, সত্ত্বর উঠিয়া আইস। আমরা উঠিয়া আসিলাম, তখন আমার সমস্ত শরীর জেকরে কম্পিত হইতেছিল, সমস্ত শরীর হইতে নুর পরিলক্ষিত হইতেছিল। এত দীর্ঘকাল চেষ্টা চরিত্র করিয়া যে হাবভাব পরিলক্ষিত হয় নাই, এই ঘটনাতে তাহাই লাভ হইয়াছিল।

(১০) আরও তিনি বলিয়াছেন, আমি এক সময়ে একটি স্বপ্ন দেখিয়া হজরত পীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার 'খানকাহ' দোঁক শরিফে উপস্থিত হই। হুজুর আমাকে দেখিয়া বলিলেন, দেখত বাটীর মধ্যে খাওয়ার কিছু আছে কি? বাটী হইতে সংবাদ আসিল, ভাত তরকারী কিছুই নাই। পীর সাহেব বলিলেন, যাহা কিছু থাকে আন। কিছু মুড়ি মুড়কি আনা হইল। আমি উহা খাইয়া এত অধিক সুস্বাদ পাইয়াছিলাম যে, কখন এইরূপ সুস্বাদ পাই নাই। ইহাতেই আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়াগেল। দোঁক শরিফের একজনার বাড়ীতে হুজুর ওয়াজ আরম্ভ করেন। আমি আমার স্বপ্নের কথা তাঁহাকে বলিতে আকাঙ্খা জানাই। হজরত বলিলেন, বাবা থাম, তুমি কি হাটে হাড়ী ভাঙ্গিতে চাও। তৎপরে আমি হুজুরের সঙ্গে কলিকাতা টীকাটুলিতে উপস্থিত হই। রাত্রে এশার নামাজের পরে হুজুর বাটির মধ্যে গেলেন, আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, স্বপ্নের কথা তাঁহার নিকট পেশ করিতে পারিলাম না। একটু পরে হুজুর বাটীর মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, বাবা, বাতাস দাও। তুমি কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলে, আমি বলিলাম, আমি দেখিয়াছি, হুজুর একটি

অপূর্ব্ব অট্টালিকার মধ্যে বসিয়া আছেন, তথায় মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব ও হুজুরের অন্যান্য খলিফাগণ বসিয়া আছেন, হুজুর বলিলেন, বাবা, তুমি মুরিদ কর না কেন? আমি মুরিদ করিতে অনুমতি দিতেছি। মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব বলিলেন, ইনি ওয়াজ করিতে পারেন। হুজুর আমাকে ওয়াজের অনুমতি দিলেন। পীর সাহেব বলিলেন, আমার বহু মুরিদ এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন।

(১১) তিনি বলিয়াছেন, আমি একবার হজরতের খেদমতে ফুরফুরা শরিফে উপস্থিত হই, দুই চারি দিবস খেদমতে থাকিয়া শিক্ষা করা উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়াছিলাম। হজরত পীর সাহেব মোরাকাবা তা'লিম দিয়া বলিলেন, বাবা, তুমি সত্ত্বর বাড়ী যাও, কিছুতেই দেরী করিবা না। আমি বলিলাম কয়েক দিবস খেদমতে থাকার ইচ্ছায় আসিয়াছিলাম, হুজুর বলিলেন, না বাবা চলিয়া যাও। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া দেখি, আমার বাটী হইতে লোক আমার সন্ধানে আসিয়াছে, আমার ওয়ালেদ সাহেব মরণাপন্ন, আমি বাটী পৌঁছিয়া দেখি তাঁহার মৃত্যু যাতনা উপস্থিত হইয়াছে তিনি বলিলেন, বাবা, ছুরা ইয়াছিন পড়, আমি ছুরা ইয়াছিন পড়িতে পড়িতে দেখি, তিনি ঘুমইয়া গিয়াছেন, হাত ধরিয়া দেখি, তাঁহার প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে।

(১২) ত্রিপুরা জেলার রামপুর গ্রামের মাওলানা ওয়াএজদ্দিন সাহেব বলিয়াছেন, যে সময় ফুরফুরার হজরত ফরিদগঞ্জের সভায় শুভাগমন করিয়াছিলেন, আমি কয়েকটি জটিল মছলা জিজ্ঞাসা করিব ধারণায় তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি ওয়াজ আরম্ভ করিয়াছেন। আমি সভার পূর্ব্বে উপস্থিত হইতে না পারায় আক্ষেপ করিতেছিলাম। তৎপরে তিনি ওয়াজের মধ্যে আমার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়া দিলেন। সভা অন্তে বলিলেন, বাবা মাওলানা ওয়াএজদ্দিন সাহেব আপনি আমার বাটীতে যাইবেন।

তৎপরে আমি একা এক সময় ফুরফুরা শরিফে উপস্থিত হইলাম। হজরত পীর সাহেব আছরের নামাজ দহলিজে পড়িলেন, আমি মছজেদে জামায়াতে নামাজ পড়িয়া দহলিজে উপস্থিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম একজন পীর মানুষ জামায়াত ত্যাগ করেন। অমনি পীর ছাহেব বলিলেন, বেশী বর্ষা হইতেছে এজন্য আমি জামায়াতে উপস্থিত হইতে পারিলাম না, ইহাতে আপনি মনে কোন দ্বিধা বোধ করিবেন না। ইহার পরে কয়েক গাড়ী ইষ্টক আনা হইল, তিনি গাড়োয়ানদিগের সহিত কথা বলিতেছিলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, এইরূপ দুনইয়াদার লোক কিরূপে পীর হইবেন? অমনি পীর সাহেব বলিলেন, বাবা আমি দুনইয়াদার পীর। আমি মনে মনে লজ্জিত হইতেছিলাম পরে তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়া তরিকত শিক্ষা করিতে থাকি। আমরা শুনিয়াছি, যখন হজরত পীর সাহেব প্রথমে নোয়াখালী টাউনে ওয়াজ করেন, সেই সময় তিনি একজন মাওলানা সাহেবের অন্তর নিহত যাবতীয় মছলাগুলির উত্তর ওয়াজ প্রসঙ্গে প্রদান করেন।

(১৩) নওয়াখালী জেলার বশিকপুর গ্রামের মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেব বলিয়াছেন, এক সময় আমরা পাঁচজন লোক ট্রেনে শিয়াখালায় উপস্থিত হইয়া ফুরফুরা শরিফে পৌছিয়া অসময় পীর সাহেবের বাটীতে অতিথি হওয়া অনুচিত ধারণায় অন্য কোন লোকের দহলীজে শয়ন করিলাম, অতিরিক্ত মশার জন্য তথা হইতে রওয়ানা হইয়া পীর সাহেবের দহলীজে উপস্থিত হইলাম। আমরা শয়ন করতে ইচ্ছা করিলে আমাদের গ্রামবাসি তথাকার মোদার্রেছ মাওলানা হাফিজুল্লাহ সাহেব বলিলেন, আমরা কয়েক জন লোক আহার করিতে বসিয়াছিলাম, আমাদের বাসন দেওয়া হইলে পীর সাহেব বলিলেন, আরও ৫ খানা বাসনে ভাত তরকারী দিয়া উঠাইয়া রাখ। আমরা বলিলাম, হুজুর আমরা সকলেই বাসন লইয়াছি, তিনি বলিলেন, ৫ খানা বাসনের ভাত

তরকারি উঠাইয়া রাখনা কেন? যাহা হউক আপনারা কয়জন লোক? আমরা ৫ জন। তিনি বলিলেন, পীর সাহেব আপনাদের জন্য ভাত তরকারি রাখিতে বলিয়াছিলেন।

(১৪) আমি ১৩৩৯ সালের শেষ জ্যৈষ্ঠ বশিরহাটে একটা বিরাট সভা করার জন্য বৈশাখ মাসে ফুরফুরার হজরতকে দাওয়াত দিতে দোঁকের হোজরা শরিফে যাই। বর্ষাপাত হইতেছিল, ষ্টেশন হইতে নামিয়া পাল্কী বন্দবস্ত করা উদ্দেশ্যে এক দোকানে দাঁড়াইয়া থাকি, এমতাবস্থায় একজন মৌলবি সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম, তিনি চট্টগ্রামের বাশেন্দা। তিনি বলিলেন, আপনি কোথায় যাইতেছেন? আমি বলিলাম, হজরত পীর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি, তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, হজরত পীর সাহেব আমাকে বিদায় করা কালে বলিয়াছেন আপনি যান, আর একজন মেহমান আসিতেছেন। তিনি আপনার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

(১৫) মাওলানা আফছারদ্দিন সাহেব বলিয়াছেন, আমি মেছুয়াবাজারে জমিয়ত অফিসে ছিলাম, সেই সময় ফুরফুরার হজরতের বড় সাহেবজাদা মাওলানা আবদুল হাই সাহেব বাড়ীতে পীড়িত ছিলেন। হঠাৎ আমি শুনিলাম যেন পীর সাহেব বলিতেছেন, বাবা মাওলানা আফছরদ্দিন, এই ঔষধটা লইয়া আইস। আমি সেই ঔষধ লইয়া ফুরফুরা শরিফে উপস্থিত হইয়া জনাব পীর সাহেবকে এই ঘটনা উল্লেখ করায় তিনি বলিলেন, হাঁ বাবা আমি বলিয়াছিলাম, যদি মাওলানা আফছরদ্দিন এখানে থাকিতেন, তবে আবদুল হাইর জন্য এই ঔষধটা আনিয়া দিতে পারিতেন।

(১৬) উক্ত মাওলানা আফছরদ্দিন সাহেব বলিলেন, এক সময় আমরা ফুরফুরার হজরতের সঙ্গে কোন দাওয়াতে গিয়াছিলাম, তিনি পাল্কী যোগে ট্রেনের পূর্ব্বে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের ষ্টেশনে পৌঁছিতে দেরী হইলে তাঁহার আসবাব

পত্র সমস্ত আমাদের সঙ্গে ছিল, ট্রেন ষ্টেশনে পৌঁছিয়া গেল। আমাদের ষ্টেশনে পৌঁছিতে ট্রেনের নিয়মিত সময় অপেক্ষা প্রায় অর্দ্ধঘন্টা কাল বিলম্ব হইল। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি, লাইনের পয়েন্ট নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তথায় দুই খানা ট্রেন একত্রিত হইয়াছিল, দুইখানা ট্রেন শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে আধঘন্টা সময় অতিবাহিত হইয়াছে। আমরা তথায় গিয়া টিকিট লইয়া আসবাবপত্র সহ গাড়ীতে উঠিলেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

(১৭) কলিকাতার একজন রুটী বিক্রেতা বলিয়াছেন, আমরা কয়েকজন রুটি বিক্রেতা ফুরফুরার হজরতের নিকট মুরিদ ছিলাম, আমাদের বাসার নিকট একজন আজানগাছির মুরিদ ছিল, সে ব্যক্তি আমাদিগকে ফুসলাইয়া পুনরায় আজানগাছি সাহেবের নিকট মুরিদ করিয়া লওয়ার চেষ্টা করিতেছিল, আমাদের কেহ কেহ আজানগাছি ছাহেবের নিকট গিয়াছিল, এক রাত্রে আমি স্বপ্নযোগে দেখিলাম, যেন ফুরফুরার হজরত উলঙ্গ তরবারি হস্তে ধারণ করিয়া গরম নজরে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন, তোমরা আমার মুরিদ হইয়া এখন একজন বেদয়াতির নিকট মুরিদ হইতে যাইতেছ? আমি ইহা দেখিয়া পর দিবস সকলকে জানাইয়া দিলে, সকলেই পুনরায় ফুরফুরার হজরতের নিকট গিয়া নূতন করিয়া তওবা করিলাম।

(১৮) ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ভিংরা ষ্টেশনের ৮ মাইল দূরে নলুয়া গ্রামের খোন্দকার মৌলবী আবদুল মজিদ সাহেব বলিয়াছেন, আমি ৭ বৎসর যাবৎ জৌনপুরী মাওলানা আবদুর রব সাহেবের নিকট মুরিদ হইয়া কিছু ফয়েজ লাভ করিতে পারি নাই। এক রাত্রে আমি স্বপ্নে ফুরফুরার হজরত সাহেবকে ওয়াজ করিতে দেখি, আর এক রাত্রে উক্ত হজরতকে উত্তর দক্ষিণ লম্বামান এক মছজেদে দক্ষিণ পূর্ব্বমুখী বসিতে দেখিয়া আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হই। তিনি বলিলেন বাবা, তোমার না

আসিলেও চলিত। তৎপরে তিনি আমাকে শয়ন করিতে বলিলেই আমি শয়ন করিলে, তিনি একখানা কম্বল দিয়া আমাকে ঢাকিয়া দিয়া আমার লতিফা কলবের উপর তিনবার ফুক দিলেন। ইহাতে আমার কলব কম্পিত হইয়া উহা হইতে জেকর জারি হইতে লাগিল। জাগরিত হইয়া উক্ত জেকর শুনিতে পাইলাম। আমার পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা আমার নিদ্রিত অবস্থার কলবের জেকর শুনিতে পাইয়াছিলেন। তৎপরে আমি ছোট সুন্দরদিয়াতে তাঁহার নিকট বয়য়ত করিয়া নূতন ছবক লই। পাঠক, ইহাতে বুঝা যায় না যে, মাওলানা আবদুল রব সাহেব কামেল ছিলেন না।

(১৯) হুগলী জেলার পাহাড়পুরে দুইজন ওলীর মজার আছে, ফুরফুরার হজরত একজন অলীর সংবাদ জানিতেন। তিনি সেই অলীর কবরের পাঁচ রশি দূরে মৌলবী মছউদোছ ছোবহান সাহেবের দহলিজে বসিয়া মোরাকাবা করিতে ছিলেন, তিনি ইহা জানিতেন না যে, দক্ষিণ দিকে একজন অলীর মজার আছে, কিন্তু তিনি দক্ষিণ দিক্ হইতে একটি তীক্ষ্ণ সুবাসের ঘ্রাণ অনুভব করিলেন, যাহার তুলনা দুনইয়াতে নাই। মোরাকাবা শেষ করিয়া তিনি উক্ত মৌলবী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐদিকে কোন ওলীর মজার আছে কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ আছে। এখনও মুসলমান বাদশাহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত তাঁহার অনেক আএমা জাএদাদ আছে, এখানকার লোকেরা উহার অধিকারী হইয়া আছে।

(২০) নওয়াখলী চরমাদারির মুন্‌শী আবদুছ ছামাদ সাহেব বলিয়াছেন, যে দিবস ছোট সুন্দরদিয়াতে ফুরফুরার হজরত সভা করিয়াছিলেন, উহার পূর্ব্ব রাত্রে আমি স্বপ্নযোগে দেখিতেছি, তিনি যেন বলিতেছেন, আমি কল্য ছোট সুন্দরদিয়াতে সভা করিব, তুমি তথায় উপস্থিত হইবা।

যদি কখনও আমার তাহাজ্জোদ পড়ার ত্রুটী হইত, তবে

আসিলেও চলিত। তৎপরে তিনি আমাকে শয়ন করিতে বলিলেই আমি শয়ন করিলে, তিনি একখানা কম্বল দিয়া আমাকে ঢাকিয়া দিয়া আমার লতিফা কলবের উপর তিনবার ফুক দিলেন। ইহাতে আমার কলব কম্পিত হইয়া উহা হইতে জেকর জারি হইতে লাগিল। জাগরিত হইয়া উক্ত জেকর শুনিতে পাইলাম। আমার পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা আমার নিদ্রিত অবস্থার কলবের জেকর শুনিতে পাইয়াছিলেন। তৎপরে আমি ছোট সুন্দরদিয়াতে তাঁহার নিকট বয়য়ত করিয়া নূতন ছবক লই। পাঠক, ইহাতে বুঝা যায় না যে, মাওলানা আবদুল রব সাহেব কামেল ছিলেন না।

(১৯) হুগলী জেলার পাহাড়পুরে দুইজন ওলীর মজার আছে, ফুরফুরার হজরত একজন অলীর সংবাদ জানিতেন। তিনি সেই অলীর কবরের পাঁচ রশি দূরে মৌলবী মছউদোছ ছোবহান সাহেবের দহলিজে বসিয়া মোরাকাবা করিতে ছিলেন, তিনি ইহা জানিতেন না যে, দক্ষিণ দিকে একজন অলীর মজার আছে, কিন্তু তিনি দক্ষিণ দিক্ হইতে একটি তীক্ষ্ণ সুবাসের ঘ্রাণ অনুভব করিলেন, যাহার তুলনা দুনইয়াতে নাই। মোরাকাবা শেষ করিয়া তিনি উক্ত মৌলবী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐদিকে কোন ওলীর মজার আছে কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ আছে। এখনও মুসলমান বাদশাহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত তাঁহার অনেক আএমা জাএদাদ আছে, এখানকার লোকেরা উহার অধিকারী হইয়া আছে।

(২০) নওয়াখলী চরমাদারির মুন্‌শী আবদুছ ছামাদ সাহেব বলিয়াছেন, যে দিবস ছোট সুন্দরদিয়াতে ফুরফুরার হজরত সভা করিয়াছিলেন, উহার পূর্ব্ব রাত্রে আমি স্বপ্নযোগে দেখিতেছি, তিনি যেন বলিতেছেন, আমি কল্য ছোট সুন্দরদিয়াতে সভা করিব, তুমি তথায় উপস্থিত হইবা।

যদি কখনও আমার তাহাজ্জোদ পড়ার ত্রুটী হইত, তবে

পীর সাহেব আমাকে স্বপ্নযোগে উহা পড়িতে তাগিদ করিতেন।

(২১) ভবানিগঞ্জের মাওলানা আজিজর রহমান সাহেব বলিয়াছেন, চরপাতার মৌলবী আবদুল হাকিম সাহেব আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কাহার হাতে মুরিদ হইবেন? আমি তাঁহাকে এস্তেখারা করিতে বলিলাম। তিনি চার দিবস পরে স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন, একস্থানে একটা বিরাট মজলিশ হইয়াছে, তথায় হজরত নবি (ছাঃ) তাঁহার চারি খলিফা, হজরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরেলবি ও হজরত আবুবকর ছিদ্দিকি (রাঃ)র ডাহিন দিকে ফুরফুরার পীর সাহেব আছেন, মৌলবী আবদুল হাকিম সাহেব অনির্দিষ্ঠ ভাবে বলিলেন, আমাকে শিক্ষা দিন। হজরত নবি (ছাঃ) ফুরফুরার হজরতের প্রতি তাঁহার শিক্ষা প্রদানের আদেশ দিলেন। তিনি শিক্ষা লইলে, সমস্ত লতিফা জারি হইয়া গেল। তৎপরে তিনি উক্ত হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত নক্শবন্দীয়া তরিকা শিক্ষা করিয়া ছিলেন। তিনি ১৩৩৮ সালে এন্তেকাল করিয়াছেন।

(২২) উক্ত মাওলানা সাহেব বলিয়াছেন, ফুরফুরার হজরত চরপোঁয়া মজলিশে উপস্থিত হইলে, একজন লোক ১৮ বৎসর বয়সের এক পুত্রকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, সেই ছেলেটী মাতৃগর্ভ হইতে বোবা হইয়াছিল। মগরেবের পরে তাহার পিতা হজরত পীর সাহেবকে তাহার বাকশক্তি পাওয়ার জন্য দোয়া করিতে আবেদন করিলেন। মাওলানা সাহেব বলিলেন, হজরত পীর সাহেব মোরাকাবার পর ইহার জন্য দোয়া করিবেন। হুজুর বলিলেন, এশার অজিফার পরে দোয়া করিব। অজিফার পরে তিনি ইশারা করিয়া তাহাকে মুখ খুলিতে বলিলেন, সে মুখ খুলিয়া দাঁড়াইলে, তিনি ৩.বার ফুক্ দিলেন। অমনি তাহার জবান খুলিয়া গেল, সে বাহিরে গিয়া বলিল, বাবা এই দিকে আসেন।

(২৩) রায়পুরার হাজি আশরাফদ্দিন পণ্ডিত বলিয়াছেন,

আমি চট্টগ্রামের কাছেম আলি শাহাজীর সহিত উপযুক্ত পীর ধরিবার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম, ইনি মাইজভাণ্ডারের ভক্ত ছিলেন, তিনি বলিলেন, মাইজভাণ্ডারের পীরের উপর আপনার ভক্তি হইবে না।" এক সময় তিনি আমাকে বলিলেন, আপনার জন্য সুসংবাদ আনিয়াছি, ফুরফুরার পীর সাহেব নওয়াখালীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার কারামত দেখিয়াছি নওয়াখালীর একটা লোক একটা বোবা ছেলেকে তাঁহার নিকট লইয়া গিয়াছিল, উক্ত পীর সাহেব তাঁহার মুখে ফুক দিয়া বলিয়াছিলেন, তোমার ছেলে রাত্রে তিনবার পায়খানায় যাইব বলিয়া ডাকিলে, তুমি উত্তর দিবা। তাহাই হইল, সেই ছেলেটি সেই হইতে বাক্‌শক্তি পাইয়াছিল। আমি ইহা শুনিয়া হজরত পীর সাহেবের নিকট মুরিদ হইলাম।

(২৪) ভবানীগঞ্জের কুশাখালীর হানিফ মুনশী বলিয়াছেন, তাহার এক পুত্র ফুরফুরার হজরতের নিকট মুরিদ হইয়াছিল, সে ব্যক্তি ইহাতে নারাজ ছিল, যখন তাহার এন্তেকালের সময় উপস্থিত হয়, সে অন্য লোকের নিকট মুরিদ হইতে অস্বীকার করিতেছিল, সে ঐ অবস্থায় বলিতে লাগিল। তোমরা ভাল বিছানা বিছাইয়া দাও। ফুরফুরার হজরত আসিয়াছেন। সেই সময় তাহার শরীর হইতে স্পষ্ট কলেমার জেকর শুনা যাইতেছিল।

(২৫) সায়েস্তানগরের অন্ধ আশরাফ আলি মিঞা ফুরফুরার হজরতের নিকট মুরিদ হইয়াছিল, তিনি তাহাকে সুদখোরের বাটী খাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। সে এই নিষেধ অমান্য করিয়া দুই দিবস সুদখোরের বাটীতে খাইয়াছিল ইহাতে সে পাগল হইয়া যায়, এই অবস্থায় সে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিত। তৎপরে লোকেরা তাহাকে কলিকাতায় হজরত পীর সাহেবের নিকট লইয়া যায়। হুজুর বলিলেন, সে কি সুদখোরের বাটীতে খাইয়াছে? সঙ্গীরা বলিল, হাঁ। তৎপরে পীর সাহেব তাহাকে তওবা করাইয়া দিলে,

সে সুস্থ হইয়া যায়।

(২৬) মাওলানা আফছারদ্দিন সাহেব বলিয়াছেন, ফুরফুরার হজরতের এক ফুকে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী শাহীপুর গ্রামের মৌঃ খবিরদ্দিন নামক এক বাক শক্তি রহিত ম্যাটরিক পাস যুবক পাবনা তারাবাড়িয়া মাদ্রাছা গৃহে বাক্ শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তথায় বঙ্গ গৌরব মৌলবি এ, কে ফজলোল হক সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

(২৭) পীরজাদা মাওলানা আবুজাফর সাহেব বলিয়াছেন হজরত পীর সাহেব কবুতরের ছানা খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই হেতু মাদ্রাছা বাড়ীতে একটি পায়রার বাচ্চা প্রতিপালন করা হইতেছিল, হঠাৎ একটি দাঁড়াস সাপ ছানাটিকে লইয়া যায়। এজন্য বাড়ীর মেয়েরা খুব দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে সাপ ছানাটি মুখে করিয়া আনিয়া ফেরত দিয়া যায়, ছানাটির শরীরে কোন চিহ্ন ছিল না।

(২৮) সোজানগরের ছুফি খবিরদ্দিন বলিয়াছেন, পাবনার কৃষ্ণপুরের হাজি আলিমদ্দিন সাহেবের ঘরের গহনা ও ৫০০ টাকা চুরি হইয়া গিয়াছিল। তিনি মৌলানা ছগিরদ্দিন সাহেবের নিকট এজন্য খুব কান্দাকাটা করেন। ইহাতে তিনি বলেন, আপনি পীর সাহেব কেবলার খেদমতে হাজির হন, সেই দিবস গতরাত্রে তিনি হজরত পীর সাহেবকে স্বপ্নযোগে দেখিতে পান, হজরত পীর সাহেব তাহার মাথায় হাতদিয়া বলেন, আচ্ছা বাবা যাও, আমি দোয়া করিতেছি। তৎপরে হাজী সাহেব নামাজ পড়িতেছিলেন। তিনি জায়নামাজের নীচে একটা পোটলা দেখিতে পান, উহার মধ্যে ১০টি টাকা ব্যতীত সমস্ত গহনা ও টাকা রহিয়াছে।

(২৯) তিনি বলিয়াছেন, আমি সুন্দর বনে সাহেবের আবাদে গিয়াছিলাম, তথাকার লোকেরা আমার নিকট লাঠিতে

ফুক দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিলেন, আমরা জঙ্গলে গিয়া থাকি, তথায় বাঘের ভয়ে। হজরত পীর সাহেব আমাদের জন্য লাঠি পড়িয়া দিয়াছিলেন। আমরা চারিদিকে লাঠি পুতিয়া কাষ্ঠ কাটিতাম, বাঘ সেই লাঠি দেখিলেই চলিয়া যাইত।

(৩০) ত্রিপুরা রূপশার জমিদার সৈয়দ মৌলবি আবদুর রশিদ সাহেবের কর্ম্মচারি মুঃ নুরোল হক সাহেব বলিয়াছেন, আমার একটি অবিবাহিতা কন্যার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়, দেশের ডাক্তারেরা উহার চিকিৎসা করিতে অক্ষম হওয়ায় আমি তাহাকে লইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজের বড় বড় ডাক্তারকে দেখাই, সকলেই চক্ষু পরীক্ষা করিয়া বলেন, চক্ষুটি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার চিকিৎসা অসম্ভব। তৎপরে আমি কন্যাটিকে লইয়া টীকাটুলি মছজেদে ফুরফুরার পীর কেবলা সাহেবের নিকট উপস্থিত হই। তিনি আমাকে বলেন, বাবা তোমরা নব্য শিক্ষিত লোক, আমার উপর কি তোমাদের ভক্তি হইবে? আমি বলিলাম, ভক্তি না হইলে, আমি হুজুরের খেদমতে হাজির হইলাম কি জন্য? হুজুর আমার কন্যার চক্ষে ফুক দিলেন এবং এক খানা তাবিজ লিখিয়া দিয়া বলিলেন, তাবিজখানা কয়েক দিবস চক্ষের উপর থাকিবে। এত দিবস পরে আমার নিকট সংবাদ লইয়া আসিবা। খোদার মর্জ্জি সেই তারিখের মধ্যে আমার কন্যার চক্ষু একেবারে নিরাময় হইয়া যায়। এই সংবাদটি তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার ছুন্নত অল জামায়াতে প্রকাশ করিয়া ছিলেন।

(৩১) ফুরফুরার মাদ্রাছার মোদার্রেছ মাওলানা মুছা সাহেবের চক্ষে ইঞ্জিনের কয়লা পড়িয়াছিল, কোন প্রকারে উহা বাহির হইতেছিল না, চক্ষের যন্ত্রনা হইতে লাগিল, হজরত পীর সাহেবকে উহা জানাইলে, তিনি ৩ বার চক্ষের উপর হাত বুলাইলে চক্ষু ভাল হইয়া যায়।

(৩২) ২৪ পরগণা মায়াজমপুরের হাজি সুলতান আহমদ সাহেব বলিয়াছেন, কলিকাতার দক্ষিণে ন্যাতড়াতে ফুরফুরার পীর সাহেব ওয়াজ করিতে যান, শেষ দিবস ফজরের পরে হুজুর পালকীতে উঠিবার সময় তেল পানিতে ফুক দিয়া পাল্কিতে উঠিতে ছিলেন একটি লোক দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, আমার বোতলে ফুক লাগে নাই, সাক্ষিরা বলিতেছিল, হাঁ ফুক লাগিয়াছে, যখন সে বোতলটি হজরত পীর সাহেবের সম্মুখে ধরিল তিনি একটু হাসিয়া উহাতে ফুক দেওয়া মাত্র বোতলের তলা খসিয়া পড়িল। ইহাতে সে হা হতাশ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

(৩৩) মাওলানা মকবুল হোছেন আক্কেলপুরী সাহেব বলিয়াছেন, হজরত পীর সাহেব যে সময় আক্কেলপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি কয়েক স্থলে মুরিদ করিতে গিয়াছিলেন, পাল্কীযোগে উচ্চনীচ স্থান অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, হুজুর বেহারাদ্দিগকে বলিতেছিলেন, তোমরা জোরে চালাও। সূর্য্য বিহারা বলিয়াছে, হুজুর যেন ৩/৪ সের ওজনের বলিয়া অনুমিত হইতেছিল, সূর্য্যবিহারা শাস রোগ আক্রান্ত ছিল, হজরত পীর সাহেব তাহাকে জোরে চলিতে বলেন, সে জোরে চলিতে থাকে, ইহাতে সে শাস রোগ হইতে একেবারে নিরাময় হইয়া যায়। এখনও সে সুস্থ আছে।

(৩৪) মালদাহ শীব গঞ্জের মাওলানা হেদাএতুল্লাহ সাহেব বলিয়াছেন, হজরত পীর সাহেব আমাদের বাটীতে শুভ পদার্পন করিয়াছিলেন, সাড়ে সাত পশারি গোস্ত আনা হইয়াছিল, আমার শ্বশুরের উপর খওয়ানের ভার অর্পন করা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, পীর সাহেবের সঙ্গীদিগকে সভার দিবস ও সভার পর দিবস তৃপ্তি সহকারে উক্ত গোস্ত খাওয়ান হয়, আরও অনুমান দুইশত লোককে উহা খাওয়ান হয়, কিন্তু শেষে দেখা গেল আরও কিছু গোস্ত বাকী রহিয়া গিয়াছে।

(৩৫) দরগাহপুর কলোনী ২৪ পরগণার মাওলানা বজলোর রহমান সাহেব বলিয়াছেন, হজরত পীর সাহেব শেষবারে বশিরহাট আগমন করতঃ রাত্রে শাহী মছজেদের সম্মুখে ওয়াজ করিতেছিলেন। মনিমোহন ঘোষ নামক একজন হিন্দু বর্ত্তমানে তাহার মুছলমানি নাম মনিরোর্জ্জামান আমাকে বলিলেন, আমি ৪/৫ রশি দূর হইতে পীর সাহেবের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইলাম, যে তাহার চক্ষু হইতে ডে-লাইটের ন্যায় আলো বাহির হইতেছে।

(৩৬) বগুড়ার সাবরুলের মোহম্মদ আলি ছাহেবের বর্ণনা—আমি একদিন ফুরফুরার মছজিদ সংলগ্ন হুজরাতে বাদ মাগরেব পীর ছাহেবের সঙ্গে অজিফায় আছি, আমি নিয়তের মধ্যে ইচ্ছা করিয়া একটি শব্দ বাদ দিয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় পীর সাহেবের মোরাকাবান্তে আমাকে বলিলেন, "তুমি কেন এ শব্দ বল নাই।"

(৩৭) আমি একদিন ফুরফুরায় জোহরের নামাজের পূর্ব্বে ধারণা করিলাম পীর সাহেব যদি আমাকে হোজরার মধ্যে ছবক দিতেন তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত। বাদ জুম্মা আমরা দায়রা শরীফে ছবক মশ্ক করিতেছি। অনেক লোক সেখানে ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হুজুর এ অধমকেই কেবল দায়রা শরীফ সংলগ্ন হোজরাতে ডাকিয়া ছবক দিয়া রাখিয়া আসিলেন।

(৩৮) আমি বাড়ী হইতে ফুরফুরায় রওনা হইবার কালে তরিকত দর্পণ কেতাবখানি এই ধারণার সঙ্গে পুটলীর মধ্যে রাখিলাম পীর সাহেবের নিকট হইতে ছবকের এজাজত লইব। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় আমি ওখানে কেতাব বাহির না করিতেই পীর সাহেব আমাকে বলিলেন, "তোমার কেতাব আছে?" আমি বলিলাম, আছে। পীর সাহেব বলিলেন, "তোমাকে এজাজত দিলাম কেতাব দেখিয়া ছবক লইও।"

(৩৯) আমি বাড়ী হইতে ফুরফুরায় রওনা হইবার একদিন পূর্ব্ব হইতে আমার দাঁতের গোড়া দিয়া অনবরত রক্তস্রাব হইতে থাকে। আমি নিজেই চিকিৎসক, অথচ নানা প্রকার ঔষধেও কোন ফল পাই নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় বগুড়া হইতে রওনা হইয়া সান্তাহারে পৌঁছিতেই হঠাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হইল। আজ ৩/৪ বৎসর হইল সেই অবধিই আর রক্তস্রাব হয় নাই।

(৪০) আমার একদিন সর্দ্দিজ্বর এমন কি নিউমোনিয়ার ভাব, তথাপি ফুরফুরায় রওনা হইলাম। কলিকাতার টিকাটুলি মসজেদে পীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। হুজুর বলিলেন, "আমার সহিত সীতাপুরে আইস।" সীতাপুরে রাত্রিতে উপস্থিত হইলাম কিন্তু আহার কালীন দেখি সাদা ভাতের পরিবর্ত্তে ঘিয়ের পোলাও! আমি মনে ভাবিলাম কল্য আমার জ্বর সর্দ্দি ও নিউমোনিয়া না হইয়া যাইবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ফজর বাদ সর্দ্দি, জ্বর, ছাতির বেদনা সমস্ত একেবারে নির্দ্দোষরূপে সারিয়া গিয়াছে। রাত্রে দিকভুল হইয়াছিল তাহাও দেখি ঠিক হইয়া গিয়াছে।

(৪১) আমি একদিন টিকাটুলি মসজিদে হুজুরকে একাকী পাইয়া তাদিরে এত্তেহাদির কামনা করিলাম। হুজুর আমাকে ধমক দিলেন এবং বলিলেন "মেলা মেলা, খাটা যায় না," আমি চুপ করিয়া রহিলাম। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে কিছুদিন পর রাত্রিতে স্বপ্নযোগে হুজুরের নেক নজরের দরুন উক্ত তাদির নছিব হইল।

আমার চাচাত ভাই মুছা বাল্য কালে মাসের মধ্যে ২/১ দিন ২/৩ মিনিট কাল হঠাৎ বেহুশ হইত, এমন কি হাতের জিনিষ কাড়িয়া লইলে বলিতে পারিত না। আমার চাচা উহাকে সঙ্গে করিয়া পীর সাহেবের খেদমতে উপস্থিত করিলে, পীর সাহেব উহার মস্তকে এক ফুৎকার দিলেন। আমার চাচা বলিলেন "ব্যায়রাম আছে।" ইহাতে পীর সাহেব আর এক ফুৎকার

দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় সেই অবধি ১০/১৫ বৎসর হইল তাহার আর সেই ব্যায়রাম হয় নাই।

(৪২) মধ্যম পীরজাদা কোন্নগরের হাজি আবদুল মইন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

হজরত পীর কেবলা আজমীর শরীফে কাওয়ালী ও বাদ্য করার প্রতিবাদ করিলে, তথাকার কতক খাদেম অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন, ইহাতে হজরত পীর সাহেব বলেন, আচ্ছা আপনারা আমার পশ্চাতে বসিয়া হজরত সুলতানোল হেন্দ পীর মইনদ্দিন চিশতি আজমেরী (কাঃ)র সহিত জিয়ারত করিয়া তাঁহাকে এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন। তাহারা সকলে হজরত পীর কেবলা সাহেবের পশ্চাতে বসিয়া মোরাকাবা যোগে হজরত মইনদ্দিন চিশতি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ পাইয়া এতৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে তিনি বলেন ফুরফুরার পীর সাহেব যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্যই বলিতেছেন।

(৪৩) আরও উক্ত হাজি সাহেবের বর্ণনা ;—

মাওলানা আবদুল মা'বুদ ছাহেব বলিয়াছেন, ছারহান্দ শরিফের মছজেদের দরওয়াজাতে হজরত পীর সাহেবকে হজরত মোজাদ্দেদ আলফে ছানি (রঃ) সাহেবের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতে দেখিয়াছি, ইহা কাশ্‌ফের কথা।

(৪৪) আরও উক্ত হাজি সাহেবের বর্ণনা ;—

মাওলানা আবদুল মা'বুদ মেদিনীপুরী সাহেব বলিয়াছেন, যখন হজরত পীর সাহেব দিল্লীতে হজরত খাজা—বাকি বিল্লাহ সাহেবের মজার শরীফ জিয়ারতে দাঁড়ান, তখন তিনি হাত লম্বা করিয়া হজরত পীর সাহেবের সহিত মোছাফাহা করেন,—ইহা কাশফের ঘটনা।

(৪৫) আরও হাজি সাহেব বলেন, হজরত ছুফি তাজাম্মোল হোছেন ছাহেব ছারহান্দ শরিফে হজরত মাছুমে রাব্বানি (কাঃ)র

মজার শরীফ জিয়ারত কালে তাঁহার অছিলা ধরিয়া খোদার নিকট কোন বিষয়ের ছওয়াল করেন, ইহাতে মজার শরিফ হইতে গুণ গুণ শব্দ শুনা যায়, অনেকে এই শব্দ শুনিয়াছিলেন। হজরত মাছূম সাহেব বলিতে ছিলেন, যাহা কিছু ছওয়াল করার দরকার হয়, ফুরফুরার পীর সাহেবের কদমের 'অছিলা ধরিয়া খোদার নিকট ছওয়াল কর।

(৪৬) মধ্যম পীরজাদার বর্ণনা ;—

পীর সাহেবের জনৈক আত্মীয় বলিয়াছেন, মুর্শিদাবাদের কোন ষ্টেশনে আমি কোন গাড়ীতে বসিয়া দেখিতে পাইলাম, ফুরফুরার হজরত সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট লইয়া গাড়ীর দিকে আসিতেছিলেন, আমি তাহার আত্মীয় গা ঢাকা দিয়া গাড়ীর ভিতরে থাকার ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু দেখি, তিনি সেকেন্ড ক্লাসে না উঠিয়া আমার থার্ডক্লাসের গাড়ীতে উঠিয়া বলিলেন কি ভাই কেমন আছ? আমি মনে মনে লজ্জিত হইলাম। পরে আমি গাড়ীর সকলকে পীর কেবলা সাহেবের পীরত্বের কথা প্রকাশ করিলে, একজন হিন্দু পীর সাহেবের পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, আমার কয়েকটি পুত্র কন্যা আছে, চাকুরির অভাবে তাহাদের ভরণ পোষণ করিতে অক্ষম। হজরত পীর সাহেব বলিলেন, আচ্ছা বাবা, তুমি কল্য দশটার সময় মেকাঞ্জি কোম্পানীর বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। তিনি সার্টিফিকেট ও সুপারিশ পত্রগুলি লইয়া দশটার সময় উপস্থিত হইলে, বড় সাহেব বলিলেন, তুমি চাকুরি করিবে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ চাকুরী করিব। সাহেব সার্টিফিকেট ইত্যাদি দেখিয়া দ্বিতীয় কেরাণি পদে ৭০ টাকা বেতনে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিছু দিবস পরে বড় কেরাণি হন এবং কিছু দিবস পরে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে ২৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। উক্ত মৌলবী সাহেব বলেন, অন্য এক সময়ে সেই হিন্দু লোকটি আমাকে

দেখিয়া বলিলেন, আপনি কি কখন মোর্শেদাবাদে গিয়াছিলেন? আমি বলিলাম, হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, ফুরফুরার পীর সাহেবের দোয়াতে আমি এখন ২৫০ টাকা বেতন পাইতেছি, এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, হায় তাঁহার সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হইল না।

জস্তীহার, পাবনার মৌলবী ডাঃ এস, এম, সমছোল আজম এম, বি, এইচ সাহেবের বর্ণনা

(ক) কারামত—

পাবনা জেলার পোঃ পার্শ্বডাঙ্গা, গ্রাম হাদল নামক স্থানের মাদ্রাছা প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভা হয়। আমি উক্ত সভায় হুজুর পীর বেকলা সাহেবের পবিত্র হস্তে মুরিদ হই। তৎপরে তাঁহার ওয়াজ নছিহত শুনিয়া আসিয়া আমি নিজ বাটীতে উপস্থিত হই। এবং তাঁহারই পবিত্র চেহারা মোবারকের রাবেতাসহ আমি ফজরের নামাজের পর কালবের ছবকে মোরাকাবায় নিমগ্ন হই। আল্লার কি মর্জ্জি পীর সাহেব কেবলার পবিত্র চেহারা মোবারক আমার দেলে স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হয় এবং আল্লাহ আল্লাহ জেকর অতি সুন্দররূপে আমার কলবে ধ্বনিত হইতে থাকে। সরিষার ফুলের ন্যায় হরিদবর্ণের রং বিশিষ্ট কালব পদ্ম-পুস্তকের ছবির ন্যায় অতি পরিষ্কাররূপে মানস নয়ণে প্রতিফলিত হইতে থাকে। কালবের আল্লাহ জেকর ধ্বনি আমার শরীরস্থ সমস্ত অংশের জেকরের সহিত একত্র মিলিত হইয়া সেই ঘর এবং সমস্ত দুনিয়াময় আল্লাহ আল্লাহ জেকর করিতে থাকে।—ইতিমধ্যে আমি বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া উন্মাদ হইতে পারি এই ভয়ে মোরাবাকা ভঙ্গ করি। তৎপর দিবস তাঁহার একজন খলিফা আমার চাচাতো

ভাই (তিনি আমাদের বাটী হইতে একটু দূরে ফরিদপুর নামক স্থানে বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন।) হাজী কাজী মৌলবী মোহাম্মদ রহিম উদ্দিন মরহুম মগফুর মিঞা ভাই সাহেবের বাটীতে গমন করি এবং তরিকতের এই বিষয় খুলিয়া বলিলে তদুত্তরে তিনি উহা হাছেল হইয়াছে বলিয়া আমাকে রূহে ছবক দেন। তৎপরে বাড়ী চলিয়া আসি। কলবের ছবক আমার এক বারের মোরাকাবাতেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ইহা পীর কেবলা সাহেবের জ্বলন্ত কারামত। তৎপরে রূহে মোরাকাবা করি। রূহের মোরাকাবা শেষ করিতে আমার এক সপ্তাহ সময় লাগিয়াছিল। তৎপরে উক্ত আমার চাচারা ভাইয়ের নিকট রূহের জেকরের বয়ান করি। তিনি অতি হর্ষোৎফুল্ল মনে উহা হাছেল হইয়াছে বলিয়া পরপর ছের, খফি, আখফায় আমাকে ছবক দেন। বলা বাহুল্য এই তিনটি লতিফার জেকর ছবক আমি এক সপ্তাহেই শেষ করি তৎপরে নফছের ছবক লই। এই লতিফার জেকর শেষ করিতে আমার এক মাস সময় লাগে। তৎপরে উহা শেষ করিয়া আব, আতেশ্ খাক, বাদে, ছবক লইয়া এক দিনেই শেষ করি এবং ঐ সমস্তগুলির ছোলতানোল আজকার শেষ করিতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগে। তৎপর তওবা, এনাবত জোহদ, অরা, শোকর, তাওয়াক্কোল, তছলিম, রেজা, ছবক ও কানায়াত আমি কিছু দিনের মধ্যে শেষ করিয়া পরে সমস্ত শরীরের ছোলতানোল আজকার সুসম্পন্ন করি। পীর সাহেব কেবলা বহুদূরে থাকায় আমি যে এসব সম্পন্ন করিলাম, ইহা তাহারই দোয়া ও কারামত। আমি যখনই যে ছবক ছায়ের করিয়াছি সেই ছবকেই তাঁহার রাবেতা তদ্দণ্ডেই মানষ-নয়ণে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহাও পীর সাহেব কেবলার জ্বলন্ত কারামত। আবার এই সমস্ত ছবকে ছায়ের করিতে আমি যে বিমল আনন্দ ও উৎসাহ উদ্দীপনা পাইয়াছি এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে এই সমস্ত মাকামের

ছায়ের শেষ করিতে পারিলাম, ইহাও তাঁহার জ্বলন্ত অলৌকিক কারামত।

(খ) একদিন রাত্রে ঘুমাইয়া আছি। স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম— আমার ছেরেতাজ পীর দস্তগীর কেবলা আমার বাটিতে তশরিফ আনিয়াছেন। তিনি যেন আমার বৈঠকখানা গৃহে চৌকির (তক্তপোষের) উপর বসিয়া আছেন এবং তাঁহারই ছামনে আমার গ্রাম ও দেশবাসী বহু মোছলমান বসিয়া হুজুরের অমূল্য উপদেশ মুগ্ধভাবে শুনিতেছেন। আমি হুজুরের নিকটস্থ হইলে হুজুর একটি লোকের খেলাফ করা কাজ দেখিয়া আমাকে বলিলেন হে মিঞা? "এই লোকগুলির নিকট কি শরিয়ত পৌঁছে নাই? আপনি ইহাদিগের নিকট শরিয়তের বিষয় ও মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন।" আমি কিছুক্ষণ লজ্জিত ভাবে থাকিয়া তাঁহার আদেশ পালনে প্রবৃত্ত হইলাম। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলাম, যেন আমি বক্তৃতা করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য উপবেশন করিতে যাইতেছি। অতঃপর পীর সাহেব কেবলার নিকট এই স্বপ্ন বিবরণ বলিবার জন্য তাঁহার খেদমত শরিফে গমন করিলাম। তিনি তখন আবার আর একটি সভায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু বহু লোকের ভীড় ও হুজুরকে অত্যন্ত কর্ম্মক্লান্ত দর্শন করিয়া বেশী কথা বলিতে সাহসী হইলাম না। ইতি মধ্যে পীর সাহেব কেবলা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি সেই সুযোগে সভয়ে, সসম্মানে ও সবিনয়ে এইটুকু মাত্র বলিলাম—"হুজুর আমাকে দোয়া করিবেন।" হুজুর! উহা ভালরূপ শুনিতে না পাইয়া (অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে দাঁত পড়িয়া যাওয়াতে শ্রবণ শক্তির একটু হ্রাস হইয়াছিল।) আমার অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলেন তদুত্তরে আমি তৎক্ষণাৎ বিনয়ের সহিত বলিলাম, "হুজুর আমাকে দোয়া করিবেন।" হুজুর উত্তর করিলেন—"হাঁ আমি দোয়া করিলাম। আল্লাহ আপনাকে

হেদায়েত করুন এবং দেশের লোক আপনার দ্বারা হেদায়েত হউক। আমিন।" আমি হুজুরের এই দোওয়ায় স্বপ্ন বিবরণ (অর্থাৎ আমাকে ওয়াজ করিবার জন্য বলা এই পবিত্র কথাটা) সত্য বলিয়াই ধরিয়া লইলাম। এবং সেই হইতে প্রত্যেক শুক্রবারে আমি বিনা ব্যয়ে ওয়াজ নছিহত করিতে লাগিলাম। ছয়মাস পর প্রত্যেক সোমবারে বিনাব্যয়ে মিলাদ শরিফ পড়িতে লাগিলাম। সপ্তাহে দুইদিন এইভাবে কাটাইতে লাগিলাম। মিলাদ শরিফে হজরতের আদর্শ জীবনী ও হজরতের মহব্বতের বিষয় সম্বলিত কাহিনী পাঠ করিতে লাগিলাম। ইদানিং প্রত্যেক সপ্তাহ এইভাবে কাটাইতে কাটাইতে আমার দেল হজরত রাছুলুল্লার মহব্বতে ও আমার পীর দস্তগীর রাহমতুল্লাহ আলায়হের মহব্বতে ভরিয়া গিয়াছে। নিম্নে আমার কর্ম্ম তালিকা প্রদত্ত হইল।

সাপ্তাহিক রুটিন

প্রত্যেক সোমবারে—মিলাদ শরিফ

প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে—ওয়াজ শরিফ

প্রত্যেক শুক্রবারে— শের্ক, বেদয়াত ও কুফরী সম্বন্ধে নছিহত।

প্রত্যেক চাঁদের ১২ই তারিখে পীর কেবলা সাহেবের পাক রুহে ছওয়াব রেছানী।

প্রত্যেক চাঁদের ১৪ই তারিখে মোসলেম, ছুন্নত অল-জামায়াত, শরিয়তে এছলাম, হেদায়েতের গ্রাহক সংগ্রহ-করণ।

দরিদ্রের বাটী ওয়াজ, নছিহত ও মৌলুদ বিনা ব্যয়ে।

উপরোক্ত রুটিন মতে যে আমাকে দাওয়াৎ করে আমি তথায় গমন করি এবং ওয়াজ, নছিহত ও মিলাদ পাঠ করি। কেবল চাঁদের ১২ই ও ১৪ই তারিখে আমি বিনা দাওয়াতে আমার বিশেষ পরিচিত বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনালয়ে গমন করি এবং ঐ ঐ তারিখের লিখিত মতে কাজ করি। ইহাও

আমার পীর দস্তগীর কেবলা সাহেবের কারামত। কারণ আমি মুরিদ হওয়ার পূর্ব্বে ত এমন ছিলাম না। আমার মনে এরূপ ভাবের তেজ ও প্রতিভা ত পূর্ব্বে ছিল না। আমি আগে এ সমস্ত কিছুই করিতাম না বরং এই সমস্ত করা মিছামিছি সময় নষ্ট করা জানিতাম এবং অপরকে এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে নিষেধ করিতে আমি ওস্তাদ ছিলাম। আল্লাহতায়ালার হাজার শোকর যে, তিনি আমাকে এমন পীর মিলাইয়া দিয়াছেন! আরও হাজার শোকর যে, তিনি আমাকে আমার পীরের খেদমত শরীফে খাদেম না বানাইয়া এমন ফয়েজে ফয়েজ ইয়াব করিয়াছেন যে, যদি তাঁহার পাক দরবারের কায়েমী খাদেম হইতাম, তবে না জানি কতবড় বোজর্গ ব্যক্তি হইতে পারিতাম। যাহা হউক, আমার নছিব মত যাহা মিলিয়াছে তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট। আমি এই অবস্থা হইতে বৃহত্তর মাত্রার দিকে—পরে বৃহত্তম মাত্রার দিকে ধাবিত হইয়া জগত সমক্ষে সগৌরবে হজরত পীর সাহেব কেবলার বোজর্গী প্রচার করিব।

(গ) আমি একদা রাত্রে স্বপ্নে হজরত পীর কেবলা মরহুম, মগফুর রহমতুল্লাহ আলায়হকে দর্শন করি। তিনি এক সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। কোথাকার সভা তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না কিন্তু তিনি আমাকে কতকগুলি বিষয় উপদেশ দিলেন। কি উপদেশ দিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। তবে স্বপ্ন ভঙ্গ হইবার সময় আমার মনে এই আন্দোলন হইতেছিল, যেন তিনি আমাকে ভাল পথে চলিতে আদেশ করিতেছেন। এ ঘটনাটিও পীর কেবলা সাহেবের হায়াত কালের ঘটনা।

(ঘ) আমি একদা রাত্রে স্বপ্নে দর্শন করি যে, আমার হজরত পীর দস্তগীর কেবলা (রহঃ) আঃ আমার গরীব খানায় তশরীফ আনিয়াছেন। বহুলোক তাঁহার নিকট বসিয়া ওয়াজ নছিহত শুনিতেছেন। আমি ও তাঁহার নিকটে এক স্থানে বসিয়া

আছি। আমার দিকে তিনি অতি স্নেহ ও মেহেরবাণীর নজরে তাকাইয়া আছেন। আবার সময়ে সময়ে দৃষ্টি অন্য দিক করতঃ লোকদিগকে উপদেশ দিতেছেন। এইরূপ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি স্বপ্ন দেখিলাম। অবশেষে স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। স্বপ্ন ভঙ্গ হইবার পর দেখিলাম, দায়েরায় এমকানের ছবকে আমার দেল আল্লাহ আল্লাহ জেকর করিতেছে। এ ঘটনাটিও পীর সাহেবের হায়াত কালের ঘটনা।

(ঙ) আমি একদা রাত্রিকালে স্বপ্নে দর্শন করি, আমার পীর দস্তগীর কেবলা (রহঃ) আঃ সাহেব আমার বাটীতে আসিয়াছেন। আমার খানকা ঘর ও প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। রাস্তাঘাটে জনস্রোত অবিরাম গতিতে চলিয়াছেন। পীর সাহেব বসিয়া আছেন। বহুলোক দেখিতে আসিয়াছেন ও আসিতছেন। আমি পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলাম তিনি সহাস্য বদনে আমার দিকে তাকাইলেন এবং কি যেন নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। তিনি সস্নেহে আমাকে কি যেন বলিতেছেন এবং সেই সঙ্গেই লোকদিগকে কি যেন বলিতেছেন, আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। এই স্বপ্ন আমার তৃতীয় স্বপ্ন। অর্থাৎ পীর সাহেবকে আমি এযাবৎ তিনবার স্বপ্নে দেখিলাম। স্বপ্ন ভঙ্গ হইবার পর দেখি আমার দেল বলিতেছে আসহাদো আন্না মোহাম্মদার-রাছুলুল্লাহ।" এই ঘটনাটি পীর সাহেবের এন্তেকালের পরের ঘটনা।

(চ) যিনি ফুরফুরার পীর হজরত মাওলানা শাহসুফী মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী অল কোরায়শী পীর দস্তগীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলায়হের হস্তে বয়াৎ ও মুরিদ হইয়াছেন, তাঁহার স্বভাবে তিনটী গুণ চিরদিনের জন্য কায়েম হইয়া গিয়াছে। যথা :—

১। সেই ব্যক্তি নামাজী পরহেজগার হইবে।

২। সেই ব্যক্তি তহবন্দ, পায়জামা, ছুন্নতি পিরহান ও টুপি পরিধান করিবে।

৩। সেই ব্যক্তি কদাপি দাড়ী মুন্ডন করিবে না ও আলবার্ট টেরাসিথি করিবে না।

(ছ) ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব কেবলা বঙ্গ আসামের যে জেলাতেই গিয়াছেন সেই জেলার চৌদ্দ আনা লোক এবং বিভিন্ন জেলা হইতে অনেক লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার দুইটি কথা শুনিবার জন্য, তাঁহার দোয়া লাভ করিবার জন্য, তাঁহার নিকট হইতে পানি, তৈল ও কাল জিরা পড়া লইবার জন্য লোক সকল পঙ্গপালের ন্যায় চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিত, কেহ বা পীর সাহেবকে দেখিবার জন্য অতি উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিত, কেহ বা গাছের উপর, কেহ বা ঘরের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া পীর সাহেবকে দেখিত।

পীর সাহেব সভা স্থানে আসিয়া যে ঘরে বিশ্রাম করিতে থাকেন, লোক সকল সেই স্থানে যাইয়াও পীর সাহেবকে দেখিবার জন্য দরজার নিকট মস্ত বড় ভীড় ও দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি করিত। যে সমস্ত কৃষক কুল নেহায়ত জরুরী কাজে যাইতেও সময় নষ্ট হয় বলিয়া অনুতাপ করে তাহারাও কৃষিকার্য্যাদি বন্ধ রাখিয়া নেহায়ত প্রাণের টানে পীর সাহেবের নূরানী চেহারা মোবারক দেখিবার জন্য মহানন্দে কাফেলাভূক্ত হইতেছে। অনেক অসৎ চরিত্রের লোকও অসৎ কার্য্য পরিত্যাগ করতঃ পীর সাহেব দেখিতে যাইত। আমি (লেখক) দেখিয়াছি, যে সমস্ত লোক মদ, গাঁজার দোকানে যাতায়াত করে এবং যে সমস্ত লোক সর্ব্বদা বারাঙ্গনালয়ে (বারবনিতা গৃহে) যাতায়াত করে তাহারাও অতি আগ্রহের সহিত অসৎ প্রবৃত্তি ভুলিয়া গিয়া পরিজনবর্গের নিকট ভাল মানুষটির মত হইয়া মোছলমানি লেবাছ পরিধান করতঃ নওসা মিয়ার মত হইয়া কাফেলার অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে। আমি

(লেখক) তাহাদের অগ্রে অগ্রে যাইতে না পারিয়া একদা জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা আপনারা ত বেশ চলিয়াছেন? তদুত্তরে তাহারা বিনীত ভাবে বলিল "আপনারা সব সময়ে পীর সাহেবকে দেখেন এবং আপনারা আল্লার পেয়ারা লোক। আর আমরা দুনিয়ার অধম লোক, আমরা কি পীর সাহেবের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পবিত্র মুখমন্ডল দেখিব না!" আমি বলিলাম "আপনারা তাঁহাকে (পীর সাহেবকে) জানেন?" তদুত্তরে তাহারা বলিল,—'আমরা ত দূরের কথা, সামান্য পশু পক্ষী ও বৃক্ষলতাদিও তাঁহাকে জানে।' আমি তাহাদের এবম্বিধ উত্তর শুনিয়া অপার আনন্দনীরে ভাসমান হইলাম। আমি ইহা পীর সাহেবের কারামত মনে করিয়া তাহাদিগকে "আপনি" শব্দে আপ্যায়িত করতঃ দ্রুত গমনে অনুরোধ করিলাম। সভা হইতে ফিরিয়া আসিলে পরে আমি দেখিলাম, তাহাদের চারি ভাগের তিন ভাগ লোক দুষ্ট-স্বভাব পরিত্যাগ করতঃ চিরজীবনের জন্য সাধু-স্বভাব এক্তেয়ার করিয়াছে। আলহামদোলিল্লাহ। আমার বিশ্বাস সভায় তাহারা পীর সাহেবের নিকট বয়াৎ হইয়া মুরিদ হইয়াছে বলিয়া এইরূপ অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি এবং আমার বিশ্বাসী লোক মারফৎ শুনিয়াছি যে, তাহাদের এই পরিবর্ত্তিত স্বভাব বাস্তবিকই চিরদিনের জন্য কায়েমী স্বভাব হইয়া গিয়াছে। আমি (লেখক) সেই হইতে নফল নামাজে মোনাজাত করিয়া আসিতেছি। "হে খোদা—আমার পীর দস্তগীর কেবলা সাহেব যাঁহাদিগকে হেদায়েৎ করিয়াছেন; মুরিদ ও বয়াৎ করিয়াছেন—তোমার দরবারে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা ও হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে অনুরোধ তাহাদিগকে গোমরাহ করিও না। বরং তাহাদের প্রত্যেককে যেন এক একটি মহাপুরুষ বানাও যেন তাঁহারা দেশকে দেশ (পৃথিবীর গোমরাহ লোকদিকে) হেদায়েৎ করেন, এবং পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বত্র সর্ব্বজনপ্রিয় ও মান্য অলিউল্লাহ

ও আলেম রূপে পরিচিত হয়েন। আমিন।” অনেক হিন্দুও মুসলমানদের ন্যায় আশায় বুক বাঁধিয়া সানন্দে পথ হাঁটিয়া পীর সাহেবের কদম মোবারক দেখিতে গিয়াছিল। অন্ধকার হইতে পঙ্গপাল যেমন চারিদিক হইতে আলোর নিকট ছুটিয়া আসে, পীর সাহেবকে দেখিবার আশায় চতুর্দ্দিক হইতে লোক সকল সেইরূপ ভাবে ছুটিয়া আসিতে থাকেন।

(জ) তিনি যখনই যে সভায় গিয়াছেন, তথায় অর্দ্ধ লক্ষেরও বেশী লোক হইয়াছে। সেই বিরাট জন-সভায় তাঁহার বাণী সকলেই সমানভাবে শুনিতে পারিয়াছেন।

(ঝ) তাঁহার বাণী সর্ব্বদাই কোমল এবং উহা অতি সহজে সকল শ্রেণীর লোকের মন অধিকার করিত। দরবারে হাজার হাজার মাওলানা, মৌলবী, অলিআব্দাল, পীর দরবেশ জেনারেল লাইনের বহু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আমাদের সম্রাট কর্ত্তৃক উচ্চ উপাধিমালায় বিভূষিত বহু দেশমান্য ব্যক্তিগণ অন্যদিকে মিঃ গান্ধী, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, বাংলার মন্ত্রীগণ প্রভৃতি স্বনামধন্য দেশের উজ্জ্বলতম ব্যক্তিবর্গ তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বাণী শুনিতেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে রাজনীতি সম্বন্ধে বহু উপদেশ লইতেন।

(ঞ) একদা পীর সাহেব কেবলা পাবনা জেলার হাদল নামক গ্রামের এক বিরাট সভায় শুভাগমন করিয়া ছিলেন। ঐ গ্রামে প্রকান্ড একটি বিলের মাঝখানে, তখন গ্রীষ্মকাল। মধ্যাহ্ন সূর্য্য প্রচন্ড বিক্রমে অগ্নি বর্ষণ করিতে ছিল। পীর সাহেব একটি জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ওয়াজ করিতেছিলেন। লোকেরা সেই সূর্য্যাত্তাপের মধ্যে বসিয়া বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে ওয়াজ শুনিতেছিলেন, কিন্তু তখন গরম একেবারে অসহ্য। পীর সাহেব কেবলা আকাশের দিকে মুখ করিয়া বলিলেন ‘‘আল্লাহ, এত

গরম সহ্য করিয়া তোমার বান্দাগণ কিরূপে ওয়াজ নছিহত শুনিবে! তাহাতে আবার একটু বাতাসও নাই।" এই বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতঃ ক্ষণকাল মৌন ভাবে থাকিয়া পুনরায় ওয়াজ করিতে লাগিলেন। ৩/৪ মিনিটের মধ্যে কোথা হইতে একখন্ড মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ দিক হইতে ধীরে ধীরে মলয় বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন মনে হইতে লাগিল, যেন বেহেশতের বাগান হইতে সুস্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহিত হইয়া এই সভায় প্রবেশ করিতেছে।

(ট) পীর সাহেব কেবলা যখন কোন সভায় বসিয়া কিম্বা দাঁড়াইয়া ওয়াজ করিতেন, তখন তিনি যে দিকে মুখ ফিরিয়া যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, সেই ব্যক্তিই অশ্রু জলে বক্ষস্থল প্লাবিত করিতেন।

(ঠ) পীর সাহেব কেবলা কোন ওয়াজ সভায় যখনই কলেমা তৈয়েব পাঠ করিয়াছেন, তখনই সেই সভায় মোমেন ব্যক্তি ত দূরের কথা হাজার অসৎ প্রকৃতির লোক অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারে নাই।

(ড) পীর সাহেব কেবলা বিপুল অর্থশালী লোক। তাঁহার ৩৮টি সন্তান, তন্মধ্যে পাঁচটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যা বর্ত্তমান এবং বহু পৌত্র পৌত্রি ও দৌহিত্র দৌহিত্রি বর্ত্তমান। তিনি নিজ বাড়ীতে পাঁচটি বিদ্যালয় এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি পরহেজগারী পুরাপুরি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি শরিয়তের একটি চুল পরিমাণও খেলাফ করেন নাই। ইহা কম বিস্ময়ের বিষয় নহে।

(ঢ) তাঁহার একজন বিশিষ্ট মুরিদ ও খলিফা যিনি আসামের বন-জঙ্গলে সুদীর্ঘ সাত বৎসর কাল আহার নিদ্রা ত্যাগ করতঃ মোরাকাবায় মগ্ন হইয়াছিলেন, সেই তাপস কুলরত্ন জনাব হজরত আবদুল মোমেন (রহঃ)কে কেহ ফুরফুরার পীর সাহেব কেবলার

কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব কেবলা এলমে জাহের ও এলমে বাতেনের এক অগাধ সমুদ্র। আমি সেই সমুদ্রের একবিন্দু পানির মত।"

এই জনাব হজরত আবদুল মো'মেন (রঃ) হজরত খেজের (আঃ) এর সঙ্গে সশরীরে চৈতন্যাবস্থায় সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। হজরত খেজের (আঃ)কে পীর সাহেব কেবলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি উত্তর করিয়া ছিলেন যে, ফুরফুরার পীর সাহেব একজন জবরদস্ত পীরে কামেল মোকাম্মেল। হজরত আবদুল মো'মেন সাহেব যখন মক্কা ও মদিনা শরিফে গিয়াছিলেন, তখন তথাকার ৪ জন জবরদস্ত অলিউল্লাহ তাঁহাকে ফুরফুরার হজরত পীর সাহেবের মুরিদ বলিয়া বিনা পরিচয়ে চিনিয়াছিলেন। তৎপরে আসামের বন জঙ্গলে যখন অরণ্যের মধ্যে দুইজন দরবেশের সহিত তাঁহার দেখা হয়। তাঁহারা এমনই দরবেশ ছিলেন যে, দুনইয়ায় বসিয়া আছমানি সদ্য গরম রুটী প্রয়োজন মত খাইতে পাইতেন। হজরত আবদুল মো'মেন সাহেব ফুরফুরার পীর সাহেবের মুরিদ বলিয়া পরিচয় দিলে, উক্ত দরবেশদ্বয় তাহাকে বিশেষ ভাবে স্নেহ করিয়াছিলেন। এবং গরম রুটি খাইতে দিয়াছিলেন। উক্ত দরবেশদ্বয় তখন ১৭ বৎসর যাবৎ জঙ্গলে আল্লার এবাদতে লিপ্ত ছিলেন।

শাহ আবদুল মো'মেন সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী

তিনি হিন্দু ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল প্রতাপচন্দ্র সেন, চট্টগ্রামের নওয়াপাড়া গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। তিনি সুপ্রসিদ্ধ নবীন

সেনের ভাগিনেয়। তিনি বাল্যকালে রুগ্ন হওয়ায় চট্টগ্রামের ইছাপুরের শাহ আহমদুল্লাহ সাহেবের দোয়াতে আরোগ্য লাভ করেন। ইনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পূর্ব্বে উক্ত শাহ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলেন এবার তুমি সুনামের সহিত পাস করিবে। সেবার তাহাই হইল। তিনি এফ, এ পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বে উক্ত শাহ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলেন, এবার তুমি ফেল করিবে। সেবার তাহাই হইল।

শাহ সাহেব এন্তেকালের পূর্ব্বে তিনি তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে বলিলেন প্রতাপ বোধ হয় আমার সহিত আর তোমার সাক্ষাৎ হইবে না, এই শেষ সাক্ষাৎ, আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি। তুমি খকনও কুপথগামী হইও না। খুব সম্ভব তোমাকে গবর্ণমেন্টের অধীন চাকুরী গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সাবধান, চাকুরীর মোহে অর্থের লোভে সত্য পথ ত্যাগ করিও না।

খোদার ইচ্ছা হইলে, তোমাকে ইছলাম কবুল করিতে হইবে, পরে তোমাকে একজন অলিয়ে কামেলের নিকট বয়রত করিতে হইবে, যিনি সেই জামানার হাদী ও শ্রেষ্ঠ পীর হইবেন, কয়েক বৎসর হইল তিনি হুগলী জেলায় পয়দা হইয়াছেন। প্রতাপচন্দ্র সেন সার্ভেয়ার পদে নিযুক্ত হইয়া হজরত নবি (ছাঃ) কে স্বপ্নযোগে দেখিতে লাগিলেন, তিনি তাহাকে ইছলাম গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন, ইহাতে তিনি বিরাট জমিদারী বাটীস্থ চাকর পূর্ণ জমকাল সংসার দালান, এমারত, স্ত্রী-পুত্র সমস্ত ত্যাগ করিয়া মুছলমান হইলেন। পরে ফুরফুরার হজরতের নিকট মুরিদ হইয়া তরিকত মা'রেফাত বিদ্যায় কামেল হইলেন। তিনি হজরত পীর কেবলা সাহেবের অনুমতি লইয়া এশিয়ার অধিকাংশ আওলিয়া ও আম্বিয়ার মজার শরিফ ও পীর দরবেশগণের সঙ্গ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কত বন জঙ্গল গিরিগহ্বর অতিক্রম

করিয়াছিলেন, কত জায়গার হিংস্র জন্তুর কবলে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু খোদার অনুগ্রহে তিনি সকল স্থানেই নিরাপদে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তিনি ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করতঃ অবশেষে তাতার, চীন ও জাপান গমন পূর্ব্বক বহু বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীকে মুছলমান করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি বর্ম্মা, মৌলমিন, মাটীন প্রভৃতি স্থানে বহু লোককে মুরিদ করিয়াছিলেন। তিনি যে দিবস শ্যামদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই দিবস তথায় রাত্রে তিনি এক পাহাড়ের উপরিস্থিত জঙ্গলে এশার নামাজ অন্তে মোরাকাবায় নিমগ্ন থাকেন। কয়েক ঘন্টা পরে চক্ষু উন্মীলন করিলে দেখিতে পান যে, দুই দিক হইতে দুইটি ভয়ঙ্কর আকৃতিধারি ব্যাঘ্র তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য আস্ফালন করিতেছে, এতদ্দর্শনে তিনি কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া কোরআন পাকের الله نور السموات والارض (আল্লাহ আছমান সকল ও জমিনের আলোক প্রদান কারী) এই আয়তের মর্ম্মের দিকে খেয়াল করিয়া মোরাকাবায় বসিলেন; অনেকক্ষণ পরে যখন পুনরায় বাঘ দুইটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে, উভয়ে সেই স্থানে বসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু কি এক অপূর্ব্ব আলোক রশ্মিতে উভয়ের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছিল যে, তজ্জন্য উহারা অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। তৎপরে শাহ সাহেব رعب (আতঙ্ক) এর ফয়েজের ধারণায় ব্যাঘ্রদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, খোদার বিনা হুকুমে তোমরা আমার কোন কিছু করিতে আদৌ সক্ষম হইবে না, খোদার যাহা ইচ্ছা আমি তাহা পূর্ণ সন্তুষ্টির সহিত গ্রহণ করিতে সব সময় রাজি আছি, আমি আল্লাহর একজন গোনাহগার বান্দা, রাছুলের নগণ্য উম্মত এবং ফুরফুরার পীর সাহেবের অযোগ্য খাদেম মাত্র। আশ্চর্য্যের বিষয় শাহ সাহেবের মুখ হইতে এই কয়েকটি কথা উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত লোলুপ ব্যাঘ্র দুইটির আক্রমণ সূচক আস্ফালন ও রোষ কষায়িত

লোচন সমস্তই শান্ত ভাব ধারণ করিল এবং ধীরে ধীরে শাহ সাহেবের কাছে আসিয়া নেহায়েৎ পোষা বিড়ালের মত সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করতঃ প্রত্যুষে চলিয়া গেল।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে শ্যাম দেশের মিনামত নামক নির্জ্জন পাহাড়ের গাত্রে এক সুশীতল গাছের তলায় 'নেছইয়ান মা-ছেওয়াল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকলেই ভুলিয়া যাওয়া) মোরাকাবায় বসিলে, খোদার অসীম রহমতে জনাব শাহ সাহেব এমনি ভাবে ফয়েজ প্রাপ্ত এবং আল্লাহ তায়ালার মহব্বতে আত্ম-বিস্মৃত হইতে লাগিলেন যে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল। যখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল ও বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি নিজেকে সেই দেশে একজন ধনী মুছলমানের বাটীতে শায়িত অবস্থায় পাইলেন, তাঁহার সমস্ত শরীর অস্থি চর্ম্মময় এবং দাড়ী, গোপ, চুল, হাত ও পায়ের নখগুলি অত্যাধিক পরিমাণে লম্বা হইয়া গিয়াছিল, চোয়াল দুইটি পরস্পর আটিয়া যাওয়ায় তাঁহাকে কয়েকদিন পর্য্যন্ত দুধ প্রভৃতি পানীয় নিতান্ত কষ্টের সহিত পান করিতে হইয়াছিল। প্রায় ৫/৬ দিন অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষার পর যখন তাঁহার কথা বলিবার শক্তি হইল, তখন তিনি বাড়ীওয়ালা প্রভৃতিকে সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে বাড়ীওয়ালা ও অন্যান্য কয়েকজন সঙ্গী প্রকাশ করেন যে, আমরা মাঝে মাঝে পর্ব্বত জঙ্গলে শিকার করিতে যাইতাম, এবার মিনামত পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে শিকার অন্বেষণ করিতে করিতে আপনি যে গাছের তলায় ছিলেন তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনাকে বসিয়া থাকা অবস্থায় গাছের পাতা ও আগাছা দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত দেখিতে পাই, আপনি জীবিত, কি মৃত এবিষয়ে নানাবিধ পরীক্ষার পর যখন জানিতে পারা গেল যে, আপনার দেহ পিঞ্জর হইতে এখনও প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই, তখন আপনাকে কাষ্ঠ পুত্তলিকা এবং জড় পিণ্ডের ন্যায়

সোয়ারীতে করিয়া আমরা বাটীতে আনয়ন করিয়াছি। ইহাতে আমাদের অন্যায় হইয়া থাকিলে, মাফ করিয়া দিন। আর আপনার সকল বিষয় আমাদিগকে খুলিয়া বলুন। তিনি তাহার সকল বিষয় খুলিয়া বলিলেন। অতঃপর লোকদিগের নিকট উপস্থিত সন তারিখ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাহার উক্ত মোরাকাবায় বসিবার দিন হইতে বর্ত্তমান সময় পূর্ণ সাত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, এই সময়ের মধ্যে তাঁহার ক্ষুধা, পিপাসা, প্রস্রাব, পায়খানা, শীত, গ্রীষ্ম কোনও কিছু অনুভব হয় নাই। এইরূপ তিনি বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সিঙ্গাপুরে অবস্থান করিলে, তিনি আত্মিক সাক্ষাতে জানিতে পরিলেন যে, ফুরফুরার পীর কেবলা সাহেব তাঁহাকে কলিকাতায় উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করিতেছেন। এইরূপ পাঁচবার হুজুরের আহ্বানের পর তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার অবশিষ্ট অবস্থা তাঁহার জীবনীতে লিখিত হইয়াছে। কিছু কাল পরে তিনি এন্তেকাল করেন। তাঁহার মজার হাওড়া জেলার বাকুল গ্রামে বর্ত্তমান আছে। ইহাতেই হজরত পীর সাহেবের কামালাতের কিঞ্চিৎ আভায পাওয়া যায়।

হজরত পীর সাহেবের কারামত সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিতে পারি নাই, দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত অংশগুলি যোগ করার বাসনা রহিল।

হজরত পীর সাহেবের স্বভাব ও চরিত্র

কোরআন শরিফে ছুরা হামিম আছ্ছেজদার ৫ রুকুতে আছে ঃ—

ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك و بينه عداوة كانه ولي حميم ★

"তুমি উৎকৃষ্ট নিয়মে বিনিময় প্রদান কর ইহাতে যে ব্যক্তি তোমার মধ্যে ও তাহার মধ্যে শত্রুতা আছে, যেন অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হইবে।" মেশকাত

হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) উহার তফছিরে লিখিয়াছেন ঃ-

قال الصبر عند الغضب و العفو عند الاساءة

"উৎকৃষ্ট নিয়মের অর্থ ক্রোধের সময় ধৈর্য্য ধারণ করা এবং অপকার করার সময় ক্ষমা করা।" মেশকাত ৪৫৮ পৃষ্ঠা ঃ-

হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহ আমাকে প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহতায়ালার ভয় করিতে, রাগের সময় ও সুস্থ শরীরে ন্যায় কথা বলিতে, দরিদ্রতা ও ধনবান অবস্থাতে মধ্যম ধরণের ব্যয় করিতে, যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বিচ্ছেদ করে, তাহার সহিত মিলন করিতে, যে বঞ্চিত করে, তাহাকে দান খয়রাত করিতে, যে অত্যাচার করে, তাহাকে ক্ষমা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন ঃ—

ان من احبكم الى احسنكم اخلاقا ✪

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে আমার সমধিক প্রিয়পাত্র।"

ছুরা আরাফ ২৪ রুকু ঃ—

خذ العفو و أمر بالعرف و اعرض عن الجاهلين ●

"ক্ষমাকার্য্য অবলম্বন কর, উৎকৃষ্ট কার্য্যের আদেশ কর এবং মুর্খদিগের হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।"

রুহোল বয়ান, ১/৮১১ পৃষ্ঠা ঃ—

নবি (ছাঃ) জিবরাইল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ক্ষমা

কার্য্য অবলম্বন করার অর্থ কি? তিনি আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তরে বলেন, খোদা হুকুম করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছে, তুমি তাহাকে দান করিবে, যে ব্যক্তি তোমার আত্মীয়তা বিচ্ছেদ করিয়াছে, তুমি তাহার আত্মীয়তার হক বজায় করিবে, যে ব্যক্তি তোমার উপর অত্যাচার করিয়াছে তুমি তাহাকে ক্ষমা করিবে, যে তোমার অপকার করিয়াছেন, তুমি তাহার উপকার করিবে। সৎকার্য্যের আদেশ কর। তফছিরে উহার ব্যাখ্যায় আছে, আল্লাহকে ভয় করা, আত্মীয়দিগের হক বজায় রাখা, মিথ্যা ইত্যাদি হইতে রসনাকে পবিত্র রাখা, হারাম হইতে চক্ষুকে বন্ধ রাখা, গোনাহরাশি হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে বাঁচাইয়া রাখা।

শেষাংশের অর্থ—মুর্খদল মুর্খতা করিলে উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিও না, তাহাদের সঙ্গে কলহ ফাছাদ করিও না, তাহারা ক্ষতি করিলে, ক্ষমা করিয়া দাও।

হজরত পীর সাহেব অতি নরমভাষী ছিলেন, আমি এই জীবনে তাহাকে কটুকথা বলিতে শুনি নাই, ওয়াজ নছিহত করা কালে তাঁহার কথাগুলি এত শ্রুতিমধুর বলিয়া বিবেচিত হইত যে, শ্রোতাদের হৃদয়পটে প্রস্তর অঙ্কিত নকশার ন্যায় অঙ্কিত হইয়া পড়িত। কেহ কোন তর্ক করিতে থাকিলে, তিনি নরম ভাষাতে যুক্তি পূর্ণভাবে বুঝাইয়া দিতেন, অবশেষে সে ব্যক্তি আনন্দিত হইয়া অবনত মস্তকে ত্রুটী স্বীকার করিয়া মুরিদ হইয়া যাইত।

তিনি কখনও কাহারও উপর রাগান্বিত হইতেন না, যদি কেহ শরিয়তের বিপরীত কোন কার্য্য করিত, তবে তিনি রাগান্বিত হইতেন, কিন্তু নরম ভাষা দ্বারা হাস্য মুখে বুঝাইয়া দিয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। ইহা অবিকল নবি (ছাঃ) এর রীতি। হাদিছে আছে, মেশকাত, ৩৮৫ পৃষ্ঠা ঃ—

(হজরত) আএশা (রাঃ) মূর্ত্তি বিশিষ্ট বালিশ ক্রয়

করিয়াছিলেন, হজরত (ছাঃ) দ্বারদেশে উহা দেখিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন না, তাঁহার মুখ মন্ডলে ক্রোধের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছিল। তৎপরে তিনি বলিলেন, এই মূর্ত্তি নির্ম্মাতাগণ কেয়ামতের দিবস শাস্তিগ্রস্থ হইবে, তাহাদিগকে বলা হইবে তোমরা যে বস্তুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, উহাকে জীবিত করিয়া দাও। বোখারী ও মোছলেম।

তিনি অতি বিনয়ী ছিলেন, কখন গরিমামূলক কোন কথা তাঁহার মুখে শ্রবণ করি নাই। কখন তিনি কোন মজলিশে ব্যক্তি বিশেষের নিন্দাবাদ করিতেন না, জৌনপুরের মাওলানা হামেদ সাহেব তাঁহার উপর অযথা দোষারোপ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কখনও তাঁহার বা কোন জৌনপুরের খান্দানের আলেমের উপর দোষারোপ করেন নাই। তিনি নিজেকে একজন সাধারণ লোকের তুল্য ধারণা করিতেন, নিজের নামে احقر العباد "বান্দাগণের মধ্যে নিকৃষ্টতম" লিখিতেন।

যদি কোন মুরিদ তাঁহার উচ্চদরজা কশ্‌ফ বা স্বপ্ন যোগে অবগত হইয়া তাঁহার নিকট প্রকাশ করিত, তবে তিনি বলিতেন, ইহা তোমাদের ভাল ধারণা, নচেৎ আমি যাহা তাহা আমি জানি।

কোন সৈয়দ জাদা কিম্বা বোজর্গজাদা তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে আসিলে, তিনি সম্মানের সহিত তাহাকে তরিকতে দাখিল করিয়া অতি সত্বর খাস তাওয়াজ্জোহ প্রদান করতঃ শেষ দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের সম্মানের জন্য তাঁহাদের দ্বারা খেদমত লইতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন।

তিনি আলেমদিগের সম্মান করিতেন, ফুরফুরা শরিফে, আলেমদিগের জন্য পৃথক শামিয়ানা স্থাপন করিতেন। আমি তাঁহার একজন নগন্য খাদেম, যখনই তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়াছি, পীর হইয়াও তিনি দাঁড়াইয়া যাইতেন, আর বলিতেন, আলেমের এলমের সম্মান করা দরকার, আমি তাঁহার এই

ব্যবহারে লজ্জিত হইতাম। ছোট বড়, ইতর ভদ্র, উচ্চ নীচ বলিয়া কোন তারতম্য করিতেন না, কোন শ্রেণীর হৃদয়ে আঘাত লাগে, এমন কোন উপাধি ব্যবহার করিতেন না।

কোরআন শরিফে আছে ঃ—

و لا تنابزوا بالالقاب

"তোমরা মন্দ উপাধীতে ডাকিও না।"

তিনি 'এছলাহোল মোয়াহ্হেদীন' কেতাবে বস্ত্রবয়নকারি শ্রেণীকে শেখ নুরবাফ, মৎস্য ব্যবসায়ীকে শেখ ছোলায়মানি ও তৈলকার সম্প্রদায়কে শেখ রওগন ফোরোশ ইত্যাদি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যেহেতু দেশস্থ উপাধিতে ডাকিলে, তাহাদের অন্তরে আঘাত লাগে। সৈয়দ, মোগল, পাঠান ইত্যাদি সম্প্রদায়ের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত এক বৈঠকে আহার করা অমার্জ্জনীয় দোষ বলিয়া গণ্য হইত, অথচ নবি (ছাঃ) বেলাল, ছোহাএব ইত্যাদি ক্রীত দাসদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাইয়াছিলেন। কিন্তু ফুরফুরার ইছালে ছওয়াবের অছিলাতে এই নিয়মের মুলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে, সমস্ত শ্রেণীর লোক একত্রে বসিয়া পানাহার করিয়া থাকেন। সকল শ্রেণীর পীর ভাইদিগের মধ্যে সহোদর ভাইদের চেয়ে বেশী ভালবাসা হওয়া তাঁহার কারামত।

বঙ্গ আসামে জাতিবিদ্বেষ খুব বেশী ছিল, এক পেশা অবলম্বী অন্য পেশা অবলম্বীকে সতন্ত্র জাতি বোধে ঘৃণা করিত, তাহাদের জাতিকে ছোট জাতি বলিয়া নিন্দা করিত, অথচ কোরআন ও হাদিছে জাতিনিন্দা ও জাতিকে ঘৃণা করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহারা পেশাকে জাতির বিভিন্ন হওয়ার মাপকাটী স্থির করিয়াছিলেন। এই জন্য তাহারা সম্প্রদায় বিশেষের আলেমকে এমামতের অযোগ্য, পীরত্বের অযোগ্য এবং বিবাহের অযোগ্য ধারণা করিয়াছিলেন।

কোরআন শরিফে ছুরা হোজারাতে আছে ঃ—

يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم و لا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن و لا تلمزوا انفسكم و لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون *

"হে ঈমানদারগণ, এক সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রূপ না করে, ইহারা তাহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে এবং একদল স্ত্রীলোকেরা যেন অন্য দল স্ত্রীলোকর উপর বিদ্রূপ না করে, ইহারা তাহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। তোমরা একে অন্যের নিন্দাবাদ করিও না এবং মন্দ উপাধিতে ডাকিও না, ঈমানের পরে মন্দ নাম অতি কদর্য্য। আর যে ব্যক্তি তওবা না করে, তাহারাই অত্যাচারী।" তফছিরেবয়জবি ৫/৮৮ পৃষ্ঠা ঃ—

এই আয়ত নাজেল হওয়ার কারণ এই যে, (উম্মোল মো'মিন) ছফিয়া বেন্তে হোয়াই (রাঃ) নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, (কোরাএশি) স্ত্রীলোকেরা আমাকে বলিতেছেন যে, হে দুই য়িহুদীর কন্যা য়িহুদিয়া। তৎশ্রবণে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, তুমি কেন বলিলেন না, আমার পিতা হারুণ (আঃ), আমার চাচা মুছা (আঃ) ও আমার স্বামী মোহাম্মদ (ছাঃ)।

মেশকাতের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

হাফছা বিবি তাঁহাকে য়িহুদীর কন্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

উক্ত ছুরা ঃ—

يا ايها الناس انا خلقنا كم من ذكر و انثى و جعلنا كم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ✪

"হে লোকেরা, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে একটি পুরুষ

ও একটি স্ত্রীলোক হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, আর আমি তোমাদিগকে এই হেতু শ্রেণী শ্রেণী ও সম্প্রদায় স্থির করিয়াছি যে, একে অন্যকে চিনিতে পার। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সমধিক পরহেজগার ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সমধিক শরিফ।

তফছিরে-রুহোল-বায়ান, ৪/৬০ পৃষ্ঠা ঃ—

যে দিবস মক্কা শরিফ অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল, নবি (ছাঃ) হজরত বেলাল (রাঃ)কে আজান দিতে আদেশ করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি কা'বা শরিফের ছাদের উপর আরোহন করতঃ আজান দিয়াছিলেন। সেই সময় হারেছ বেনে হেশাম বলিয়াছিল নবি (ছাঃ) এই কাক ব্যতীত অন্য মানুষ কি প্রাপ্ত হন নাই? এই কারণে উক্ত আয়ত নাজেল হইয়াছিল। আবুবকর বেনে দাউদ "তফছিরোল কোরআনে" লিখিয়াছেন, এই আয়ত আবু হেন্দের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল। যে সময় নবি (ছাঃ) বনু বেয়াজা সম্প্রদায়কে বলিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন তাহাদের একটি স্ত্রীলোককে উক্ত আবু হেন্দের সহিত নেকাহ দেন। ইহাতে তাহারা বলিয়াছিলেন, ইয়া রাছুলে খোদা, আমাদের কন্যারা কি আজাদ করা দাসের সহিত নেকাহ করিবে? সেই সময় এই আয়ত নাজেল হয়।

আয়তের অর্থ এই যে, দুনইয়ার সমস্ত মানুষ এক আদম ও হাওয়া হইতে সৃজিত হইয়াছে। সকলেই এক বংশধর; কাজেই বংশের গৌরবের কোন অর্থ নাই। আল্লাহতায়ালার নিকট সমধিক ধার্ম্মিক ব্যক্তি বেলালের ন্যায় হাবশী গোলাম হইলেও সমধিক শরিফ। যদি তোমরা গৌরব করিতে চাহ, তবে পরহেজগারির ও আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহের গৌরব করিতে পার। ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে 'কফু'র হিসাব করিতে হইলে, দীনদারি, পরহেজগারি, গুণ ও যোগ্যতার দ্বারা উহার হিসাব করিতে হইবে।

ছুরা আনায়াম, ৬ রুকু ;—

و لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة و العشي يريدون وجهه - ما عليك من حسابهم من شيء و ما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظلمين ٭

"আর তুমি উক্ত ব্যক্তিদিগকে বিতাড়িত করিও না যাহার প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে নিজেদের প্রতিপালকের নিকট দোয়া করিয়া থাকে, তাঁহার সন্তোষলাভের কামনা করিয়া থাকে, তোমার উপর তাহাদের কোন হিসাবের ভার নাই, তাহাদের উপর তোমার কোন হিসাবের ভার নাই, কাজেই তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলে, অত্যাচারিদিগের অন্তর্গত হইবে।"

তফছিরে মুজেহোল কোরআন, ১২৩ পৃষ্ঠা ;—

কোরাএশদিগের নেতারা বলিয়াছেন, ইয়া মোহাম্মদ, বেলাল, এবনো মছউদ, মেকদাদ ও আম্মারের ন্যায় দরিদ্র ও গোলামেরা সর্ব্বদা আপনার দরবারে উপস্থিত থাকে, যদি আপনি এই গোলাম ও দরিদ্রদিগকে নিজের দরবার হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন, তবে আমরা আপনার সঙ্গে উঠা, বসা করিব; দীনের কথা ও কোরআন শরিফ শ্রবণ করিব। হজরত বলিয়াছিলেন, আমি নিজ হইতে ঈমানদারদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিব না। তাহারা বলিল, তাহাদের সঙ্গে বসিতে আমাদের লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হয়। যদি আমাদের আগমন কালে তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলেন, তবে আমরা আপনার আদেশ মানিব। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। এইরূপ ছুরা কাহাফের ৪ রুকুতে আছে।

و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة و و العشي يريدون وجهه ٭

"তুমি উক্ত লোকদের সঙ্গে নিজের অন্তরকে স্থির রাখ যাহারা প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে নিজেদের প্রতিপালককে ডাকিয়া থাকে, তাঁহার সন্তোষ লাভের কামনা করে।"

মুজেহোল-কোরআন, ৩০২ পৃষ্ঠা ;—

হজরত বেলাল, আম্মার, সোহাএব এইরূপ দরিদ্রেরা ছিন্ন কম্বল পরিধান অবস্থাতে হজরতের সঙ্গে থাকিতেন। ধনী কাফেরেরা বলিয়াছিল, ইয়া মোহম্মদ, যদি আপনি তাহাদিগকে মজলিশ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারেন, তবে আমরা আপনার সঙ্গে বসিব, সেই সময় এই আয়াত নাজিল হইয়াছিল।

ছুরা হুদ, ৩ রুকু ;—

و ما نرىلك اتبعك الا الذين هم اراذ لنا بادى الرأى (الى) و ما انا بطارد الذين آمنوا انهم ملقوا ربهم و لكنى اراكم قوما تجهلون و يقوم من ينصرنى من الله ان طردتهم افلا تذكرون *

"(কাফেরেরা হজরত নূহ (আঃ)কে বলিয়াছিল), আমরা তোমাকে ইহা ব্যতীত দেখিতেছি না যে, আমাদের মধ্যের বাহ্যদর্শী নিকৃষ্ট লোকেরা তোমার অনুসরণ করিয়াছে। (হজরত নূহ (আঃ) বলিলেন), আমি ঈমানদারদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিব না, নিশ্চয় তাহারা নিজেদের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎকারী, কিন্তু আমি তোমাদিগকে অজ্ঞ সম্প্রদায় ধারণা করিতেছি। হে আমার স্বজাতি, যদি আমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করি, তবে আল্লাহতায়ালার (শাস্তি) হইতে কে আমাকে সাহায্য করিবে। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

মেশকাত, ১৫০ পৃষ্ঠা ;—

"হজরত বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে জাহিলিএতের জামানার চারিটী কার্য্য বাকি আছে, তাহারা উহা ত্যাগ করিবে না, বোজর্গী ও গুণাবলীর গৌরব করা, বংশাবলীর নিন্দা করা, নক্ষত্রবলীর দ্বারা পানি আকাঙ্খা করা এবং মৃতের জন্য ক্রন্দন করা।"

ছহিহ মোছলেম ;—

اثنتان هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة

"তাহাদের মধ্যে দুইটী বিষয় কাফেরদের রীতি আছে বংশনিন্দা ও মৃতের জন্য ক্রন্দন করা।"

মেশকাত ৪১৭/৪১৮ পৃষ্ঠায় আবু দাউদ ও তেরমেজি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে ;—

হজরত বলিয়াছেন, যে সম্প্রদায়গুলি নিজেদের মৃত পিতৃগণের অহঙ্কার করিয়া থাকে, ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে যে, তাহারা দোজখের অঙ্গার কিম্বা তাহারা আল্লাহতায়ালার নিকট উক্ত গোবিষ্ঠা খাদক কীট হইতে নিকৃষ্ট যে নিজের নাসিকা দ্বারা বিষ্ঠা আলোড়িত করিয়া থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মধ্য হইতে অজ্ঞতা যুগের গরিমা ও পিতৃগণের গৌরব লোপ করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্য হয় ঈমানদার পরহেজগার, কিম্বা হতভাগ্য বদকার। সমস্ত লোকই আদম সন্তান এবং আদম মৃত্তিকা হইতে।

আরও উহার ৪১৮ পৃষ্ঠায় আহমদ ও বয়হকির এই হাদিছটি বর্ণিত হইয়াছে ;—

তোমাদের বংশাবলী লোকের কলঙ্ক ও নিন্দার বস্তু নহে, তোমাদের সকলেই আদম সন্তান, সকলেই ত্রুটী ও অসম্পূর্ণতায় তুল্য, যেরূপ পূর্ণ হই নাই এরূপ দুইটি মাপের পালির একটি অপরটির তুল্য। দীন ও পরহেজগারি ব্যতীত একজনের অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব হইতে পারে না।

উহার ৪১৭ পৃষ্ঠায় ছহিহ মোছলেম হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ আমার নিকট অহি প্রেরণ করিয়াছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও, যেন একে অন্যের উপর গৌরব প্রকাশ না করে।

মেশকাত ৪১৯ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারি ও মোছলেম হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে ঃ—

يقول ان آل ابى فلان ليسوا لي باولياء انما و ليي الله و صالح المؤمنين و لكن لهم رحم ابلها ببلالها *

"হজরত বলিতেন, কোরাএশ বংশধরগণ আমার প্রিয়পাত্র নহেন, ইহা ব্যতীত নহে যে, আমার মিত্র আল্লাহ এবং নেককার ইমানদারগণ, কিন্তু তাহাদের সহিত আত্মীয়তা আছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে পার্থিব সহায়তা করিব।"

ফৎহোল-কাদীর, ২/৫৫ পৃষ্ঠা ঃ—

الناس سواسية كاسنان المشط لا فضل لعربى على عجمى انما الفضل بالتقوى *

"লোকেরা চিরণীর দাঁতগুলির ন্যায় সমতুল্য, আজমিদের উপর আরাবিদের শ্রেষ্ঠত্ব নাই, ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে যে, পরহেজগারী দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়।"

ফাতাওয়ায়-কেয়ামোল-মিল্লাতে অদ্দীন ১৯৭ পৃষ্ঠা ঃ—

ياايها الناس ان ربكم و احد و ان اباكم واحد لا فضل لعربى علي عجمى و لا الاسود على الاحمر الا بالتقوى خيركم عند الله اتقاكم *

"হজরত বলিয়াছেন, হে লোকেরা, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক, পরহেজগারী ব্যতীত আজামিদের উপর আরবিদের এবং কৃষ্ণাঙ্গদিগের উপর শ্বেতাঙ্গ দিগের শ্রেষ্ঠত্ব নাই। আল্লাহতায়ালার নিকট তোমাদের মধ্যের সমধিক পরহেজগার ব্যক্তি সমধিক শ্রেষ্ঠ।"

এই জাতিবিদ্বেষ ধ্বংস করার জন্য হজরত (ছাঃ) সমশ্রেণী নহে এইরূপ সম্প্রদায়ের মধ্যে নেকাহ সম্বন্ধে প্রবর্ত্তন করিয়াগিয়াছেন। তলখিছোল-হবির, ২/২৯৯ পৃষ্ঠা ঃ—

আবু দাউদ ও হাকেমের রেওয়াএত ঃ—

يابنى بياضة انكحوا اباهند و انكحوا عليه و كان حجاما اسناده حسن ✱

হজরত বলিয়াছেন, হে বেয়াজা-সম্প্রদায়, তোমরা আবু হেন্দের সহিত নেকাহ শাদীর আদান প্রদান কর। ইনি হাজ্জাম ছিলেন। ইহার ছনদ হাছান।

ছহিহ মোছলেমের রেওয়াএত;—

قال لفاطمة بنت قيس انكحي اسامة فنكحته و هو مولى و هى قريشية ✪

হজরত (ছাঃ) ফাতেমা বেন্তে কয়েছকে বলিয়াছিলেন, তুমি ওছামার সহিত নেকাহ কর, ওছামা আজাদ করা গোলাম ছিল ও কয়েছের কন্যা ফাতেমা কোরাএশি ছিল।

দারকুৎনি ও আবু দাউদের মারাছিলের রেওয়াএত ;—

ان بلالا نكح هالة بنت عوف اخت عبد الرحمن بن عوف ۞

"নিশ্চয় বেলাল আওফের কন্যা, আবদুর রহমান বেনে আওফের ভগ্নী হালার সহিত নেকাহ করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের ভাইগণ নিজেদের গণ্ডী ব্যতীত অন্য কোন গোত্রে কন্যা আদান প্রদান একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। নবি (ছাঃ) য়িহুদী ছফিয়া বিবির সহিত নেকাহ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

হজরত আলি (রাঃ) খাওলা বেন্তে এয়াছের সঙ্গে নেকাহ করিয়াছিলেন, ইনি ইমামা দেশের হানিফি সম্প্রদায়ের কন্যা, এমামা যুদ্ধে ধৃতা হইয়া নীত হইয়াছিলেন, ইনি মহাম্মদ বেনে হানিফার মাতা।

হজরত এমাম হোছেন (রাঃ) শহর বানু বিবির সহিত নেকাহ করিয়াছিলেন, ইনি পারশ্য বংশধর ইয়াজ-দাজোর্দের কন্যা

ও এমাম জয়নোল আবেদীনের মাতা—তারিখোল খমিছ, ২/৩১৬/৩১৯।

আমাদের দেশের লোক বস্ত্রবয়ন, তৈলকারি, মৎস্য ব্যবসা চাষ করা, ইত্যাদি ব্যবসা দ্বারা জাতি বিভাগ করিয়া লইয়াছেন, আমার ধারণা, ইহা বল্লাল সেনের অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে, কারণ আল্লাহতায়ালার নবিগণ, হজরতের ছাহাবাগণ, পীর বোজর্গগণ উক্ত প্রকার পেশা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কাজেই উক্ত প্রকার পেশা নবি ও ছাহাবাগণের ছুন্নত, আল্লাহ ও রাছুলের আদেশ অনুযায়ী যে কোন হালাল পেশা অবলম্বী শরিফ হইতে পারেন।

তফছিরে দোর্রোল-মনছুর ১/৫৭ পৃষ্ঠা;—তফছিরে আজিজি ১৯৪ পৃষ্ঠা।

اول من حاك آدم عليه السلام ●

"প্রথমেই হজরত আদম (আঃ) বস্ত্রবয়ণ করিয়াছিলেন।"

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত আদম (আঃ) কৃষিকার্য্য করিতেন।

হজরত নূহ (আঃ) সূত্রধর, হজরত ইদরিছ (আঃ) দরজি, হজরত হুদ ও ছালেহ (আঃ) সওদাগর ছিলেন। হজরত এবরাহিম (আঃ) কৃষিকার্য্য করিতেন। হজরত শোয়াএব (আঃ) চতুষ্পদ জন্তু প্রতিপালন করিতেন। উহার দুগ্ধ শাবক ও লোমদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এক রেওয়াএতে আছে, হজরত এবরাহিম (আঃ) উক্ত কার্য্য করিতেন। হজরত লুত (আঃ) কৃষিকার্য্য করিতেন। হজরত মুছা (আঃ) কিছু দিবস ছাগল চরাইতেন ও শ্রমিকের কার্য্য করিতেন।

হজরত দাউদ (আঃ) জেরা প্রস্তুতকারী (কর্ম্মকার) ছিলেন। হজরত ছোলায়মান (আঃ) খোর্ম্মা পত্রদ্বারা জাম্বিল, চেটাই ও পাখা প্রস্তুত করিয়া উহা বিক্রয় পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

হজরত ইছা (আঃ) কোন পেশা অবলম্বন না করিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিতেন।

হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) শেষ বয়সে যুদ্ধে উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

লেখক বলেন, হজরত নবি (ছাঃ) বাল্যকালে হালিমা বিবির ছাগল চরাইয়াছিলেন।—আহওয়ালোল আম্বিয়া ২/১৮। তিনি একবার আবু তালেবের সঙ্গে দ্বিতীয়বার খোদায়জা বিবির মাল আছ্‌বাব লইয়া তাহার ময়ছারা নামক গোলাম সহ শাম দেশের বোছরা নামক স্থানে বাণিজ্য উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। —তারিখোল খমিছ, ১/১৯১/২৯৬; তারিখে তাবারি; ২/১৯৪/১৯৬; তহজিবোল-আছমা আল্লোগাত; ১/২৪/২৫।

আরও তিনি পারিশ্রমিক লইয়া ছাগল চরাইতেন।—ছহিহ বোখারি; ১/৩০১; তারিখোল-খমিছ; ১/২৯৩ তিনি খোদায়জা বিবির চাকুরি করিতেন; তারিখে তাবারি; ২/১৯৬/১৯৭।

হজরত ইউসুফ (আঃ) মিসরের রাজার কোষাধ্যক্ষ হওয়ার চাকুরি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

রেয়াজোছ্‌-ছালেহিনের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় আছে, হজরত এছমাইল (আঃ) বন্য পশু শিকার করিতেন। ইহা ছহিহ্ বোখারিতে আছে।

হজরত ছোলায়মান (আঃ) মৎস্য ব্যবসায়ীদিগের চাকুরি করিয়াছিলেন। তিনি মৎস্য বহন করিয়া লইয়া তাহাদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং নিজে মৎস্য বিক্রয় করিয়াছিলেন, ইহা তফছিরে মায়ালেমের ৬/৪৮ পৃষ্ঠায় ও তফছিরে আবু দাউদের ৭/৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

তফছিরে কবিরের ১/৩৮৪ পৃষ্ঠায় ও রুহোল বায়ানের ১/১০৬ পৃষ্ঠায় আছে, বনি-ইছরাইল দিগের এক সম্প্রদায় 'আয়লা' নামক স্থানে অবস্থিতি করিত, তাঁহারা সমুদ্রের মৎস্য ধরিয়া কতক বিক্রয় করিত, কতক লবণ দিয়া রাখিত, তাঁহারা এই

ব্যবসায়ে ধনাঢ্য হইয়া গিয়াছিল।

রুহোল মায়ানির ১/২৩৪ পৃষ্ঠায় ও এবনো কছিরের ১/১৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

صادوها علانية و باعوها بالاسواق

"বনি ইছরাইলগণ প্রকাশ্য ভাবে মৎস্য শিকার করিতেন এবং বাজারে বাজারে উহা বিক্রয় করিতেন।

এই বনি ইছরাএলদের সম্বন্ধে কোরআন পাকে ছুরা বাকারের ৬ রুকুতে আছে;—

و انى فضلتكم على العلمين

"আর নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে জগদ্বাসিদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিলাম।"

তফছিরে রুহোল কবিরের ১/৩২০/৬০৮/৬০৯ পৃষ্ঠায় তফছিরে কবিরের ২/৪৭৯ পৃষ্ঠায় ও তফছিরে রুহোল মায়ানির ১/৫৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হজরত ইছা (আঃ) এর বারজন 'হাওয়ারি'র মধ্যে কতক মৎস্য ব্যবসায়ী, কতক বাদশাহ, কতক রজক ও কতক রংকর ছিলেন।

তফছিরে-রুহোল-বায়ানের ১/৬১০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত শমউন হাওয়ারিদিগের প্রধান ছিলেন।

তফছিরে কবিরের ২/৪৭৭ পৃষ্ঠায় ও রুহোল-মায়ানির ১/৫৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যখন বনি ইছরাইলগণ হজরত ইছা (আঃ)-এর অবাধ্যতা করিল, তখন তিনি মৎস্য ব্যবসায়ী শমউন, ইয়াকুব ও ইউহানার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, এখন তোমরা মৎস্য শিকার করিতেছ, যদি তোমরা আমার অনুসরণ কর, তবে তোমরা অনন্ত জীবনের জন্য মনুষ্য শিকার করিতে পারিবে, ইহাতে তাঁহারা উক্ত হজরতের মো'জেজা দর্শনে তাহার উপর ঈমান আনিলেন।

কোরআন শরিফের ছুরা ইয়াছিনের فعززنا ثالث এই স্থানে হজরত শমউনকে লক্ষ্য করতঃ তৃতীয় রাছুল (প্রেরিত মানুষ) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার দোয়াতে এন্তাকিয়ার বাদশার মৃত কন্যা জীবিত হইয়াছিল।

কোরআনের আয়তে احل لكم صيد البحر মৎস্য শিকার বিশুদ্ধ হালাল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

এমাম এহইয়া বেনে আবি কছির, ইনি তাবেয়ি ছিলেন, ছাহাবা আনাছের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, ইমনের তায়ি বংশধর ছিলেন, তহজিবোত্তহজিব, ১১/২৬৮ ও তাজকেরাতোল হোফ্যাজ, ১/১৪৪ পৃষ্ঠা;—

☐ عن ايوب ما بقى على وجه الارض مثل يحيى

"আইউব বলিয়াছেন, ভূ-পৃষ্ঠে এহইয়া (বেনে আবিকছিরের) তুল্য কেহ বাকী নাই।

* قال شعبة هو احسن حديثا من الزهرى

"শো'বা বলিয়াছেন, এহইয়া জুহরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মোহাদ্দেছ ছিলেন।"

قال ابو حاتم ثقة امام لا يروى الا عن ثقة

"আবু হাতেম বলিয়াছেন, এহইয়া বিশ্বাস ভাজন এমাম, বিশ্বাস ভাজন ব্যতীত কাহারও নিকট হইতে রেওয়াএত করেন না।"

قال العجلى ثقة كان يعد من اصحاب الحديث

"আজালি বলিয়াছেন, তিনি বিশ্বাস ভাজন, মোহাদ্দেছ-গণের মধ্যে গণ্য।"

তহজিবোত্তহজিব, উক্ত পৃষ্ঠা ঃ—

قال ايوب ما اعلم احدا بعد الزهرى اعلم بحديث اهل المدينة من يحيى

"আইউব বলিয়াছেন, জহুরির পরে এহইয়া ব্যতীত মদিনা—বাসিদের হাদিছের শ্রেষ্ঠতম আলেম আর কাহাকেও জানি না।"

মোখতাছার জামেয়োল এলম, ১৯৯ পৃষ্ঠা ঃ—

كان اهل بيته سماكين

"এমাম এহইয়া বেনে আবি কছিরের পরিজনগণ মৎস্য ব্যবসায়ী ছিলেন।"

হজরত আবুবকর (রাঃ) সওদাগরি করিতেন, বস্ত্র বিক্রয় করিতেন। —ছহিহ বোখারির হাশিয়া, ১/২৭৮। হজরতের কোন ছাহাবা কসাই ছিলেন, ছহিহ বোখারী, ১/২৭৯।

কোন ছাহাবা স্বর্ণকার ছিলেন, উক্ত পৃষ্ঠা।

কোন ছাহাবা কর্ম্মকার, দরজি, বস্ত্র বয়নকারী, সূত্রধর হাজ্জাম (রক্ত মোক্ষণকারি), ছিলেন। ২৮১/২৮৩।

ছহিহ বোখরি, ১/৩১৩ পৃষ্ঠা ঃ—

عن رافع كنا اكثر اهل المدينة حقلا

"রাফে' বলিয়াছেন, আমরা অধিকাংশ মদিনাবাসীগণ কৃষক ছিলাম।"

عن ابى جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث و الربع

আবু জা'ফর বলিয়াছেন; মদিনা শরিফে হেজরতকারিদল এমন কেহ ছিল না যে; তৃতীয়াংশ কিম্বা চতুর্থাংশ ভাগে চাষ না করিতেন।

. زارع على و سعد بن مالك و عبد الله بن مسعود و عمر بن عبد العزيز و القاسم و عروة و آل ابى بكر و آل عمر و ال على و ابن سيرين

"হজরত আলি; ছা'দ বেনে মালেক আবদুল্লাহ বেনে মছউদ ওমার বেনে আবদুল আজিজ; কাছেম, ওরওয়া; আবু বকর, ওমার ও আলি (রাঃ) এর বংশধরগণ ও এবনো-ছিরিণ ভাগে চাষ করিতেন।"

হজরত ছালমান ফার্সি (রাঃ) খোর্ম্মাপত্রদ্বারা চেটাই প্রস্তত করিয়া বিক্রয় করতঃ উহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।— ওছদোল গবাহ, ২/৩৩১।

এমাম আবু হানিফা বস্ত্র বিক্রয় করিতেন।—খয়রাতোল হেছান।

মহইছোল-ছুন্নাহ বাগাবির পিতা চর্ম্ম শেলাই করিতেন কিম্বা বিক্রয় করতেন। মেশকাতের ১০ পৃষ্ঠার হাশিয়া।

নাফহাতোল-উনছ কেতাবে আছে; পীর আবু ছইদ; পীর আবুল-আব্বাছ; পীর আবদুল্লাহ ও পীর আবু মোহাম্মদ জুতা ও মোজা শেলাই করিতেন। পীর হামদুন রজক ও পীর ইয়াকুব তৈলকর ছিলেন।

উপরোক্ত বিশিষ্ট পেশা অবলম্বন করিলে জাতি পৃথক হইতে পারে না, উহাতে মানুষ ইতরজাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

হজরত বলিয়াছেনঃ—

اوصيكم بتقوى الله و السمع و الطاعة و ان كان عبدا حبشيا *

"আমি তোমাদিগকে আল্লাহতায়লার ভয় করিয়া এবং (আমিরের) হুকুম শুনিতে ও মানিতে যদিও হাবশী গোলাম হয়

অছিএত করিতেছি।” শেখ আবুল খায়ের তিনাতি, আছকালানী, হেমছি, মালেকি, হাবশী ও শেখ মালেক দীনার বড় বড় পীর ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা দাস বংশোদ্ভব ছিলেন।

ফকিহ মোফাছ্ছের, মোহাদ্দেছ; কারি ও মুফতিদিগের মধ্যে অতি অল্পই শরিফোন্নছব ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা জগদ্বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে আসুন, শারাফাতের সঙ্গে পেশার কোন সম্পর্ক আছে কিনা; তাহার আলোচনা করা হউক।

কোরআন শরিফ ঘোষণা করিয়াছেনঃ—

ان أكرمكم عند الله اتقاكم

“নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সমধিক পরহেজগার ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সমধিক শরিফ।”

মেশকাত ৪১৭ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারি ও মোছলেম হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে;—

سئل رسول الله صلعم اى الناس اكرم قال اكرمهم عند الله اتقهم *

নবি (ছাঃ) জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন; লোকদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সমধিক শরিফ? হজরত বলিলেন, তাহাদের মধ্যে সমধিক পরহেজগার ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নিকট সমধিক শরিফ।”

রদ্দোল-মোহতার; ৩/২৫৫ পৃষ্ঠা;—

ان كان المسبوب من الاشراف كالفقهاء و العلوية يعزر ۞

ফকিহ ও আলাবি (হজরত আলীর বংশধর) গণের তুল্য শরিফদিগকে (উক্ত শব্দগুলিতে) গালিদিলে; গালিদাতার উপর তা'জিরের ব্যবস্থা হইবে।”

এস্থলে আশরাফদিগের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই শ্রেণীর

নামোল্লেখ করা হইয়াছে।

উক্ত কেতাব, ৩/২৫৬ পৃষ্ঠা ঃ—

بان المراد بالاشراف من كان كريم النفس حسن
الطبع و ذكر الفقهاء والعلوية لان الغالب فيهم ذلك ★

"যে ব্যক্তি উদার অন্তকরণ সৎপ্রকৃতি বিশিষ্ট লোক হয়, সেই আশরাফ মধ্যে গণ্য হইবে। এস্থলে ফকিহ্ ও আলাবিগণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, যেহেতু অনেকক্ষেত্রে তাঁহাদের মধ্যে উক্ত গুণাবলী পাওয়া যায়।

শারাফত নছবি, দীনি ও দুনইয়াবি এই কয়েকভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে।

যাহারা হজরত নবি (ছাঃ)এর ছাহাবা ও প্রাচীন বোজর্গদিগের আওলাদ, তাহাদিগকে শরিফোন্নছব বলা হয়, কিন্তু শর্ত্ত এই যে, তাঁহাদের মধ্যে উল্লিখিত শারাফাতের অর্থ পাওয়া যায়, এই হেতু হজরত (ছাঃ)-এর চাচা আবু লাহাব ও হজরত নূহ (আঃ)-এর পুত্র কেনয়ান উহা হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছে।

হজরত বলিয়াছেন, প্রত্যেক বংশগত সম্বন্ধ ও অছিলা কর্ত্তিত হইবে, কেবল আমার বংশগত সম্বন্ধ বাকি থাকিয়া যাইবে।

হজরত নবি (ছাঃ)এর আওলাদকে সৈয়দ বলা হয়। তাঁহার ছাহাবাগণের আওলাদকে শেখ আলাবি, শেখ ছিদ্দিকি, শেখ ফারুকি, শেখ ওছমানি, শেখ আব্বাছি, শেখ কোরাএশী ও শেখ আনছারি বলা হয়।

ইহা যেন স্মরণ থাকে যে, পরহেজগার শরিফোন্নছব লোকদের সম্মান করা সকলের পক্ষে ওয়াজেব, ইহাতে হজরত (ছাঃ) ও ছাহাবাগণের পাক রুহ সন্তুষ্ট হন। পক্ষান্তরে এই শরিফোন্নছবদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহার যেন অন্য সম্প্রদায়ের পরহেজগার লোকদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ না করেন, বরং

তাহাদিগকে নিজেদের ভাইয়ের তুল্য জ্ঞান করেন।

মেশকাত, ৫৬৮ পৃষ্ঠা;—

হজরত বলিয়াছেন, আমি তোমাদের জন্য দুইটি সুরক্ষিত মনোরম বিষয় ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, প্রথম আল্লাহতায়ালার কোরআন, দ্বিতীয় আমার আহলে-বয়াত অর্থাৎ তাঁহাদের সম্বন্ধে তোমাদিগকে আল্লাহতায়ালার ভয় দেখাইতেছি, আমি তাঁহাদের তত্ত্বাবধান রক্ষণাবেক্ষণ, সন্মান ও মহব্বত করিতে আল্লাহতায়ালার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।— ছহিহ মোছলেম।

আরও ৫৬৯ পৃষ্ঠা;—

হজরত বলিয়াছেন, হে লোকেরা আমি তোমাদের মধ্যে এরূপ বিষয় ত্যাগ করিয়া যাইতেছি যে, যদি তোমরা উহা গ্রহণ কর, তবে তোমার ভ্রান্ত হইবে না, প্রথম আল্লাহতায়ালার কোরআন দ্বিতীয় আমার আহলে-বয়েত। - তেরমিজি।

আরও ৫৭৩ পৃষ্ঠা;—

হজরত বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে আমার আহলে-বয়েত (হজরত) নুহ (আঃ) এর জাহাজের তুল্য, যে ব্যক্তি উহাতে আরোহণ করিবে সে ব্যক্তি পরিত্রাণ পাইবে। আর যে ব্যক্তি উহা হইতে পশ্চাৎ পদ হইবে, বিনষ্ট হইবে। — আহমদ।

উক্ত পৃষ্ঠা;—

হজরত বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহতায়ালার মহব্বত কর, আমার মহব্বত কর এবং আমার মহব্বতের জন্য আমার আহলে-বয়তকে মহব্বত কর। — তেরমাজি।

আরও ৫৭১ পৃষ্ঠা;—

হজরত ওমার (রাঃ) ওছামাকে সাড়ে তিন সহস্র টাকা ও নিজের পুত্র আবদুল্লাহকে তিন সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে আবদুল্লাহ নিজের পিতাকে বলিয়াছিলেন, আপনি ওছামাকে আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিলেন? তদুত্তরে (হজরত) ওমর

(রাঃ) বলিয়াছিলেন। জায়েদ তোমার পিতা অপেক্ষা নবি (ছাঃ) এর সমধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং ওছামা তোমার অপেক্ষা হজরত (ছাঃ)এর সমধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন, এই হেতু আমি হজরতের প্রিয়পাত্রকে আমার প্রিয়পাত্রের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায়, হজরত নবি (ছাঃ) এর ও ছাহাবাগণের বংশধরগণের সম্মান ও মহব্বত করা বড় ওয়াজেব।

শারাফাতে-মালি তালুকদার, জমিদার, বাদশাহ ও আমির কবির— লোকদের নিকট ইহারা আশরাফ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। মেশকাতের ৪১৮ পৃষ্ঠায় তেরমেজি ও এবনো মাজাতে যে হাদিছটি আছে, তাহাতে এই কথা বুঝা যায়;—

الحسب المال و الكرم التقوى *

"অর্থ দ্বারা 'হাছাব' (দুনইয়ার গৌরব) লাভ হয় এবং পরহেজগারি দ্বারা শারাফাতে দীনি লাভ হয়।"

শারাফাতে দীনি দুই প্রকার— পরহেজগারি ও এলমে দীনি। এমাম রাজি তফছিরে- কবিরের ৭/৫৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

فان كل من يتدين بدين يعرف ان من يوافقه فى دينه اشرف ممن يخالفه فيه و ان كان ارفع نسبا او اكثر نشبا فكيف من له الدين الحق و هو فيه راسخ و كيف يرجح عليه من دونه فيه بسبب غيره *

"যে কোন ব্যক্তি কোন ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছে, সে অবগত আছে যে, যে ব্যক্তি তাহার স্বধর্ম্মাবলম্বী সে তাহার বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা সমধিক শরিফ যদিও এই শেষোক্ত ব্যক্তি উচ্চ বংশধর ও সমধিক অর্থশালী হয়। কাজেই যে ব্যক্তি সত্য ধর্ম্মাবলম্বী হয় এবং উহাতে সুদক্ষ হয়, তাহার অবস্থা কি

হইবে? অন্য প্রকার শরিফ তাহা আপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে কিরূপে?

আরও তিনি উহার ৭/৫৮০/৫৮১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যখন শারাফাতে খোদায়ি (অর্থাৎ) দীনি আসে, তখন তথায় বংশ এবং অর্থের কোন মর্য্যাদা থাকিতে পারে না। তুমি দেখ না যদি কাফের উচ্চতর বংশের হয় এবং ঈমানদার নিম্নতর বংশের হয়, তবে একের সহিত অন্যের তুলনা হইতে পারে না। এইরূপ পরহেজগার মুছলমানের সহিত অন্যের তুলনা হইতে পারে না। এই হেতু কাজায়ি পদ, সাক্ষ্য প্রদান ইত্যাদি দীনি কার্যের জন্য প্রত্যেক উচ্চ বংশধর ও নিম্ন বংশধর ব্যক্তি, দীনদার আলেম ও নেককার হইলে, যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। আর ফাছেক ব্যক্তি, বংশে কোরাএশী ও অর্থে কারুনের তুল্য হইলেও উপরোক্ত প্রকার কার্য্যের উপযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু যদি এক ব্যক্তি দীনদার ও উচ্চ বংশধর হয়, পক্ষান্তরে অন্য ব্যক্তি নিম্ন বংশধর ও দীনদার হয়, তবে মানুষের নিকট প্রথম ব্যক্তি অগ্রগণ্য হইয়া থাকে, আল্লাহতায়লার নিকট উভয়ে সমান, কেননা আল্লাহ বলিয়াছেন, মানুষ যাহা চেষ্টা করিয়া করে, তাহারাই ফল প্রাপ্ত হয়, আর শারাফাতে নছবি চেষ্টা করিয়া লাভ করা সম্ভব হয় না।"

এইরূপ মর্ম্ম তফছিরে-রুহোল-বায়ানের ৪৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

ছহিহ বোখারি, ১/৫৩১ পৃষ্ঠা;—

كان عمر يقول ابو بكر سيدنا و اعتق سيدنا بلالا ●

হজরত ওমার (রাঃ) বলিতেন, আবুবকর আমাদের সৈয়দ এবং তিনি আমাদের সৈয়দ বেলালকে মুক্তি দিয়াছিলেন।"

ইহা দীনি শারাফাতের নিদর্শন।

দীনি শারাফাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় এলমি শারাফাত। কোরআন শরিফের ছুরা মোজদালাতে আছে;—

و الذين اوتوا العلم درجت *

"যাহারা এলম প্রদত্ত হইয়াছেন, আল্লাহ তাঁহাদের দরজা উচ্চ করিয়াছেন।"

মেশকাত ৩৪ পৃষ্ঠা;—

হজরত হাদিছ—

ان العلماء و رثة الانبياء

"নিশ্চয় আলেমগণ নবিগণের উত্তরাধিকারী।"

আরও ১৮৪ পৃষ্ঠা;—

হাদিছ—

ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما

"নিশ্চয় আল্লাহ এই কোরআন কর্ত্তৃক কতকগুলি সম্প্রদায়কে উন্নত করিবেন।"

মেশকাত, ১১০ পৃষ্ঠা;—

হাদিছ—

اشراف امتي حملة القران و اصحاب الليل *

"আমার উম্মতের মধ্যে কোরআনের আলেম ও হাফেজ ও তাহাজ্জদ পাঠ কারিগণ আশরাফ।"

হজরত ছালমান ফার্সি (রাঃ) পারস্যবাসী অগ্নি উপাসক ছিলেন, পরে খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন, অতঃপর মুছলমান হইয়া বড় আলেম হইয়াছিলেন।

এস্তিয়াব, ২/৫৭২ পৃষ্ঠা;—

হজরত আলি বলিয়াছেন;—

علم العلم الاول و الآخر بحر لا ينزف و هو منا اهل لبيت

"ছালমান প্রাচীন ও পরবর্ত্তীদিগের এলম্ অবগত হইয়াছেন

তিনি এরুপ (বিদ্যার) সাগর যে শুস্ক হওয়ার নহে, তিনি আমাদের আহলে-বায়েত।'

ওছুলোল-গাবাহ ২/৩৩১ পৃষ্ঠা;—

قال رسول الله صلعم سليمان منا اهل البيت

"নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, ছালমান আমাদের আহলেবায়েত।"

ইহা এলমি-শারাফাত।

আজম্মি লোকেরা বিবাহে আরবদের কফু হইতে পারে না, কিন্তু আজমদেশের আলেমগণ আরবি আলীবিদের কফু হইতে পারে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

দোর্‌রেলি-মোখতারে আছে;—

و ان (فسر الحسيب) بالعالم ذكفؤ (للعلوية ، لان شرف العلم فوق شرف النسب و المال كما جزم به البزازى و ارتضاه الكمال و غيره و لذا قيل ان عايشة رض افضل من فاطمة رض ذكره القهستانى *

"যদি হাছিবের অর্থ আলেম গ্রহণ করা হয়, তবে আলাবীর কফু হইবে কেননা-এলমি শারাফাত নছবি ও মালি শারাফত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এই হেতু ইহা কোন্ কোন্ আলেম বলিয়াছেন, বাজ্জাজি এই মতের উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। কামাল প্রভৃতি ইহা মনোনীত স্থির করিয়াছেন। নিশ্চয় আএশা (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ) আপক্ষা শ্রেষ্ঠতম। কাহাস্তানি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

আল্লামা শামি রদ্দোল-মোহতারের ২/৪৪৪ পৃষ্ঠায় এই মতটি যুক্তিপূর্ণ স্থির করিয়াছেন।

হজরত পীর সাহেব একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, বাবা মূল শরিফোন্নছব অল্পই ছিল, যাহাদের রীতি নীতি শরিয়ত মোয়াফেক, আমারা তাহাদের সহিত বিবাহ শাদী প্রথা প্রবর্ত্তন

করিয়া শরিফ বানাইয়া লইয়াছি।

আমি জানি, হজরত পীর সাহেব নিজের আত্মীয় একটি স্ত্রীলোকের বিবাহ এইরূপ লোকের সহিত করাইয়া দিতে প্রস্তাব করেন যে, সে তাঁহাদের কফু নহে।

স্বয়ং হজরত পীর সাহেব বাংলা ও আসামে সাম্যভাব প্রতিষ্ঠা করার জন্য গর-কফুর সহিত বিবাহ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। তাঁহার এই কার্য্যে বাংলার সামাজিক বন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছে।

কয়েক জন উচ্চ শিক্ষিত লোক গর-কফুর সহিত বিবাহ আদান প্রদান করিতেছেন। বহুস্থানে এই সাম্যসূচক নিয়ম প্রচলিত হইতেছে।

শরিফোন্নছব না হইলে, এমাম ও পীর হইতে পারেন না। ইহা বাংলা ও আসামের প্রবল ভাবধারা ছিল। হজরত পীর সাহেব বলিতেন, বাবা, আবুবকরের ইচ্ছা, প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে এমন কি মেহতরের পুত্র পীর হউক। তিনি কার্য্যে তাহাই করিয়া দেখাইয়াছেন, সমস্ত শ্রেণীর আলেমদিগকে শিক্ষা দিয়া পীর বানাইয়া খেলাফতনামা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রচেষ্টায় সর্ব্ব শ্রেণীর আলেমগণ অবাধে এমাম হইতেছেন, সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে গাঢ় প্রীতি প্রণয় প্রকাশিত হইয়াছে, জাতিভেদ একেবারে যেন মুছিয়া গিয়াছে, এতবড় কার্য্য আর কাহারও দ্বারা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। পক্ষান্তরে একদল পীর আছেন, তাহারা নিজেদের খান্দানের লোক ব্যতীত বঙ্গ আসামে কোন লোকের পীর হওয়া পছন্দ করেন না। বরং অসম্ভব মনে করেন। ببیں تفاوت راہ از کجا تا کجا

একদল পীর আছেন, তাহারা বিদেশী পীরের নিকট মুরিদ হইতে নিষেধ করেন, কিন্তু ইহা একেবারে বাতীল দাবি, হজরত নবি (ছাঃ) মক্কা শরীফ ত্যাগ করতঃ মদিনা শরীফে হেদায়েত করিতে গিয়াছিলেন। মক্কা ও মদিনার ছাহাবাগণ কুফা, বাসরা,

শাম, মিসর, এয়মন ইত্যাদি দূরদেশে হেদায়েত করিতে গিয়াছিলেন। এয়মনের পীর হজরত শাহ জালালদ্দিন মোজার্রাদ সাহেব শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, নওয়াখালী ত্রিপুরা ইত্যাদি হেদায়েত করিয়াছিলেন। শাহ জালালদ্দিন তবরেজি (রঃ) তবরেজের মানুষ হইয়া মালদহ, মোর্শেদাবাদ, আসাম হেদাএত করিয়াছিলেন। খান জাহান আলি, শাহ সুলতান, মীর সৈয়দ মাহমুদ মাহি ছওয়ার' সৈয়দ আহমদ তন্নুরি, শাহ হাছান, রাস্তি শাহ, শাহ এছরাইল, হজরত আখিছেরাজ, হজরত আলাওল হক, হজরত নুর কোতব আলম (কঃ) প্রভৃতি বহু বৈদেশিক পীর বঙ্গ আসাম হেদাএত করিয়া গিয়াছেন। হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী ও মাওলানা কারামত আলি ছাহেব বিদেশী পীর হইয়া বঙ্গ আসাম হেদাএত করিয়া কি দোষের কার্য্য করিয়াছেন।

কোন কোন পীর বলেন, আমাদের খান্দান ব্যতীত কাহারও নিকট মুরিদ হইতে নাই। ইহাও বাতীল দাবি।

হজরত নবি (ছাঃ) এর জামাতা ও চাচাত ভাই হজরত আলী চাচা হজরত আব্বাছ ও নাতি হজরত এমাম হাছান ও হোছেন (রাঃ) উপস্থিত থাকিতে হজরত বলিলেন, আল্লাহতায়ালা আবুবকর ব্যতীত কাহারও এমামত কবুল করিবেন না। ছহিহ বোখরির হাদিছে আছে, আল্লাহ ও ঈমানদারগণ আবুবকর ব্যতিত কাহারও খেলাফত কুবল করিবেন না। মেশকাত ৫৫৫ পৃষ্ঠা।

হজরত আবুবকর (রাঃ) এর এন্তেকালের পরে তাঁহার পুত্র খলিফা না হইয়া হজরত ওমার (রাঃ) খলিফা হইয়ছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র খলিফা না হইয়া হজরত ওছমান (রাঃ) খলিফা হইয়াছিলেন। তাঁহার পরে হজরত আলি (রাঃ) খলিফা হইয়াছিলেন।

কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকার শেজরাগুলি পড়িলে, বুঝা যায় যে, প্রায় অধিকাংশ স্থলে পীরের

খান্দান ব্যতীত অন্য বংশের লোক খলিফা ও পীর হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট লোকেরা মুরিদ হইয়াছিলেন। হজরত 'খোলাফায়ে-রাশেদীন' এর পরে হাছান বাসারি ফোজাএল বেনে এয়াজ, এবরাহিম আদহাম, হোজায়ফা-মারয়াশি, আবু হোবায়রা বাসারী, মোমশাদ এলব দায়নুরী, আবু ইছহাক শামী জোন্নুন মিশরী, হবিবে-আজমি, দাউদ তায়ী, জোনাএদ বগদাদী, শেখ শিবলী, মারুফ কারখি, আবু এজিদ বোস্তামি "প্রভৃতি পীরগণ নবী ও ছাহাবাগণের বংশধর ছিলেন না এবং কোন পীরের বংশ ও ছিলেন না।

বড় পীর ছাহেবের পরে তাঁহার পুত্র সৈয়দ আবদুল অহহাব খলিফা হইয়াছিলেন, ইহার পরে এযাবৎ যত পীর তাঁহার তরিকার খলিফা হইয়াছেন, কেহই বড় পীর সাহেবের বংশধর নহেন।

পীর হজরত মঈনদ্দিন চিশতির খলিফা পীর কোতবদ্দীন বখতিয়ার কাকি, তাঁহার খলিফা পীর হজরত শেখ ফরিদদ্দিন গঞ্জে শাকার, তাঁহার খলিফা পীর হজরত নেজামদ্দিন আওলিয়া, তাঁহার খলিফা পীর হজরত আখিছেরাজ আওদী, তাঁহার খলিফা পীর হজরত আলায়োল হক লাহুরী ছিলেন। ইহারা কেহই পীরের বংশধর ছিলেন না।

খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী খলিফা মাওলানা ইয়াকুব চারখি ও খাজা আলাউদ্দিন গেজদেওয়ানি তাঁহাদের খফিা খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার, তাঁহার পরে মাওলানা মোহাম্মদ জাহেদ, খাজা মোহম্মদ আমকানকি ও খাজা বাকি বিল্লাহ পীর হইয়াছিলেন, ইহারা নিজ নিজ পীরের বংশধর ছিলেন না।

হজরত এমাম রাব্বানি আহমদ ছারহান্দির খলিফা শেখ আদম, তাঁহার খলিফা সৈয়দ আবদুল্লাহ, তাঁহার খলিফা শেখ আবদুর রহিম ছিলেন, ইহারা কেহই পীরের আওলাদ নহেন।

শাহ আবদুল অজিজ দেহলবির খলিফা— বেরেলীর হজরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ ছাহেব, তাঁহার খলিফা— ছুফি নুর মোহাম্মদ নেজামপুরী, মাওলানা এমামদ্দিন ছাদুল্লাপুরী, মাওলানা হাফেজ জামাল উদ্দিন ও মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী প্রভৃতি শত শত পীর ছিলেন, কিন্তু কেহই সৈয়দ ছাহেবের আওলাদ নহেন।

যদি পীরের আওলাদ জাহেরি ও বাতেনি উভয় এলম শিক্ষা না করিয়া থাকেন এবং লোকদিগকে জেকর, মোরাকাবা শিক্ষা দিতে না পারেন ও পীরের পাঁচটি শর্ত্ত আয়ত্ত না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের নিকট মুরিদ হওয়াতে কি ফল হইবে?

কেহ কেহ বলেন, সৈয়দ না হইলে, পীর হওয়া যায় না, এতৎসম্বন্ধে মধ্যম পীর জাদা জমিয়তে-ওলামার মুফতি মাওলানা আবু জাফর ছাহেবের যত্নে লিখিত বাতেল দলের মতামত কেতাবের ৩৭ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি;—

"আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন;—

ان اكرمكم عند الله اتقكم তোমাদের মধ্যে উহারাই শ্রেষ্ঠ যাহারা অধিক পরহেজগার (এবং সম্পুর্ণরূপে কোরআনের উপর আমল করে)। নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, যে আমার তরিকত মতে চলিবে সে আমার আওলাদ। বোখারি শরিফে লিখিত আছে, একদা নবি (ছাঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মানুষের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কাহারা?

তদুত্তরে নবি (ছাঃ) ফরমাইয়াছিলেন যে, আল্লাহর নিকট সম্মানী ঐ ব্যক্তি—যাহারা সমধিক মোত্তাকি। এবনোজারির রেওয়াএত করিয়াছেন যে, নিশ্চয় কেয়ামতের দিবস হছব-নছব সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হইবে না। এবনো আছাকেরের

রেওয়াএতে লিখিত আছে যে, তোমরা মুছলমান পরস্পর ভাই ভাই। যদি সৈয়দ ব্যতীত পীর না হয় ও পীরের ছেলেই পীর হয়, তবে নবি (ছাঃ)এর বাদে ছাহাবাবৃন্দ কি প্রকারে পীর হইয়াছিলেন? এবং কেবল যে তাঁহাদের ছেলের ছেলেরা পীর হইয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ছাহাবাগণের প্রত্যেকেই যে উচ্চ বংশধর ছিলেন, তাহারাও কোন প্রমাণ নাই। তারিখে এবনো খালকানে আছে যে, হজরত মা'রুফ কারফি জনৈক য়িহুদীর পুত্র ছিলেন। হজরত জাফর ছাদেক (রাঃ)এর নিকট মোছলমান হইয়া জাহেরী বাতেনী এলম শিক্ষা করতঃ অবশেষে বড় পীর সাহেবের পীরান-পীর হইয়াছিলেন।

আমাদের বঙ্গ আসামে কোন নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু মুছলমান হইলে, মুছলমান সমাজ তাহাকে সমাজভুক্ত করিয়া লইতে রাজী হয় না, এমন কি বাদিয়া বাজান্দার প্রভৃতি গোমরাহ মুছলমানগণ শরিয়তের পায়বন্দী করিলে, তাহাদের সঙ্গে বিবাহ শাদী করাত দূরের কথা, এক মজলিশে খাইতে ও এক মছজেদে নামাজ পড়িতে দেওয়া হয় না। মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের আপন ভাই খ্রীষ্টান হইয়া পুনরায় মুছলমান হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহাকে আর সমাজে গ্রহণ করা হইল না।

তুরা পাহাড়ের প্রায় ৮০ হাজার গারো, কুকি ইত্যাদি পাহাড়ী জাতিরা মুছলমান হইতে বহু চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বঙ্গ আসামের অন্ধ মুছলমান সমাজ তাহাদিগকে সমাজে খাওয়ার ও নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতে রাজি হয় নাই, এখন তাহারা খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে। রংপুরের একজন মুছলমান বাজান্দার (তাহাদের আত্মীয় স্বজনেরা বাজনা বাজাইত) খাঁটী দীনদার হইয়া যায়, তথাকার মুছলমান সমাজ তাহাকে এক মছজেদে নামাজ পড়িতে অনুমতি দেয় নাই। এজন্য ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব মাওলানা মনিরোজ্জামান সাহেব সহ তথায় গিয়া তথাকার

লোকদিগকে বহু বুঝাইলেন, বহুলোক তাঁহার হুকুম মান্য করিয়া তাহার বাটীতে দাওয়াত জিয়াফত স্বীকার করিল, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী লোক জিয়াফত স্বীকার করা দূরে থাকুক, হজরত পীর ছাহেবের উপর এনকার করিয়া বসিল। খোদার ফজলে অনেক লোক হজরতের তাবেদারী করিতেছেন, এনকারকারিরা খোদার আজাব গজবে গেরেফতার হইয়া আছে।

সাতক্ষীরার একটী মেহতরের কন্যা মুছলমান হইয়া ১০ পারা কোরআন শরিফের হাফেজ হইয়াছিল। তথাকার নামজাদা তছিরদ্দিন সরদার তাহাকে নেকাহ্ করেন। ইহাতে সাতক্ষীরার মুছলমান সমাজ তাহার সহিত এরূপ বয়কট আরম্ভ করে যে, তাহার জন-মজুর, ঘরামি, কৃষাণ সমস্ত বন্ধ করিয়া দেয়। আমি ও যশোহর-বাঁকড়ার মরহুম দেশের হাদী মাওলানা ছানাউল্লাহ সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া অনেক বুঝাইতে থাকি, কিন্তু তাহারা আমাদের উপদেশ অবহেলা করিয়া বয়কট কার্য্য বলবৎ রাখিয়া দিল। বেচারা তছিরদ্দিন সরদার কয়েক বৎসর পরে একেবারে অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়ে, শেষে তিনি তাঁহার সেই নব ইছলামধারিণী স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া ফুরফুরা শরিফে হজরত পীর ছাহেবের বাটীতে উপস্থিত হন। হজরত পীর ছাহেব তাঁহার এই নিদারুণ দুঃখের কাহিনী শুনিয়া বলিয়াছিলেন, সাতক্ষীরার লোকেরা এখনও এত বড় জাহেল হইয়া আছে, আমি তাহা জানিনা।

পরে হজরত পীর ছাহেব উক্ত স্ত্রীলোকটিকে বাটীর মধ্যে যাইতে আদেশ করেন। হজরত পীর ছাহেব বাটীর মধ্যে গমন পূর্ব্বক বড় পীর আম্মাকে বলেন, দুইখানা বাসনে ভাত তরকারি দিয়া একখানা সেই সাতক্ষীরার মেয়েটিকে খাইতে দেওয়া হউক। আর একখানা বাহিরে তছিরদ্দিন সরদারকে খাইতে দেওয়া হউক। যদি আপনি আপনার দাদা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর শাফায়াত চান, তবে ঐ মেয়েটির ঝুটা ভাত তরকারি আহার

করুন। আর আমি বাহিরে তছিরদ্দিন সরদারের ঝুটা খাইব। খোদা যদি আবু বকরের আর কোন বন্দিগী কবুল না করেন, তবে আশা করি, এই আমলের জন্য বেহেশতে দাখিল হইতে পারিব ও নবি (ছাঃ)-এর শাফায়াত হইতে বঞ্চিত হইব না, পীর আম্মা সেই হুকুম তা'মিল করিলেন। সাতক্ষীরাবাসিগণ হজরতের হৃদয় বিদারক কথা শুনিয়া এখন তাহাকে সমাজে লইয়াছে। হজরত পীর ছাহেব এইরূপ কত সহস্র পতিত ব্যক্তিকে সমাজভুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

খুলনা শোলপুর, শ্যামগঞ্জ, বারাকপুর ইত্যাদি অঞ্চলে মৎস্য ব্যবসায়ী শেখ ছোলায়মানি সম্প্রদায়কে মুছলমান বেহারারা পালকিতে লইত না। হজরত পীর ছাহেব শ্যামগঞ্জের সভাতে বলেন, ইহারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় শরিয়তের পায়বন্দী করিতেছেন, ইহাদের দলের নামজাদা আলেম সকল দেশ হেদাএত করিতেছেন, ইহাদের স্ত্রীলোকদের স্থানান্তরে যাওয়া কালে পর্দ্দা রক্ষার জন্য পালকির দরকার, কাজেই বাবা মুছলমানগণ তোমরা এজন্য আপত্তি করিও না, বরং বেহারাদিগকে এই কার্য্য করিতে অনুরোধ করিবে। তাঁহার এক উপদেশে খোদার মর্জ্জিতে এখন বেহারারা পীর ছাহেবের হুকুম মান্য করিতেছে।

কোরআন ঘোষণা করিয়াছে ঃ—

إنما المؤمنون اخوة ইহা ব্যতীত নহে যে, ঈমানদারগণ ভাই ভাই।

দুনইয়ার সমস্ত হালাল ব্যবসায়িগণ সহোদর ভাইর তুল্য। হজরত পীর সাহেব আল্লাহতায়ালার এই হুকুম অনুসারে বঙ্গ আসামের সমস্ত প্রকার পেশা অবলম্বীদিগকে সহোদর ভাইর ন্যায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

হজরত বলিয়াছেন ঃ—

الاسلام يهدم ما قبلها

"ইছলাম উহার পূর্ব্বকার সমস্ত গোনাহ লোপ করিয়া দেয়।

মুছলমানদের ধর্ম্মের হুকুম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মুচি, মেহতর, চন্ডাল ইত্যাদি যাবতীয় শূদ্র সকলেই শেরককারী, একই পর্য্যায়ভুক্ত, মুছলমান হইলে, সবই সমান হইয়া যায়। নবি (ছাঃ) ছাহাবাগণ, প্রাচীন পীরগণ সকল শ্রেণীর লোককে মুছলমান করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে কোন তারতম্য করেন নাই।

যাহারা মুচি, মুর্দ্দাফরোশ, কোল, ভীল, কুকি, নাগা প্রভৃতি যে কোন শ্রেণীর নব ইছলামধারিগণকে সমাজে লইতে ইতস্ততঃ করে, তাহারা হাশরে নবীর শাফায়াত হইতে বঞ্চিত হইবে।

হজরত (ছাঃ) বলিবেন, তোমাদের প্রতিবন্ধকতার জন্য বিজাতীয় লোকেরা ইছলামের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে নাই, আমার উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে নাই কাজেই তোমরা আমার শাফায়ত হইতে খারিজ।

বর্ত্তমানে কোন হিন্দু মুছলমান হইলে, নারী রক্ষা সমিতির পাণ্ডারা কোর্টে মোকাদ্দমা রজু করিয়া মুছলমানদিগকে হয়রান ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া থাকে, কাজেই যে বালেগ হিন্দু নরনারী মুছলমান হইতে চাহে, তাহাকে কোর্টে কিম্বা থানার পুলিশ অফিসারের নিকট স্বেচ্ছায় মুছলমান হওয়ার জন্য এক খানা দরখাস্ত করিয়া অনুমতি লইতে হইবে, তৎপরে তাহাকে মুছলমান করিলে, ক্ষতির সম্ভাবনা থকিবে না।

হজরত পীর সাহেব সহ্যগুণে পর্ব্বতের ন্যায় অচল ছিলেন, ছোট বড় যে কেহ তাঁহার নিকট মছলা মাছায়েল জিজ্ঞাসা করিত, উত্তর দিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না, বরং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাহাকে বুঝাইতেন। যদি সে দুইবার তিনবার জিজ্ঞাসা করিত, তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন না বরং হাস্য মুখে জওয়াব দিতেন। যদি কেহ তাহাকে তিরস্কার করিত, তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া

বলিতেন, এই ব্যক্তি ত আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে না, তবে আপনি কেন তিরস্কার করিতেছেন? তাহার তৃপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমি তাহাকে বুঝাইব।

তিনি অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া সুস্থা-অসুস্থ সকল অবস্থাতে লক্ষাধিক লোককে তরিকতের শিক্ষা দিয়াছেন, কখনও কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতে পারিব না বলিয়া ফেরত দেন নাই। সময় অসময় বিদেশিদের জনতা ফুরফুরা শরিফে লাগিইয়াই থাকিত, হুজুর সাধ্যানুসারে তাহাদের পানাহারের ব্যবস্থা করিতেন।

হজরত পীর সাহেবের ক্ষমাগুণ বর্ণনাতীত। হজরত নবি (ছাঃ) কে গওরছ বেনেল হারেছ হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এমতাবস্থায় তাহার হস্ত হইতে তরবারী পড়িয়া যায়, হজরত সেই তরবারি খানা লইলেন বটে, কিন্তু তাহাকে ক্ষমা করিয়া ছিলেন।

তায়েফবাসিরা হজরতের উপর কি ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল, হজরত তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন।

কোরেশকুল হজরতের উপর কি ভীষণ মর্ম্মান্তিক উৎপীড়ন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি মক্কা শরিফ অধিকার করিয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন।

আমাদের হজরত পীর সাহেব অবিকল আঁ-হজরতের এই ছুন্নতের অনুসরণ করিয়াছিলেন। নওয়াখালির মাওলানা হামেদসাহেব ফুরফুরার হজরতকে যোগী সন্ন্যাসী কাফের বলিয়া ফৎওয়া জারি করিয়াছিলেন, কিন্তু হাজিগঞ্জের বিরাট বাহাছ সভায় সেই ফৎওয়া বাতীল হওয়া সপ্রমাণ হয়, সেই সময় হজরত পীর সাহেব অযাচিত ভাবে মাওলানা হামেদ সাহেবকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন।

মোহাম্মদী সম্পাদক মৌঃ আকবর খাঁ হজরত পীর ছাহেবকে নিলর্জ্জ ভাবায় যে গালি বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে মানুষ

মাত্রের সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু আবার উক্ত মৌঃ সাহেব তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি অবলীলাক্রমে ক্ষমা করিয়া দিলেন, তাহার সমস্থ বে-আদবী ভুলিয়া গিয়া শেষ পর্যন্ত অতি সদয় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। ইহার জন্য খাঁ সাহেব হজরত পীর সাহেবের এন্তেকালের পর তঁহার যে গুণগরিমার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, খাঁ সাহেব তাঁহার ব্যবহারে এত মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার এত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

পাংশার খাতক পত্রিকার সম্পাদক মৌঃ নজিরদ্দিন সাহেব ফুরফুরার ইছালে ছওয়াবের কুৎসা ও নিন্দা কয়েক কলম ব্যপী নিজের পত্রিকায় পত্রস্থ করিয়া নিজের ও নিজের পরিজনকে মহা বিপন্ন দেখিয়া হজরত পীর সাহেবের শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হুজুর অম্লান বদনে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া মুরিদ করেন।

হুজুরের আত্মীয় ও প্রতিবেশী তাঁহার কোন ক্ষতি করিলে কখনও তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে তৎপর হন নাই।

এসেম্বলীর গত নির্ব্বাচন কালে হুজুর নিজের পুত্র মাওলানা আবদুল কাদের সাহেবকে যশোহরবাসী উকিল মৌলবী আবদুল আলি সাহেবের সমর্থন কল্পে মনিরামপুর অঞ্চলে প্রেরণ করেন, ইহাতে হুজুরের কোন খাস ভক্ত পরোক্ষ ভাবে তাহাকে অপমানিত করেন, ইহাতে হজরত পীর সাহেব অতিশয় মর্ম্মাহত হন। পরে সেই ভক্ত হুজুরের নিকট ক্ষমাপ্রর্থী হইলে, তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

এইরূপ হুজুরের কোন মুরিদ মহা অপরাধ করিলেও তিনি মাফ করিয়া দিতেন।

হজরত পীর সাহেবের দান খয়রাত বর্ণনা করা মুশকিল। তিনি বহু প্রতিবেশী দরিদ্র, বিধবা ও এতিমদিগকে গোপনে দান

করিতেন, বিধবাদিগের তত্ত্বাবধান করিতে অতি আগ্রহ শীল ছিলেন। ইছালে-ছওয়াবের সময় বহু দরিদ্রের সাহায্য করিতেন। তাঁহার বাটীতে ১৭/১৮ জন তালেবোল-এলমের জায়গীরের স্থায়ী ব্যবস্থা আছে। নিজের বাটীর বিরাট মাদ্রাছাতে বৎসরে বৎসরে যে অভাব হইত, তিনি নিজের তহবিল হইতে উহা পূরণ করিতেন।

একবার কয়েকজন তালেবোল-এলম তাঁহার সঙ্গে গোয়াল পাড়া সভার জন্য রওয়ানা হইয়া যায়, কিন্তু ধুবড়ী গিয়া পীর সাহেবের সঙ্গে তাহাদের যাওয়ার সুযোগ হইল না, ইহাদের দেশে ফিরিয়া যাওয়ার পাথেয় ছিল না। হজরত পীর সাহেব নিজ হইতে তাহাদের পাথেয় দিয়া দিলেন। এইরূপ তিনি সঙ্গী লোকদের তত্ত্বাবধান করিতেন। পীড়িতদের সেবা শুশ্রূষা করিতে যাইতেন, জানাজাতে উপস্থিত হইতেন।

তাঁহার জমিদারিতে প্রজাদের উপর অত্যাচার নাই, তাহারা সন্তান তুল্য প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, কোন প্রজার ৫/৬ বৎসরের খাজনা বাকী পড়িয়া গেলে, ২/১ বৎসরের খাজনা উসুল দিয়া বাকী খাজনা মাফ চাহিলে, হুজুর তৎক্ষণাৎ তাহাকে মাফ করিয়া দিতেন।

কেহ বিপদে পড়িলে, তিনি তাহার বিপদ উদ্ধারের চেষ্টা করিতেন। হানাফী পত্রিকা অচল প্রায় হইলে, আমি হজরত পীর সাহেবের নিকট হইতে ২০০ টাকা ধার লইতে রেঙ্গুন হইতে হানাফী অফিসে তার করি। তিনি ২০০ টাকা ধার দেন, বহু বৎসর পরে আমি উহা পরিশোধ করি। একবার তিনি নিজ হইতে ২৫ টাকা হানাফীতে সাহায্য করেন। হানাফীর অবস্থা শোচনীয় হইলে, তিনি শুবিদ আলি মোল্লা, ওয়াছেল মোল্লা, হাজি এলাহি বখ্‌শ ও মুঃ জয়নোল আবেদীন সাহেবগণকে ডাকাইয়া ৬ মাসের জন্য ২০/২৫/৩০ টাকা করিয়া মাসিক

সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

কেহ কোন চাকুরী, জায়গীর, মছজেদ ও মাদ্রাছার সাহায্যের জন্য সুপারিশ লইতে আসিলে, বিনা আপত্তি দস্তখত করিয়া দিতেন। অন্যায় ভাবে কেহ কোর্টে অভিযুক্ত হইলে, উহার তদবীর করিয়া দিতেন ও দোয়া খায়ের করিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিতেন।

তিনি কোন স্থানে গেলে, পীর আওলিয়ার মজারের কথা জানিতে পারিলে, যতদূর হউক তথায় উপস্থিত হইয়া জিয়ারত করিয়া আসিতেন। কোন গোরস্থানের নিকট দিয়া গেলে, গোর-বাসিদের জন্য দোয়া করিতেন।

তথাকার খাদেমেরা কোন বেদয়াত কার্য্য করিতে থাকিলে, উহা নিষেধ করিতেন।

নবি (ছাঃ)এর দরবারে দ্বারবান ছিল না, যে কোন লোক তাঁহার সাক্ষাৎ করিতে পারিত। এইরূপ হজরত পীর সাহেব কেবলার দরবারে কোন দ্বারবান ছিল না, ছোটবড় সকলেই তাঁহার জিয়ারত লাভে আনন্দিত হইত, নিজের মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করিতে সুযোগ পাইত।

হজরত পীর সাহেবের সহিত কেহ মোছাফাহা করিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি সানন্দে মোছাফাহা করিতেন, পক্ষান্তরে কতক পীর কাহারও সহিত মোছাফাহা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়া থাকেন, কেহ বাধ্য হইয়া মোছাফাহা করিলেও সাবান দ্বারা হাত ধৌত করিয়া থাকেন।

সমাগত আলেমদের মান মর্য্যাদার প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখিতেন, সেইরূপ অশিক্ষিতদের প্রাপ্য সম্মান যথোচিত ভাবে সম্পাদন করিতেন। আমির জমিদারদের যেরূপ সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, গরিব দরিদ্রের প্রতি সেইরূপ দয়া অনুগ্রহ করিতেন।

অন্যান্য পীরদের ন্যায় লেবাছ পোষাকে তাঁহার কোন আড়ম্বর ছিল না, তিনি সুতী কিম্বা পশমি লম্বা পিরহান ব্যবহার করিতেন, আচকান ব্যবহার করিতে তাঁহাকে দেখি নাই। পিরহানে ঘুন্ডি ব্যবহার করিতেন। লম্বা পিরহানের নীচে নিম আস্তিন কোরতা ব্যবহার করিতেন। কখন পায়জামা, কখন তহবন্দ ব্যবহার করিতেন। প্রস্রাব পায়খানার তহবন্দ আলাহেদা, নামাজের তহবন্দ আলাহেদা ছিল। মস্তকে আরবি টুপি, পায়ে ছলিমশাহি জুতা ব্যবহার করিতেন। একখানা রুমাল ব্যবহার করিতেন। নামাজে পাগড়ী ব্যবহার করিতেন, অন্যান্য সময় দৈবাৎ পাগড়ী ব্যবহার করিতেন, অনেক ক্ষেত্রে কেবল টুপী ব্যবহার করিতেন।

দৈবাৎ আবা চোগা ব্যবহার করিতেন, হজরত পীর সাহেব বলিয়াছেন, বাবা, উহা ব্যবহারে গরিমা হয়, এই হেতু উহা ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছি।

তিনি খ্রীষ্টান, হিন্দু ও শিয়াদের পোষাক ব্যবহার করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিতেন।

তিনি অধিকাংশ সময় চাউলের ভাত খাইতেন, হালওয়া গোস্ত, মৎস্য ও ঘৃত ব্যবহার করিতেন, যখন যাহা সুযোগ হইত তাহাই খাইতেন। যদি কোন তরকারী লঙ্কা ঝাল ইত্যাদির জন্য খাওয়ার অযোগ্য হইত, তবে উহার দুর্ণাম না করিয়া খাওয়া ত্যাগ করিতেন।

খাদ্য সামগ্রীর অবিশিষ্টাংশ উহার মালিকের অনুমতি লইয়া সঙ্গীদিগকে দিতেন।

গরম দুধ মিসরিসহ পান করিতেন। মুর্গী ও বকরির গোস্ত অধিকাংশ সময় ভক্ষণ করিতেন, দৈবাৎ গো-গোস্ত ভক্ষণ করিতেন।

শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য না খাইলে, তিনি লক্ষ লক্ষ মুরিদকে তাওয়াজ্জোহ দিতে ৫/৬ ঘন্টা দাঁড়াইয়া অৰ্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ওয়াজ নছিহত করিতে সক্ষম হইতেন কিরূপে?

দুই চারিটি বেশরা ফকির গো-গোস্ত খাওয়া তরিকতের পথের কন্টক বলিয়া প্রকাশ করে, ইহা তাহাদের ভুল ধারণা। খোদা কোরআন শরিফে গো, উট, ছাগল ও মেষের গোস্ত খাইতে আদেশ করিয়াছেন। নবি (ছাঃ) গরু কোরবানি করিয়াছেন। সমস্ত গোস্ত অপেক্ষা গো-গোস্ত বেশী শক্তি উৎপাদক, অথচ লঘু পথ্য ইহা ডাক্তারদের সিদ্ধান্ত মত গো-গোস্ত না খাইলে মুছলমানগণ যোদ্ধা ও বীর জাতিতে পরিণত হইতে পারিতেন না।

কোরআন শরিফের ছুরা আরাফের ৪ রুকুতে আছে ;—

قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحيوة الدنيا خالصة يوم القيمة *

"তুমি বল, আল্লাহতায়ালার সৌন্দর্য্যজনক বিষয়গুলি যাহা তিনি নিজ বান্দাগণের জন্য বাহির করিয়াছেন এবং পাক রুজি কোন ব্যক্তি হারাম করিয়াছে? তুমি বল, ইহা ইমানদারদিগের জন্য এই দুনইয়াতে, বিশেষতঃ কেয়ামতের দিবস।"

মুছলমানগণ কাপড় পরিধান করিয়া ও গোস্ত, চর্ব্বি ভক্ষণ করিয়া তওয়াফ করিতেছিলেন, সেই সময় মোশরেকগণ তাহাদের উপর দোষারোপ করিতেছিল, সেই সময় এই আয়ত ন্যাজেল হইয়াছিল।—রুহোল বায়ান, ১/৭১৫।

কোরআন ছুরা মায়েদা, ১২ রুকুতে আছে ;—

يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبت ما احل الله لكم و لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين و كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا و اتقوا الله الذى انتم به مؤمنون *

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ যাহা হালাল করিয়াছেন, তোমরা

তাহা হারাম করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারিদিগকে ভাল বাসেন না।

আর আল্লাহ যে পাক হালাল বস্তু তোমাদিগকে জীবিকা স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন তাহা ভক্ষণ কর এবং যে আল্লাহর উপর তোমরা বিশ্বাস স্থান করিয়াছ তাহাকে ভয় কর।"

উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় তফছিরে-মায়ালেম ও খাজেনের ২/৭০ পৃষ্ঠায়, মাদারেকের ২/২৩৪ পৃষ্ঠায়, কবিরের ৩/৪৫২ পৃষ্ঠায়, এবনো-জরিরের ৭/৬-৮ পৃষ্ঠায় ও বয়জবির ২/১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

একদল ছাহাবা ভাল ভাল খাদ্য ভক্ষণ ও সুস্বাদু শরবত পান ত্যাগ করিতে, বৎসর ব্যাপি রোজা ও রাত্রি জাগরণ করিতে, চট পরিধান করিতে, জমিতে পর্য্যটন করিতে, লিঙ্গ ছেদন করিতে, স্ত্রী ও সুগন্ধি বর্জ্জন করিতে এবং মাংস চর্ব্বি ভক্ষণ ত্যাগ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিতেছিলেন। তখন হজরত বলিয়াছিলেন, আমি ঐরূপ কার্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হই নাই, আমি মাংস ও তৈলাক্ত বস্তু খাইয়া থাকি, রোজা এবং এফতার করিয়া থাকি, স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি আমার ছুন্নতের প্রতি এনকার করিবে, আমার পথভ্রষ্ট হইবে।

নবি (ছাঃ) মুরগি, ফালুদা ভক্ষণ করিতেন, হালওয়া ও ঘৃত পছন্দ করিতেন। পীর শ্রেষ্ঠ হাছান (বাসারি) তৈল পরিপক্ক মোরগ ও ফালুদা ইত্যাদি রকম খাদ্য খাইতে বসিয়া ফরকদকে না দেখিয়া বলিলেন যে সে কি রোজা রাখিয়াছে? তাহারা বলিলেন না। সে এই রকম খাদ্য খাওয়া পছন্দ করে না, ইহাতে তিনি তাঁহাকে ভর্ৎসনা করেন। লোকে উক্ত হাছান বাছারিকে বলিয়াছেন যে, অমুক ফালুদা খায় না। সে বলিয়া থাকে, আমি উহার শোকর আদায় করিতে পরিব না, তিনি বলিয়াছিলেন। সে ঠান্ডা পানি পান করে কি? তাহারা বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন,

সে জাহেল, ফালুদা অপেক্ষা ঠান্ডা পানি বড় নেয়ামত।

হজরত পীর সাহেব কয়েকটি নেকাহ করিয়াছিলেন।

কোরআন শরিফে আছে ;—

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و ربٰع ●

"তোমরা তোমাদের পছন্দ অনুসারে (এক হইতে) দুই, তিন, চারিটি নেকাহ করিতে পার।

মেশকাত, ২৭৪ ;—

امسك اربا و فارق سٓئرهن □

"নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তুমি চারিটি স্ত্রী রাখিয়া অবশিষ্ট গুলি ত্যাগ কর।"

আমাদের নবি (ছাঃ) ১৫টি নেকাহ করিয়াছিলেন, কয়েকটি তালাক দিয়াছিলেন, ১৩টির সঙ্গে সঙ্গম করিয়া ছিলেন। একত্রে ১১টি লইয়া বসবাস করিয়াছিলেন। ৯টি ত্যাগ করতঃ এন্তেকাল করিয়াছিলেন।—তহজিবোল আছমা ১/২৭।

অনেক স্ত্রীলোক স্বামী হীনা নিরুপায় অবস্থাতে ছিল, তাহাদের সতীত্ব রক্ষার ও ভরণ পোষণের উপায় ছিল না, এই হেতু নবি (ছাঃ) তাহাদের সতীত্ব রক্ষা ও ভরণ পোষণ করার জন্য কয়েকটী বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা আরও স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধীয় অনেক গুপ্ত মাছায়েল আছে যাহা সভাস্থলে পুরুষদিগের নিকট প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, এই হেতু হজরত কয়েকটি বিবাহ করিয়াছিলেন, যেন তাহাদের কর্তৃক উক্ত মছলাগুলি উম্মতের নিকট প্রকাশ হইতে পারে। হজরতের স্ত্রীগণের নাম, খাদিজা, আয়শা, ছওদা, হাফছা, ওম্মে-হবিবা, উম্মে-ছালমা, জয়নব, ময়মূনা জোয়ায়রিয়া, ছফিয়া এই দশজন আর মারিয়া ও রায়হানা এই দুটি দাসী ছিল। তহজিবোল-আছমা, ১/২৩।

হজরত নবি (ছাঃ) হেজরতের দুই কিম্বা তিন বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৫১ কিম্বা ৫০ বৎসর বয়সে হজরত আএশার সহিত নেকাহ করিয়াছিলেন, সমধিক ছহিহ মতে তখন হজরত আএশার বয়স ৬ বৎসর ছিল।—তহজিবোল আছমা, ২/৩৫১।

স্ত্রীলোকের অলিগণ একজন জামানার মোজাদ্দেদ জবরদস্ত পীরের সহিত কন্যা বিবাহ দিতে পারিলে, দুনইয়াতে গৌরবান্বিত ও পরকালে উপকৃত হইতে পারিবেন, এই হেতু তাঁহারা অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেন, হজরত পীর সাহেব ছুন্নত আদায় করার নিয়তে এবং অধিক আওলাদ হইলে, নবির উম্মত বৃদ্ধি হইবে এবং তাহারা পীর ও আলেম হইলে, ইছলাম প্রচার পক্ষে সমধিক সুযোগ লাভ হইবে, এই হেতু কয়েকটি বিবাহ করিয়াছিলেন।

কোরআন শরিফের ছুরা হাদিদে আছে ;—

رهبانية ن ابتدعوها ما كتبنها عليهم الا ابتغاء
رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ✪

"খ্রীষ্টানগণ সংসার বৈরাগ্যকে আল্লাহর সন্তোষলাভ উদ্দেশ্যে নিজ হইতে আবিষ্কার করিয়াছিল, আমি উহা ফরজ করি নাই, কিন্তু তাহারা উহার উপযুক্ত রক্ষনাবেক্ষণ করিতে পারে নাই।"

হাদিছে আছে ;—

لا رهبانية فى الاسلام

"স্ত্রীপরিজন ত্যাগ করতঃ বৈরাগ্য অবলম্বন করা ইছলামের রীতি নহে।"

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছে আছে ;—

عن انس رض قال جاء ثلثة رهط الى ازواج النبي
صلى الله عليه و سلم يسألون عن عبادة النبي صلعم
فلما اخبروا بها فكانهم تقالوها فقالوا اين نحن من

النبى صلعم و قد غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر فقال احد هم اما انا فاصلى الليل ابدا و قال الآخر انا اصوم النهار و لا افطر و قال الآخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدأ فجاء النبى صلعم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا كذا اما و الله انى لاخشا كم لله و اتقا كم له لكنى اصوم و انطر و اصلى و ارقد و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى ●

(হজরত) আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, তিনটী লোক নবি (ছাঃ)এর বিবিদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া নবি (ছাঃ) এর এবাদত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যখন তাহাদিগকে তৎসম্বন্ধে সংবাদ প্রদান করা হইল, তাহারা যেন উহা অপর্য্যাপ্ত মনে করিতেন। তৎপরে তাহারা বলিলেন, আমাদের সঙ্গে নবি (ছাঃ) এর সম্বন্ধ কি? আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে নবুয়তের পূর্বে ও পরের গোনাহ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাহাদের একজন বলিয়াছিল, আমি সমস্ত রাত্রি নামাজ পড়িয়া থাকি। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, অনবরত দিবসে রোজা রাখিব, কখনও রোজা ভঙ্গ করিব না। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, আমি স্ত্রীলোকদিগের সংস্রব ত্যাগ করিব, কখনও বিবাহ করিব না। পরে নবি (ছাঃ) তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমরা কি এইরূপ এইরূপ বলিয়াছ? খোদার কছম নিশ্চয় আমি তোমাদের চেয়ে সমধিক খোদা ভীরু এবং তোমাদের চেয়ে সমধিক পরহেজগার, কিন্তু আমি রোজা করি, রোজা ভঙ্গ করিয়া থাকি। নামাজ পড়িয়া থাকি, শুইয়া থাকি, স্ত্রীলোকদের সহিত নেকাহ করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি আমার ছুন্নত হইতে বিমুখ হয়, সে আমার তরিকা ভ্রষ্ট হইল।

ইহাতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীপরিজন সহ সংসারে বিজড়িত থাকিয়া এবাদত বন্দিগী, মোরাকাবা ও মোশাহাদাতে নিমগ্ন

থাকাই বেশী ফলদায়ক।

মাওলানা রুমি বলিয়াছেন ;—

چیست دنیا از خدا غافل بودن
نی قماش و نقره فرزند و زن

দুনইয়া কাহাকে বলে? খোদাকে ভুলিয়া থাকা। বিষয়পত্র, টাকাকড়ি, সন্তান ও স্ত্রী দুনইয়া নহে। তফছিরে রুহোল-বয়ান, ১/৬৮৯।

হজরত (ছাঃ) ওছমান বেনে মজউনকে বলিয়াছিলেন, কি হইয়াছে, উক্ত সম্প্রদায়ের যাহারা স্ত্রীলোক সকল, খাদ্য সুগন্ধিবস্তু, নিদ্রা ও দুনইয়ার কাম্য বিষয়গুলি হারাম করিয়াছে, আমি তোমাদিগকে পাদরি ও তাহাদের দরবেশ হইতে আদেশ দিতেছি না, গোস্ত ও স্ত্রীলোক ত্যাগ করা আমার দীন নহে, না গির্জাঘর প্রস্তুত করা আমার ধর্ম্ম। আমার উম্মতের দেশ ভ্রমণ রোজা করা, তাহাদের সংসার বৈরাগ্য এবাদতে সাধ্য সাধনা করা। তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, তাহার সহিত কোন বিষয়ের শরিক করিও না। হজ্জ কর, ওমরা কর, নামাজ সুসম্পন্ন কর, জাকাত প্রদান কর, রমজানের রোজা কর, সোজা পথে থাক, আল্লাহ তোমাদের জন্য সোজা ব্যবস্থা করিবেন। তোমাদের পূর্ব্বকার উম্মতের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহারা নিজেদের পক্ষে কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই হেতু আল্লাহ তাহাদের উপর কঠোর হুকুম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাদের অবশিষ্ট লোকগুলি গির্জাঘরে ও উপাসনালয়ে রহিয়া গিয়াছে।

ওছমান বেনে মজউন (রাঃ) নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ; আমার মনে ইচ্ছা হয় যে, খাসি হইয়া যাই, আপনি আমাকে ইহার অনুমতি দিন। হজরত বলিলেন, তুমি ইহা করিও না, রোজা রাখাই আমার উম্মতের খাসী

হওয়ার ব্যবস্থা। তিনি বলিলেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, পর্ব্বত শৃঙ্গে থাকিয়া বৈরাগ্য ব্রত পালন করি। হজরত বলিলেন, না, আমার উম্মতের বৈরাগ্য ব্রত নামাজের অপেক্ষাতে মছজেদে উপবিষ্ঠ থাকা। তিনি বলিলেন; আমার ইচ্ছা হয়; সমস্ত টাকা কড়ি ত্যাগ করি। হজরত বলিলেন; না; কেননা মধ্যে মধ্যে তোমার ছদকা করা; নিজের জীবনকে ও পরিজনকে ভিক্ষা বৃত্তি হইতে রক্ষা করা; দরিদ্র ও এতিমদিগের প্রতি দয়া করিয়া তাহাদিগকে দান করা উহা অপেক্ষা উত্তম।

তিনি বলিলেন; আমার ইচ্ছা হয় যে, নিজের স্ত্রী খণ্ডলাকে তালাক দিই। হজরত বলিলেন; না। আমার উম্মতের হেজরতের অর্থ আল্লাহ যাহা হারাম করিয়াছেন; উহা ত্যাগ করা; কিম্বা আমার জীবদ্দশাতে আমার নিকট হেজরত করিয়া আসা কিম্বা আমার এন্তেকালের পরে আমার গোর জিয়ারত করা, অথবা একটী, দুইটী; কিম্বা চারিটি স্ত্রী ত্যাগ করিয়া এন্তেকাল করা।

তিনি বলিলেন, যদি আপনি আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে নিষেধ করেন, তবে আমার ইচ্ছা হয় যে, তাহার সহিত সঙ্গম না করি। হজরত বলিলেন, না, কেননা যদি কোন মুছলমান নিজের স্ত্রী কিম্বা ক্রীতদাসীর সহিত সঙ্গম করে এবং উক্ত সঙ্গমে সন্তানের স্থিতি না হয়, উহা তাহার জন্য বেহেশতের খাদেম হইবে। আর উহাতে সন্তান হইয়া তাহার পূর্ব্বে মরিয়া গেলে, কেয়ামতের জন্য অগ্র প্রেরিত ও শাফায়াতকারী হইবে। আর তাহার পরে মরিলে কেয়ামতের দিবস জ্যোতি হইবে।

তিনি বলিলেন, আমার ইচ্ছা হয় গোস্ত ভক্ষণ না করি, হজরত বলিলেন, না, আমি গোস্ত পছন্দ করিয়া ভক্ষণ করি। যদি আমি খোদার নিকট প্রত্যেক দিবস উহা আমাকে খাওয়াইতে ছওয়াল করিতাম তবে তিনি উহা আমাকে খাওয়াইতেন। তিনি বলিলেন, আমার ইচ্ছা হয় যে কোন সুগন্ধী স্পর্শ করিব না।

হজরত বলিলেন না, কেননা হজরত জিবরাইল (আঃ) আমাকে দিনান্তর উহা ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং জুমার দিবস উহা ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। হে ওছমান, তুমি আমার ছুন্নত ত্যাগ করিও না, যে ব্যক্তি আমার ছুন্নত ত্যাগ করতঃ বিনা তওবা মরিয়া যায়, ফেরেশতাগণ কেয়ামতের দিবস তাহার চেহারাকে আমার হাওজ হইতে অন্য দিকে ফিরাইয়া দিবেন।

একজন বলিয়াছিল, আমি خبيص 'খবিছ' (খোর্ম্মা ও তৈল হইতে প্রস্তুত এক প্রকার খাদ্য) খাইয়া থাকি না, ইহাতে কাজি এয়াজ বলিয়াছিলেন, যদি তুমি উহা খাইয়া পরহেজগারি করিতে, তবে ভাল হইত। আল্লাহ বিশুদ্ধ হালাল বস্তু খাওয়া না পছন্দ করেন না। তুমি তোমার পিতা মাতার কিরূপ উপকার করিয়া থাক? আত্মীয়দের হক কিরূপ বজায় করিয়া থাক? প্রতিবেশিদের সহিত কিরূপ সহানুভুতি করিয়া থাক? মুছলমানদিগের উপর কিরূপ দয়া অনুগ্রহ করিয়া থাক? কিরূপ রাগ সম্বরণ করিয়া থাক? যে তোমার উপর অত্যাচার করিয়াছে তাহাকে কিরূপ ক্ষমা করিয়া থাক? যে, তোমার অপকার করিয়াছে, তুমি কিরূপ তাহার উপকার করিয়া থাক? কিরূপ লোকের যাতনা সহ্য করিয়া থাক? উক্ত খাদ্য ত্যাগ করা অপেক্ষা এই কার্য্যগুলি করা তোমার পক্ষে প্রয়োজনীয়।

অত্যাধিক সংসার বৈরাগ্য এবং সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্যগুলি সম্পূর্ণ বর্জ্জন অবলম্বনে অন্তর ও মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা সৃষ্টি করে।

উক্ত প্রকার দুর্ব্বলতাতে চিন্তাশক্তি আহত হইয়া পড়ে, ইহাতে কুওয়াতে-নজরিয়া সংক্রান্ত কামালাতগুলি ফওত হইয়া যায় ও কুওয়াতে আমালিয়া সংক্রান্ত কামালাতগুলির হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া যায়, কেননা এই কামালাতগুলির পূর্ণতা কুওয়াতে নজরির পূর্ণতার উপর নির্ভর করে।

আরও পূর্ণ বৈরাগ্যব্রত দুনইয়ার ধ্বংস, কৃষি ও বংশ লোপ করিয়া দেয়। যখন দুনইয়া ও আখেরাতের আবাদি বৈরাগ্য ব্রত ত্যাগ করার, মা'রেফাত, মহব্বত ও এবাদত করার উপর নির্ভর করে, তখন জ্ঞান স্বীকার করে যে, পবিত্র ও হালাল বস্তু মনুষ্যের পক্ষে হারাম নহে।

হজরত পীর সাহেব প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য পৃথক পৃথক ঘর বাড়ী তাঁহার প্রাপ্য অংশ, প্রত্যেক পুত্র ও কন্যার প্রাপ্য এমনভাবে শৃঙ্খলার সহিত দিয়া গিয়াছেন যে, কাহারও কিছু বলিবার সুযোগ নাই।

তাঁহাদের নিয়মিত হক আদায় করিয়া, এতবড় মাদ্রাছা পরিচালিত করিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে হেদাএত করিয়া ও তা'লিম তাওয়াজ্জোহ দিয়া ৯৬ বৎসর কালাতিপাত করিয়া গিয়াছেন, ইহা কম অলৌকিক কার্য্য নহে।

হজরত পীর সাহেবের ধৈর্য্য (ছবর), তাঁহাকে অতিশয় বিপন্ন ও পীড়িত হইলেও দুঃখিত ও মলিন মুখ দেখা যাইত না, দেশে কি বিদেশে বিরাট জমাত পরিবেষ্টিত থাকিতেন, সেই পীড়া অবস্থাতে লোকদিগকে তাওয়াজ্জোহ তা'লিম দিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না, মছলা মাছায়েলের জওয়াব দিতে কষ্ট বোধ করিতেন না।

দীর্ঘকাল পীড়িত থাকা সত্ত্বেও মোরাকাবা মোশাহাদা করিতে ভুলিতেন না।

হজরত পীর সাহেবের এবাদত বন্দিগী

ফজরে নামাজ পড়িয়া জেকর, মোরাকাবা ও মোশাহাদা

শেষ করিয়া জেকের ও মোরাকাবা কারিদিগকে তাওয়াজ্জোহ তা'লিম দিতেন। এশরাক পড়িয়া পুনরায় তাহাদিগকে তালিম দিতেন। ইশরাক কখন দুই রাকয়াত, কখন চারি রাকয়াত পড়িতেন। চাস্ত নামাজ কখন ৬ রাকয়াত, কখন ৮ রাকয়াত পড়িয়া আহার করিতেন। ইহার পর একটু শয়ন করিতেন, এই শয়ন করা ছুন্নত। জোহর আউওল ওয়াক্তে পড়িতেন। কখনও এশরাকের পরে, কখন জোহরের পরে মাদ্রাছার দিকে যাইতেন। অনেক সময় জোহর হইতে আছর, মগরেব এশা পর্যন্ত তরিকত পন্থিদিগকে ছলুক শিক্ষা দিতেন। কখন ইশরাকের পরে, অধিক সময়ে জোহরের পরে কোরআন মজিদ তেলাওয়াত করিতেন। সময় সময় হাফেজদিগের দ্বারা কোরআন মজিদ শুনিতেন, কখনও উহার আছরে অস্থির হইয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন, কখনও অশ্রুপাত হইত, কখনও মুখ হইতে আল্লাহ আল্লাহ শব্দ বাহির হইত, ইহাতে তরিকতপন্থিগণ আত্ম-বিস্মৃত সাগরে মগ্ন হইয়া পড়িতেন। এশার নামাজের পরে বাড়ীর মধ্যে, কখন হোজরা শরিফে বিশ্রাম করিতেন।

অধিকাংশ রাত্রে তাহাজ্জদ নামাজ পড়িয়া দরূদ শরিফ পড়িতে পড়িতে ফজর করিতেন।

হজরত পীর সাহেবের এন্তেকালের পূর্ব্ব ও পশ্চাতের ঘটনাবলী

গয়ার শাহ মির মোহম্মদ আলি সাহেব বলিয়াছেন, আমি বৃহস্পতিবারে টীকাটুলিতে কাশফ অবস্থাতে দেখিতে পাইলাম যে,

আছমানের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, হজরত পীর সাহেব আরশ মোয়াল্লাতে কুরছির উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে সাদা নুর দোলায়মান হইতেছে। হজরত পীর সাহেব বলিলেন, হে শাহ সাহেব, আমার নিকট আইস, ইহা কোন নুর তুমি কি জান, ইহা তাজাল্লির নুর।

বৃহস্পতিবারের রাত্রে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম, ফুরফুরা শরিফে বাঁশ কাটা হইতেছে, তথায় দুইটা লাশ বাহির করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় হজরত পীর সাহেবকে সন্ধান করিতে লাগিলাম, দেখি, তিনি আলিশান অট্টালিকাতে কুরছির উপর আছেন। হুজুর আমাকে হাত্তের ইশারা করিয়া বলিলেন, হে শাহ সাহেব আমি চলিয়া আসিয়াছি, তুমি সত্ত্বর ফুরফুরা শরিফে চলিয়া আইস। আমি সকালে রওয়ানা হইয়া ফুরফুরা শরিফে পৌঁছিয়া দেখি, হুজুর এন্তেকাল করিয়াছেন। আর একটি পরহেজগার স্ত্রীলোক ঐ সময়ে এন্তেকাল করিয়াছেন।

ছুফি তাজাম্মোল-হোসেন সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র মৌঃ আবু ছায়াদাত মোহম্মদ হোছেন সাহেব বলিয়াছেন, মৌলবী শফি সাহেব কয়েকজন লোকসহ বৃহস্পতিবার দিবা গত রাত্রে ১/২টার সময় কলিকাতার দিক্ হইতে হাজি এলাহি বখশ সাহেবের বাটী অতিক্রম করিয়া ময়দানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, হজরত পীর সাহেবের বাটী যেন সাদা ধবধবে হইয়া গিয়াছে, আর যেন উহার উপরি অংশে কয়েকটী 'ডে-লাইট' জ্বালান রহিয়াছে।

হজরত পীর সাহেবের জামাতা আকুনি নিবাসী মৌলবী কাজি আবদুল মান্নান সাহেব ও চট্টগ্রাম নেজামপুরের ইছাখালির মাওলানা এছমাইল সাহেব বলিয়াছেন বৃহস্পতিবার রাত্রি ১/২টা হইতে ফজর পর্য্যন্ত হজরত পীর সাহেবের বাটী গোরস্তান পর্য্যন্ত নুরে নুরানি (আলোক পরিপূর্ণ) দেখিতে পাইলাম।

ছুফি সাহেবের পুত্র ও আকুনির মৌলবী আবদুল মান্নান সাহেব বলিয়াছেন, আমরা সেই রাত্রে এক বোজর্গের গোর জিয়ারত করিতে গিয়াছিলাম, তথা হইতে আসা কালে হজরত পীর সাহেবের বাটীর উপর ডে-লাইটের আলোকের ন্যায় আলোক দেখিতে পাইয়াছি।

উক্ত মৌলবী আবাদুল মান্নান সাহেব ও পীরজাদাগণ বলিয়াছেন, এন্তেকালের তিন চারি দিবস পূর্ব্ব হইতে হজরত পীর সাহেবের চেহারা মোবারক কেবলা মুখী হইয়া গিয়াছিল, কিছুতেই অন্যদিকে ফিরিয়া ছিল না, বাটীর লোকে শরবত ইত্যাদি দিলে হুজুর পাছের দিকে হাত লম্বা করিয়া লইতেন, কিন্তু মুখ ফিরাইতেন না। কলিকাতার ডাক্তার এ, কে, বোস পূর্ব্বদিক হইতে পীর সাহেবকে কয়েকবার ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু পীর সাহেব উত্তর দিলেন না ও মুখ ফিরাইলেন না। হজরত পীর সাহেব কয়েক দিবস মোশাহাদা সাগরে নিমর্জ্জিত অবস্থাতে ছিলেন, ইহাতে দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল, এক ধেয়ানে, এক চিন্তাতে তাজাল্লি সাগরে ডুবিয়াছিলেন, ইহাকে استغراق বলা হয়। ইহা সত্ত্বেও তিনি বেহুশ ছিলেন না, যদি তাঁহাকে ঔষধ আনার কথা বলা হইত, তিনি না বলিতেন। পীরজাদাগণ বলেন, পীর সাহেবের এস্তেগরাকের ফয়েজ এত প্রবল ছিল যে, আমরা ছুরা ইয়াছিন পড়িতেছিলাম, এক দুই বারের পরে আমাদের উপর এস্তেগরাকের ফএজ এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, আমাদের মুখ হইতে কোরআন পাঠ বন্ধ হইতেছিল। বড় পীরজাদা বিব্রত হইয়া আল্লাহোআকবর শব্দ বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, এই শব্দ বাহিরের লোক শুনিতে পাইয়াছিল। হজরত পীর সাহেবের শরীরের কম্প এবং উহা হইতে জেকরের শব্দ দেখা ও শুনা যাইতেছিল, এমনকি ঘরের মধ্যে পীর মাতা ও ভগ্নিদের শরীরও আল্লাহতায়ালার

জেকরে কম্পিত হইতেছিল।

হজরত পীর সাহেবের এন্তেকালের সময় তাঁহার নিকট তাঁহার পাঁচটী পুত্র, তাঁহার নাতি মৌলবী সৈয়দ দেলাওয়ার হোছেন, কাজি মোহাম্মদ ছয়ফুল্লাহ ও ছুফি আবদুল জব্বার সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

গয়া জেলার শাহ সাহেব, মাওলানা আবদুদ্দাইয়ান, ডাক্তার আবদুল মালেক, মাওলানা হাফিজুল্লাহ ও মাওলানা আবুজাফর সাহেবগণ গোছল দিয়াছিলেন।

তাঁহার গোছলের সময় হুজুরের পাঁচ ছাহেবজাদা, নওয়াখালীর মাওলানা হাফিজুল্লাহ সাহেব, তথাকার মাওলানা মোজাফ্‌ফর হোছেন ছাহেব, নদীয়ার মাওলানা জামালদ্দিন ছিদ্দিকি ছাহেব, কুমিল্লার মাওলানা আবদুল খালেক ছাহেব, হুগলীর মাওলানা হাফেজ নেছার আহমদ ছাহেব, হুগলীর হাফেজ আবদুল লতিফ ছাহেব, কলিকাতার মৌলবী শফিউল্লাহ, গয়ার শাহ মীর মহম্মদ আলি ছাহেব, হুগলীর শাহ নুর মোহাম্মদ ছাহেব, হুগলীর হাজী আবদুল মাওলা ছাহেব, হুগলীর মুন্‌শী মতলুবোর রহমান ছাহেব, হুগলীর মওলবী ছয়ফুল্লাহ ছাহেব, মাওলানা দেলাওয়ার হোছেন ছাহেব, মাওলানা হাজী আবদুদ্দাইয়ান ছাহেব ও ডাক্তার আবদুল মালেক ছাহেব উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ মৌলবী দেলাওয়ার হোছেন ও মৌলবী আবুছায়াদাত মোহাম্মদ হোছাএন ছিদ্দিকি সাহেবদ্বয় পানি আনিয়া দিতেছিলেন।

পীরজাদা মাওলানা আবু জাফর সাহেব বলিয়াছেন, আমি একবার হুজুরের চেহারা মোবারক আর একবার কদম মোবারক দেখিতেছিলাম, এরূপ নূর আমার চক্ষে প্রকাশিত হইতেছিল যে, আমার চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছিল।

গয়ার শাহ মির মোহম্মদ সাহেব বলিয়াছেন, গোছল দেওয়া কালে হুজুরের চেহারাতে নূর চমকিতে দেখিতেছিলাম,

উহাতে একটু কালিমা পরিলক্ষিত হইতেছিল, কিন্তু কাফন দেওয়া কালে তাঁহার চেহারা লাল রং বিশিষ্ট দেখিতেছিলাম। আর দফন করা কালে তাঁহার চেহারা কর্পূরের ন্যায় সাদা ধবধবে হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, আমি যখন পীর সাহেবকে নামাইতে ছিলাম, তখন তাঁহার ওজন ৩/৪ সের বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। হজরত পীর সাহেবের গোরে নামান কালে, পাঁচ পীরজাদা, বরিশালের মাওলানা নেছার উদ্দিন ছাহেব, নদীয়ার মাওলানা জামালদ্দিন ছাহেব, মাওলানা আবদুদ্দাইয়ান ছাহেব, হুগলীর মৌলবী দেলাওয়ার হোছেন ছাহেব, ঢাকার মৌলবী আবদুছ ছাত্তার ছাহেব, কলিকাতার মৌলবী শফিউদ্দিন আহমদ ছাহেব, হুগলীর ছুফী আবদুল জব্বার ছাহেব ও গয়ার শাহ মীর মোহম্মদ আলি সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

উপর হইতে মৌলবী দেলাওয়ার হোছেন ও মাওলানা জামালদ্দিন সাহেবদ্বয় মস্তক ধরিয়া, গয়ার শাহ মির মোহম্মদ ছাহেব এক হাতে মহাড়া, অন্য হাতে পার্শ্বদেশ ধরিয়া চতুর্থ পীরজাদা মৌলবী নজমোছ-ছায়াদাত ছাহেব কদম মোবারক ধরিয়া গোরের মধ্যস্থিত লোকদের হস্তে সোপর্দ্দ করিয়াছিলেন।

হজরত পীর সাহেব বৃহস্পতিবার দিবাগত শুক্রবার ভোরে ৫টা ৪৫ মিনিটের সময় এন্তেকাল করিয়াছিলেন; আর শনিবার বৈকাল প্রায় ৫টার সময় তাঁহার জানাজা নামাজ সম্পন্ন হয় এবং অনুমান সাড়ে ৫ টায় তাঁহাকে দফন করা হয়।

ফুরফুরার বিখ্যাত দাএরা শরিফের সম্মুখস্থ প্রাচীন গোরস্থানের মধ্যে যেখানে পীর সাহেবের ৫ম পুরুষের উর্দ্ধের দুইজন অলির মজার আছে। অর্থাৎ হজরত মাওলানা মোস্তফা মদনীর দুই সাহেবজাদা হজরত হাজী মাওলানা অজিহদ্দিন মোজতবা এবং হজরত মাওলানা নুরুদ্দিন মোত্তাদা সাহেবদ্বয়ের মজার আছে; তাহার পূর্ব্ব পার্শ্বে প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে

হজরত পীর সাহেব একটী গোর কাঁচা ইট দ্বারা নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং অছিএত করিয়াছিলেন যে, আমাকে সম্ভব হইলে, উহাতে যেন দফন করা হয়। সেই গোরে হজরত পীর সাহেবকে দফন করা হইয়াছে।

তফছির কবিরি, ৫৬৬ পৃষ্ঠায় ;—

و من حفر لنفسه قبرا فلا باس به و يوجر عليه كذا عمل عمر بن عبد العزيز و الربيع بن خيثم وغيرهما ذكره فى التاتارخانية *

"যে ব্যক্তি নিজের জন্য কবর খনন করিয়া রাখে, উহাতে দোষ নাই, ইহাতে ছওয়াব লাভ হইবে। ওমার বেনে আবদুল আজিজ, রবি বেনে খয়ছম প্রভৃতি উহা করিয়া ছিলেন, ইহা তাতার খানিয়াতে আছে।

তাঁহার জানাজাতে বিভিন্ন জেলা হইতে অনুমান ৫০ সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিলেন। বরিশালের মাওলানা নেছার আহমদ সাহেব, মাওলানা আহমদ আলি এনাএতপুরী, নওয়াখালীর মাওলানা হাফিজুল্লাহ, নেজামপুরের মাওলানা এছমাইল, ফরিদপুর, মহারাজপুরের মাওলানা আবদুল গফুর, হোজাঘাটার মাওলানা হাফেজ নেছার আহমদ, মাওলানা জামালদ্দিন, মাওলানা আহমদুল্লাহ, মাওলানা আফছরদ্দিন, মৌলবী মোহাম্মদ ইউছোফ, মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ ফারুকি, শামছোল-ওলামা, মাওলানা মজহার হোছেন, মাওলানা হাজি আবেদ আলি, মৌলবী আবদুল খালেক, এম, এ, শাহ মাহতাবদ্দিন, খান সাহেব কাজি মহমুদর রহমান, মৌলবী সৈয়দ নওশের আলি এম, এল, এ, খান বাহাদুর এ, এফ, এম আবদুর রহমান এম, এল, এ, মৌলবী সিরাজোল ইছলাম এম, এল, এ, মৌলবী মির্জ্জা আবদুল হাফিজ এম, এল, এ, (টাঙ্গাইল), মৌঃ সফিজদ্দিন চৌধুরী, মে.এল.এ., দিনাজপুর, সৈয়দ আহছান আহমদ, মৌলবী হাফেজ বশিরদ্দিন আহমদ,

মৌলবী আবদুল আজিজ এম, এ, মৌঃ মোজাম্মেল হোছেন, মাওলানা আজিজার রহমান এছলামাবাদী, মাওলানা নুরমোহম্মদ, হাজী মৌলবী আবদুল লতিফ ও মৌলবী রফিকুল হাছান প্রভৃতি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

হজরত পীর সাহেব ১৩২৯ সালের ফাল্গুন মাসের ২৩শে রাত্রে হজ্জে যাওয়ার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, আমি ইনশাল্লাহ এবৎসর হজ্জে যাইব, আমার কায়েম মকাম আমার বড় ছেলে মাওলানা আবদুল হাইকে স্থির করিলাম। উপস্থিত সভাতে মাওলানা এনাএতপুরী প্রভৃতি উহা উক্ত সভাতে ঘোষণা করেন।

জানাজার এমাম কে হইবেন, ইহা লইয়া জল্পনা কল্পনা হইতে থাকে, কেহ বড় পীরজাদাকে, কেহ মাওলানা নেছারদ্দিন আহমদ সাহেবকে এমাম স্থির করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শুক্রবার দিবাগত রাত্রে মস্তান সাহেব দাএরা শরিফে হজরত পীর সাহেবকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, হুজুর, আপনার জানাজার এমাম কে হইবেন, ইহাতে হুজুর বড় পীরদাজাকে এমাম হইতে আদেশ দেন।

গয়ার শাহ মির মোহাম্মদ আলি সাহেব বলেন, গোরের নিকট হইতে আমরা একটু সরিয়া আসিয়াছি, কেবল পীরজাদা মৌঃ নজমোছ ছায়াদাত গোরের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন, এমতাবস্থায় আমি হজরত পীর সাহেব কেবলার গোরের অবস্থা কাশফ করিতে মোতাওয়াজ্জেহ হইয়া দেখি হজরত পীর সাহেব উঠিয়া বসিয়াছেন, আর দুইটি ১০/১১ বৎসর বয়স্ক সুন্দর ছেলে গোরে উপস্থিত হইয়াছে। আমি বুঝিলাম যে, পীর বোজর্গদিগের গোরে মোনকের নকির ফেরেশতাদ্বয় এইরূপ আকৃতি ধরিয়া আসিয়া থাকেন, যেরূপ মালাকোলমাওত তাহাদের সম্মুখে অতি সুন্দর আকৃতিতে দেখা দেন।

এমতাবস্থায় বিদ্যুতের গতিতে হজরত নবি (ছাঃ) পীর

সাহেব ও তাঁহাদের মধ্যস্থলে তশরিফ আনিলেন। হজরত পীর সাহেব নবি (ছাঃ)এর সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, মোনকের নকির ছওয়াল না করিয়া চলিয়া গেলেন।

হজরত পীর সাহেব শেষবার মদিনা শরিফে হজরতের রওজা মোবারক জিয়ারত করিতে যান, আমিও তাঁহার খেদমতে ছিলাম। বিদেশিদিগকে রাত্রে মছজেদে নাবাবির মধ্যে থাকিতে অনুমতি দেওয়া হয় না। খাদেমেরা হজরত পীর সাহেবকে কয়েকজন অনুচর সহ উহার মধ্যে থাকিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, বড় পীরজাদা মাওলানা আবদুল হাই সাহেব, কোন্নগরের হাজি আবদুল মতিন, হাজি আবদুল মইন, সম্ভবতঃ নওয়াখলীর মাওলানা মোহঃ হাতেম সাহেব হজরতের সঙ্গে ছিলেন, এই খাদেমও হুজুরের সঙ্গে ছিল। সেই সময় হজরত পীর সাহেব হজরত নবি (ছাঃ) এর অছিলা ধরিয়া আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করিয়াছিলেন, হে খোদা, তুমি শুক্রবারে আমার জান কবজ করিও।

খোদার দরবারে তাঁহার এই দোয়া মকবুল হইয়াছিল, হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন,—

ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الاوقاه الله فتنـة القبر *

"যে মুছলমান জুমার দিবস কিম্বা রাত্রে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, আল্লাহ তাহাকে গোরের ফাছাদ হইতে রক্ষা করিবেন। তেরমেজি ইহাকে হাছান বলিয়াছেন।—শরহোছ-ছদুর, ৯৮।

এমাম ছিউতি বলিয়াছেন, ৮ ব্যক্তির গোরে ছওয়াল হইবে না, তন্মধ্যে যে ব্যক্তি জুমার দিবস কিম্বা রাত্রে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।—শামি, ১/৭৯৭/৭৯৮।

হুজুর দীর্ঘকাল রক্ত আমাশা রোগে আক্রান্ত হইয়া এন্তেকাল

করিয়াছিলেন, ডাক্তারেরা নাকি বলিয়াছিলেন, হুজুরের পেটের নাড়ি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া বাহির হইয়াছে।

হজরত বলিয়াছেন ঃ—

الشهداء خمسة (الى) المبطون *

"পাঁচটী লোক শহীদ, তন্মধ্যে পেটের পীড়াতে যে ব্যক্তি মরে।" মেশকাতের ১৩৫ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারি ও মোছলেম হইতে এই হাদিছটী উদ্ধৃতি করা হইয়াছে।

আল্লাহতায়ালা তাহাকে এই পীড়ার জন্য শাহাদতের দরজা দান করিয়াছেন।

অধিকন্তু অলি, গওছ কোতব জামানার মোজাদ্দেদের গোরে ছওয়াল না হওয়া ও গোরের আজাব না হওয়া বড় কথা নহে।

হজরত পীর সাহেবের গোর শরিফের উপর অশ্বত্থ গাছের একটী শাখা পশ্চিম দিকে ঝুকিয়াছিল, তাঁহাকে গোর দেওয়ার পর উহা আপনা আপনি পূর্ব্বদিকে ঝুকিয়া গোরের উপর ছায়া দিয়া আছে।

পাবনা, পাঁচটিকরির অন্ধ হাফেজ আছগার সাহেব আমাকে বলিয়াছেন, হুজুরের এন্তেকালের রাত্রে আমি বগুড়াতে ছিলাম, কে যেন একজন স্বপ্নযোগে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, হে হাফেজ, ফুরফুরা শরিফ হইতে জগতের আশ্চর্য্য বস্তু অদৃশ্য হইয়া গেল। ফুরফুরা শরিফে ক্রন্দনের রোল পড়িয়াছে, তুমি তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দাও। তৎপরে কয়েক দিবস পরে হজরত পীর সাহেবের গোর শরিফ জিয়ারত করিতে দাঁড়াইলে তথা হইতে আতরের সুগন্ধ পাই।

হজরত পীর সাহেবের জামাতা মৌঃ কাজি আবদুল মান্নান সাহেব দফনের পর দিবস হুজুরের গোর শরিফের নিকট জিয়ারত করিতে বসেন, এত তেজ ফয়েজ তাঁহার উপর পতিত হয় যে,

তিনি উন্মাদপ্রায় হইয়া পড়েন, বড় পীরজাদা ইহা জানিতে পারিয়া শরবত পড়িয়া কয়েকবার তাঁহাকে পান করিতে দেন, দুই দিবস পরে তাঁহার তবিয়ত সুস্থ হইয়া যায়।

তিনি বলিয়াছেন, আমি দুই দিবস পর্য্যন্ত গোর শরিফ হইতে সুবাস বাহির হইতে অনুভব করি।

হুজুরের খাদেম সারেং মোল্লা আবদুল হাকিম বলিয়াছেন, আমি এক জুমাবারে জুমার নামাজ অন্তে হুজুরের গোর জিয়ারত করিতে গিয়া এত তীক্ষ্ণ সুবাস তথা হইতে বাহির হইতে দেখি যে, দুনইয়াতে এরূপ সুবাস কখনও দেখিতে পাই নাই।

১০ই চৈত্র হজরত পীর সাহেবের সীতাপুর বাড়ীতে ইছালে ছওয়াব হইয়া থাকে, পীরজাদা মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব হুজুরের এন্তেকালের পরে গয়ার শাহ সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করেন, হজরত পীর সাহেব এন্তেকাল করিয়াছেন, আমি ছেলে মানুষ কি এই কার্য্যের আঞ্জাম করিতে পারিব। রাত্রে পীর আম্মাজী ও পীর ভগ্নী স্বপ্নে দেখেন, হুজুর পীর কেবলা সাহেব বারামদাতে তশরিফ আনিয়া বলিতেছেন, ভাল হউক, আর মন্দ হউক ইছালে-ছওয়াব করিতে হইবে। মাওলানা আবদুল কাদের সাহেবের অল্প বয়স্ক পুত্র আবুল ফারাহ মিঞা জাগরিত হইয়া বলিতে লাগিল, আব্বা, দাদাজী বারামদাতে বসিয়া আছেন। তিনি বলিলেন, তোমার দাদাজী কোথায় গিয়াছেন তাহা তুমি কি জান না? বাচ্চা বলিল, হাঁ জানি, কিন্তু তিনি এই বারামদাতে বসিয়া আছেন।

আমি ১০ই চৈত্র সীতাপুরের ঈছালে ছওয়াবের জলছাতে উপস্থিত হইয়া ওয়াজ করি, দুর্ব্বল বলিয়া একখানা লাঠি চাওয়াতে পীরজাদা হজরত পীর সাহেবের হাতের লাঠি আনিয়া দিলেন। পীরজাদা গোস্ত ভাত রন্ধন হইতেছে তদন্ত করা উদ্দেশ্যে এদিকে ওদিকে বেড়াইতেছিলেন, ইতিমধ্যে কয়েকবার হজরত পীর

সাহেবকে সশরীরে দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছিলেন, আব্বা বলিয়া ডাকার সঙ্কল্প করিয়াও মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

মৌলবী আবদুছ ছবুরের পুত্র মৌঃ তৈয়ব আহমদ মিঞা তথায় পীর সাহেবকে সশীরে দেখিতে পাইয়া ডাকার সঙ্কল্প করায় পীর সাহেব তাহার মুখে হাত দিয়া ডাকিতে নিষেধ করেন, সারেং মোল্লা আবদুল হাকিম সাহেব শেষ রাত্রে হজরত পীর সাহেবকে কেতাব খানাতে বসিয়া জেকর মোরাকাবা করিতে দেখিয়া দৌড়াইয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিতে ইচ্ছা করিলে, একটী গাছ অন্তরাল হওয়ায় তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যশোহর জেলার মোল্লা তোয়াজদ্দিন সাহেব ফজরের সময় পীর সাহেবের দহলিজের পূর্ব্ব কামরা হইতে বাহির হইয়া দেখেন যে, হজরত পীর সাহেব তছবিহ পড়িতে পড়িতে দহলিজের দিকে আসিতেছেন, ইহা দেখিয়া তিনি হুজুর বলিয়া লাফাইয়া কামরা হইতে বাহির হইয়া পড়েন, হজরত পীর সাহেব অমনি গায়েব হইয়া গেলেন।

মেশকাতের ৫০৮/৫২৯/৫৩০ পৃষ্ঠায় আছে, নবি (ছাঃ) আজরাক নামক উপত্যকা ভূমিতে হজরত মুছা (আঃ)কে ও হোরাশা নামক ঘাটীতে হজরত ইউনোছ (আঃ)কে লাব্বায়াকা বলিতে দেখিয়াছিলেন, তিনি মে'রাজের রাত্রে হজরত মুছা, ইছা ও এবরাহিম (আঃ)কে নামাজ পড়িতে দেখিয়াছিলেন।

রুহোল বায়ান, ৪/৪২৮ পৃষ্ঠা ;—

এমাম গাজ্জালী বলিয়াছেন, নবী (ছাঃ) ছাহাবাগণের রুহসহ সমস্ত আলমে পরিভ্রমণ করিতে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছেন।

আরও ৪/৫৭২ পৃষ্ঠা ;—

"পাক রুহগুলি কর্ত্তৃক এই জগতে কতকগুলি কার্য্য প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব নহে, শরীর সহ হউক, কিম্বা শরীর হইতে পৃথক হইয়া হউক, তৎসমস্ত মোদাব্বেরাত" এর অন্তর্গত হইয়া থাকে। যখন এই দুনইয়াতে কার্য্য পরিচালনা রূহের দ্বারা হইয়া থাকে,

তখন উক্ত রুহ গোরে এন্তেকাল করিলে উহা হইয়া থাকে, বরং শরীর ত্যাগ করার পরে সমধিক তাছির কারী ও কার্য্য পরিচালক হইয়া থাকে।”

একটি লোক পুষ্করিণীতে হজরত পীর সাহেবের জন্য একটি মৎস্য রাখিয়া দিয়াছিল, হজরত পীর সাহেবের এন্তেকালের পরে এক দিবস তাঁহার রুহে ছওয়াব রেছানির জন্য মহল্লার বিধবা স্ত্রীলোকদিগকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। হুজুর বিধবাদিগকে দান খয়রাত করিতে বড় ভাল বাসিতেন, এই হেতু স্বতন্ত্র ভাবে ইহাদিগকে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঠিক ইহার পূর্ব্বরাত্রে উল্লিখিত লোকটী স্বপ্নযোগে হজরত পীর সাহেবকে নিজের বাটীতে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, হুজুর আপনি কোথায় যাইতেছেন? আপনার জন্য আমি একটী মৎস্য রাখিয়া দিয়াছি। তৎশ্রবণে হুজুর বলিলেন, এই মৎস্যটী কল্য আমার বাটীতে দিয়া আসিও। লোকটী প্রভাতে মৎস্য লইয়া হুজুরের বাটীতে উপস্থিত হইয়া ঈছালে-ছওয়াবের সংবাদ জানিয়া খুব আনন্দিত হইল।

বড় পীরজাদা বলিয়াছেন, হুজুর এন্তেকালের পূর্ব্বে বলিয়াছেন, আমি খাস করিয়া আমার পিতা মাতার ছওয়াবরেছানি করিতে এত টাকা রাখিয়াছি, তোমরা ইহার বন্দোবস্ত কর। তিনি উহার জন্য একটি দিন ঠিক করিলেন। তিনি বলিলেন, গরুগুলি আমাকে দেখাও। তিনি জিনিষপত্র দেখিয়া আরও কিছু বেশী আয়োজন করিতে বলিলেন। দিন স্থির করিলেন রবিবার দিবসে, খোদার মর্জ্জি হুজুরের দফন কার্য্য শেষ হইল শনিবারে সন্ধ্যার পূর্ব্বে, দূরদেশবাসিগণ সেই রাত্রে ফুরফুরা শরিফে থাকিয়া গেলেন। রবিবার প্রভাতে সেই বিরাট জামায়াত উক্ত ঈছালে ছওয়াবের খাদ্য খাইয়া বাটিতে রওয়ানা হইয়া গেলেন। আল্লাহতায়ালা পীর বোজর্গদিগকে ভবিষ্যতের কতক ব্যাপার অবগত করাইয়া থাকেন, ইহার নাম কাশফ।

শেফায়োল-আলিল, ১৮২ পৃষ্ঠা ;—

وفق بينهما صاحب التنوير فى شرحه بان القول بالبطلان مقيد بان يحضر فيه الفايحات ثم على القول بالجواز بشرطه انما يحل الاكل لمن يطول مقامهم عنده و لمن يجيء من مكان بعيد دون من سوا هم و يستوى فيه الاغنياء و الفقراء كما فى الخانية *

শামি, ১/৮৪২ পৃষ্ঠা ;—

و ان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا *

ইহাতে বুঝা যায় যে, দূর দেশবাসিদের জন্য ও দেশী দরিদ্রের জন্য উক্ত খাদ্য ভক্ষণ করাতে দোষ নাই।

কোন পীরজাদা পান্ডুয়াতে গিয়াছিলেন, হাজি আতর আলি সাহেব বলিলেন, ফুরফুরা শরিফের টিউবওয়েল অনেক সময় নষ্ট হইয়া যায়। আমি তথায় একটা পোক্তা ইন্দারা প্রস্তুত করিয়া দিব। এক দিবস পীর সাহেব মামুজীকে স্বপ্নে বলিলেন, তোমরা নাকি একটি পোক্তা ইন্দারা বানাইতে চাহিতেছ? আচ্ছা এই স্থানে উহা খনন করিও, তিনি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

হজরত পীর সাহেবের গোর পূর্ব্ব হইতে কাঁচা ইট দ্বারা গাথাইয়া রাখা হইয়াছিল, পীর ভাইরা চারিদিক পোক্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, একরাত্রে পীর সাহেব ইহার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

মেরকাত, ২/২৭২ পৃষ্ঠা ঃ—

و قد اباح السلف البناء على قبر المشائخ و العلماء المشهورين ليزورهم الناس و يستريحوا بالجلوس فيه ★

"প্রাচীন আলেমগণ পীর বোজর্গ ও প্রসিদ্ধ আলেমগণের

গোরের উপর দালান প্রস্তুত করা জায়েজ বলিয়াছেন, উদ্দেশ্য এই যে, যেন লোকেরা তাঁহাদের জিয়ারত করিতে এবং তথায় শান্তির সহিত বসিতে পারেন।"

শামি, ১/৮৩৯ পৃষ্ঠা ঃ—

قيل لايكره البناء اذا كان الميت من المشائخ و العلماء و السادات ●

কতক আলেম বলিয়াছেন, যদি মৃত পীর বোজর্গ, আলেম ও সৈয়দ হয়, তবে গোরের উপর দালান বানান মকরুহ হইবে না।"

আরও উহাতে আছে, দফনের পূর্ব্বে হইতে পোক্তা গোর বানাইয়া রাখিলে দোষ হইবে না।

হজরত পীর সাহেব বলিয়াছেন যে, আমার জানাজা যেন দেরীতে হয়, বহু দূর পথের লোক আমার জানাজাতে উপস্থিত হইতে আকাঙ্খা করিবে, কিন্তু কতটা সময় দেরী করিতে হইবে, তাহা তিনি নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই। পীর ভাইগণ ও তাঁহার উপস্থিত মুরিদগণ পরামর্শ করতঃ শনিবার শেষ সময়ে জানাজা ও দফন করা স্থির করেন।

হজরত নবি (ছাঃ) সোমবার এন্তেকাল করিয়াছিলেন, আর তাঁহাকে বুধবারে দফন করা হইয়াছিল। ছাহাবা হজরত ছা'দ বেনে আবি আক্কাছ (রাঃ) মদিনা শরিফ হইতে দশ মাইল দূরে 'আকিক' নামক স্থানে এন্তেকাল করিয়াছিলেন, লোকেরা তাঁহাকে স্কন্ধদেশে বহন করিয়া মদিনা লইয়া গিয়াছিলেন, মদিনা শরিফে তাঁহার জানাজা পড়া হয়, এবং 'বকি' নামক গোরস্থানে তাঁহাকে দফন করা হয়—তহজিবোল-আছমা ১/২১৪।

ইহাতে বুঝা যায় যে, পীর বোজর্গদিগের লাশ দেরীতে দফন করিলে দোষ হইতে পারে না। অবশ্য সাধারণ লোকদের

লাশ পচিয়া গলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে, এই হেতু তাহাদিগকে সত্ত্বর দফন করিতে হয়।

হজরত পীর সাহেব পাঁচটী কন্যা ও তিন বিবি রাখিয়া গিয়াছেন। পাঁচ পুত্রের কথা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এখানে কন্যাগণের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

প্রথম কন্যা ফুরফুরার সৈয়দ মাওলানা কানায়াত হোছেন সাহেবের সহিত বিবাহিতা হইয়াছেন।

দ্বিতীয় কন্যা আকুনির মৌলবী আবদুল মান্নান ছিদ্দিকি সাহেবের সহিত বিবাহিতা হইয়াছেন।

তৃতীয় কন্যা বাঁধপুরের মৌলবী শামছদ্দিন সাহেবের সহিত বিবাহিতা হইয়াছেন।

চতুর্থ কন্যা সিতাপুরের মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের সহিত বিবাহিতা হইয়াছে।

পঞ্চম কন্যা বিধবা, আকুনি নিবাসী কাজী এহছানুল্লাহ ও কাজী ছয়ফুল্লাহ সাহেবদ্বয়ের মাতা।

ফুরফুরার বড় পীর আম্মাজি, সিতাপুরের পীর আম্মাজি ও নদীয়ার পীর আম্মাজি জীবিত আছেন।

হজরত পীর সাহেব কেবলার এন্তেকালে বিভিন্ন পত্রিকার অভিমত

প্রবীন সম্পাদক মৌলবী আবদুল হাকিম সাহেব 'মোছলেম' পত্রিকাতে লিখিয়াছেন ;—

আমরা সুগভীর শোক-সন্তপ্তচিত্তে জানাইতেছি যে, মোছলেম

ভারতের অদ্বিতীয় অলিয়ে কামেল বাঙ্গালা ও আসামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও হাদী, সর্ব্বজন মান্য পীর ও মোরশেদ, আমিরে শরিয়ত হজরত মাওলানা শাহ ছুফি হাজী মোহাম্মদ আবুবকর ছিদ্দিকী ছাহেব আর ইহজগতে নাই। মোছলেম ধর্ম্মাকাশের সেই দীপ্ত সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছেন, ফুরফুরা শরিফের সেই সুনির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র বঙ্গদেশ আধার করিয়া কোন অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছেন। গত শুক্রবার প্রত্যুষে, যখন রজনীর অন্ধকার অপসারিত হইয়া সুপ্রভাতের শুভ্র আভা সবেমাত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল, তখন সেই শান্তস্নিগ্ধ মুহূর্তে তিনি তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই নশ্বর পৃথিবীর সমস্ত মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রিয়তম স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজনদিগকে সুগভীর শোক সাগরে ভাসাইয়া এবং লক্ষ লক্ষ অনুরক্ত ভক্ত ও গুণমুগ্ধ দেশবাসীকে অধীর আবেগে কাঁদাইয়া মাহামান্য পীর সাহেব জান্নাতবাসী হইয়াছেন। ইন্না লিল্লাহে অইন্না এলায়হে রাজেউন।

ফুরফুরার পীর সাহেব আর নাই। বাঙ্গালার মোছলমানের বড় আদরের, বড় গৌরবের এবং বড় ভক্তির প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় সেই মহামান্য পীর সাহেব বাঙ্গালার মোছলমানকে পরিত্যাগ করিয়া এই দুনইয়া হইতে চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই সৌম্য শান্ত সদা প্রফুল্ল আনন, তাঁহার সেই পুণ্যদীপ্ত নূরানী চেহারা এবং তাঁহার সেই ধীর গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি বাঙ্গালার মোছলমান আর দেখিতে পাইবে না। তাঁহার সেথ সুমধুর কণ্ঠস্বর এবং সেই অমিয় মাখা সদুপদেশও বাঙ্গালার মোছলমান আর শুনিতে পারিবে না। যাহাকে শুধু এক নজর দেখিবার জন্য দূর দূরান্ত হইতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত মোছলমান প্রতিবর্ষে ফুরফুরা শরিফে ছুটিয়া আসিত, যিনি দেশের কোনস্থানে উপস্থিত হইলে যাহার একটী কথা শুনিবার জন্য অহনিশি

সমানভাবে জনস্রোত বহিত, যাহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে লক্ষ লক্ষ মোছলমান নিজ নিজ ধন প্রাণ সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইত, সেই দেশ মান্য পীর সাহেব আজ আর নাই। নবাব-আমির, গরীব-ফকির, মন্ত্রী-মেম্বর, ধনী-দরিদ্র, আলেম-ফাজেল ও পণ্ডিত মূর্খ যাহার দরবারে সমভাবে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের প্রেরণা লাভ করিত, সেই মহামানবের বিরহের কথা কেমন করিয়া লিখিব? সেই অসহ্য বিদায়ের ব্যাথা কোন্ ভাষায় প্রকাশ করিব? তাঁহার এই ভক্ত ও ভাবুকের হৃদয় আজ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, লেখনী সম্পূর্ণ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, কি বলিব, কি লিখিব, তার কোনই ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছিনা।

হজরত পীর সাহেব ছিলেন স্বর্গীয় ইছলামী আদর্শের পূর্ণ প্রতীক। তাঁহার তিরোধানে ভারতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, অদুর ভবিষ্যতে তাহা পূর্ণ হইবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। কারণ বর্ত্তমান যুগে সমগ্র ভারতের মধ্যে এরূপ অসাধারণ প্রভাব সম্পন্ন পীর ও সর্ব্বজন মান্য ধর্ম্মনেতা আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। দেশের শিক্ষিত, ধনী দরিদ্র এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা মুখে অহর্নিশি আর কাহারও নাম এইরূপ ভাবে উচ্চারিত হয় নাই। তিনি যে শুধু বঙ্গ ভারতীয় ধর্ম্মপ্রাণ মোছলমানের আধ্যাত্মিক শিক্ষাদাতা ধর্ম্মগুরু বা পীর ছিলেন তাহা নহে, ধর্ম্মনীতির সহিত রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সমাজ হিতকর প্রত্যেক ব্যাপারের সঙ্গেই তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনিই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম আধুনিক ধরণে 'আঞ্জমানে ওয়ায়েজীন' ও 'আঞ্জমানে-ওলামা' প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাঙ্গালার আলেম সম্প্রদায় এবং সর্ব্বসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সচেতন করিতে চেষ্টা হইয়াছিলেন। তিনি যখন এই সকল প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন, তখন দিল্লীর 'জমিয়তে-ওলামা'র কোনই অস্তিত্ব ছিল না। আবার দিল্লীর 'জমিয়তে-ওলামা' কংগ্রেসের প্রলোভনে

পড়িয়া পথভ্রষ্ট হইলে, বাঙ্গালার আলেম সমাজে যাহাতে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয়, তজ্জন্য তিনি 'জমিয়তে-ওলামায় বাঙ্গালা ও আসাম' প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাঙ্গালার আলেম সম্প্রদায় এবং জনসাধারণকে সুপথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে তিনি খেলাফত আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক ছিলেন। বর্ত্মান মোছলেম লীগের তিনি পূর্ণ সমর্থক। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্যে আজ বাঙ্গালার সর্ব্বত্র মোছলেম-লীগের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছে।

দেশের সর্ব্বসাধারণের উপর মহামান্য পীর সাহেবের এরূপ অসাধারণ প্রভাব ছিল যে, বিগত অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের সময়ে মিঃ গান্ধী ও মিঃ সি, আর, দাসের মত লোককেও পীর সাহেবের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল।

জগদ্বিখ্যাত মাওলানা মোহাম্মদ আলি মরহুম যখন কংগ্রেসে যোগাদান করিয়াছিলেন, তখনও তিনি একাধিকবার মহামান্য পীর সাহেবের পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। অথচ হজরত পীর সাহেব জীবনে কখনও কংগ্রেস, অসহযোগ অথবা ঐরূপ কোন অনৈছলামিক অনিষ্টকর ও. উগ্র আন্দোলনে যোগদান করেন নাই।

ইছলামি জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় সংবাদপত্রের সহিত চিরদিনই তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়া আসিয়াছেন। 'মিহির ও সুধাকর' 'ইছলাম প্রচারক' 'মোছলেম হিতৈষী' 'ইছলাম দর্শন' ও 'হানাফী' প্রভৃতি মোসলেম সমাজের শ্রেষ্ঠতম সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাসমূহ তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া রোগ শয্যায় শায়িত থাকিয়াও তিনি নিজ হইতে এক হাজার টাকা সাহায্য করিয়া খাঁটী ইছলামী আদর্শ ও মুছলমান সমাজের সর্ব্বপ্রকার

স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য 'মোছলেম' নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

হজরত পীর সাহেব ছিলেন প্রকৃত নায়েবে-নবী এবং পত্রিকা ইছলামের সত্যিকার ঝাণ্ডাবাহী বীর সেনানী। তিনি ছিলেন শের্ক, বেদাত, অনাচার, স্বেচ্ছাচার ও ধর্ম্মহীন আধুনিকতার মূর্ত্তিমান আজরাইল। তাঁহার সমক্ষে শরিয়ত বিরুদ্ধ কথা বলিবার বা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিবার শক্তি ও সাহস কাহারও ছিল না। তাঁহার ফতোয়া অনেক সময় অত্যন্ত কঠোর হইত বটে; কিন্তু সেই কঠোরতা ব্যক্তিগত ভাবে তিনি কখনও কাহারও উপর প্রয়োগ করেন নাই। বরং যাহাদের বিরুদ্ধে তিনি ফৎওয়া প্রচার করিতেন, তাহারা সম্মুখে আসিলেই তিনি তাহাদিগকে সাদরে স্নেহের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া লইতেন। তাঁহার এই অমায়িক ব্যবহারের জন্য অতি বড় অদম্য-চিত্ত স্বেচ্ছাচারী লোকও তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলে, সে সংযত ও সংশোধিত হইয়া যাইত। ইছলামী আদর্শ ও শরিয়তের আদেশের ব্যতিক্রম তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার এই অনাবিল আদর্শ তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও তিনি এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই।

মহামান্য পীর সাহেবের স্বভাব চরিত্র যেরূপ অনাবিল সেইরূপ সুন্দর ও মধুর ছিল। তাঁহার সত্যবাদিতা এবং তেজস্বিতাও ছিল অসাধারণ। তাঁহার অনুপম আখলাক ও অমায়িক ব্যবহারের তুলনা নাই। "বজ্রের মত কঠোর ও ফুলের মত কোমল" বলিয়া যে কথা আছে, তাহা পীর সাহেবের চরিত্রে প্রায়ই পরিলক্ষিত হইত। তাহার মত ধীর, গম্ভীর, শান্ত, ভদ্র, সদা প্রফুল্ল, সদয়, স্নেহশীল ও সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ আমরা আর কাহাকেও দেখি নাই। তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ সেবার অফুরন্ত কীর্ত্তিরাশি

সমস্ত বাংলার বুকে ছড়াইয়া আছে। আশা করি, কোন যোগ্যতম ব্যক্তিই তাহার বিবরণ সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিবেন।

আমরা আজ শুধু তাঁহার অমর স্মৃতির প্রতি আন্তরিক ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তদীয় পারলৌকিক আত্মার 'মাগফেরাত' কামনা করিতেছি এবং অশ্রুপূর্ণনেত্রে তাঁহার শোকার্ত পরিজন ও ভক্তবৃন্দের সহিত গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

মাওলানা মোস্তাফিজোর রহমান সাহেব 'আজাদ' পত্রিকায় লিখিয়াছেন ;—

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবীর, বাংলার শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ, আমীরে-শরিয়তে বাংলা হজরত মাওলানা শাহ সুফি হাজী মোহাম্মদ আবুবকর ছাহেব গত ১৭ই মার্চ রোজ শুক্রবার ভোর পৌনে ছয় ঘটিকার সময় প্রায় এক শত বৎসর বয়সে ফুরফুরাস্থ স্বীয় বাস ভবনে এন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্না-লিল্লাহে........।

মরহুম পীর ছাহেবের মহাপ্রায়ণে বাংলা তথা ভারতীয় মুছলমানদের যে বিরাট ক্ষতি হইল, সহজে তাহা পূরণীয় নহে। মরহুম পীর ছাহেব আজ নশ্বর ধরাধামের সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে চিরমুক্ত। লক্ষ লক্ষ মুরিদ মো'তাকেদীনের চক্ষুর অগোচরে আজ তিনি তাঁর প্রিয় মা'বুদের দরবারে হাজির। বাংলার মুছলমানদের এই দুর্ব্বিসহ শোক মুহূর্তে আজ আমরা মরহুম মাওলানা ছাহেবের পবিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিব। আজ আমাদিগকে ধীরচিত্তে অনুধাবন করিতে হইবে যে, কি কারণে লক্ষ লক্ষ মুছলমান মরহুম পীর ছাহেবের নিকট আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিত, কিসের বলে মরহুম মাওলানা ছাহেবের ব্যক্তিত্ব এত অসাধারণ হইয়া উঠিয়া ছিল। মরহুম মাওলানা ছাহেব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে 'তাছাওয়ফ' বা আধ্যাত্মিক তথ্য সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করা

আবশ্যক। পবিত্র এছলামের সত্যিকার শিক্ষার সহিত 'তাছাওয়ফ' বা আধ্যাত্মিক তথ্যের যতখানি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, পৃথিবীর বোধ হয় অপর কোন ধর্ম্মের সহিত 'তাছাওয়ফের' ততখানি সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ এছলামের সত্যিকার শিক্ষা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে, আমরা দেখিতে পাইব যে, এছলামই প্রকৃত 'তাছাওয়াফ' বা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। এছলামের প্রত্যেকটি আদেশ নিষেধই 'তাছাওয়াফের' এক একটী অঙ্গ বিশেষ।

এছলামের ইতিহাসে আমরা যত অধিক সংখ্যক পীর, আওলিয়া বা আধ্যাত্মিক মহাপুরুষের সন্ধান পাই, পৃথিবীর কোন ধর্ম্মের ইতিহাসে তাহা সম্ভবপর নহে। পৃথিবীর দিকে দিকে এই আধ্যাত্মিক মুছলমানগণের সাধনার ফলে এছলামের আলো যত অধিক বিকীর্ণ হইয়াছে, দন্ডমুন্ডের মালিক রাজাধিরাজগণের দ্বারা তার শতাংশের একাংশও হয় নাই। আজিকার দিনেও পৃথিবীর মুছলমানগণ এমনকি স্থল বিশেষে অ-মুছলমানগণেরও মস্তক ভক্তি শ্রদ্ধায় এই পীর আওলিয়াগণের নিকটে অবনত না হইয়া পারে না।

এই প্রসঙ্গে ইহাও চির সত্য যে, এছলাম যদি কঠোর কণ্ঠে কোন দুর্নীতির গতিরোধ করিয়া থাকে, তবে তাহা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের, 'তাছাওয়াফের নামে স্বার্থপরতার, পীরমুরিদীর অজুহাতে পৌরহিত্যের। সত্যিকার আধ্যাত্মিক তথ্যের সঙ্গে এছলামের কোন অনৈক্য নাই। বরং তাহাই প্রকৃত এছলাম।

মরহুম পীর ছাহেবের পবিত্র জীবনী আলেচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাইব যে, তিনি কিভাবে সত্যিকার এছলামের পথে মুছলমানগণকে পরিচালিত করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা, তাঁহার বিনয়, তাঁহার শিশু সুলভ মধুর ব্যবহার, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের পথে তাঁহার কঠোর নির্দ্দেশ প্রভৃতি দ্বারা বাংলার মুছলমানদের চোখের সামনে পবিত্র এছলামের এক সুন্দরতমরূপ

ফুটিয়া উঠিল—মরহুম পীর ছাহেবের সংস্পর্শে একদল লোক সঠিক ভাবে ধর্ম্মের পথে পরিচালিত হইতে লাগিল। অতীতেও বাংলাদেশে অনেক পীরের আবির্ভাব হইয়াছিল, বর্ত্তমানেও প্রদেশের দিকে দিকে তথাকথিত অসংখ্য পীরের অস্তিত্ব রহিয়াছে, কিন্তু অতীতের পীরগণের মধ্যে মরহুম মাওলানা কারামত আলী ছাহেব ও মরহুম মাওলানা ঈমামুদ্দিন সাহেবের নিকট বাংলার মুছলমান যতখানি ঋণী, অপর কাহারও নিকট ততখানি ঋণী নহে। বর্ত্তমানে 'পীর' নামধারিদের মধ্যে অসংখ্য ভন্ড ও স্বার্থপর লোক ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের ব্যবসায় চালাইতেছে। মুছলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ, জাতীয় সংহতি শিক্ষা, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতিরও যে আবশ্যকতা রহিয়াছে, তাহা আমরা পীর সমাজ হইতে একমাত্র মরহুম মাওলানা আবুবকর ছিদ্দিকী ছাহেবের মুখেই শুনিয়াছি। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনে বিভিন্ন দিকে বাংলার মুছলমানগণকে কর্ম্মের পথে টানিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার মুরিদগণ সাধারণতঃ ধর্ম্মভীরু ও আধুনিক ভাব সম্পন্ন। তাঁহার মুরিদগণ কর্ত্তৃক পুর্ব্বেও বাংলাদেশে একাধিক সংবাদপত্র পরিচালিত হইয়াছে, বর্ত্তমানেও হইতেছে। তাঁহারা অনেকেই আজ বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এছলাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন।

মরহুম পীর ছাহেব ভন্ড পীরদের ন্যায় পোলাও ও কোর্ম্মা খাইয়া, আর মুরিদের 'নজর নিয়াজ' গ্রহণ করিয়াই পীর সাজেন নাই। বরং আরাম আয়াস ত্যাগ করতঃ তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপী বাংলা আসামের কেন্দ্রে কেন্দ্রে এছলাম প্রচার করিয়া বেড়াইয়া ছিলেন। মুছলমান সমাজের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, তিনি বীরের ন্যায় সেখানে উপস্থিত হইতেন। মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা ;—

পীর ছাহেব দুরন্ত বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত। কলিকাতার টিপু সুলতান মছজিদের পার্শ্বে হিন্দুদের এক প্রকার মূর্ত্তি স্থাপনের

ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি হওয়ার পর, তিনি রোগগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় মোছলেম ইনষ্টিটিউটে কঠোর ভাষায় উক্ত ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বলিতে কি, একমাত্র তাঁরই প্রতিবাদে উক্ত ব্যবস্থা রহিত হইয়াছিল। ইহা তাঁহার পবিত্র জীবনের একটি নগন্য ঘটনা মাত্র।

মরহুম পীর সাহেব জীবনে অনেক 'লাওয়ারিশ' মুর্দ্দারের 'কাফনের' ব্যবস্থা স্বহস্তে করিয়াছিলেন। অনেকবার শুনিয়াছি যে, তাঁর মুরিদগণ চেষ্টা করিয়াও এই সকল কাজ তাঁহার হাত হইতে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

মরহুম মাওলানা সাহেবের ধর্ম্মনিষ্ঠা, ত্যাগ কর্ত্তব্যপরায়ণতা খোদা প্রেম, শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি সদগুণ রাজি ব্যতীত ও তাঁর একমাত্র নম্র ব্যবহারই তাঁর ব্যক্তিত্বকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ছিলেন শিশুর ন্যায় সরল। যাহারা তাঁর সঙ্গে জীবনে অন্ততঃ একটি বারও সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন।

তিনি শত্রুমিত্র সকলকে সমানভাবে দেখিতেন। কাহারও শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে তিনি কখনও প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অহর্নিশ তাঁহার মুরিদ মোতাকেদগণকে নিঃস্বার্থভাবে, সত্য ও ন্যায়ের সেবা করিয়া যাইতে উপদেশ দিতেন। ধৈর্য্য ও সহনশীলতা তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল।

আজ তিনি জীবনের পর পারে। তাঁর পবিত্র চরিত্র বৈশিষ্ট্যই চিরকাল আমাদিগকে সত্য ও মুনষ্যত্বের পথ প্রদর্শক করিবে।

মাওলানা মোহাঃ আকরম খাঁ সাহেব আজাদে লিখিয়াছেন;—

মাওলানা আবুবকর সাহেবের এন্তেকালে, অন্ততঃ অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপী একটা কর্ম্ম জীবনের ও ধর্ম্ম সাধনার অবসান

ঘটিল। নওয়াবী আমলদারীর শেষ অবস্থায় মোছলেম জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে নানা কারণে যে সব অবসাদ ও অভিশাপের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস হইতে ১৯ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত মোছলেম বঙ্গ স্বদেশী ও বিদেশী আমলাতন্ত্রের বৈর মনোভাবের নিষ্ঠুর প্রভাবে যখন একেবারে বিক্ষিপ্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং এই অবসাদ বিক্ষেপ ও আত্ম-বিস্মৃতির সুযোগে বাংলা সাহিত্য ও ইংরাজী শিক্ষাকে অবলম্বন করিয়া বাংলার দিশাহারা মুছলমানকে নিজের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাবধারা ও আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহী করিয়া তোলা হইয়াছিল এবং বিদ্রোহের রাজপথ ধরিয়া বিদেশী বিধর্ম্মী ও বিজাতীয় ভাব ধারা যখন মোছলেম বঙ্গের মন ও মস্তিষ্ক আবিষ্ট ও অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সময় এছলামের প্রাণ শক্তি ও মুছলমানের জাতীয় আত্মা এই অনাচারের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে ফরিয়াদ করিয়া উঠে। নবযুগের প্রথম সূচনার এই শুভ প্রভাতে জাতির তৎকালীন শোচনীয় পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের তুমুল তুফান তুলিয়াছেন পুথি সাহিত্যের কয়েক জন ভক্তিভাজন লেখক এবং বাংলা তথা ভারতের কতিপয় প্রাতঃস্মরণীয় আলেম।

তাঁহাদের আন্তরিক সাধনা ও জীবন ব্যাপী জেহাদের ফলে মোছলেম বঙ্গের দিকে দিকে অনুভূতি ও ভবিষ্যৎ ভাবনার যে প্রয়োজনীয় চেতনা দুর্ব্বার গতিতে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, মাওলানা শাহ ছুফি পীর আবুবকর সাহেবও সেই যুগ চেতনারই একটি শুভ অভিব্যক্তি। সব সময় তাঁহার সকল কাজ ও মতামতের সহিত সকলের তত ঐক্য হয়তো নাও থাকিতে পারে কিন্তু একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, জনাব মাওলানা সাহেব মরহুমের অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপী সাধনা ও প্রচারের ফলে বাংলার আত্মবিস্মৃত, স্বধর্ম বিমুখ ও পর-ধর্ম্মের প্রবাহহত

লক্ষ লক্ষ মুছলমান আবার সত্যকার এছলামের সুশীতল ছায়ায় ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছে। আপনাদিগকে মুছলমান বলিয়া পরিচিত করিয়া এবং নিতান্ত অসঙ্গতভাবে হানাফী মজহাবের দোহাই দিয়া বাংলার যে অসংখ্য মুছলমান নানা প্রকার জঘন্য শের্ক-বেদয়াতে লিপ্ত হইয়া নিজেনের ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছিল, মাওলানা আবুবকর সাহেব তাহাদের অনেককে ঐ অনাচারের অভিশাপ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের বিভিন্ন দিকের অসাধারণ তৎপরতার পরিচয় দিতে যাওয়া আজ আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, তাঁহার অসাধারণ 'আখলাক' এবং আমাদের প্রতি তাঁহার অশেষ স্নেহের বর্ণনা করিতে যাওয়াও আজ আমাদের সাধ্যাতীত। তাঁহার লক্ষ লক্ষ মুরীদ ও গুণমুগ্ধ ভক্তের ন্যায় আমরাও আজ এই বিরাট অসাধারণ ব্যক্তিত্বের তিরোধানে শোকে অভিভূত। এই প্রায় শত বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের অন্তর বাহিরে ইছলামের দুর্দ্ধর্ষ প্রাণ শক্তির যে অনুপম যৌবন চাঞ্চল্য বিগত তিন যুগ হইতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, বাংলা হইতে তাঁহার চির অবসানের আশঙ্কা করিয়া বস্তুতঃই আমরা আজ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি। শোক প্রকাশ ও সহানুভূতি জ্ঞাপনের সাধারণ ধারার অনুসরণ করিতে যাওয়াই তাই কোন সঙ্গতি বা আবশ্যকতা আজ আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি না। মাওলানা মরহুমের এন্তেকাল আমাদের মতে সমগ্র মোছলেম বঙ্গের জাতীয় মাতম, এ মাতমের শোকে সকলেই আজ সন্তপ্ত, সকলেই গভীরভাবে অভিভূত। আজিকার দিনের একমাত্র কর্ত্তব্য, অযুত অযুত অন্তরে গভীর কৃতজ্ঞতা, কোটী কোটী মোছলেম কণ্ঠের আগ্রহাকুল মোনাজাত। জীবন-মরণ সমস্যার সকল দর্শন ও দার্শনিকতার মর্ম্মবাণী আজিকার এই শোকের দিনে কোরআনের

সত্য, সুন্দর ও সনাতন ভাষায় কণ্ঠে কণ্ঠে গুঞ্জরিয়া ও মর্ম্মে মর্ম্মে মুঞ্জরিয়া উঠুক।

"সেই সব ধৈর্য্যশীল মোমেন দিগকে সুসংবাদ জানাইয়া দাও কোন বিপদ আপতিত হইলে যাহারা বলিয়া উঠে ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলায়হে রাজেউন (সকলেই আমরা আল্লার জন্য) আল্লার মঙ্গল আহ্বানে সাড়া দিয়া, যথা সময়ে তাঁহারই পানে ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

বস্তুতঃ এই ত পরিণতি;—

کمر باندھے ھوئے چلنے کو یان سب یار بیٹھے ھیں
بھت آگے چلے باقی جو ھیں تیار بیٹھے ھیں

মাওলানা ময়েজদ্দীন হামিদী সাহেব 'হেদায়ত' পত্রিকায় লিখিয়াছেন;—

বাঙ্গালার মোছলেম ধর্ম্ম আকাশের দীপ্ত সূর্য্য অস্তমিত। ফুরফুরার মাহামন্য পীর সাহেবের মহা প্রয়াণ। প্রায় একশত বৎসর বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠতম আলেম ও পীরের ধর্ম্ম ও কর্ম্মময় জীবনের অবসান।

মহামান্য পীর সাহেব কেবলার এন্তেকালে বঙ্গদেশ তথা সমগ্র মোসলেম ভারত একজন অভিজ্ঞ আলেম এবং অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন পীর হারা হইল। সমস্ত ভারতে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও অন্যান্য জাতীয় আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত এরূপ অসাধারণ প্রভাব সম্পন্ন ও সর্ব্বজনমান্য আলেম ও পীর আর কেহই নাই। বঙ্গদেশে তিনিই সর্ব্বপ্রথম 'আঞ্জমনে-ওয়ায়েজীন' ও আঞ্জমনে ওলামা, প্রতিষ্ঠা করিয়া আলেম সম্প্রদায় ও মোছলেম জনসাধারণের মধ্যে নবজীবন ও নবচেতনার সঞ্চার করিয়াছিলেন। 'জমিয়তে-ওলামায়ে বাঙ্গালা ও আসামের' তিনিই একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্ব্ব প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও স্থায়ী সভাপতি ছিলেন।

তিনি বঙ্গে খেলাফত আন্দোলন এবং মোসলেম লীগেরও সর্ব্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইসলামী জাতীয় সাহিত্য এবং জাতীয় সংবাদ পত্রের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। 'মিহির ও সুধাকর' 'ইছলাম প্রচারক' 'মোসলেম হিতৈষী' 'ইসলাম দর্শন' ও 'হানাফী' পত্রিকার তিনি সর্ব্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে বহু মাদ্রাছা মকতব, মছজেদ, স্কুল ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এতভিন্ন তাঁহার সহায়তা ও অনুমোদন তাঁহার মহাবিজ্ঞ খলিফাগণের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় শরিয়ত, তরিকত ও মারেফাত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় এক সহস্র ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

মহামান্য পীর সাহেব কেবলার ধর্ম্ম ও সমাজ হিতৈষণা মূলক শেষ কীর্ত্তি 'জমিয়তে-ওলামায় বাঙ্গালার' পূর্ণগঠন এবং 'মোসলেম' নামক জাতীয় সপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই তিনি বাঙ্গালার আলেম সম্প্রদায় ও মোছলেম সমাজকে নূতনভাবে সম্মিলিত, সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া দিয়া যাইবেন, কিন্তু তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সর্ব্বশক্তিমান প্রভু তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে স্বীয় অনন্ত অনুগ্রহের শান্তি ছায়াতলে লইয়া গিয়াছেন।

মরহুম হজরত পীর সাহেব বঙ্গ তথা ভারতের মোছলমানদের জন্য কি ছিলেন, তাহা আমার ন্যায় অযোগ্য ও অক্ষম লোকের পক্ষে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। খেলাফত আন্দোলনের তিনিই পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বর্ত্তমান মোছলেমলীগেরও তিনি অন্যতম সমর্থক। তিনি কলিকাতা মাদ্রাছা আলীয়ার একজন সদস্য ও মোছলেম শিক্ষা বোর্ডের এডভাইসারী সভাসদ ছিলেন।

হজরত পীর সাহেব কেবলা চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু

তিনি তাঁহার জীবন ব্যাপী ধর্ম্ম সাধনা ও কর্ম্ম জীবনের অসংখ্য পূণ্যস্মৃতি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত সাহেবজাদাগণ, বঙ্গ আসাম ব্যাপী তাঁহার অসংখ্য আলেম খলিফা বৃন্দ, ফুরফুরা নিউস্কীম জুনিয়র মাদ্রাছা, ওল্ডস্কীম ও নিউস্কীমের দুইটি ছিনিয়ার মাদ্রাছা, তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের খনি স্বরূপ দায়েরা শরিফ, ইছালে-ছওয়াবের বার্ষিক মহফেল, দাতব্য চিকিৎসালয় তাঁহার প্রস্তাবিত খানকা শরিফ ও জমিয়তে ওলামার বাঙ্গালা সমস্তই তিনি বাঙ্গালার মোসলমানদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন ব্যাপী ধর্ম্ম সাধনা, কর্ম্মজীবনের বিভিন্ন মুখী প্রতিভা ও অবিশ্রান্ত কর্ম্ম তৎপরতার পরিচয় আজ আমাদের পক্ষে বর্ণনা করা একেবারেই অসম্ভব। জানিনা দয়াময় আল্লাহতায়ালা তাঁহার শূন্য স্থান কবে পূর্ণ করিবেন। তাই আজ তাঁহার চির বিদায়ের বেদনা জড়িত শোক বাসরে তাহার পূর্ণ স্মৃতি স্মরণ করিয়া কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা—

তোমার অভাবে সমাজ তরণী আজিকে ডুবিয়া যায়।
হায় এ অকুলে আজিকে আমরা উঠিব কাহার নায়?
কোন আশা নাই আর।
চারিদিক হ'তে ঘনায়ে আসিল মরণ অন্ধকার।

"ছুন্নত-অল-জামায়াত" পত্রিকায় মৌলবী আবদুল ওহাব সিদ্দিকী সাহেব লিখিয়াছিলেন;—

"মোছলেম বঙ্গ-গগণের পূর্ণিমা মাহতাব, ধর্ম্ম জগতের শাহনশাহ ফুরফুরার আ'লা হজরত পীর সাহেব কেবলা আর ইহজগতে নাই, বাংলার মোছলমানদের বড় আদরের পীর সাহেব আর নাই। তাই আকাশে বাতাসে ক্রন্দন উঠিতেছে পীর সাহেব নাই।

মোসলেম ধর্ম্ম আকাশ হইতে যে অত্যুজ্বল তারকাটী খসিয়া পড়িয়া অতলান্তিকে নিমজ্জিত হইয়াছে, তাঁহার আঁধার ও

শূন্যস্থান দেখিয়া আজ যেন ক্রন্দসী আকাশের চোখ ফাটিয়া শোকাশ্রু ঝরিতেছে।

আজ অতি নিদারুণ—নির্ম্মল-নিষ্ঠুর হইলেও আমাদিগকে শুনিতে হইবে—পীর সাহেব নাই। আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে ধর্ম্ম জগতে আজ আমরা এতিম।

হজরত রছুলুল্লাহ (ছাঃ) 'রেহলত' ফরমাইলে হজরত ওমর, এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, তিনি উন্মুক্ত তরবারী হস্তে বলিয়াছিলেন, "যে বলিবে রাছুলুল্লাহ নাই, উমরের হাতের এই তরবারী তাহাকে ক্ষমা করিবে না।" প্রিয় জনের বিয়োগ ব্যাথা যে কতখানি দুর্ব্বিসহ, হজরত উমরের উক্ত কথায় তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে হয়তো পারি নাই, কিন্তু আজ সত্যই আমাদের উপলব্ধি করিবার পালা আসিয়াছে। তাই পীর সাহেব নাই এই কথা বিশ্বাস করিতে তাঁহার শোকস্মৃতি উপলক্ষে কিছু লিখিতে অশ্রু বাধা মানে না। নবী, অলি-আল্লাহ হইতে আরম্ভ করিয়া কাহাকেও চিরদিন পৃথিবীতে ধরিয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই। পীর সাহেবকেও যুগের মোছলমান ধরিয়া রাখিতে পারে না, তবুও যাঁহার 'এন্তেকাল' অবধারিত, তাঁহার জন্য আমরা কাঁদিয়া আকুল হই কেন? ইহার একমাত্র কারণ, আমরা একজন মানুষের মত মানুষকে হারাইয়াছি, তাঁহাকে আর কোনদিন খুঁজিয়া পাইব না। সত্যই পীর সাহেব একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মময় জীবন যে কতখানি গৌরবজ্জ্বল ছিল, আমাদের ন্যায় লোকের পক্ষে তাহার ধারণা বহির্ভূত। তিনি আদর্শ জীবন লইয়া দুনিয়ায় আসিয়াছিলেন এবং জীবনের প্রতি মুহূর্তে সেই আদর্শবাদের পূর্ণ মহিমা দেখাইয়া গিয়াছেন। মোছলেম বাংলাকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য তিনি নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

আঞ্জমানে-ওয়ায়েজিনে বাংলা, জমিয়তে-ওলামায় বাংলা

প্রভৃতি সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের মারফত মরহুম পীর সাহেব কেবলা বাংলার মুছলমান সমাজকে সরল পথে পরিচালিত করিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ফুরফুরার ইছালে-ছওয়াবের বার্ষিক অনুষ্ঠান তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। লক্ষ লক্ষ মুছলমান প্রতি বৎসর বিনা দাওয়াতে একস্থানে সমবেত হইবার দৃশ্য অতি বিরল। কেবলমাত্র প্রাণের টানে এবং পীর সাহেব কেবলার দিদার এবং সাহচর্য্য কামনা করিয়া অতি দূর দূরান্তর হইতে হাজার হাজার ভক্ত-মোতাকেদ ঈছালে-ছওয়াবের মহফেল ছুটিয়া আসিয়াছে এবং পীর সাহেবের সৌম্য-মূর্ত্তি, নুরাণী চেহারা দেখিয়া পথ ভ্রমণের সকল ক্লেশ ভুলিয়াছে।

পীর সাহেব কেবলার পূণ্যময় স্মৃতির কূলে দাঁড়াইয়া আজ আমাদের মনে পড়ে অতীতের বহু কথা। মনে পড়ে পীর কেবলার অনাবিল চরিত্র মাধুর্য্য, ধর্ম্মপথে দুর্জ্জয় সিংহ বিক্রম, সংসার ক্ষেত্রে আদর্শ সংসারী। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, শিশুর ন্যায় সরল প্রাণের অভিব্যক্তি অতি দুশমন হৃদয়ও বিগলিত না হইয়া পারে নাই। মুহূর্তের জন্য যে ব্যক্তি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেই আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিয়াছে—এই মহা মানবের পায়ে। গত অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন কংগ্রেস স্কুল কলেজ 'বয়কট' নীতি পুরাদমে চালাইতেছিল, হিন্দু ছেলেরা হল্লা করিয়া যখন স্কুল হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছিল, তখন পীর সাহেব কেবলা সমগ্র মোছলেম সমাজকে এই আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন না করিতে দৃঢ়ভাবে উপদেশ দেন। কারণ মুছলমান সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে একেত পশ্চাৎপদ, তার উপর স্কুল কলেজ বয়কট নীতি অবলম্বন করিলে, তাহারা আরও সহস্র যোজন দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িবে। পীর সাহেব এই সম্পর্কে আরও বলিয়াছেন, মুছলমান সমাজের শিক্ষার অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য স্কুল কলেজ বয়কট নীতি হিন্দু কংগ্রেসের একটী চালবাজী মাত্র।

দুইদিন পরে তাহাদের ছেলেরা বিদ্যায়তনে ঢুকিয়া পড়িবে, কিন্তু মুছলমান ছেলেদের শিক্ষা ঐ পর্য্যন্ত খতম।

পীর সাহেবের এই সূক্ষ্মদর্শিতা পদে পদে ফলিয়া গিয়াছিল। ইহার দ্বারা সহজেই বুঝা যায়, রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার জ্ঞান কতদূর ছিল। মিঃ গান্ধী হইতে মাওলানা মোহাম্মদ আলী মরহুম পর্য্যন্ত বহু রাজনীতিবিদ তাঁহার দরবারে উপনীত হইয়া রাজনীতি বিষয় উপদেশ লইয়াছেন।

আহলে-ছুন্নত-অল জামায়াতের প্রকৃত মত প্রতিধ্বনিত করাই মরহুম পীর কেবলার চরম ও পরম লক্ষ্য ছিল। তিনি নিজে কোন দিন শরিয়তের পথ হইতে চুল পরিমাণ পদস্খলিত হন নাই, তাঁহার কোন মুরিদ মোতা'কেদকেও সামান্য পরিমাণ ত্রুটী দেখিলে, অতি মিষ্ট কথায় তাহার দোষ ত্রুটী সংশোধন করিয়াছেন।

বাংলার বড় আদরের পীর সাহেব চলিয়া গিয়াছেন—আজ দূরে—বহু দূরে। কিন্তু আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার প্রায় শতাব্দী ব্যাপী ধর্ম্ম সাধনা—কর্ম্মজীবনের সুমহান আদর্শ। তাঁহার সুযোগ্য খলিফাগণ, তাঁহার অনুগামী দিগ্বিজয়ী আলেমগণ, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ফুরফুরা শরীফের মাদ্রাছা, তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের খনি স্বরূপ ফুরফুরার দায়রা শরিফ, বাংলার মুছলমানের মহা মিলন কেন্দ্র বার্ষিক ঈছালে-ছওয়াবের মহফিল, প্রস্তাবিত কলিকাতার খানকা শরিফ। এসমস্ত তিনি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে তিনি আরও রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার অযুত ভক্তের চক্ষে প্লাবিত অশ্রু। আমাদের এই নগন্য লেখনিতে তাঁহার সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং আজ তাঁহার চির বিদায়ের বিয়োগ ব্যথা লইয়া আমরা তাঁহার অমর স্মৃতি-কূলে দাঁড়াইয়া শুধু এই কথাটুকু বলিতেছি—

"বাংলার পীর মুর্শিদে আজ কর তাজিম হে রেজওয়ান

বাগে এরেম সাজাও ত্বরা আশু বাড়াও হুর গেলেমান।"

পীর সাহেবের বিশিষ্ট খলিফা খান বাহাদুর মাওলানা হাজী আহমদ আলী এনায়েতপুরী এম, এল, এ সাহেব তাঁহার 'শরিয়তে এসলাম' পত্রিকায় বলেন;—

ফুরফুরার পীর, যাঁহার নাম মানুষের ঘরে ঘরে একান্ত সম্মানের সহিত ধ্বনিত, যাঁহাকে দেখিবার জন্য, যাঁহার একটী কথা শুনিবার জন্য, যাঁহার নিকট একটু দোয়া লইবার জন্য নগরে নগরে পল্লী প্রান্তরে অসংখ্য লোকের ভীড় লাগিয়া যাইত, যাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, মহত্ব ও পীযুষ প্লাবনী ওয়াজ বিগত প্রায় সত্তর বৎসর ধরিয়া সমানভাবে দেশ-বিদেশে সব চেয়ে বড় শ্রদ্ধার বিষয় হইয়াছিল, সত্যিকার এসলামের বার্ত্তাবাহী সেই বীর সেনানী এ নশ্বর দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সে নয়ন জুড়ার নুরানী মধুর স্নেহ হাস্য প্রাণ মাতানো মিষ্টবাণী ঐ যে ফুরফুরার দায়েরা শরীফের সম্মুখে মহা শান্তির জান্নাতী ফরাশে শুইয়া রহিয়াছেন।

কোরআন শরীফের মণি-মঞ্জুষা যা এলমে তাছওয়াফের মরকত মণি হাকিকতে কাবার পূর্ণ বিকাশ এলমে জাহের ও এলমে বাতেনের সেই অফুরন্ত 'খাজিনা' দুনিয়ার লোক চক্ষুর আড়ালে চলিয়া গিয়াছেন। রত্নপ্রসু ও রত্মাগর্ভা ফুরফুরার! তোমার বুকে শুইয়া আছেন ঐ কত শত অলি আবদাল পীর দরবেশ আর তাঁদেরি সঙ্গে এই সেদিন শুইয়াছেন—জমানার হাদী আমাদের পীর সাহেব কেবলা।

(শরিয়াতে এসলাম, চৈত্র ১৩৪৫)।

ভারতের শ্রেষ্ঠ ইংরাজী দৈনিক "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকা বলেন;—

......মাওলানা শাহ সুফী হাজী মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী সাহেব দেশের অগণিত, মোছলমানের ধর্ম্মগুরু এবং আধ্যাত্মিক

পথের প্রকৃত পথ প্রদর্শক ছিলেন। মাওলানা সাহেবের নাম মোছলেম বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত, তিনি বহু স্কুল, মাদ্রাছা, মছজিদ দাতব্য চিকিৎসালয় এবং দেশের ও দশের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। স্বীয় ধর্ম্মানুরক্তি এবং বদান্যতার জন্য তিনি জাতি-ধর্ম্ম নির্বিশেষে সকলেরই নিকট প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন। (মার্চ ১৮/১৯৩৯)।

কবি শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী সাহেব 'মোসলেম' ও 'ছুন্নত-অল-জামায়াতে' প্রকাশ করিয়াছেন;—

জেন্দা পীরের জান্নাত গমন

বাজল শিঙ্গা এস্রাফিলের আসমানে ঐ অকস্মাৎ;
বাংলা বুকে একি মাতম হায় কি দারুণ বজ্রঘাত,
বইল বায়ু হা-হুতাশার নামল নভ অশ্রুধারা,
সূর্য্য গেল অস্তাচলে ডুবল দুঃখে চন্দ্র তারা।
কাদল মাটী গোরস্থানের কাঁদছে বঙ্গ মোছলমান।
কোটী ভক্ত স্তব্ধ শোকে হারিয়ে আজি শিরস্ত্রাণ।
কুটীর হতে হর্ম্ম্য-বুকে বইছে তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস,
বাংলা থেকে ব্রহ্ম আসাম সব খানেতেই শোকাচ্ছাস।
বাংলার পীর সিদ্ধ তাপস একচ্ছত্র ধর্ম্মগুরু;
কর্ম্ম-ক্লান্ত দেহে আবার কোথায় যাত্রী করল শুরু?
আজরাইলের মান বাঁচাতে সত্য সাধক মৃত্যুঞ্জয়ী—
ইচ্ছা করে মরণ বরণ করল আজি খোদাশ্রয়ী
কে দেখেছে কোথায় এমন মহান মৃত্যু মহোৎসব,
কোটী ভক্ত জনারণ্যে শুধু 'ইন্না-লিল্লা' রব।
মোদের ছেড়ে কোথায় তুমি চললে তাপস পুণ্যেশ্লোক,
তোমার কাজের কে লবে ভার কোথায় আছে এমন লোক
তৌহিদের ঐ ঝান্ডা নিয়ে উর্দ্ধ করে কে আবার—
ধরবে বঙ্গ আসাম বুকে নাশতে অন্ধ সংস্কার?

গড়বে কে আর দৃঢ় হাতে পূর্ণ সেতু এখওয়াতের?
ধরবে কেবা সমাজ বুকে মহাদর্শ ইসলামের?
কে কোরআনের ভেতর দিয়ে খুলবে তাসাওফের দ্বার;
জ্বালবে কে সে হাদিছ-আলো-পূণ্য-বাণী মোস্তফার।
মিছে বিলাপ আর পাব না ফিরে তোমায় এদুনিয়ায়?
আল্লাহ তুলে নিল তোমার ফেরদউসের গুল-বাগিচায়,
আর ত তুমি শুনিবে নাক কান্না ভেজা কণ্ঠস্বর;
খোদাতায়ালার দিদার লভি শান্তি লভ তাপস বর।
বাংলার পীর মুর্শিদে আজ কর তাজিম হে রেজওয়ান,
বাগে-এরমে সাজাও ত্বরা আগু বাড়াও হুর-গেলমান,

মোল্লা মোহঃ এসহাক সাহেব মোসলেমে প্রকাশ করিয়াছেন;—

"বাংলা আঁধার ভারত আঁধার আঁধার ধরণী তল"

আজি, ইসলাম কাঁদে কাঁদে আস্‌মান, রবী শশী গ্রহতারা;
আকাশের পথে উল্কা-ছুটেছে কি যেন কি তারা হারা।
নাই নাই নাই-দুনিয়ায় নাই যুগ-সেরা মহা পীর,
রত্ন মাণিক হারায়ে গেলরে বিপুল ধরণীর।
ফুরফুরা পীর নাহি এজগতে গিয়াছেন গুলিস্তান।
সারা বিশ্বের মোছলেমে রাখি শোকাতুর পেরেশান
মোছলেম-হিয়া ছানিয়া উঠেছে ক্রন্দন কল-রোল,
খোদার আরশ কাঁপিয়ে বিষাদে দুলিতেছে মহা দোল।
বাঙ্গালা আঁধার, ভারত আঁধার, আঁধার ধরণীতল,
ইসলাম আজি হারায়ে কাঁদিছে মহা আশ্রয়স্থল।
দুনিয়ার এই দিকটা যখন আঁধারে আছিল ঘেরা।

ইসলাম মণি দিনে দিনে যবে হতেছিল জ্যোতি-হারা,
মুসলিম তার আপন সত্ত্বা শয়তান পদ মূলে,
বিকাইতেছিল-আখের ভুলিয়া মোহান্ধে মহা ভুলে।
সে দিন তোমার আলোর দীপিকা সহসা উঠিল জলি,
আঁধার আবার তব পদমূলে আপনারে দিল বলি।
হায় হায় হায়, আজি সেই শশী কোথারে অস্ত যায়
ফুরফুরা এই আলোর অভাব কেমনে সহিবে হায়
কেমনে সহিবে এযাতনা-বিষ মুরিদান ভক্ত কুল,
নয়নে হেরেছি শোকেরি-দরিয়া বক্ষে মর্ম্ম স্থল।
আখেরী নবীর দাওয়াৎ পেয়েছি, তোমায় পেয়েছি, দেখা,
তোমারিই মাঝে নয়ন পেয়েছে নীবজীর আলোরেখা।
নবীর বন্ধু খলিফা প্রথম গিয়াছেন ঠিক চলে,
তাঁরি নাম, গুণ হৃদয় স্বরূপ তোমারেই খোদা দিলে।
শরিয়তে তুমি ছিলে হেমগিরি, মা'রেফাত মহাসিন্ধু।
দানে দানবীর দ্বিতীয় হাতেম, রোগীদের মহাবন্ধু।
মোসলেম তোমায় হারায়ে হারাম মহা মিলনে পথ,
জানিনা কে পুনঃ আসিয়া পূরবে অপূর্ণ মনোরথ।
যাও, যাও, যাও, ফেরদোসী-সখা খোদা প্রেম সুধা পিও,
আমাদের তরে আর এক হাদিরে তাঁরে বলে ভেজে দিও।
হৃদয়ের মোর শতেক জালা আধ ভাষা মূক ব্যথা,
খোদা, তোমারি কাছে জানাতে চাহে কি যেন কি—
আকুলতা।
বিশ্বের এই দাহন-ক্রিয়ার যদি কভু দিন পারে।
তোমারি অলির গোরের মাটিতে হৃদি যেন মোর জোড়ে।

কবি তালিম হোসেন হজরত পীর সাহেবের শোক-গীতি এইরূপ ভাবে মোছলেমে প্রকাশ করিয়াছেন—

পরলোকে পীয়ারা পীর

হায়! নাহি আর আজ বাঙালার বুকে
বাঙলার পীর দাস্তগীর,
কাঁদে বাঙলার মাটী জল বায়ু
বাঙালীর দিল কাঁদে অধীর!
জোলমাৎ আর গোমরাহী ভরা
এমরু বাংলার কুলে,
আঁধার নাশি এলো সত্য সাধক
দ্বীনি ঈমানের মশাল জেলে!
ফিরে চলে আজ সে মরু-চারণ
আবাদ করিয়া মরু উদ্যান,
সাঙ্গ তাঁহার জীবন সাধনা
সফল ধর্ম্ম-তরুর ধ্যান!
বাঙালী! তোমার কামেল ফকির
বুঢ্‌ঢা আব্বা আবুবকর,
কোন দৌলত রেখে গেল আজি
মন হতে তার লহ খবর।
হৃদয়ের মাটি খুদে দেখো ভাই
গুণী মুর্শিদ পীর তোমার,
কি অফুরন্ত রেখে গেছে ধন
শোধ নাহি তার নাহি শুমার!
ওরে ও কাঙাল, ছুটে আয় তোরা
দেখে যা তোদের কত বিভর;
জমা খরচে হালখাতা কর,

ভুলে যা দৈন্য দুঃখ সব।
'ফকির' 'হকির' মানুষের মাঝে,
রটালে যে জন নিজের নাম,
ওরে ও অন্ধ ভেবে দেখ আজি
মানুষের মাঝে কি তার দাম!
সেই ফকিরের 'তসবি' ও 'লাঠি'
তোরাই তাহার ওয়ারিশান;
'ঝুলি' খুজে দেখ, সাতশ রাজার
ধনে ভরা সেই পুটুলি খান!
জাহান ভরিয়া ইসলাম ফের
আবাদ হল যে ওরে কাঙাল,
লুটে নেরে এই 'ঝুলির' সমান
আয় ভেঙ্গে আয় আঁধার জাল।
ফেরদৌসের জলসাতে চলে—
উৎসব আজি আবাহনের;
নবীর নায়েব ফিরিয়া গিয়াছে
বিশ্ব-নবীর সভাতে ফের!
হে নায়েব, আজি ধুলিতল হতে
এই দীন কবি করে আরজ
ধর্ম্ম-দীন এ বাঙ্গালীর তরে
আরো আলোকের আছে গরজ।
খোদা রসুলের এই দোয়া নিও
তোমার বাঙালী মোতাকিদান,
তোমার দানের ঝুলি হ'তে যেন
নিতে জানে শুধু তেজ ঈমান।

শ্রেষ্ঠ পীর হজরত মাওলানা আবুবকর সাহেবের এন্তেকালে বিলাপ

কেন গো আজিকে এমন হইল
আঁধারে ঘেরিল হৃদয় দেশ
কাহার অভাবে বাসনা সজনী
পরিল বিরহ বিষাদ বেশ
কিসের অভাব বিকট হইয়ে
হৃদয়ে হানিছে বিষের শেল
চমকে অবনী কাঁপিছে তটিনী
নীরব হইল ভক্ত দেল
কঠিন কঠোর ভয়াল ভীষণ
অশেষ যাতনা বিষম ভার
সহেনা কোমল কোরক পরাণে
গাইতে সে খেদ কহিতে আর।
আশার কাননে বিকাশ কুসুম
আর না ছড়াবে সুরভি বাস
কালের ভামিনী ত্বরিত আসিয়া
অপার বাসনা করিল নাশ।
কে জানে এমন কালে কু-নীতি
কোথায় গোপন আবাসে থাকি।
রহিয়া রহিয়া জীবন পথের
পাদপ শাখায় মারিত ঝাঁকি
কাটিত দশনে আশার শিকড়
নীরব নিথর বিকট হাসি
দুধার হইতে পলকে পলকে
আনিত টানিয়া আবিল রাশি।

কুটিল কালের বিকট নিয়তি
বিষের নিশার নাশায় ভরি,
গোপন মনের গোপন আবাসে
বসিয়া আছিল ছলনা ধরি।
সময় সুযোগ পেয়ে অবসর
কুসুম কোরক কোমল কলি
সেই সে বিষের নিঃশ্বাস লাগিয়া
বিরস বদনে পড়িল ঢলি।
সাধন ডালায় ভক্তি কুসুম,
রেখেছিল যত ভকতকুল,
সুদূর দেশের পথিক সুজন
করিল নিমেষে সে সব ভুল
মোহের ছলনা তার আঁধার
হৃদয় ঘাতক বিকট সুর,
দরপে গরবে সজোরে আপন
আজিকে সকলি করিল চুর।
নীরব ভাষায় আপনার মনে
গেয়েছিলে বুঝি নিঝুম গান।
পবন পরশে আকাশ পাতল
মোহিয়া তুলিত সরল তান।
সেই সাধনার সেই বাসনার
সেই সে গানের পীযুষ ধার।
বয়ে গিয়ে ছিল নীরব নিথর,
নাশিতে ভাবিক জীবন ভার।
তুমি যে সরল অমিয় মধুর
পরম ধরম করম বীর
যুগল নয়নে দেখেছি ঝরিতে

পরের দুখের তপত নীর।
শোকের সাগর উথলি যখন
ঘেরিত তোমার চতুর দিক,
শোকের অনল করিতে নিধুম
করেছে তোমায় কতনা দ্বীক
আপদ বিদপে পড়েছি যখন
নিরাশ হয়েছি সকল হায়
সজোরে আপন দাঁড়ায়েছি গিয়ে

নিরাশ আশায় বলবতী আশা
শুনায়ে দিয়েছ মধুর ভাষ
অভাব নিরাশ ঘুচায়ে দিয়েছ
পেয়েছি হৃদয়ে অশেষ আশ।
নিরাশ হইয়ে কখন কেহই
ফেরেনি তোমার করুণা হ'তে
সজল নয়নে বিরস বদনে
দেখিনি কাহারো যাতনা স'তে
সয়েছ কতই যাতনা ভীষণ
অপর জনার আপন হ'য়ে
আপন বিপদ অপরের যত
নিয়েছ আপন বুকেতে স'য়ে।
কোন অপরাধে আজিকে মোদের
ভাসালে শোকের সাগর নীরে,
কাকতি মিনতি শোন গো মোদের
তাকাও বারেক নয়ন ফিরে।
অযথা অলীক দুনিয়ার ভাবে
আশার তরণী ডুবায়ে দিয়ে,

সহজ সরল আপনার পথে
চলিলে আপন করম নিয়ে।
যশের গরব পতাকা উড়ায়ে
চলিলে আজিকে সুগম পথে,
বাসনা তোমার পূরণ হউক
বিধির বিধান গঠিত রথে।
করুণা তোমার আছিল অপার
মুকত রহিত দুকর দানে
গলিত পলিত তাপিত পরাণ
শীতল হইল মমতা টানে।
সু-পথ হারায়ে দিক ভোলা হ'য়ে
যখন আঁধার দেখেছি ধরা,
দ্বীনের ছতুন তয়াযা তখন
জালিয়া দিয়াছ হৃদয়ে ত্বরা।
অমিয় মধুর সহজ সরল
শোভন মোহন ধরম কথা,
দিয়াছ শিখায়ে আদেশ নিষেধ
নাসিতে মনের ভীষণ ব্যথা।
তোমার গুণের গরব কাহিনী
লিখিতে বলিতে নাহিক ভাষা,
যতই বলিনা যতই গাহিনা
ততই বাড়িছে অশেষ আশা।
ভাবাই অবোধ গাইব কি আর
হয়েছি পাগল সকল হারা,
তোমার নামের তাবত বারতা
গাইবে মোহন ধীমান যা'রা।
এহেন আমার নিশার স্বপন

অলীক কাহিনী মনের ভুল,
আপন মনের পাগল কাহিনী
বিকট আবেগ পাদম ফুল।
বিজন বনের কুসুম তুলিয়া
গেঁথেছি বিদায় মালিকা নূর,
এই উপহার সুধু অভাগার
মনের আবেগ করিতে দূর।
এসগো মোদের ভকতি আধার
করুণ-তরুণ উজল রবি,
হৃদয় পরতে দাওগো আঁকিয়া
তোমার শোভন মোহন ছবি,
কি আর কহিব কি আছে কহিতে
আমরা অবোধ কোমল মতি,
পারিনা বুঝিতে বিধির বিধান
বিবেক বিহীন আমরা অতি।
বিরাট বিশাল বিপুল ধরার
করম হ'য়েছে পূরণ আজি,
তাই গো চলিলে আপন আবাসে
অচিন দেশের পথিক সাজি,
কীরিতি সুযশ গরব গরিমা
অতুল ধরম পরম ভাতি,
জলুক উঠুক উজল হউক
তোমার যশের করম বাতি।
কাঁদালে মোদের কাদিব আমরা
খোদার বিধান অবনী তলে,
ভাসাব কপোল ভাসাব উরশ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া নানা ছলে,

গভীর কাতর নীরব ভাষার
পলাস কুসুম তুলিয়া করে,
গেঁথেছি আজিকে সুবাস বিহীন
বিদায় মালিকা আবেগ ভরে।
অচিন দেশের পথিক সুজন
চলিলে আজিকে আপন দেশে
শতধা কীরিতি রাখিয়া ধরায়
অমল ধবল পবিত্র বেশে।
আছিল তোমার যতেক বাসনা
জানায়ে দিয়েছ মধুর গেয়ে
জীবন অবধি রহিব তাকায়ে
তোমার আদেশ সুপথে চেয়ে
বঙ্গের পীর হে আবুবকর
কি দিয়া শোধিব তোমর ধার
কাতর মনের কাতর কাহিনী
ব্যতীত কিছুই নাহিক আর।
জান্নাত হইতে তায়াযা শাহাদ
সতত করিও ধরায় দান,
বঙ্গ কাঙ্গাল ভকত নিচয়
পরাণ ভরিয়া করিবে পান।

(মোহাম্মদ আবদুল হামিদ কাব্যবিনোদ চেংগাড়া, নদীয়া)

দীপ নির্ব্বান

নিবে গেছে দীন, ঘুচে গেছে আশা,
মুছে গেছে স্মৃতি, বাক্‌হীন ভাষা

থেমে গেছে বীণ,
শাধা সুর লীন,
গাহেনা রাগিনী মেঘনাথ ধারা
ফুটেনা গগনে রবি শশি তারা,
ধরণী ভূষণ গৌরব গরিমা
শকতি সাধনা সুযশ মহিমা
গেছে চির তরে
ভেসে শোক সরে
ভয়াল ভীষণ খর হুতাশন
কোমল পরাণে হানে অনুক্ষণ
মহিমার গান
আজি অবসান,
আশার লহরী জীবন সরসে
কুলকুল তানে গা'বেনা হরষে
অতীতের স্মৃতি বেদনা ভীষণ
দিবস যামিনী করিছে পীড়ন
তা'র শিখা সুধু
জ্বলে শুধু ধুধু
সহেনা সহেনা হেন জ্বালা আর।
ছিড়ে গেছে হায় সাধনার তার।
পীর শিরোমণি নয়নাভিরাম
গেছে জান্নাতে লইতে বিরাম,
অভাবে তাঁহার
তোয়াজার দ্বার,
কে খুলিবে আর দীন দুনিয়ার,
নিবে গেল দীপ সারা বাঙলার
হে আবুবকর যাও সেরা পীর।

আগে চলে বীর,
লয়ে অসি তীর,
দূরগম পথ করি পরিষ্কার
রীতি নীতি চির আছে বসুধার
(বেগম আশরাফ আলী বি, এ, শান্তাহার, নদীয়া)

সেরা পীরের অন্তর্ধান

লক্ষ লক্ষ মানব চোখে
বহাইয়া নীর,
সোনার বাংলা আঁধার করে
কোথায় গেলে পীর,
বঙ্গ-আসাম তোমার শোকে
ভাসতেছে হায় অঝোর চোখে
কল্‌জে চুয়ে খুন ঝরিছে লেগে শোকের তীর
সোনার বাংলা আঁধার করে কোথায় গেলে পীর।
অমিয় মাখা মধুর বাণী
কে শুনাবে আর
মায়া নদীর উর্ম্মি কেটে
করবে কেবা পার,
আধ্যাত্মিকের সূক্ষ্ম তত্ত্ব
কে শুনাবে নিত্য নিত্য
লুপ্তহৃদি জাগাবে আর কোন সে তাপস ধীর
সোনার বাংলা আঁধার করে কোথায় গেলে পীর।
ষোল কলার শরৎ ইন্দু
নাই সে আর ধরায়,

চিরতরে ডুবে গেছে
পূণ্য ফুরফুরায়;
সে নূরানী জ্যোতি রাশি
উঠবে না আর পুনঃ ভাসি
খসলো শিরের মুকুট মণি আজকে হায় বাঙ্গালীর
সোনার বাংলা আঁধার ক'রে কোথায় গেলে পীর
খোশবু সেরা গোলাপ তুমি
ফুটে কতক্ষণ,
গন্ধে মাতায়ে ছিলে বঙ্গের
কুঞ্জ কুসুম বন;
কোন তপনের তাপে ঝ'রে
পড়লে হঠাৎ কেমন করে
ভোমরা বধু আর সে মধু না পেয়ে অধীর,
সোনার বাংলা আঁধার ক'রে কোথায় গেলে পীর।
আকুল পাথর বুকে ভাষায়ে গেলে তুমি হায়।
কোন কুলে গে দাঁড়াই মোরা
কাহার অছিলায়
উতাল ঢেউয়ের বক্ষপটে
নাবিক বিহীন ভাসছি বটে
কোন কান্ডারী বেয়ে তরী ধরবে সুদূর তীর?
সোনার বাংলা আঁধার ক'রে কোথায় গেলে পীর।
মর জগৎ ছেড়ে সাধু—
গেলে অমরপুর,
তোমার উপর কুসুম বৃষ্টি
করুক সকল হুর,
আল্লাহর আশীষ-পীযুষ-ধারা
তোমার উপর পড়ুক সারা

তুমি খোদার প্রেমিক সুজন তাপস কুলের শির,
প্রিয় ডাকে প্রিয় স্থানে চ'লে গেলে পীর।
(মোহাম্মদ এবাদুল্লাহ—বেদকাশী, খুলনা)

হজরত পীর সাহেব সম্বন্ধে ভারতের খ্যাতনামা আলেমগণের অভিমত

কলিকাতা মাদ্রাছার ভূতপূর্ব হেড মৌলবী শামছুলউলামা মাওলানা ছফিউল্লাহ সাহেব বলিয়াছেন।

وہ بنگالہ کے ھادی بڑا درجہ کے امام اگر وہ مشرک
کافر ہوں بنگالہ میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا *

ফুরফুরার পীর সাহেব বঙ্গদেশের হাদী, বড় দরজার এমাম, যদি তিনি কাফের মোশরেক হন, তবে বঙ্গদেশে কেহই মুছলমান হইবে না।

সৈয়দ মাওলানা মোমতাজদ্দিন সাহেব বলিয়াছেন—

بنگلہ میں دو ھستی ھے ایک مولانا ابو بکر صاحب
دوسرا مولانا اسحق صاحب *

"বঙ্গদেশে দুইটি অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে—এক মাওলানা আবুবকর সাহেব, দ্বিতীয় মাওলানা এছহাক সাহেব।"

মাওলানা থানাবী সাহেবের ভাগিনা মাওলানা আবদুল আলিম সাহেব বলিয়াছেন;—

میرا حضور کے ساتھہ قدمبوسی حاصل کرنے کا موقع نہیں ہوا ٭

"হুজুরের (ফুরফুরার পীর সাহেব) সঙ্গে আমার কদমবুছি হাছেল করার সুযোগ হয় নাই।"

মাওলানা আবদুল্লাহ টঙ্কি (কলিকাতা মাদ্রাছার ভূতপূর্ব হেড মৌলবী) ও মাওলানা নাজের হোসেন সাহেব (তথাকার সহঃ মৌলবী) বলিয়াছেন;—

بنگلہ میں ان کا ذات غنیمت ھے ☐

"বঙ্গদেশে তাঁহার (ফুরফুরার পীর সাহেব) জাত গণিমত।"

শামছুল উলামা মাওলানা এছহাক সাহেব মরহুম (ঢাকা মাদ্রাছার তদানীন্তন হেড মৌলবী) বলিয়াছেন;—

ان کا ذات کبریت احمر ھے ☐

"তাঁহার (পীর সাহেবের) জাত স্পর্শ মণি তুল্য।" ফুরফুরার হাজি মাওলানা এছহাক সাহেব হজ্জে গিয়া হজরত নবি (ছাঃ) এর স্বপ্নযোগে সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, ইহাতে হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছিলেন;—

ابو بکر جو کام میں ھے وھی کام میں رھے ☐

"আবুবকর (পীর সাহেব) যে কার্য্যে আছেন, সেই কার্য্যে থাকুন।"

মাওলানা আবদুল করিম মদনী সাহেব ফেনি অঞ্চলে আগমন করেন, সেই সময় জৌনপুরীর পীর সাহেবের উপর কাফেরি ফৎওয়া প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি বলিয়াছিলেন ঃ—

اگر مولانا ابو بکر صاحب کافر ہیں تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے ✪

"যদি মাওলানা আবুবকর সাহেব কাফের হন, তবে দুনইয়াতে কোন মুছলমান নাই।"

এক সময়ে মাওলানা হাছান আহমদ মদনী নওয়াখালী টাউনে ওয়াজ করেন সেই সময় পীর সাহেবের উপর উক্ত ফৎওয়া দেওয়া হয়, তৎশ্রবণে তিনি বলেন—

যদি পিতা ও চাচা মারামারি করেন, তবে সৎপুত্র যে ব্যক্তি হয়, সে উভয়কে শান্ত হইতে বলিবে, যদি সে চাচাকে প্রহার করে, তবে পিতার ভাইকে প্রহার করিয়া দোষী হইবে।

হজরত আলি ও হজরত মোয়াবিয়া এই দুই ছাহাবার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, ছুন্নত-অল-জামায়াত উভয় পক্ষকে সম্মান করিবে, কোন পক্ষের উপর আক্রমণ করিলে, ছুন্নত-অল-জামায়াত হইতে খারিজ হইয়া যাইবে। ফুরফুরার পীর সাহেব ও জৌনপুরের পীর সাহেবগণের মধ্যে মতভেদ ও বিরোধ হইয়াছে, সত্যপরায়ণ ঐ ব্যক্তি হইবে, যে ব্যক্তি কোন পক্ষের উপর আক্রমণ না করে।

জমিয়তে-ওলামায়ে হেন্দের সেক্রেটারী মাওলানা আহমদ ছইদ ছাহেব হাজীগঞ্জের বাহাছ সভাতে ফুরফুরার হজরতকে পীর বোজর্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব কেবলা মনুষ্যের পীর নহেন, বরং তিনি জ্বেন পরীর পীর ছিলেন

২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত প্রসন্নকাটী নামক গ্রামে মোহম্মদ আলী নামীয় আমার একজন মুরিদ আছে, সেই লোকটী রাত্রে একা কোন পথ দিয়া যাওয়া কালে দেখিতে পাইত যে, শুভ্র বস্ত্র পরিহিত একটী লোক তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে থাকে এবং মোহম্মদ আলী বলিয়া উচ্চশব্দে তাহাকে ডাকে। একটু পরে আর কিছু দেখিতে পাইত না। ইহা দেখিয়া মোহম্মদ আলী ভীত হইত এবং রুগ্ন হইতে লাগিল। এক দিবস সে ব্যক্তি আমার সঙ্গে দেখা করিয়া এই সমস্ত অবস্থার পরিচয় দিয়া বলিতে লাগিল, সেই জ্বেন আমাকে বলিয়া গিয়াছে যে, আমি অমুক মাসে অমুক দিবসে পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি বলিলাম, ইহা জ্বেনের উপদ্রব বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি উক্ত নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্বে ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব কেবলার নিকট উপস্থিত হইয়া তদবির করিয়া আন, নতুবা কোন বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা আছে। মোহাম্মদ আলী আমার উপদেশ অনুযায়ী সেই তারিখের কয়েক দিবস পূর্ব্বে হজরত পীর সাহেব কেবলার নিকট হইতে কোন তদবীর লওয়ার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় উপস্থিত হইল। যখন সে ব্যক্তি চাঁদনির টীকাটুলি মছজেদের দিকে রওয়ানা হইল, তখন পথিমধ্যে একজন আচকান, পায়জামা, চোগা ও পাগড়ী পরিহিত বৃদ্ধ লোক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দুই হাত লম্বা করিয়া বাধা দিয়া বলিতে লাগিল, মোহাম্মদ আলী, তুমি বুঝি আমার পীরের নিকট আমাকে লজ্জা দিতে যাইতেছ? আমি তোমাকে কিছুতেই যাইতে দিব না।

আমি কি তোমার কোন ক্ষতি করিয়াছি? যদি তুমি আমার কথা না শুনিয়া আমার পীরের নিকট আমাকে লজ্জিত কর, তবে বলি, এখন তোমার স্ত্রী পুষ্করিণীতে গোছল করিতেছে ও তোমার কন্যা দোলনায় নিদ্রিত আছে, আমি এক্ষণে তোমার বাটীতে গিয়া তাহাদের উভয়কে মারিয়া ফেলিব। মোহাম্মদ আলী ইহা শুনিয়া ফিরিয়া আসিল, আর হজরত পীর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিল না।

(২) মৌলবী ইউছোফ সাহেব বলিয়াছেন, কোতবোল-ইরশাদ হজরত ছুফি ফতেহ আলি সাহেবের ইছালে-ছওয়াবের সময় মাণিকতলাতে এক ব্যক্তিকে থলিয়া করিয়া টাকা দিতে দেখিয়া হজরত পীর সাহেবের নিকট তাহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহাতে হুজুর বলিলেন, এই লোকটী একটি জ্বেন।

(৩) মোল্লা আবদুল হাকিম সারেং সাহেব বলিয়াছেন, এক সময় ফুরফুরার মাদ্রাছার ছুটি হইবে, পূর্ব্ব দিবস হজরত পীর সাহেব মোদার্রেছগণের টাকা দিতে হইবে বলিয়া একটু চিন্তাযুক্ত হইয়া বলিলেন, আল্লাহ হাফেজ, কিছুক্ষণ পরে একটা লোক অনেক টাকার নোট হজরত পীর সাহেবকে দিয়া গেলেন, পীর সাহেব তদ্দারা মোদার্রেছগণের বেতন দিয়া দিলেন। সারেং সাহেব পীর সাহেবের নিকট তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, এই লোকটী একটি জ্বেন ছিল।

(৪) নওয়াখলালী শ্রনদীর মাওলানা হাতেম বলিয়াছেন, এক রাত্রে ১২টা, ১টার সময় হজরত পীর সাহেবের দরবারে বিকট আকৃতির কাল রং-এর কয়েকজন লোককে অতি আস্তে আস্তে কথা বলিতে শুনিয়া হজরত পীর সাহেবের নিকট তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করি, হুজুর বলিয়াছিলেন, তাহারা জ্বেন।

(৫) খোরাছানের বাসিন্দা একজন হাফেজ সাহেব আমাদের হজরত পীর সাহেব কেবলার মুরিদ ছিলেন, ইনি বাল্যকালে

কোন গতিকে ইয়মনদেশে গিয়া কোরআন শরিফ হেফজ ও জ্বেন সংক্রান্ত আমলিয়াত শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, ইনি অনেক সময় হুগলী জেলায় ভ্রমণ করিয়া জ্বেন দৈত্যের তদবীর করিতেন। এক দিবস আমি তাঁহাকে জ্বেন হাজির করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতে লাগিলেন, হুগলী জেলায় এক স্থানের একটী অপ্রাপ্ত বয়স্ক রূপবান ছেলেকে একটি পরী উড়াইয়া লইয়া যায়। তাহার পিতা আমার নিকট উক্ত ছেলেটিকে আনাইয়া দিবার জন্য তদবীর করিতে অনুরোধ করেন। আমি ২৫ টাকা পারিশ্রমিক প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া জ্বেন হাজের করার আমল আরম্ভ করি। দেড় দিবসের মধ্যে ছেলেটিকে সেই পরী তাহার বাটীতে রাখিয়া চলিয়া যায়। ছেলেটি অচৈতন্যবস্থায় বাটীর প্রাঙ্গণে পড়িয়া থাকে। আমি এই সংবাদ পাইয়া পানি পড়িয়া তাহার চেহারা ও মুখে ছিটা দিলে, সে চৈতন্য লাভ করে। আমি তাহার নিকট বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় সে বলিতে লাগিল, আমি এক দিবস দ্বিপ্রহরের সময় আম্র খাইতে বৃক্ষে আরোহন করিয়াছিলাম। এমতাবস্থায় একটি পরী আমার দুই হাত ধরিয়া আমাকে উড়াইয়া লইয়া যায়। সে আমাকে তাহার বাসস্থানে লইয়া যায়। একটি পাহাড়ের উপর এক মনোরম অট্টালিকাতে তাহার বাসস্থান ছিল। পরীটি স্বামীহারা ছিল, তাহার কেবলমাত্র এক মাতা ছিল। তাহার মাতা একটী মনুষ্য সন্তানকে দেখিয়া বলিতে লাগিল, তুমি কেন একজন আদম সন্তানকে আনিয়াছ? তাহার পিতামাতা কত রোদন করিতেছে! পরী বলিল, আমি নিঃসন্তান! আমি ইহাকে পোষ্য পুত্র করিব। কখন কখন বৃদ্ধাটী বিরক্ত হইয়া বলিত, তুমি কি জান না, হুগলী জেলার ফুরফুরায় একজন বড় জবরদস্ত পীর কামেল আছেন। তিনি জানিতে পারিলে, তোমাকে জ্বালাইয়া মারিয়া ফেলিবেন, বা জ্বেনের বাদশাহকে হাজির করিয়া তোমাকে বন্দী করিয়া রাখিবেন। তৎশ্রবণে পরীটি বলিত, হাঁ ফুরফুরার

পীর সাহেবের এইরূপ ক্ষমতা আছে, কিন্তু তিনি এখন আর এইরূপ কার্য্য করেন না। বৃদ্ধা বলিতে লাগিল, এখন সেই পীর সাহেবের মুরিদ একজন হাফেজ সাহেব আমল করিয়া আমাদের সকলকে হাজির করার চেষ্টা করিতেছেন। যাও হতভাগিনী সত্তর আদম সন্তানকে রাখিয়া আইস। নচেৎ আমরা সকলে আবদ্ধ হইয়া তথায় হাজির হইতে বাধ্য হইব। ইহাতে সেই পরী আমাকে রাখিয়া চলিয়া গেল।

(৬) আমি এক দিবস কলিকাতা ১১নং ধর্ম্মতলায় হাজী এলাহি বখ্শ সাহেবের দোকানে বসিয়াছিলাম, হজরত পীর সাহেব কেবলা তথায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় ডায়মন্ডহারবার অঞ্চলের দুইটী লোক হজরত পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, হুজুর আমাদের বাটীতে জ্বেনের বড় উপদ্রব আছে, তাহারা হয়ত এক আধ মন মৃত্তিকা আনিয়া আমাদের সম্মুখে ফেলিয়া দেয়, কখন খাদ্য সামগ্রীতে বিষ্ঠা বা ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া যায়, কখন বড় বড় বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করে। ইতিপূর্বে একবার হুজুরের নিকট আসিয়াছিলাম, ইহাতে হুজুর বলিয়াছিলেন, তোমরা বাটীতে গিয়া সেই জ্বেনকে বলিয়া দাও যে, ফুরফুরার (পীর) আবুবকর (সাহেব) বলিয়াছেন যে, তুমি আর এই দরিদ্রদের উপর অত্যাচার করিও না। আমরা বাটীতে পৌঁছিয়া হুজুরের উপরোক্ত কথা উচ্চস্বরে বলিয়া দিলে, সেই জ্বেনের দৌরাত্ম্য দ্বিগুণ তিনগুণ বেশী হইয়া গেল। জনাব পীর সাহেব কেবলা ইহা শুনিয়া একটু চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া লইলেন, তৎপরে চক্ষুদ্বয় খুলিয়া একজনের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি সুদ খাইয়া থাক? সেই ব্যক্তি অর্দ্ধস্ফুটস্বরে আমতা আমতা করিয়া বলিল, হাঁ খাইয়া থাকি। হজরত পীর সাহেব বলিলেন, জ্বেনটি বলিতেছে, হুজুর, যদি আপনি একজন নেককার লোকের জন্য সুপারিশ করিতেন,

তবে আপনার সুপারিশ শুনা মাত্র চলিয়া যাইতাম, কিন্তু আপনি একজন ফাছেক সুদখোরের জন্য সুপারিশ করিতেছেন, কাজেই আমি আরও অধিক উপদ্রব করিতেছি। তৎপরে হজরত পীর সাহেব বলিলেন জ্বেনটি বলিতেছে, তোমার বাটীর পশ্চিমদিকে একটি বড় আম্র বৃক্ষ ছিল, তাহা তুমি নাকি কাটিয়া ফেলিয়াছ? সে ব্যক্তি বলিল, হাঁ, কাটিয়া ফেলিয়াছি। হজরত পীর সাহেব বলিলেন জ্বেন বলিতেছে, উহার পশ্চিম দিকে দ্বিতীয় একটি বড় আম্র বৃক্ষ ছিল, তাহাও তুমি নাকি কাটিয়া ফেলিয়াছ? সে ব্যক্তি বলিল হাঁ, কাটিয়া ফেলিয়াছি। হজরত পীর সাহেব বলিলেন, উক্ত বৃক্ষদ্বয়ে উহার বাসা ছিল, তুমি তাহার বাসস্থান নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ, এজন্য সেই জ্বেন তোমার উপর অত্যাচার করিতেছে। আচ্ছা যাও, তোমরা সুদ ত্যাগ কর এবং মিনতি করিয়া তাহাকে বল, আমি অজানিত ভাবে তোমার বাসস্থান নষ্ট করিয়াছি। আমাকে মার্জ্জনা কর। খোদা চাহেত আর জ্বেন তোমাদের উপর অত্যাচার করিবে না।

অলৌকিক ঘটনা

বিগত ১৩১৬ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার আমি গোয়াল-বাথান ট্রান্সশিপমেন্ট রেলওয়ে অপিসে কেরানীর কার্য্য করিতাম, তথায় শুনিতে পাইলাম যে, আমার বাড়ীর নিকট আলমডাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চিমে প্রায় চারি মাইল ব্যবধান শেখপাড়া নামক গ্রামে এমটি মহতী ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হইবে এবং ফুরফুরা শরীফের বঙ্গ বিখ্যাত পীর মাওলানা মোহাম্মদ আবুবকর ছিদ্দিকী ছাহেব শুভাগমন করিবেন। আমি কয়েক দিনের অবসর

লইয়া উক্ত দিবসেই সকালে উক্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পীর কেবলা তাঁহার কতিপয় শিষ্যসহ উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সকলের নাম আমার মনে নাই; তন্মধ্যে কবুরহাট পোড়াদহ নিবাসী বিখ্যাত আলেম মাওলানা মোহাম্মদ ফজলুর রহমান ও পুটীপুর নিবাসী মৌলভী মোহাম্মদ রমযান আলি ছাহেবান উপস্থিত থাকিয়া তাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা বিষয়ের সমালোচনা করিতেছেন, আমিও তাঁহাদের সহিত যোগ দিলাম। এই দিনই পীর কেবলার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইল, আমি সেই সময় অধুনালুপ্ত "মিহির ও সুধাকর" সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে "ইছলাম মিশন" শীর্ষক কবিতা ধারাবাহিক ভাবে লিখিতাম। আমরা ঐ সম্বন্ধে এবং সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, জাতিগঠন, উন্নতি, অবনতি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে তথাকার শালদহা গ্রামবাসী মুনশী ফরাতুল্লাহ বিশ্বাস নামক ব্যক্তি তাঁহার ভাগিনা-জামাতা মহেশপুর নিবাসী মুনশী বছিরুদ্দিন মিয়া ছাহেব সহ উপস্থিত হইলেন, কিছুক্ষণ পরে মুনশী ফরাতুল্লাহ ছাহেব পীর কেবলা ছাহেবের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন যে, তাহাকে মাঝে মাঝে কোথা হইতে বেশবিন্যাশ ধারিণী এক ষোড়ষী যুবতী অকস্মাৎ আবির্ভূতা হইয়া মুহূর্ত মধ্যে তাঁহার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যায় এবং কিছুদিন পর বাড়ীতে রাখিয়া যায়। ইহা শ্রবণ করিয়া পীর কেবলা ছাহেব আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ও ইংরেজী পড়া মৌলবী বাবা! ঘটনাটি কি বিশ্বাস হয়? যদি আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে জিজ্ঞাসা করুন।" ইহা শুনিয়া আমরা কয়েকজন নব্যশিক্ষিত যুবক (মৌলভী মোহাম্মদ রমযান আলি সহ) উক্ত ব্যক্তিকে একটু দূরে লইয়া গিয়া বহু প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তরে বলিলেন 'আমার বাড়ীর লোক আমাকে ঘরের মধ্যে তালাচাবি দ্বারা দ্বার বন্ধ রাখিত, তবুও আমাকে তথা হইতে

বাহির করিয়া লইয়া কোনও জানা বা অজানা স্থানে লইয়া যাইয়া থাকে, আমরা উভয়ে ষ্টীমার, রেল, ঘোড়ার গাড়ী, গো-গাড়ী, মটরকার, ট্রামওয়ে যোগে ভ্রমণ করি, কলিকাতা লাট বাহাদুরের বাড়ীতে থাকি, শহরের মধ্যে বেড়াইতে বাহির হই, স্ত্রীলোকটি অতি বৃদ্ধা ভিখারিণী রূপ ধারণ করিয়া আমার সাথে সাথে চলে, স্থান বিশেষে সুন্দরী সাজিয়াও গমন করে। শিয়ালদহ কলিকাতা হইতে দার্জিলিং, আগ্রা, পাটনা, দিল্লী, ঢাকা রেলগাড়ীতে এবং ষ্টীমার যোগে জানা অজানা নানা স্থান ভ্রমণ করি। বহু স্থানে আমার পরিচিত বহুলোকের সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াও কথা বলিতে পারি না। একদিন আমার বাড়ীর নিকট পোড়াদহ রেল ষ্টেশনে আমার জনৈক ওস্তাদকে দেখিতে পাই, আমি যে গাড়ীতে ছিলাম তিনিই সেই গাড়ীতে ছিলেন, আমি বহুবিধ চেষ্টা করিলাম তাঁহার 'কদমবুছি' করি ও কথা বলি, কিন্তু সকল প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি কুলটিয়া ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। আমি ট্রেন যোগেই চলিতে লাগিলাম। আমরা ট্রেনের সকল প্রকার গাড়ীতেই ভ্রমণ করি। ক্ষুধা হইলে গাড়িতেই আহার করি। শীতকালে ওজুর জন্য গরম পানি ও গরম আহার্য্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি চাহিবামাত্র পাইয়া থাকি। অভাব অনাটন কোনও জিনিষেরই হয় না। দেশ পর্যটন কেবল আমাদের বিশেষ কার্য্য। একদিন পূর্ব্বদেশের কোনও একটি অজানা-অচেনা স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটা গাড়ীতে বহু লোকের সমারোহ, বিবাহের মজলিস, আমাকে একটু দূরে রাখিয়া স্ত্রীলোকটী মজলিসের নিকট গেল, কয়েকজন লোকের সহিত কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে মজলিসের মধ্যে যাইতে দিল না, বাধ্য হইয়া তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল; কিছুদূর আসিয়া আমরা এমন একটী স্থানে উপস্থিত হইলাম, সেখানে নানা বর্ণের ছোট বড় পাথরের খন্ড ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত ছিল, স্থানটি এমনই মনোরম যে,

সে স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা হয় না। তথা হইতে আমি একখন্ড লোভনীয় অতুজ্জ্বল প্রস্তর খন্ড সঙ্গে লইলাম, কিছুদূর আসিয়া স্ত্রীলোকটিকে পাথর খন্ডের কথা জানাইলাম, তৎক্ষণাৎ সে আমার হাত হইতে পাথর খন্ড লইয়া অতি জোরে পূর্ব্বদিকে নিক্ষেপ করিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উহার গতি দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন আমি তাহাকে মজলিসের ও পাথরের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় সে জওয়াব দিল, আমার ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে দাওয়াত পাইয়াছিলাম, কিন্তু আমি তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি বলিয়া মজলিসের লোক আমাকে নানাবিধ কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি দিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিতে দিল না। আর ঐ পাথরটির বিষয় তোমাকে বলিব না। পরে পীর কেবলার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, হুজুর আমরা উহার নিকট হইতে বহু কথা শুনিয়াছি, এখন যাহাতে উহার উপকার হয় তাহার ব্যবস্থা করুন। পীর কেবলা তখন তাহাকে (ফরাতুল্লাহকে) একখানা চৌকির উপর নামাজ পড়ার কায়দায় এবং অন্য দুইজন অভিজ্ঞ শিষ্যকে তাহার সহিত বসিতে বলিলেন, তাঁহারা তদনুরূপে উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ পর পীর কেবলা নিম্নলিখিত রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ঃ—

পীর—তুমি এই ব্যক্তিকে আর লইয়া যাইতে পারিবে না।

জ্বেন—কিছুদিন লইয়া যাইতে দেন।

পীর—না, লইয়া যাইতে পারিবে না।

জ্বেন—তাহা হইলে আমার উপায় কি?

পীর—তোমার উপায় তুমি ঠিক করিয়া লইবে।

জ্বেন—আপনি আমার সমাজকে জানাইয়া দিবেন।

পীর—আচ্ছা আমি তোমার সমাজকে তোমার কথা বলিবার জন্য চেষ্টা করিতেও পারি।

জ্বেন—ভাল ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করিবেন।

পীর—ব্যবস্থা আমার কাছে নাই, তবে তোমার সমুদয় পরিচয় দাও।

জ্বেন—লজ্জা হয় পরিচয় দিতে।

পীর—তবে আজকেই চলিয়া যাও।

(ক্রন্দন, পদচুম্বন ও গমন)

তৎপরে পীর কেবলা আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপবিষ্ট মুনশী ফরাতুল্লাহ ছাহেবকে ডাকিতে বলিলেন এবং সহযোগী মৌলভী ছাহেবানও উঠিলেন। কিন্তু মুনশী বছিরুদ্দিন ছাহেব তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও জবাব পাইলেন না, গায়ে হাত দিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিলে উঠিলেন না, পরন্তু প্রস্তরবৎ অনুমিত হইতে লাগিল, আমি তাঁহার গায়ে হাত দিয়া স্পর্শ করিলাম—যেন প্রস্তর খন্ড। আমরা অবাক হইয়া পীর কেবলা ছাহেবকে বলিলাম—হুজুর ইনি যে পাথর হইয়া গিয়াছেন। পীর কেবলা চেয়ার হইতে উঠিয়া তাহার (ফরাতুল্লাহর) মস্তকের মধ্যস্থলে হাত দিয়া একটি ফুক দিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি (ফরাহতুল্লাহ) উঠিয়া বলিলেন এবং পানি চাহিলেন, তিনি অতিরিক্ত পরিমাণে পানিপান করিলেন। তাহার পর সুস্থ হইলে পীর কেবলা ছাহেব বলিলেন, 'আপনারা জিজ্ঞাসা করুন ঘটনাটি কিরূপ হইল?' আমরা ঘটনাটির বৃত্তান্ত সম্যক জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি (ফরাহতুল্লাহ) নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা করিলেন। "পীর কেবলা আমাকে নামাজ পড়ার কায়দায় বসিতে বলিয়া যখন চেয়ারে বসিলেন, তাহার কিছুক্ষণ পরেই আমার সেই পরিচিতা স্ত্রীলোকটি আসিয়া পীর কেবলাকে 'কদমবুছি' করিয়া সম্মুখের ঐ জামগাছটীর ডালের উপর বিমর্ষ বদনে দাঁড়াইয়া রহিল, পীর কেবলা বসিতে বলিলে বসিল এবং পীর কেবলার প্রশ্নগুলির যথাবিহিত উত্তর দিতে লাগিল।"

পাঠক পাঠিকা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিবেন—আমরা পীর কেবলার প্রশ্নগুলি মাত্র শুনিতে পাইয়াছিলাম কিন্তু জবাব গুলি আদৌ শুনিতে পাই নাই। মুনশী ফারাহতুল্লাহ ছাহেব জওয়াব গুলি বর্ণনা করিলে সকল কথা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলাম। পরে পীর কেবলা ছাহেব সেই সহযোগী উপবিষ্ট মৌলভী ছাহেবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন; আপনারা কি দেখিলেন? তাঁহারা বলিলেন, আমরা কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাই নাই।' পীর কেবলা ছাহেব মৌলবী ছাহেবদ্বয়কে বলিলেন, আপনাদের মোরাকাবা (সাধনা) সম্যক সাধিত হয় নাই, বিশেষ পরিশ্রমের জরুরত আছে। পরে পীর কেবলা ছাহেব মুনশী ফরহাতুল্লাহ ছাহেবকে অনেক উপদেশ দিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন, "ঐ স্ত্রীলোকটী আর কখন আপনাকে লইতে আসিবে না, কিন্তু বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবেন, যদি কখন ঐ স্ত্রী আপনার স্মৃতি পটে উদয় হয়, তাহা হইলে (অঙ্গুলী দ্বারা পেশনীর মধ্যস্থল দেখাইয়া) আমার এই পেশানীর রূপ বিশেষ স্মৃতির সহিত স্মরণ করিবেন, আল্লার হুকুমে কোনও প্রকারেরই অনিষ্ট ঐ স্ত্রীর মূর্ত্তি কর্ত্তৃক সংঘটিত হইবে না।

সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাবৃন্দ, আজ প্রায় ত্রিংশ বৎসর সংসার সাগর গর্ভে বিলীন হইতে চলিল। আমাদের সুপরিচিত মুনশী ফরাহতুল্লাহ ছাহেব সুস্থ শরীরে 'বহাল তবিয়তে' জীবিত আছেন, কিন্তু আল্লাহর মর্জ্জি ঐ স্ত্রীর মূর্ত্তি কোনও দিনই তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হয় নাই। আমাদের পূর্ব্ববর্ণিতা স্ত্রীমূর্ত্তি জনৈকা পতিতা জ্বেন।

কোরআন শরিফের উনত্রিশ পারা সুরা জ্বেন পাঠ করিলে জ্বেন বিষয়ক তথ্য অবগত হওয়া যায়। হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) মানব ও জ্বেন উভয় জাতির জন্য নবী ছিলেন। মানুষ মাটি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, জ্বেন অগ্নি হইতে সৃষ্টি-অশরীরী উগ্রমূর্ত্তি

জীব বিশেষ। ইহাদের বিশেষ কোনও আকার নাই, সাধারণতঃ মানুষে দেখিতে পায় না। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই ইহারা যে কোন আকারও মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে জ্বেন জাতির অস্তিত্ব বিশ্বাস করান বড়ই কঠিন, কিন্তু ইহার অস্তিত্বের বহুবিধ বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

সমাপ্ত